বাংলা
গদ্য
সাহিত্যের
ইতিহাস ॥

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস

সজনীকান্ত দাস

মিত্রালয়
১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

পরিবর্ধিত সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৬৬

চৌদ্দ টাকা

মিত্রালয় ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত
ও রূপ লেখা প্রেস, ৭৮ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলি-৬ হইতে এন. পান কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে

যৌবনের উদ্ধত চাপল্যে একদিন 'শনিবারের চিঠি'তে "দীনেশ-নাম"
লিখিয়াছিলাম, উদারহৃদয় দীনেশচন্দ্র শেষবয়সে আমাকে
ক্ষমা তো করিয়াছিলেনই, আন্তরিক আশীর্বাদও
করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার
জীবিতকালে আমার অপরাধের
প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি
নাই, আজ করিলাম।

সজনীকান্ত দাস

প্রথম খণ্ডের নিবেদন

আমি পণ্ডিত নই, একনিষ্ঠভাবে বাংলাসাহিত্যের গবেষণার কাজেও নিযুক্ত থাকি নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ররোচনায় (নিন্দার্থেই ব্যবহার করিলাম) কিছুদিন শ্রীরামপুর কলেজে ও অন্যত্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়ার যুগের ইতিহাসের কিছু মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। মাস ছয়েক মাত্র গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলাম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপকরণ-সংগ্রহের কাজে ব্রজেন্দ্রবাবু যে অমানুষিক এবং অবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করিতেছেন আমি কাঠবিড়ালীর মত তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জোগান দিতে পারিয়াও আনন্দিত আছি। এই পুস্তকের জন্য তাহার অধিক মর্য্যাদা আমি দাবি করি না।

আমার পরিকল্পিত গ্রন্থের ইহা একচতুর্থাংশ—মাত্র প্রথম যুগ, ব্রজেন্দ্রবাবুর ও পূর্ব্বগামিগণের উপকরণের সাহায্য লইয়া বাকি তিন যুগের ইতিহাস খাড়া করিবার চেষ্টায় আছি, কিছু অগ্রসরও হইয়াছি একেবারে পুস্তকাকারে সেই তিন খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। প্রথম খণ্ডটি 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় ধারাবাহিকরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। পরিষদের কর্তৃপক্ষ পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়া এবং তাহাদের প্রস্তুত ব্লকগুলি ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পুস্তকটিকে "পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী"ভুক্ত করিয়াও আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে শেষ কথা কেহ বলিতে পারেন না, নিত্য নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে পুরাতন ইতিহাস রূপান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য। সমগ্র উপকরণ দেখিয়াছি বা ব্যবহার করিয়াছি—এ কথা কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। পূর্ব্বগামিগণ যাহা দেখেন নাই, আমি কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আমি যাহা দেখি নাই, স্বভাবতঃই অন্যে তাহা দেখিবেন। আমি এ বিষয়ে শেষ কথা বলিলাম, এমন অহমিকা কাহারও থাকা উচিত নয়,—অন্ততঃ আমার নাই। আমি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার যুগের ইতিহাসের একটা কাঠামো দাঁড় করাইয়াছি—চূণ সুরকি প্রলেপ এবং কারুকার্য্যের অনেক অবকাশ রহিল তবে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, যেটুকু নূতনের সন্ধান আমি দিয়াছি তাহা আমার নিজের চোখে দেখা, পরের মুখে ঝাল খাই নাই।

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে নিতান্ত স্নেহপরবশ হইয়া এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত এবং তিনিই বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতসুলভ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করেন। তাঁহার ভূমিকা আমাকে আশাতিরিক্ত গৌরব দান করিয়াছে।

স্নেহভাজন শ্রীমান গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের আগ্রহাতিশয্যেই এই পুস্তকের প্রকাশ সম্ভব হইল। তিনি প্রভূত যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমি স্থানান্তরে থাকায় এবং নিজে প্রুফ সংশোধন না করিতে পারায় কিছু কিছু ভুলত্রুটি রহিয়া গেল, যতদূর সম্ভব একটি "শুদ্ধিপত্র" দিলাম। তাড়াতাড়ির জন্য এই খণ্ডে বিস্তৃত সূচী দেওয়া সম্ভব হইল না, শেষ খণ্ডে তাহা সংযোজিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
১১ আষাঢ় ১৩৫৩

শ্রীসজনীকান্ত দাস

প্রথম খণ্ডের ভূমিকা

বাঙালী পাঠকের কাছে শ্রীযুক্ত সজনীকান্তের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু যাঁহার স্বতঃসিদ্ধ পরিচয় সাহিত্যিক হিসাবে, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহার পুরাতাত্ত্বিক-রূপে আবির্ভাব হয়ত অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। কাব্য ও কৌতুক, বাস্তব ও ব্যঙ্গ, মধু ও হুল লইয়া যাঁহার কারবার, তিনিই আবার বিগত কালের দুষ্প্রাপ্য কীটদষ্ট দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটিয়া, ঐতিহাসিক সাধনার কঠিন পথে, রসিকের ধর্ম্মের সহিত পণ্ডিতের কর্ম্মের মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটাইয়াছেন!

ইহা সম্ভব হইয়াছে, কারণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সজনীকান্তের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অপরিসীম। ঐতিহাসিক তথ্যান্বেষণের ইহাই তাঁহার আন্তরিক প্রেরণা, যাহা আজ বহুরূপী বিদূষককে বহুসন্ধানী গবেষকে পরিণত করিয়াছে। এই পরিণতি যে নিষ্ফল হয় নাই, তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে; কিন্তু গ্রন্থের পিছনে গ্রন্থকারের যে নিবিষ্টতা ও নিষ্ঠা রহিয়াছে, তাহাই ইহার সত্যকার পরিচয় বহন করিতেছে। অতি-আধুনিক লেখকের মত আগামী কালের স্পর্দ্ধায় স্ফীত না হইয়া, সুস্থিতবুদ্ধি সজনীকান্ত গত যুগের গৌরবে শ্রদ্ধাশীল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নূতন শিক্ষা ও আদর্শের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে দেশব্যাপী জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাই বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের সূত্রপাত করিয়াছিল। কিন্তু বেশীদিনের কথা না হইলেও এই সদ্যোবিগত শতাব্দীর ইতিবৃত্ত আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। প্রাচীনতর যুগ সম্বন্ধে আমরা অনেক সংবাদ রাখি, কিন্তু যে-যুগ আমাদের এত নিকটবর্ত্তী এবং আমরা এখনও যে-যুগের ভাব-বিপ্লবের ফলভাগী, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে খুব বেশি তাহা বলা যায় না। যাহা সুদূর তাহার সম্বন্ধে মোহ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু যাহা সমীপবর্ত্তী এবং যাহা আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ, তাহার বিচিত্র কাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক হইবার কথা নয়। হয়ত আমরা পুরাবৃত্তের অধিকতর পক্ষপাতী, কিন্তু যাহা আমাদের ঘরের কথা, আমাদেরই পিতামহদের বিস্মৃত বৃত্তান্ত, তাহাও শুনিতে কৌতূহলের অভাব থাকিতে পারে না। গত শতাব্দী সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার কারণ উদাসীনতা নয়; স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে যাহা

লেখা থাকে তাহাই আমরা শিখি; তাহাতে পুরাকালের কথাই বেশি পাইয়া থাকি, গতযুগের বাংলা দেশের কথা এত সহজলভ্য নয়।

সহজলভ্য নয়, কারণ যাঁহারা এই সকল পাঠ্যপুস্তক লেখেন, তাঁহাদের সময় অল্প, শক্তিও সীমাবদ্ধ। যে সকল মূলগ্রন্থ ও সাময়িক নথিপত্রাদি হইতে গত যুগের বৃত্তান্ত উদ্ধার করা যাইতে পারে, তাহাও আবার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য, দেশের জলহাওয়ার প্রভাবে লুপ্তপ্রায়, অথবা চেষ্টা ও অনুরাগের অভাবে সযত্নে রক্ষিত হয় নাই। এগুলির অনুসন্ধান ও সংগ্রহ যে কত কষ্টসাধ্য, তাহা যাঁহারা এই ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া পাঠ্যপুস্তক লেখা চলে, পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রচনা করিতে যাওয়া বাতুলতা বা সৌখিনতা মাত্র। বড় বড় সৌখিন বই লিখিয়া গৌরব অর্জ্জন করিবার সহজ উপায় অনেকেই খুঁজিয়া থাকেন, কষ্ট করিয়া উপকরণ সংগ্রহের কাজ ত মুটে-মজুরের কাজের সামিল! কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এত অধিক যে, ঐতিহাসিক সৌধ-নির্ম্মাণে মুটে-মজুরের কাজই আমাদের একমাত্র কাজ, ইমারত গাঁথিয়া নক্‌শা কাটিবার সময় এখনও আসে নাই। নিতান্ত সহজপ্রাপ্য কয়েকটি তথ্য বা ঘটনা লইয়া বাকিটুকু সুলভ কল্পনার দ্বারা পরিপূরণ করিয়া, গত যুগের একটি চমকপ্রদ বিবরণ রচন করা কঠিন নয়; কিন্তু এরূপ রচনার কোনও স্থায়ী মূল্য নাই। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিবৃত্ত রচনা করিতে হইলে যে তথ্যানুসন্ধান ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন তাহা অশেষ ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও যত্ন-সাপেক্ষ। এইরূপ কঠোর ঐতিহাসিক সাধনার সরণি অবলম্বন করিবার অধ্যবসায় ও অনুরাগ সকলের নাই, থাকিলেও সহজ পথ ও সুলভ যশের প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসাধ্য।

এই অনুরাগ ও অধ্যবসায় আছে বলিয়াই সজনীকান্ত নিছক সাহিত্যিকের সৌখিনত পরিত্যাগ করিয়া বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের একটি তথ্যবহুল, প্রামাণ্য ও সংযত ইতিহাস রচনা করিতে পারিয়াছেন। বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য কীর্ত্তির মধ্যে গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিও একটি প্রধান কীর্ত্তি। স্বয়ং লব্ধপ্রতিষ্ঠ গদ্য-লেখক বলিয়া বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা সম্বন্ধে সজনীকান্তের আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা গদ্যের জন্মকাল হইতে প্রথম যুগে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়া ইহার গঠন ও স্থায়িত্বলাভে সহায়তা করিয়াছিল, সেগুলি ঐতিহাসিকের অমূল্য ও

অপরিহার্য্য উপাদান হইলেও, সাহিত্যিকের আদর ও আবেগের বস্তু নয়। কারণ এগুলির অধিকাংশ অভিধান, ব্যাকরণ, পাঠ্যপুস্তক বা অনুবাদ হিসাবে রচিত বলিয়া রস-সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই, এবং ইহাদের ভাষাও সাহিত্য-শিল্পাগারে শিক্ষার্থীমাত্র। এই নীরস ও অপরিণত রচনা-গুলির আদ্যন্ত পাঠ বা পরীক্ষা করিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা আজকালকার দিনে সুলভ নয়,—তাই নিছক সাহিত্যিক নাকি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন না! কিন্তু এই গদ্যের উপায়ই পরবর্ত্তী গদ্যের প্রতিষ্ঠা, সজনীকান্ত অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার সহিত বাংলা গদ্যের এই মগ্ন ভিত্তিমূলের যতদূর সম্ভব নিখুঁত ও নিরপেক্ষ বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার রস-পিপাসা কোথাও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

পথিকৃৎ না হইলেও সজনীকান্তের রচনা তাঁহার পূর্ব্বগামীদের রচনার পূরণ ও সংশোধন হিসাবে বহু অজ্ঞাত ও মূল্যবান্ তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। শ্রীরামপুর কলেজের ও অন্যান্য স্থলের বিক্ষিপ্ত দপ্তরে অনেক পুরাতন কাগজপত্র পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য তিনি পাইয়াছেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্বগামীদের নাগাল বা নজরের বাহিরে পড়িয়া ছিল। নূতন তথ্যের উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে, রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্ম্মা ও উইলিয়াম কেরি সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন কথা বলিতে পারিয়াছেন, মিলার ও আপজনের পুস্তক তিনি প্রথম আবিষ্কার করিয়া আমাদের গোচরে আনিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থটিকে বিশেষজ্ঞের সঙ্কলন মাত্র অথবা গবেষকের প্রমাণপঞ্জী বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। সজনীকান্তের লেখনী-নৈপুণ্য শুধু তথ্যমাত্রসন্ধানী নয়, নীরস বস্তুকে অপরূপ সরসতায় অভিষিক্ত করিবার ক্ষমতাও রাখে।

যে-যুগে নাটক নভেল কবিতা ও মাসিক পত্রিকার প্রতি একান্ত পক্ষপাত, সে-যুগে এই ধরণের পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার কিরূপ অসমসাহসিকতার কাজ, আশা করি, তাহা স্বয়ং সাহিত্য-ব্যবসায়ী হইয়া সজনীকান্ত ভাল করিয়াই জানেন। তথাপি এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে শিক্ষিত সমাজ, নাটক নভেল কবিতা ও মাসিকপত্রিকা ভিন্ন অন্য ধরণের পুস্তকের আদর জানে না। তবে বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজের কথাই আলাদা!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ই আষাঢ়, ১৩৫৩

শ্রীসুশীলকুমার দে

পরিবর্ধিত সংস্করণের নিবেদন

এই গ্রন্থের লেখক জীবিত থাকিলে এই নিবেদনাংশ আমাকে লিখিতে হইত না।

গত ১১ই ফেব্রুআরি (২৮শে মাঘ ১৩৬৬) সজনীকান্ত দাস মহাশয় অকস্মাৎ পরলোকগত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমার ব্যক্তিজীবনের যে ক্ষতি হইল তাহা ঘটা করিয়া জানাইবার ক্ষেত্র ইহা নহে, কিন্তু বাংলাসাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গেল তাহা কে না বলিবে! বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় যুগের রচনার কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। এখন তাঁহার আরব্ধ ব্রতের শেষাংশ কে বজায় রাখিবে! দ্বিতীয় যুগের সীমা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাল পর্যন্ত চিহ্নিত করিয়া তিনি গ্রন্থের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে না পারিলে এই বৃহৎ গ্রন্থখানির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। অতএব স্বর্গতঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রামমোহন গ্রন্থাবলী, সাহিত্যসাধক-চরিতমালার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের রচিত উইলিয়াম ইয়েট্‌স, জন্‌ম্যাক নিবন্ধাবলী হইতে এই গ্রন্থের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য অংশগুলি ব্যবহার করিয়াছি। অবশ্য সজনীকান্ত জীবিত থাকিলে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য প্রতিভার সুপ্রয়োগে যে সার্থক সৃষ্টি সম্ভবপর হইত বর্তমানক্ষেত্রে যদি পাঠক তাহা আশা করেন ত ভুলই হইবে। কেন না সজনীকান্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়া সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া উপাদান সংগ্রহ করিতেন, আর আমি আনাড়ি, পূর্বসূরীদের প্রবন্ধ উদ্ধার করিয়াই আমি দায় মুক্ত। এক্ষেত্রে ইহা অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মহাশয় রচনা পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়া সজনীকান্তের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন, এই উদারতার ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা মিত্রালয়ের মত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের নাই—অতএব আমি চিরদিনের জন্য তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া রহিলাম। তাঁহাদের সহায়তায় সজনীকান্তের আরব্ধ ব্রত নিষ্পন্ন হইল ইহাই আশ্বাসের কথা।

মিত্রালয়
১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট,

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

প্রথম যুগ

ভূমিকা ১
ইতিহাসের উপকরণ ২
মুদ্রিত ইতিহাস ৪
বাংলা গদ্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী ... ৫
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গোড়ার কথা ৭
বাংলা গদ্যের অন্ধকার-যুগ ৮
অন্ধকার-যুগের অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক পরিচয় ... ১৩
বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পোর্তুগীস্ প্রভাব ১৭
'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' ২১
১৭৪৩-১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ২২
বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি (১৬৯২-১৭৭৬) ... ২৩
ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র ২৫
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ২৬
ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় ইংরেজ .. ২৭
বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা ছাপার হরফ ২৯
মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠার যুগে বাংলা গদ্য ৩২
সংস্কৃতীকরণ ৩২
১৭৭৮—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ ৩৭
জোনাথান ডানকান্ ৪০
এন. বি. এডমন্‌স্টোন্ ৪২
হেন্‌রি পিটস্ ফর্‌ষ্টার ৪২
জন্ মিলার ৪৪
চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকার ৭৬
জন্ টমাস ৫৭
টমাস ও রামরাম বসু ৬২
টমাসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ৬৫
The Particular Baptist Society For Propagating The Gospel Amongst The Heathen ... ৬৬

উইলিয়াম কেরী ৭০
কেরী, টমাস ও রামরাম বসু ৭৫
শ্রীরামপুর মিশন—কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ৮৯
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৯৭
উইলিয়ম কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১০৬
উইলিয়ম কেরীর পরবর্তী জীবন ও কীর্তি ১২২
উইলিয়ম কেরীর শেষ জীবন ও চরিত্র ১৫৫
উইলিয়ম কেরী ও বাংলা-সাহিত্য ১৬৪
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ ১৬৮
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের
পাঠ্যপুস্তক ও সেগুলির রচয়িতাগণ ১৭৫
রামরাম বসু ১৭৭
গোলোকনাথ শর্মা ১৮৬
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ... ১৮৯
তারিণীচরণ মিত্র .. ২০১
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ... ২০৮
চণ্ডীচরণ মুন্সী . . ২১১
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি . . ২১৭
ভগবদ্গীতার টীকা ২১৮
হরপ্রসাদ রায় ... ২১৯

দ্বিতীয় যুগ

ভূমিকা . . ২২৬
ফেলিক্স কেরী ২২৭
জন ক্লার্ক মার্শম্যান ২৫৩
উইলিয়ম ইয়েট্‌স ২৮৭
ক্যাপ্টেন জেম্‌স স্টিওআর্ট . .. ২৯৫
জন্ ম্যাক ৩০১
রামমোহন রায় ... ৩১০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ... ৩৭৩

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখা যায় যে সূত্রপাত পদ্যে, গদ্যের আবির্ভাব পরে। ইহার অর্থ এই নয় যে, কোনও দেশ বা জাতির মৌখিক ভাষা পদ্য হইতে ক্রমশঃ গদ্যে রূপান্তরিত হয়; সর্বত্র লোকে বরাবরই গদ্যেই কথাবার্তা কহিয়া থাকে—ভাষা ও সাহিত্য লিখিতে গেলেই স্বভাবতঃ প্রথমে ছন্দ ও মিল বাহন হইয়া বসে। লেখনীমুখে মানুষ গদ্যের সাহায্যে পরে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হয়।

প্রাচীনতম বাংলা চর্যাপদকে যদি ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি রচিত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—সাহিত্যপদবাচ্য না হইলেও উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্য ইহার ঠিক ৮৫০ বৎসর পরে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু কর্তৃক রচিত ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা গদ্যের যথার্থ সূত্রপাত। বাঙালী যে গীতিপ্রধান কবির জাতি, ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ; অন্য কুত্রাপি গদ্যের প্রাদুর্ভাব এত দীর্ঘবিলম্বিত হয় নাই।

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ইতিহাস নিতান্ত হাঁটি-হাঁটি-পা-পা অবস্থার ইতিহাস। বাংলা গদ্যের ভাষা তখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বাহন হইয়া উঠিবার মত সামর্থ্য অর্জন করে নাই; যে অবসর এবং মনের উদ্বৃত্ত শক্তি মানুষের শিল্প ও সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দান করে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামান্যতাকে অতিক্রম করিয়া অসামান্য কল্পনালোকে বিহার করিবার অবকাশ ও উপাদান যোগাইয়া তাহাকে মহত্তর জীবনের পথে লইয়া যায়, বাঙালী মঙ্গলকাব্য, টপ্পা, পাঁচালী ও কবিগান রচনায় সেই অবসর ও শক্তি নিয়োগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছিল। তাম্রশাসন, চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে নিতান্ত মামুলী প্রয়োজনের খাতিরে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইতেছিল, এই পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ 'একটা আষাঢ়ে গল্প'-এ নিরুপদ্রব তাসের দেশে রাজপুত্রের হঠাৎ আগমনে যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই রূপক বাংলা

গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে খাটে। সমুদ্রপারের সওদাগর ও পাদ্‌রিদের আগমনে কবিতাপ্রবণ বাংলা দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলেই সত্যকার বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, এবং বাঙালীর আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইহাই সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস।

ইতিহাসের উপকরণ

বিচ্ছিন্ন এবং সংক্ষিপ্ত হইলেও রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শের পূর্বেকার একটা ইতিহাস আছে; তাহা সমসাময়িক ও প্রামাণিক নয়; পূর্বগামীরা কল্পনা ও কিম্বদন্তীর সাহায্যে এই যুগের যতটুকু পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের উপজীব্য। যে যুগে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের খোলস সদ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্বোধ্য সন্ধ্যাভাষায় বৌদ্ধচর্যাপদ রচিত হইয়াছিল, সে যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন্ ভাষায় পরস্পর মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন, অনুমান করা ছাড়া তাহা জানিবার আজ উপায় নাই। ইতিহাসের উপকরণ যৎসামান্য। এখন পর্যন্ত ইতিহাস বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই প্রমাণসাপেক্ষ দলিলের ভিত্তিতে গঠিত নয়; যে সকল উপকরণের উপর ইহার নির্ভর, সেগুলি প্রায়ই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গোপনে সুরক্ষিত অথবা একেবারেই অস্তিত্ববিহীন; চেষ্টা করিলেও চোখে দেখিবার উপায় নাই নকলের নকলে বহুলপ্রচারের ফলে এগুলিই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সত্যকার ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকের এইখানেই বিপদ। এই তমসাচ্ছন্ন যুগের ভাষার ও বাক্যগঠন-রীতির নমুনা হিসাবে যাহা সচরাচর দাখিল করা হইয়া থাকে, আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানের যুক্তিপ্রণালী অনুসরণ করিলে সেগুলি গ্রহণযোগ্য না হইবারই কথা। যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কাহিনী রচনা করিয়াছেন, ইতিহাস লেখেন নাই।

আসলে ইতিহাস বস্তুটা আমাদের ধাতস্থ নয়। যাহাদের জাতীয় ইতিহাস পুরাণকাহিনীতে পর্যবসিত, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস না থাকিবারই কথা। বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দেশের পণ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে বহু বিলম্বে। বৈদেশিক রাজকর্মচারী ও ধর্মপ্রচারক পাদ্‌রিগণই গোড়ার দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা দিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক পরিচালিত সাপ্তাহিক

'সমাচার দর্পণ' ও মাসিক 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তেই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তক ও পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই দুই স্থলেই ইতিহাসের সূত্রপাত। 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম বৎসরের তৃতীয় সংখ্যায় (জুলাই, ১৮১৮) ৫৯ হইতে ৬৪ পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষার ইতিহাসের গোড়াপত্তন দেখিতে পাই। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উক্ত পত্রিকায় কোয়ার্টারলি সিরিজ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮২১-এর ১ম সংখ্যায় ও ১৮২৫-এর ১ম সংখ্যায় 'On the effect of the Native Press in India' ও 'On the progress and present state of the Native Press in India' শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়া নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেডের ইংরাজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সমাচার-পত্রিকার সফল প্রকাশ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মাসিক ও ত্রৈমাসিক সংখ্যাগুলিতে এবং 'সমাচার দর্পণ'-এ তৎকালীন প্রসিদ্ধ কয়েকটি বাংলা পুস্তকের বিষয়বস্তু, রচনাভঙ্গী ও লেখক সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের বহু উপকরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত 'দি ক্যালকাটা রিভিয়ু' ত্রৈমাসিকেও রেভারেণ্ড লং প্রমুখ বহু বৈদেশিক ও দেশীয় পণ্ডিত লিখিত প্রবন্ধে এবং পত্রিকাশেষে সন্নিবিষ্ট দেশীয় ভাষার পুস্তক-সমালোচনার মধ্যে যথেষ্ট উপকরণ আছে। রেভারেণ্ড লং, জে. ওয়েঙ্গার, জে. মার্ডক প্রভৃতিও অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় এবং বাংলা ভাষা সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকের কয়েকটি তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিয়া ইতিহাস-রচনার বহু উপকরণ যোগাইয়া গিয়াছেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ চতুর্থাংশ হইতে 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে সেই বৎসর হইতে প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা পুস্তকের তালিকা দেওয়া হইতেছে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তন হইতে শুরু করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রকাশকাল পর্যন্ত এই আঠার বৎসরের

ইতিহাস অতিশয় মূল্যবান। ডক্টর সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অশেষ অধ্যবসায়ের ফলে সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে এই যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইঁহারাই সর্বপ্রথম বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর অনুসরণ করেন। এই উভয়ের, বিশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবুর যত্নলব্ধ গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমানে যে কেহ এই যুগের ইতিহাস রচনা করিতে পারেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী ও পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যসাহিত্যের উপকরণ এখনও পর্যাপ্ত নয়।

মুদ্রিত ইতিহাস

সুশীলকুমার দে ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে অনেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, পুস্তক ও পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কুমারটুলি ১৯নং জয় মিত্র ঘাট লেনের মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্বপ্রথম 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অনেকে ভুল করিয়া 'বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্নকে প্রথম ইতিহাস রচনার সম্মান দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুস্তকের প্রকাশকাল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৯৭ শকে) প্রকাশিত পদ্মনাভ ঘোষাল ও অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'গৌড়ীয় ভাষা-তত্ত্ব' ১ম খণ্ড, পুস্তকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রসঙ্গ সামান্যই আছে। রমেশচন্দ্র দত্তের *'The Literature of Bengal'* পুস্তক ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। 'জাতীয় সভা'য় প্রদত্ত রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, ঢাকার কলেজ-ভবনে প্রদত্ত গঙ্গাচরণ সরকারের 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা' ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'সাবিত্রী লাইব্রেরি'র বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক পঠিত 'বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য' ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কৈলাসচন্দ্র ঘোষের 'বাঙ্গালা সাহিত্য' পুস্তক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা হইতে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তক প্রকাশ করেন। কৈলাসচন্দ্র সিংহ ধারাবাহিকভাবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (দশম কল্প, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ, ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ) এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকার ১০৪ সংখ্যায় (১৮৭১ খ্রীঃ) বেনামীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী* প্রকাশ করেন, তাহা

*'Bengali Literature', pp. 294-316.

পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস অব কেরী মার্শম্যান অ্যাণ্ড ওয়ার্ড' পুস্তকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রামকমল সেনের '*A Dictionary in English and Bengalee*' (১৮৩৪ খ্রীঃ) পুস্তকের ভূমিকায় এবং মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাস-অবলম্বনে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশ করেন (১৮৪৮ খ্রীঃ) তাহাতেও কিছু উপকরণ আছে।†

বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করিয়া বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে, ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সকলগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। ইহার মধ্যে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক', ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজনারায়ণ বসুর 'আত্ম-চরিত', ১৯১৩ ও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ১ম ও ২য় পর্যায়, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' ১ম খণ্ড, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত '*History of Bengali Literature in the Nineteenth Century*' (*1800—1825*), ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের '*The Origin and Development of the Bengali Language*' এবং ১৯৩২ হইতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দুই খণ্ড, 'বাংলা সাময়িক পত্র' দুই খণ্ড, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' ও 'সাহিত্য-সাধক-চরিত মালা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে সকল পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ সম্পর্কে এমন পরস্পরবিরোধী সংবাদ পাওয়া যায় যে, একটা ধারাবাহিক ইতিহাস

† কালিদাস মৈত্র প্রণীত 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫ খ্রীঃ), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কবিচরিত' (১৮৬৯ খ্রীঃ) এবং 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' প্রভৃতি পুস্তকে ইতিহাসের উপাদান থাকিলেও ঠিক ইতিহাসের পর্যায়ে এগুলিকে ফেলা চলে না।

গড়িয়া তোলা কঠিন। অধ্যবসায় এবং উপকরণের অভাবে ইঁহারা প্রত্যেকেই ভ্রান্ত এবং কল্পিত বিবরণী দিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে এই যুগের একটা সত্য ইতিহাস রচনার প্রয়াস আরম্ভ হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেনের '*History of Bengali Language and Literature*' পুস্তকের ৮২৮ হইতে ৮৪৪ পৃষ্ঠায় বাংলার প্রাচীনতম গদ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা মূলতঃ নগেন্দ্রনাথ বসু-সঙ্কলিত অষ্টাদশ ভাগ 'বিশ্বকোষ'-এর (১৯০৭ খ্রীঃ) 'বাঙ্গালা সাহিত্য' বিষয়ক আলোচনা হইতে গৃহীত। বস্তুতঃ পরবর্তীকালে এই 'বিশ্বকোষ'কেই কেন্দ্র করিয়া বাংলা গদ্যের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ২য় বৎসরে (১৮৯৫ খ্রীঃ) রজনীকান্ত গুপ্ত 'বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য' (পৃঃ ৩০-৫০) নাম দিয়া এক বিস্তৃত নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনায় সকলকে উৎসাহিত করেন। পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে '*History of Bengali Literature in the Nineteenth Century*' পুস্তকে (Appendix I, pp. 455-86) প্রথম যুগের বাংলা গদ্যের আর একটু সুষ্ঠু এবং ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এবং শিবরতন মিত্র-সম্পাদিত '*Types of Early Bengali Prose*' (১৯২২ খ্রীঃ) ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন' (১৯৪২ খ্রীঃ) পুস্তকে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের অনেক নমুনাও উদ্ধৃত হইয়াছে। কেদারনাথ মজুমদার প্রমুখ কয়েকজন কেবলমাত্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪ খ্রীঃ) ও জহরলাল বসুর 'বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৩৬ খ্রীঃ) ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের 'বাংলা গদ্যের চার যুগ' (১৯৪২ খ্রীঃ) অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা। কিন্তু উপকরণের অভাবে এই ইতিহাসগুলি সম্পূর্ণ নয়। বহু পরস্পরবিরোধী কথাও আছে।

এই বহুলপরিমাণে কল্পিত ও পরস্পরবিরোধী উপকরণের মধ্য হইতে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া তোলা সহজ নয়। অধুনা-অজ্ঞাত উপাদানে ও পদ্ধতিতে নির্মিত কোনও প্রাচীন মন্দির ভাঙিয়া গেলে আমরা যেমন বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিই দেখাইতে পারি, তদ্দ্বারা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারি না, আজিকার দিনে বাংলা গদ্যের আদিম অবস্থা বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে সেইরূপ বিচ্ছিন্ন উপাদানই দেখাইতে হইবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গোড়ার কথা

প্রথমেই শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের '*The Origin and Development of the Bengali Language*' পুস্তকের ভূমিকায় 'Oldest Remains of Bengali' শীর্ষক আলোচনা হইতে (পৃ. ১০৮-১৩৫) গোড়ার কয়েকটি কথা সঙ্কলন করিতেছি।

১। সংস্কৃত→প্রাকৃত→অপভ্রংশ হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোনও সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম।

২। উড়িয়া, আসামী ও বাংলা সমগোত্রজ।

৩। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রাচীনতম বাংলার নমুনা—

(ক) কয়েকটি শিলা ও ধাতুলেখে এবং প্রাচীন পুস্তকে ব্যবহৃত স্থানের নাম। পঞ্চম শতাব্দী হইতেই এগুলির সূত্রপাত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা এই নামগুলিকে সংস্কৃতরূপ দিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

(খ) বন্দ্যঘাটীয় বাঙালী পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ-কৃত (১১৫৯ খ্রীঃ) 'অমরকোষ'-এর টীকায় ('টীকাসর্বস্ব') ত্রিশতাধিক বাংলা শব্দ। এই গ্রন্থ বাংলা দেশে লুপ্ত হইয়া মালাবার অঞ্চলে রক্ষিত ছিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ('সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বের বাংলা শব্দ') ও বসন্তরঞ্জন রায় ('দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ') এই শব্দগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

(গ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত ৪৭টি চর্যাপদ। এগুলি শাস্ত্রীমহাশয়-সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত—'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা', (১৯১৬ খ্রীঃ) পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

৪। ইহার পরেই বাংলা ভাষার নমুনা হিসাবে চণ্ডীদাস-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' ও রমাই (বা রামাই) পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' উল্লিখিত হইয়া থাকে। এগুলি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত। বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'প্রাকৃতপিঙ্গল' নামক অপভ্রংশ ভাষায় বিরচিত গ্রন্থের কয়েকটি গানকে বাংলা বলিয়াছেন; এগুলি ৯০০ হইতে

১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। শিখেদের 'আদিগ্রন্থ'-এর দুইটি পদ জয়দেবের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; কাহারও কাহারও মতে তাহাও প্রাচীন বাংলায় রচিত। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'কেও অনেকে প্রাচীন বাংলা হইতে পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত বলিয়া মনে করেন। জয়দেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি।

৫। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

৬। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ।

বাংলা গদ্যের অন্ধকার-যুগ

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নয় শত বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যের স্থান নাই। খ্রীষ্টীয় ১৭৪৩ অব্দে পোর্তুগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মুদ্রিত হয়। এই তারিখকে বাংলা গদ্যের প্রামাণিক যুগের সূত্রপাত ধরিয়া বাংলা ভাষার জন্ম হইতে (৯০০ খ্রীঃ) উক্ত ১৭৪৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ৮৪৩ বৎসর বাংলা গদ্যের অন্ধকার-যুগ।

কিছু শিলালেখ ও তাম্রশাসন, কিছু দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র, কয়েকটি গ্রন্থের অংশ এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ সহজিয়া পুথি এই যুগের গদ্যের নমুনা হিসাবে উল্লিখিত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন *, তাঁহাদের সকলেরই মূল অবলম্বন 'বিশ্বকোষ'-এর 'প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস' প্রবন্ধ। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র নানা প্রবন্ধেও বহু নূতন উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল উপকরণের প্রামাণিকতা নির্ণয়ের উপায় নাই। এইগুলিকে বিশ্বাস করিলে এই যুগের বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিচ্ছিন্ন রূপ ধারাবাহিকভাবে এইরূপ দাঁড়ায়:—

---

* বিশ্বকোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৮ ভাগ, পৃ. ১৮৮-১৯৬; দীনেশচন্দ্র সেন—Bengali Language and Literature, ১৯১১, পৃ. ৮২৮-৮৪৪; ঐ—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৬৫-৫৭০; ঐ—'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', ২য় ভাগ, পৃ. ১৬৩০-৪৩, ১৬৫৫-৫৬, ১৬৭২-৭৯; শিবরতন মিত্র—Types of Early Bengali Prose, ১৯২২; সুশীলকুমার দে—Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1919, পৃ. ৪৫৫-৮৬; জহরলাল বসু—'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস' ১৯৩৬, পৃ. ২০-৫৪; সুরেন্দ্রনাথ সেন—'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন', ১৯৪২।

চণ্ডীদাসের 'চৈত্যরূপপ্রাপ্তি' ও রমাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'ান্তর্গত 'বারমাসি' প্রভৃতি গদ্যাংশ বাংলা গদ্যের আদিতম নমুনা বলিয়া উল্লিখিত হয়। বর্তমানে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, চণ্ডীদাস ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষপাদের লোক; 'শূন্যপুরাণ' (যাহা আমরা মুদ্রিত আকারে পাইতেছি) সপ্তদশ শতকের রচনা। প্রথম বাংলা গদ্যের যে নমুনা তারকেশ্বর-মোহন্তের প্রসিদ্ধ মামলার আপীলের পেপার-বুক হইতে জহরলাল বসু কর্তৃক তাঁহার 'বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস'-এ উদ্ধৃত (পৃঃ ২৫) হইয়াছে, তাহা যে প্রামাণিক নয় 'সন ৭৮৫ সাল' এইরূপ উল্লেখেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রাজা ভারামল্ল রায় প্রদত্ত ছাড়পত্রটি ৭৮৫ সালের ১০ই চৈত্র লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; ইংরেজী ১৩৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। পত্রটি এইরূপ—

'৺শ্রীশ্রীরাম

স্বস্তি সকল মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর ঠাকুর চরণযুগলেষু—

দেবত্তর জমি পত্রহ মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে ব্রালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম জোতশমস, ভঞ্জপুর, নাগাদী সাহাপুর—এই সকল গ্রাম সেবার কারণ—জমি শালীশুনা হর্দ্দ মহদুদ ঘোড় দৌড় জত জোত করিতে পার তাহা জোত করিবে—সেবাত শ্রীযুক্ত মায়াগিরি ধূম্রপান মোহন্তীতে নিযুক্ত থাকিয়া [রা ?] জুতিয়া যোতায়া শ্রীশ্রী৺সেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি ইতি সন ৭৮৫ সাল ১০ই চৈত্র।

শ্রীরাজা ভারামল্ল রায়' [নাগরীতে]

রায়নার কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য' (১২৯২ বঙ্গাব্দ) পুস্তকে আদিযুগের বাংলা গদ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচিত বহুল গদ্য রচনা পাঠ করিয়াছিলেন; সেইজন্যই তিনি বিদ্যাপতি প্রভৃতির বন্দনাস্থলে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন—

কিয়ে কিয়ে করে চিত চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্পূ বিথারি ॥

ইত্যাদি।

চম্পূ শব্দের অর্থ গদ্য পদ্যময় কাব্য;...আরও দেখিতে পাই, বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাস (পদকল্পতরুকার) কবিবন্দনাস্থলে লিখিয়াছেন—

জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর
অখিল ভুবনে অনুপম ॥

যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্যময় গীত। [১ম খণ্ড, পৃঃ ৭২-৭৩]

সুতরাং চণ্ডীদাস যে গদ্য লিখিয়াছিলেন, এই বিশ্বাস বহুদিন হইতেই চলিতেছে। 'বিশ্বকোষ'-কার চণ্ডীদাসকৃত 'চৈত্যরূপপ্রাপ্তি'র পরিচয় দিয়াছেন—'ইহার যে সকল পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বাং ১০৮১ সালের লিখিত।' ভাষার নমুনা এইরূপ—

'চৈতরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতন লাড়ি। র এতে চ মিশিল, রা এতে বসিল। ইবে এক অঙ্গা লাড়ি।·· জিহু রজকিনী তিহু রাগময়ই। রাগ আত্মা শ্রীমতীর অঙ্গ এক হন। জিহু চেতনরূপ তিহু চণ্ডীদাস। কার দেহ। শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা দেহ। রজকিনী কার দেহ। চণ্ডীদাসের অন্তরঙ্গা দেহ।'

চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর রূপগোস্বামী-কৃত 'কারিকা' গদ্যে লিখিত। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভাষা এইরূপ—

'প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে।···পূর্ব্ববাগের মূল দুই হটাৎ শ্রবণ অকস্মাৎ শ্রবণ।'

বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনার অন্যতম, রূপগোস্বামী-কৃত 'কারিকা'টিও কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সযত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 'শূন্যপুরাণ'-এর যে সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পুস্তকটি মূলতঃ পদ্য হইলেও মধ্যে মধ্যে ভাঙা গদ্য-রচনা আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে পুথি হইতে ইহা সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহা সপ্তদশ শতকের লেখা বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মনে করেন—

'...the so-called prose passages, if not the verse, reveal a much earlier and more antique form of diction. If the language of the recently published *Sri Krisna Kirtana* belongs to the early part of the 14th century, we can safely assume that the prose of *Sunya Puran* must have had its origin in a some what earlier age'...(*Bengali Literature in the Nineteenth Century*, p. 457.)

এই উক্তি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে 'শূন্যপুরাণ'-এর ভাঙা গদ্যকেই প্রথম বাংলা গদ্যের গৌরব দিতে হয়। ভাষার নমুনা এইরূপ—

'কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কন্নি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংস্থর ভোক্তা আমনি।'

এইগুলি ব্যতীত শ্রীনীলাচলদাস-কৃত 'দ্বাদশপাট নির্ণয়', কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত 'রাগময়ীকণা' ও 'আলম্বনচন্দ্রিকা', নরোত্তম দাসের 'রাগমালা' ও 'শিক্ষাপটল' এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের নিম্ননামাঙ্কিত পুথিগুলি 'বিশ্বকোষ' কর্তৃক বাংলা গদ্যের এই অন্ধকার-যুগের নমুনা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে--

আশ্রয় নির্ণয়, আত্মজিজ্ঞাসা, দাস্যাদ্যষ্টভাবার্থ, উপাসনাতত্ত্ব, সিদ্ধতত্ত্ব, ত্রিগুণাত্মিকা, আত্মসাধন, ভোগপটল, দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ, চন্দ্রচিন্তামণি, আত্মজিজ্ঞাসা-সারাৎসার, তিন মানুষের বিবরণ, সাধনাত্রয়, সিদ্ধান্তটীকা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ, উপাসনানির্ণয়, স্বরূপবর্ণন, দেহকড়চ, চম্পককলিকা, আত্মতত্ত্ব, তত্ত্বকথা, পঞ্চাঙ্গনিগূঢ় তত্ত্ব, হরিনামের অর্থ, গোষ্ঠীকথা, সিদ্ধিপটল, জিজ্ঞাসা-প্রণালী, জবামঞ্জরী, ব্রজকারিকা, রসভজনতত্ত্ব ইত্যাদি।

এগুলির ভাষা প্রায় সর্বত্রই এক, যে কোনও পুথির নমুনা দিলেই সাধারণভাবে ইহাদের ভাষা সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে। 'ব্রজকারিকা' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

'এই পঞ্চগুণ হইতে প্রেমবৃক্ষ হৈল। সেই সে রাধিকার রূপ। সেই বৃক্ষেদুই শাখা নিকসিল। সে কে কে। এক সখীভাব আর শাখাবিভাব। ক্রমে দক্ষিণ বাম জানিবেন। দর্শন আনন্দ মহাভাব দক্ষিণে। বিচ্ছেদ স্পর্শন বামশাখাতে নিকসিল। এই দুই শাখাবৃক্ষ উজ্জ্বল হইল। তাহার ফল দক্ষিণ শাখার ফল তার নাম মিলন।'

এই অন্ধকার-যুগের শেষের দিকে আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষা তখন রূপ লইয়াছে; নিতান্ত খাপছাড়া বা ভাঙা ভাঙা সন্ধ্যাভাষা নয়। গ্রন্থগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

১। 'বৃন্দাবনপরিক্রমা'। যে পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তাহা ১২১৮ সালে লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন এই পুথি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল।

২। 'বৃন্দাবনলীলা'। দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ভাষা প্রাঞ্জল।

৩। 'বেদাদিতত্ত্ব নির্ণয়'।

৪। *'ভাষাপরিচ্ছেদ'। যে পুথি হইতে উহা উদ্ধৃত, তাহার তারিখ*—বঙ্গাব্দ ১১৮১। সম্ভবতঃ উহা ঐ নামীয় সংস্কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ।

৫। 'জ্ঞানাদি সাধনা'। পুথির তারিখ—১১৫৮ বঙ্গাব্দ। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৩৪১ পৃষ্ঠায় 'সাধনা কথা' নামে উল্লিখিত।

৬। 'ব্যবস্থাতত্ত্ব'।

৭। 'স্মৃতিকল্পদ্রুম'।

৮। 'বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ'।

৯। 'দেব ডামর তন্ত্র'।

১০। 'পাচনসংগ্রহ'।

১১। 'কবিবাজী পাতড়া'।

১২। 'কামিনীকুমার'। দীনেশবাবুর বিবেচনায় ইহা ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত।

১৩। 'কুলজীপটী ব্যাখ্যা'।

১৪। জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান।

দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ভাষাপরিচ্ছেদ' অংশতঃ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অন্ধকার-যুগের কথা শেষ করিতেছি।—

> 'গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।'*

এই সকল পুথি ও পুস্তকের অস্তিত্ব মানিয়া লইলে বাংলা গদ্যের বয়স যথেষ্ট বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রদর্শিত নমুনাগুলি যে সকল পুথি হইতে সংগৃহীত, তাহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেকগুলি নমুনা হইতে সন্দেহ হয়, সেগুলি গদ্য নয়,

* 'We have, besides, in prose a vast number of treatises on medicine and on the genealogies of old families written within the last three centuries.'—D. C. Sen: *Bengali Language and Literature*, p. 835

গুহ্যসাধনসম্পর্কিত (সন্ধ্যাভাষায়) কতকগুলি ইঙ্গিত মাত্র। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দের মতে, এগুলি বাংলা গদ্যের সূত্রপাতের যুগের নমুনা। আমাদের মনে হয়, তৎকাল-প্রচলিত কথ্য গদ্য ভাষার সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। এগুলি সন্ধানী লোকের পরস্পর জানিত ইঙ্গিত—পরবর্তী কালের বহু সহজিয়া পুথিতে এই ভাষারই ক্রমপরিণতি লক্ষিত হয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পাশাপাশি বসানো এই সকল দুর্বোধ্য শব্দ লইয়া আলোচনা সমীচীন হইবে না।

অন্ধকার-যুগের অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক পরিচয়

তারিখ-সম্বলিত চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইলে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মহারাজ নরনারায়ণের পত্র হইতে শুরু করিয়া হালহেডের ব্যাকরণে মুদ্রিত (১৭৭৮ খ্রীঃ) ১১৮৫ বঙ্গাব্দের ১১ শ্রাবণ তারিখে লিখিত জগতধির রায়ের পত্র পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক যুগ। প্রাচীনতম প্রামাণিক পত্রটি ১৪৭৭ শক অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আহোম বা আসামরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে (ওরফে খোঁড়া রাজা) লিখিত হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখের 'আসামবন্ধু' পত্রিকায়* ইহা সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়; পরে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের তৃতীয় (গৌরীপুর) অধিবেশনের সভাপতির (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ) অভিভাষণে (কামরূপ বিবরণী, পৃঃ ৩৭) এই পত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। পত্রটি এইরূপ—

> 'স্বস্তি সকলদিগদন্তিকর্ণতাল-স্ফালসমীরণপ্রচলিতহিমকরহারহাস-সকাশকৈলাসপাণ্ডবযশোরাশিবিরাজিতত্রিপিষ্টপত্রিদশতরঙ্গিণীসলিল-নির্ম্মলপবিত্রকলেবরধীষণপ্রচণ্ডধীরধৈর্যমর্যাদাপারাবারসকলাদিক্-কামিনীগীয়মানগুণসন্তানশ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণমহারাজপ্রচণ্ডপ্রতাপেষু।
>
> লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অথন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বার্দ্ধতাকপাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর

* আসাম, তেজপুর হইতে প্রকাশিত।

তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উদ্ভণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গর মৎস ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গৈছে। আর সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।'

১৫৫৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটীর তদানীন্তন ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁকে কোনও আসামী নৃপতি-লিখিত একখানি পত্রও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখের 'আসামবন্তি'তে 'ঐতিহাসিক চিঠি' শীর্ষক প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে। এই পত্রের ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। পত্রটি এই —

'স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলেয়ার খাঁ সদাশয়েষু।

সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্র হিত আসিয়া আমার স্থান পহুঁছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ মনস্বিতা না বহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছে। তোমার আমার অদ্বয়ভাব প্রীতি ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক।.. '

অষ্টাদশ শতকে বাংলা গদ্যের ভাষা একটা নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এখন পর্যন্ত পুরাতন পত্র ও দলিলাদি যাহা কিছু বাংলা গদ্যের নমুনা হিসাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে, উপরোক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্তবাদে তাহার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়'-এর ১৬৭৩ পৃষ্ঠায় ১৬৮৯ ও ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত দুইখানি পত্র মুদ্রিত আছে, কিন্তু এই পত্রগুলির মূল ও তাহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনও পরিচয় দীনেশবাবু দেন নাই। সপ্তদশ শতকের বাংলা গদ্যের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক নমুনা ব্রিটিশ

মিউজিয়মের বাংলা কাগজপত্র হইতে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফটোগ্রাফ করিয়া আনিয়া ১৩২৯ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'র তৃতীয় সংখ্যায় (পৃঃ ১১২) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা একখানি প্রাচীন চুক্তিপত্র। ১১০৩ সাল অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হইয়াছিল। চুক্তিপত্রটি এইরূপ—

'শ্রীকৃষ্ণ | সাখি শ্রীধর্ম্ম

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসহেষু

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস আগে আমরা দুই লুকে করার করিলাম জে কিছু বারে সুনারগায় ও গর খ রিকরি সকরাত ২ দ্ব ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব আর কুন দায়া নাই খুবাক সমেত এই নিঅমে করা পত্র দিলাম স ১১০৩ তে ১৪ আগ্রান।'

সুনীতিবাবু ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র এবং অষ্টাদশ শতকে রচিত '৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক গদ্যগল্পেরও নকল আনিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই গল্পটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

'৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র।—

সাং অবন্তিকে—

মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনাবতি সোডষ বরিস্যা বড় যুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ণ পর্য্যন্ত যুগ্ম ভ্রূর ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ণ হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্ব ফল রুপলাবন্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন যুন্দরি সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা ভোজরাজা শুনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক এক২ রাজার পুত্রকে এক২ দীন রাত্রের মধ্যে এক২ জোন ে শয়ন ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল কন্যা আর রাজপুত্র : এক খাটে কন্যা সোয়ে : এক খাটে রাজপুত্র সোয়ে। জে রাজপুত্র জেমন জ্ঞানবান হয় : সে : সেইরূপ কথা সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না : সকালে উঠে : রাজপুত্র : ঘরে জায়। এইরূপ প্রকারে কত২ রাজপুত্র আইল কেহো কথা কহাইতে পারিলেক

না : কতমৎ প্রকার করিলেক তবু : কন্যাকে : কথা কহাইতে পারিলেক না।'

১১৭৮ সালের (ইংরেজী ১৭৭১) ২৯শে পৌষ তারিখে মহারাজ নন্দকুমার লিখিত একটি পত্র ইতিহাসের দিক দিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের কাহিনীতে স্থান পাইবার যোগ্য। মহারাজ নন্দকুমার ইহা পুত্র গুরুদাসকে লিখিয়াছিলেন—

'প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্ব্বাদশিবঞ্চ বিশেষ :—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করনক অত্র কুশল পরন্তু : ২৫ তারিখের পত্র২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতরত আলি খাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণ তক পঁহুছেন নাই পঁহুছিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষরোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত২ কুচেষ্ট। পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথ.২ জাউন ফলত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।'

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ভাষার নমুনা-স্বরূপ আরও অনেকে অনেক চিঠিপত্র ও দলিল প্রকাশ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কেরী ও টমাস নবদ্বীপ বেড়াইতে গিয়া কয়েকটি গদ্যে লিখিত পুথি দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিঠিপত্রে এরূপ উল্লেখ আছে। সবগুলি প্রায়ই একই রীতিতে লিখিত, সুতরাং প্রত্যেকটির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাংলা হরফে সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেড প্রণীত ও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে মুদ্রিত '*A Grammar of the Bengal Language*' পুস্তকে এই জাতীয় একটি পত্র আছে। বাংলা হরফে সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যের নমুনা হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা প্রয়োজন।—

'৭ শ্রীরাম—

গরিবনেওয়াজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিশ্‌তী হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শ্‌তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি

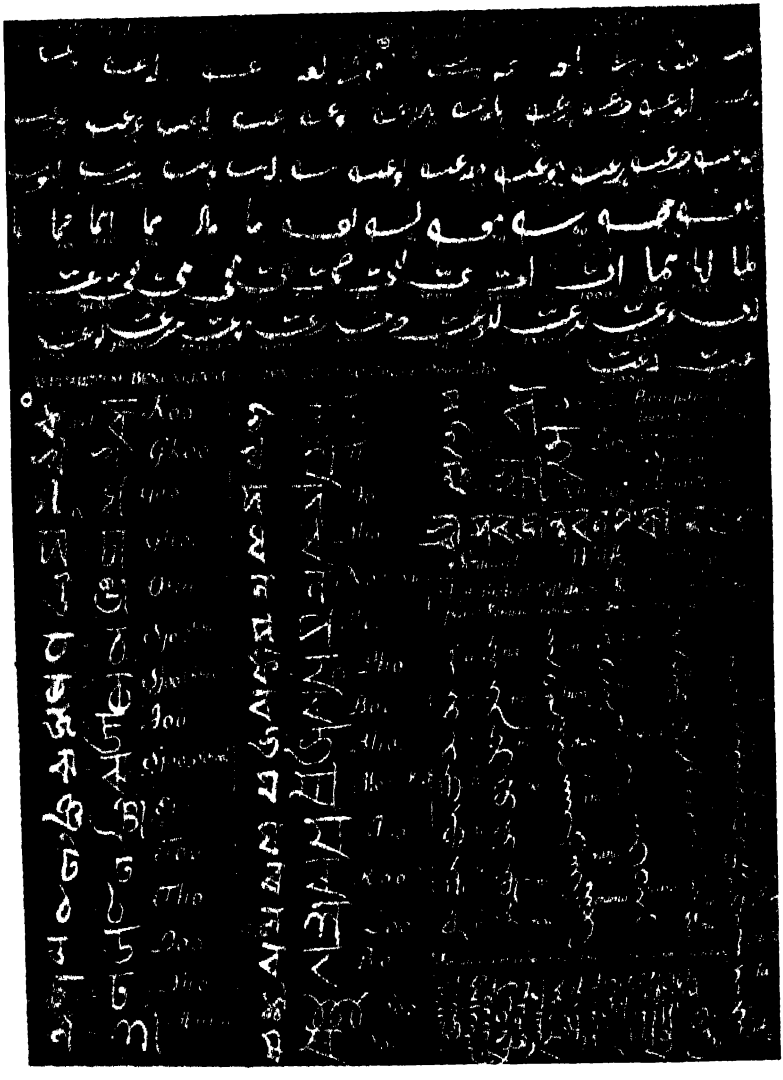

১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ভারতীয় বর্ণমালার প্রতিলিপি
(Aurenk Szeb পুস্তকে প্রথম মুদ্রিত)

যেন কি২ আবশ্যক আছে তাহা তোমারদের যাচনের
৯ পূর্ব্বে তোমারদের পিতা জানেন। অতএব তোমরা
এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ
১০ তোমার নাম পূজা করিয়া মানা যাউক। তোমার
রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই
১১ মত পৃথিবীতে পালিত হউক। আমারদের দিব
১২ সিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা
আপনারদের দায়ীরদিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই
১৩ মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং
আমারদিগকে পরীক্ষায় পড়াইও না কিন্তু মন্দ
হইতে রক্ষা করহ (কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও
১৪ গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন। অতএব
যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ ক্ষমা করহ তবে
তোমারদের স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকেও ক্ষমা
১৫ করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ
না ক্ষমহ তবে তোমারদের পিতা তোমারদের অপ
১৬ রাধও ক্ষমা করিবেন না। এবং যখন তোমরা
উপবাস কর তখন কপটীবর্গের মত বিষণ্ণ বদন হইও
না কেননা তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাই
বার কারণ আপনারদের মুখ বিকৃতি করে সত্য
আমি তোমারদিগকে কহি তাহারা আপনারদের
১৭ পুরস্কার পাইয়াছে। কিন্তু যখন তুমি উপবাস করহ
তখন আপন মস্তকে তৈলমর্দ্দন কর ও মুখপ্রক্ষালন
১৮ করহ। তাহাতে যেন তুমি মনুষ্যেরদের প্রতি উপবাসী

উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবন।

ফিদবি

জগতধির রায়'

এই নমুনাটুকু হইতেই প্রাক্-আধুনিক যুগের বাংলা গদ্যের রীতি ও প্রকৃতি সুস্পষ্ট ধরা পড়িবে। মূল কাঠামোটি বাংলা হইলেও আরবি ও পারসি শব্দের প্রয়োগবাহুল্যে ইহা প্রায় দুর্বোধ্য; অথচ আরবি ও পারসি শব্দে বাংলা প্রত্যয় নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পোর্তুগীস্ প্রভাব

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত 'চৈত্যরূপপ্রাপ্তি'র 'রা অক্ষরে রাঙ্গ লাড়ি' অথবা 'শূন্যপুরাণ'-এর 'হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি' হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বোক্ত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের 'তোরফেনকে তলব দিয়া' পর্যন্ত ভাষার একটা প্রগতি ও ধারাবাহিকতা প্রায় অব্যাহত আছে। বাংলা গদ্যের উহাই মূল ধারা। এই ধারাই পরবর্তী কালে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ভবানীচরণ ও রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব ও বঙ্কিম কর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান বাংলা গদ্য-সাহিত্যরূপ সুবিশাল নদীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পের মত একটা আকস্মিক বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে; অন্ততঃ আজিকার দিনে ধারাবাহিকতার দিক দিয়া বিচার করিতে বসিয়া ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাকে আকস্মিক বলিয়াই মনে হইতেছে। আকস্মিক না হউক মূল ধারার সহিত ইহার বিশেষ যোগ নাই।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই ব্যাপারের মুদ্রিত দলিল আছে; 'অন্ধকার যুগ' এবং 'চিঠিপত্র ও দলিলের যুগ'-এর মত আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না। এবং এই কারণেই আমরা ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্রাথমিক যুগের সূত্রপাত বলিয়াছি।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাসকে স্বতন্ত্র করিবার অথবা সাধারণ ধারার মধ্যে একটা বিপর্যয় বলিয়া নির্দেশ করিবার কারণ এই যে, এই ইতিহাস একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত এবং এই আলোড়নের তরঙ্গ সীমাবদ্ধ

কাল ও দেশে পরিসমাপ্ত। এই আলোড়নের ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে আরম্ভ এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত; ইহা সম্পূর্ণ পোর্তুগীস প্রভাবের ফল। ষোড়শ শতাব্দী হইতেই এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।* ইহার ফলে বাংলা ভাষায় যে কিছু কাজ হইয়াছিল সমসাময়িক চিঠিপত্র ও বিবরণী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা—

১। Father Marcos Antonio Santucci, S. J., the Superior of the Mission among these Bengali converts between 1679 and 1684, wrote from Nolua Cot to the Provincial of Goa on January 3, 1683: 'The Fathers [Ignatius Gomes, Manoel Sarayva and himself] have not failed in their duty: they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers; they have translated the Christian Doctrine [*Doutrina Christa* or Catechism], etc., nothing of which existed until now.' [*O Chronista de Tissuary*, Goa, Vol, II., 1867, p. 12.]—Father Hosten in *Bengal: Past & Present*, Vol IX, Part I, p. 46.

২। '১৫৯৯ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে যেসুইট্-সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম-প্রচারক ফ্রান্সিস্কো ফের্নান্দেস (Francisco Fernandes) পূব-বঙ্গে সোনারগাঁর সন্নিকটস্থ শ্রীপুর হইতে গোয়ায় উক্ত সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ নিকোলাস পিমেন্তা-র (Nicolas Pimenta) নিকট একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে এই কথার উল্লেখ আছে যে, ফের্নান্দেস খ্রীষ্টান ধর্মের মূল কথাগুলির ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ছোট একখানি বই এবং একখানি প্রশ্নোত্তরমালা লেখেন, এবং ফের্নান্দেসের সহকর্মী পাদ্রি দোমিনিক্-দে-সুজা (Dominic de Souza) বাঙ্গালাভাষা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি এই দুইখানি বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।' —শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', প্রবেশক, পৃ, ॥/০।

*...John Sylveira was the first Portuguese who came to Bengal; he arrived in 1518, and remained long time 'learning the commodities of the country and the manners of the people'—Calcutta Review.

৩। 'Father Barbier, as early as 1723, mentions that he prepared a little catechism in Bengali'—শ্রীসুশীলকুমার দে, *Bengali Literature*, p. 68.

৪। ১৫৯৯ সালে দোমিনিক সোসা নামক আর একজন যীশুট যাজক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকারের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ('Sosa endeavoured to learn the Bengalan Language and translated into it a tracte of Christian Religion in which were confuted the Gentile and Mahumetan errours: to which was added a short Catechisme by way of Dialogue, which the children frequenting the schoole learned by heart.' *Purchas His Pilgrimes*, Vol. X. p. 205)·· ১৫৯৯ হইতে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একাধিক খ্রীষ্টান প্রচারক এই জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। —শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ', প্রস্তাবনা, পৃঃ ২।৵০-২।৶০

কিন্তু এই সকল রচনার অধিকাংশই আজও পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

তিনটি মাত্র গ্রন্থ আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তন্মধ্যে আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য পুস্তক দুইখানি:

(ক) Crepar Xaxtrer Orth, Bhed | Xixio Gurur | Bichar | Fr Manoel | da Assumpcam | Lochiassen, O buzhaiassen Bengallate | Baoal dexe; Xon-hazar Xat Xoho pointix bossor | Christor Zormo bade | Bhetton | corilo boro Tthacurque | D. Fr Miguel | de Tavora | Evorar Xohorer Arcebispo | + Lisboate | Francisco | da Sylvar Xaze | Patxaer quitaber Xap | corinia | Xpor Zormo bossore 1743 | Xocol Uchiter hucume.

এই পুস্তকের একখণ্ড ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এভোরার লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল, সম্প্রতি তাহা লিসবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। একটি খণ্ডিত পুস্তক কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে জানিতে চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে হইবে।

১। 'The Three First Type-Printed Bengali Books'—H Hosten, S. J. ; *Bengal : Past & Present*, Vol. IX. Part I, July-Sept. 1914, pp. 40-63.

২। 'ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক'—শ্রীসুশীলকুমার দে ; 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ত্রয়োবিংশ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৩, পৃ. ১৭৯-১৯৫।

৩। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব' —শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; ঐ,ঐ,ঐ, পৃ. ১৯৭-২১৭।

৪। '*Bengali Literature in the Nineteenth Century*'—S. K. De, 1919, pp. 67-75.

৫। 'পাদ্রি মানোয়েল-দা-আস্-সুম্প্‌সাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩১, 'প্রবেশক' ও 'প্রবেশকের পরিশিষ্ট'। পৃ. ৵০-৩৵০।

৬। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ১৯৩৭, 'প্রস্তাবনা' পৃ. ১৵০-৩।৵০।

এই পুস্তক কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় ও শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত ভূমিকা ও টীকা সহিত ১৯৩৯ সনে বাহির হইয়াছে।*

(খ) 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'—ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো প্রণীত।

এই পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় ১৯৩৭ সনে বাহির হইয়াছে। ফাদার হস্টেনের নিকট লিখিত ফাদার লোপেসের পত্রে এটিও ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে ফ্রান্সিস্কো-দা-সিলভার ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি এভোরাতে ইহা পাণ্ডুলিপি আকারেই দেখিয়াছেন এবং মূল পুথির ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৮৫ পৃষ্ঠা নকল করিয়া আনিয়া ছাপাইয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে তিনি ছাড়া এখন পর্যন্ত অন্য কেহ বিশেষ আলোচনা করেন নাই। ('প্রস্তাবনা' দ্রষ্টব্য।)

* দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নং ১

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের লিসবন শহরে সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৯১; গ্রন্থের বাঁ-দিকের পৃষ্ঠায় বাংলা এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় পোর্তুগীস ভাষায় গুরুশিষ্যে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্ট-ধর্মের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে—সুতরাং বাংলা অংশের পরিমাণ ছাপার অক্ষরে প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার মতন। টাইটেল পেজে গ্রন্থকর্তা-হিসাবে পাদ্রি মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ-এর নাম আছে। ইনি পোর্তুগালের এভোরা শহরের অধিবাসী এবং পূর্বভারতের মণ্ডলীভুক্ত অগস্তিনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশে ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত থাকেন, তাহার প্রমাণ আছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, এই পুস্তক ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাওয়াল পরগণার নাগরীতে লিখিত হয়। মূল পোর্তুগীস অংশ মানোএল-এর লেখা, তিনি সম্ভবতঃ কোনও দেশীয় খ্রীষ্টানকে দিয়া বাংলা অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের ফরাসী পাদ্রি ফাদার গেরেঁ (Guerin) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর একটি বিশুদ্ধীকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণের লাতিন ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, অনুবাদের কালে বৃদ্ধ ফাদার মানোএল মাঝে মাঝে যখন ঝিমাইয়া পড়িতেন, তখন দেশীয় অনুবাদক তাঁহার অজ্ঞাতে খ্রীষ্টধর্মবিরোধী নানা গালগল্প নিজেই জুড়িয়া দিত—অনেক ক্ষেত্রে মূল পোর্তুগীসে ও অনূদিত বাংলায় মিল না থাকার ইহাই কারণ। পাদ্রি গেরেঁর উক্তি সত্য হইলে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বাংলা গদ্য-পুস্তকের রচয়িতা কোনও অজ্ঞাতনামা দেশীয় রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান—ভাওয়ালের কোনও অধিবাসী। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ভাওয়ালে প্রচলিত মৌখিক ভাষায় লিখিত। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' পুস্তকের 'প্রস্তাবনা' হইতে জানা যায়, '১৮৬৯ সালে গোয়ার সন্নিহিত মারগাঁও শহরে 'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' তৃতীয় বার মুদ্রিত হয়। লিসবনের জাতীয় গ্রন্থালয়ে (*Bibliotheca Nacional*) প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক আছে।'

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়োর রচিত। এ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা বিশ্বাস করিলে বলিতে

হয়, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল—অর্থাৎ ইহা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এরও পূর্বের রচনা এবং ইহা নিঃসন্দেহে বাঙালীর রচনা। ভূষণার রাজপুত্র বাল্যকালে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেদের দ্বারা অপহৃত হইয়া আরাকানে নীত হন। সেখানে ফাদার মানোএল দা রোজারিও নামক একজন সেণ্ট-অগস্তিন মণ্ডলীর ধর্মযাজক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে যে পরবর্তী কালে ইঁহার প্রচারে ও প্রভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ-হাজার লোক রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'-এ একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ক্যাথলিকের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে খ্রীষ্ট-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর ভাষার সহিত ইহার ভাষা খুব বেশী পৃথক নহে।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর ভাষার নমুনা—

> গুরু। অপূর্ব্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে: আমি মালা জপি না; তথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জপি খ্রিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধাবে ভজনা করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।
>
> শিষ্য। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন; সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরাণীর ভজনা বিনে আর যত ভজনায় বাছ মুক্তি পাইবাব পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই শোন।—পৃ. ৫৪

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'-এব নমুনা—

> ব্রা। যদি পবমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএনা যে পরমেশর এমত করেন, কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা যেতো কালের পাপে করমাস্কিতে লওয়াএ।
>
> —পাণ্ডুলিপি পৃ. ৬

১৭৪৩-১৭৭৮

ইহার পরেই বেণ্টো ডি সেলভেস্ত্রে বা ডিসুজা-রচিত দুইখানি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেণ্টো সম্ভবত ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন

এবং পরে কলিকাতা ও বাণ্ডেলে আসিয়া বাস করেন। কথিত আছে, তিনি প্রায় পনর বৎসর বঙ্গদেশে ছিলেন এবং এখানে অবস্থানকালে 'বুক অব কমন প্রেয়ার' ও 'ক্যাটিকিজম' পুস্তকের অনেক অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। তাঁহার পুস্তক দুইটি 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা' নামে রোমান অক্ষরে লণ্ডনে মুদ্রিত হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 'বিশ্বকোষ'-এ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'প্রশ্নোত্তরমালা'র প্রকাশ-তারিখ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীসুশীলকুমার দের মতে ইহার প্রকাশ-কাল আর কয়েক বৎসর পরে। এই দুইটি পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। কুত্রাপি ইহার অস্তিত্ব আছে বলিয়াও আমরা জানি না। বেণ্টোর পুস্তকের সন্ধান এবং ভাষার নমুনাও কেহ দেন নাই।*

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি (১৬৯২-১৭৭৮)

এ পর্যন্ত বাংলা গদ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ব্যতীত তাহার কোনটিরই মুদ্রিত প্রমাণ নাই; 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলা উপকরণস্বরূপ কতকগুলি হস্তলিখিত পুথি, চিঠিপত্র ও দলিল মাত্র সম্বল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলা-গদ্যের ইতিহাসের সহিত ছাপাখানা ও ছাপার অক্ষরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাংলা-গদ্যের আলোচনা সম্পর্কে বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি, মুদ্রাযন্ত্র ও ছাপার হরফের ইতিহাস আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে এখন পর্যন্ত আলোচনাই হয় নাই। ডক্টর জি. এ. গ্রিয়ার্সন তাঁহার বিখ্যাত '*Linguistic Survey of India*', 1903 পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে 'Specimens of the Bengali and Aassmese Languages' প্রসঙ্গে (পৃ. ২৩) বাংলা অক্ষর সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন। পরে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (বাঙ্গালা ব্যাকরণ—প্রবেশক) এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করেন।

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির আদিমতম নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন ফাদার এইচ. হুষ্টেন। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি পুস্তকে বাংলা

* Hyde : *Parochial Annals of Bengal, p.* 155

অক্ষরের প্রতিলিপি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।† মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রণের কথা বলিতেছি, কারণ শিলা ও তাম্রলিপিতে, তালপাতায় এবং তুলোট কাগজে বাংলা অক্ষর বহুকালাবধি খোদিত বা লিখিত হইয়া আসিতেছে। ইহার ইতিহাস ১২০০ বৎসরের কম হইবে না। বাংলা অক্ষরের দ্বিতীয় নমুনা পাওয়া যায় ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর লাইপ্‌ৎসিক নগরে মুদ্রিত Georg Jacob Kehr (গেওর্গ্‌ য়াকোব্‌ কের্‌) প্রণীত লাটিন ভাষায় '*Aurenk Szeb*' নামক পুস্তক। এই পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠাতে ১ হইতে ১১ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা এবং ৫১ পৃষ্ঠার সম্মুখের প্লেটে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি জার্মান নাম 'শ্রীসরজন্ত বলপকাং মাএর' (Sergeant Wolffgang Meyer) বাংলা অক্ষরে ছাপা আছে। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের এই চিত্রটিই পরে (১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) লাইপ্‌ৎসিক নগর হইতে মুদ্রিত যোহান ফ্রীদ্‌রিখ্‌ ফ্রিৎস্‌ (Johann Friedrich Fritz) লিখিত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা শিক্ষক' (*Orientalischer und Occidentalischer Sprachmeister*) নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয়। বাঙালী পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা বাংলা অক্ষরের এই আদি নমুনার প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরই ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হলাণ্ডের লাইডেন নগর হইতে ডেভিড্‌ মিল (Davidis Millius) লাটিন ভাষায় *Dissertationes Selectae* নামক একখানি বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের শেষে Joannes Josua Ketelaer লিখিত 'Miscellanea Orientalia' নামক হিন্দুস্থানী ভাষার একটি ব্যাকরণ আছে। এই ব্যাকরণ-অংশে বাংলা ও দেবনাগরী

†'It was published with a Burmese alphabet in 1692 in a work containing observations by the Jesuit Fathers Jean de Fontenay, Guy Tachard, Etienne Noel and Claude de Beze. The title of the book is *Observations Physiques et Mathematiques pour servir a l'histoire naturelle, et a la perfection de l'Astronomie et de la Geographie: Envoyees des Indes et de la Chine a l'Academie Rayale des Sciences a Paris per les Peres Jesuites. Avec les reflexions de Mrs. de l'Academie, et les Notes du P. Gouye, de la Compagnie de Jesus.* A Paris, de l' Imprimerie Royale, M.DC. XCII ; 4, pp 113, 2 maps and 1 plate containing the characters of the people of Bengala and Baramas [Burma]—*Bengal : Past & Present*, Vol. IX Part I, p. 40.

বর্ণমালার প্রতিলিপি দুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে ছাপা আছে। এখানে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল।*

কেটেলের নিজে ওলন্দাজ ছিলেন এবং তিনি ওলন্দাজ ভাষাতেই তাঁহার ব্যাকরণ লেখেন। ডেভিড মিল লাতিন ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কেটেলের প্রণীত মূল ব্যাকরণ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে, ছাপা হয় নাই।

বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি সম্বন্ধে ডেভিড মিল তাঁহার লাতিন ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা কৌতূহলোদ্দীপক :

'আমি আরও দুইটি বর্ণমালা তাম্রফলকে খোদাই করিয়াছি—ব্রাহ্মণদিগের বর্ণমালার পরিচয় হিসাবে এখানি মূল্যবান বিবেচিত হইবে।··· টেব্‌ল III Bতে যে ব্রাহ্মণ বর্ণমালা [অর্থাৎ বাংলা] প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়।'

বাংলা বর্ণমালা কোনও কালে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত কি না ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

মিল-প্রদত্ত দেবনাগর বর্ণমালা তেমন সুষ্ঠু নয়। সম্ভবতঃ লেখকের দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আম্‌স্টারডামে প্রকাশিত আতানাসিউস কির্খের (Athanasius Kircher) লিখিত *China Illustrata* পুস্তকে দেবনাগরী বর্ণমালার সর্বপ্রথম প্রতিলিপি পাওয়া যায়।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড অনূদিত *A code of Gentoo Laws* পুস্তকে দুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে বাংলা ও হিন্দী বর্ণমালা মুদ্রিত আছে। তাহার প্রতিলিপিও এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

ইহার দুই বৎসর পরে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা হরফের জন্ম। এবং তখন হইতেই বাংলা গদ্যের উন্নতির সূত্রপাত।

ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র

এখন পর্যন্ত যত দূর জানা যায়, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ছাপাখানার প্রবর্তন

---

* ডেভিড মিলের পুস্তকের একখণ্ড ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে আছে। তিনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে পুস্তকটি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। Georg Jacob Kehr প্রদত্ত নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে আনাইয়াছি।—লেখক।

করেন পোর্তুগীসেরা।* ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে তাঁহারা প্রথম আসেন এবং দক্ষিণ-ভারতের গোয়া অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহারা ইউরোপ হইতে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়া সেখানে স্থাপন করেন। ইহারই একটিতে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক একটি গ্রন্থ পোর্তুগীস ভাষায় রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষে মুদ্রিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ।

ভারতীয় ভাষা প্রথম ছাপার হরফে উঠে কোচীনে। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ গোন্‌সালভেস্ নামক একজন স্পেনদেশীয় পাদ্রি মালাযালাম-তামিল অক্ষর প্রস্তুত করিয়া সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার-প্রণীত 'ক্রিশ্চিয়ান ডক্‌ট্রিন' নামক পুস্তকের অনুবাদ 'ক্রীষ্ট্য বন্নকনম্' মুদ্রিত করেন। ইহাই ভারতীয় ভাষায় সর্বপ্রথম ছাপা বই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা 'দি নিউ বিভিউ' পত্রিকায় লিও প্রসারপিও-লিখিত 'The First Printing Presses in India' প্রবন্ধে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের বিশদ ইতিহাস দেওয়া আছে।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে বাংলা দেশের হুগলি শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে মুদ্রণ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ এই বৎসর হইতে বাংলা অক্ষরে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে

* ১২৮৪ বঙ্গাব্দের 'নববার্ষিকী'র ১৪৪পৃষ্ঠায় 'মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র' শিরোনামায় যাহা লিখিত আছে, তাহা বিশ্বাস করিলে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার আরও পূর্বে হইয়াছিল বলিতে হয়। 'নববার্ষিকী' লিখিয়াছেন—

'বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে যে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন কালীন তিনি দেখিতে পান যে, বারাণসী জেলার একস্থলে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের ন্যায় আঁশাল একরূপ পদার্থের একটী স্তর রহিয়াছে মেজর রবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া করিয়া একটী খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে খিলানের অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে, তথায় একটী মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নয়, অন্যূন এক সহস্র বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে।'

১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসের বঙ্গদর্শনে Gentleman's Magazine হইতে বিনা প্রমাণে গৃহীত উপরোক্ত অদ্ভুত উক্তির জন্য 'নববার্ষিকী'র নামহীন সম্পাদককে যথেষ্ট উপহাস করা হইয়াছে।

মুদ্রিত প্রমাণ বর্তমান ; কেবল সন্দেহজনক ব্যক্তিগত পুথি, নথি ও দলিলের উপর আমাদের নির্ভর নয়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত চারিটি (কাহারও কাহারও মতে পাঁচটি) গ্রন্থ প্রাচীন বাংলা-গদ্যের নমুনা হিসাবে বর্তমান থাকার প্রসিদ্ধি থাকিলেও আমরা এখন পর্যন্ত একটি ধর্মগ্রন্থ ও একটি সম্মিলিত ব্যাকরণ-অভিধানেরই সন্ধান পাইয়াছি। এই দুইটিও একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত—সমগ্র বাংলা দেশের লিখিত ভাষার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অল্প। সুতরাং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দকেই আমরা বাংলা-গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ-বৎসর বলিব। এই বৎসরেই হুগলি শহরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড প্রণীত *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তক ছাপা হয় এবং ইংরেজীতে লিখিত এই ব্যাকরণখানিতে দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে অংশ-বিশেষ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তক ও ইহার মুদ্রণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে ইংলণ্ডীয়গণ কর্তৃক ভারতবর্ষীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় ইংরেজ

মুর্শিদাবাদ জিলায় কাশিমবাজারের কুঠীতে জে. মার্শাল (J. Marshall) নামক একজন ইংরেজ নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সুরু করেন ও শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজী অনুবাদ করেন।* পরবর্তী প্রায় শতাব্দী কাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনও কর্মচারী আর এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। ইহার পরেই গবর্ণমেণ্টের অপ্রকাশিত রেকর্ডে (No. 355—Consultations, July 3) দেখা যায় যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় ভাষা না জানার দরুন কটকের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট মিঃ ব্রিষ্টোকে (Mr. Bristow) অপসারিত করা হইয়াছিল।† সুতরাং বুঝা যাইতেছে

* 'He made a translation of the *Sanskrit Book entitled Serebauyabut Pooran* in the English language which was transmitted to England and was deposited in the British Museum.' (B. M. Harl. MS. 4253-55).—*The Calcutta Review*, No. CCLXX, p. 397.

† *Selections from Unpublished Records of Government*, Vol. I, p. 146.

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কর্মচারীদিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতেই শহরের বাজারে বাজারে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় লিখিত ঘোষণাপত্র লটকাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাইব কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

> Mr. Watts still accompanies me in this campaign, and I cannot omit the opportunity of remarking of what great service he is to your affairs by his thorough knowledge of the language and people of this country.

অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, হালহেড, চার্লস উইলকিন্স, জোন্‌স, গিল্‌ক্রাইষ্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পণ্ডিতজনোচিত উৎসাহ ও কৌতূহল লইয়া গবেষণা সুরু করেন। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন ইঁহাদের অগ্রণী। ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম এলাকা হইতে গ্ল্যাডউইন হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের কিছু উপকরণ আছে। গ্ল্যাডউইন তৎপূর্বেই *A Compendious Vocabulary, English and Persian, Compiled for the East India Company* নামক শব্দসংগ্রহ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। গ্ল্যাডউইন লিখিয়াছিলেন—

> '. I have placed the Languages in the Order you see them, Gentlemen, to shew in what Manner the Arabic is incorporated with the Persic, and to exhibit how the Persic is inflicted in the Hindouse, as well as to endeavour to discover some Traces of the Shanskerit Language in the Bengal Dialect. .'

গ্ল্যাডউইনের শব্দকোষ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ হইতে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এই সর্বপ্রথম একজন ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড এদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার হিন্দু আইনের বিখ্যাত অনুবাদ-পুস্তক *A Code of Gentoo Laws* লণ্ডন হইতে ঐ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের

একটি অধ্যায়ে শব্দসংগ্রহের তালিকায় অনেকগুলি বাংলা শব্দ স্থান পাইয়াছে; বেনা, বেত, বহেড়া, ব্যাপারী, ভেড়ুয়া, ভাণ্ডারা, বাঁধ, কাহন, চণ্ডাল, চৈত, চৌকী, কুলী, কোল, পছাড়ি, ডাল, ঘি, ঘড়ি, গোমস্তা, গণ্ডা, হাট, হরকরা, হাওলা, কাঁসা, নালা, পান, পিপুল, ফটিক, পেয়াদা, পুথি, সাধ, শাক, ঠাকুর, তরকারী, টুকরি, তোলা, উকীল প্রভৃতি শব্দ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা ছাপার হরফ

A Code of Gentoo Laws পুস্তকে যাহার সূত্রপাত, *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তকে তাহারই পরিণতি দেখিতে পাই। কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদিগকে বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য হালহেড সাহেব উক্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে উহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। হালহেড-এর ব্যাকরণ মুদ্রণের কাজে বাংলা হরফ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন পর্যন্ত বাংলা হরফ প্রস্তুতেব কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। বোল্টস নামক কোম্পানীর একজন ভূতপূর্ব কর্মচারী লণ্ডনে বসিয়া একবার এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হন নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত (এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সুবিখ্যাত অনুবাদক) চার্লস উইলকিন্সকে স্মরণ করিলেন। হেষ্টিংস জানিতেন উইলকিন্স একবার নিতান্ত অবসর-বিনোদনের জন্য ছেনি কাটিয়া দুই-একটি বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বন্ধু হালহেড-এর পুস্তক-মুদ্রণে সহায়তা করিবার জন্য উইলকিন্স উৎসাহিত হইয়া কাজে লাগিলেন।* হালহেড ও উইলকিন্স উভয়েই তখন হুগলীর

* 'উইলকিন্স সাহেব (যিনি পরে সার চার্লস উইলকিন্স নামে খ্যাত হন) নিজ হস্তে প্রথমে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। তৎপর পঞ্চানন কর্মকার নামক এক ব্যক্তিকে ছেনী প্রস্তুত করিবার পন্থা শিখাইয়া দেন। ১৭৮৫ অব্দে সার ইলাইজা ইম্পের সংগৃহীত ইংরেজি ব্যবস্থা সকল জোনাথন ডন্‌কেন সাহেব কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিবস হইতে সাত বৎসর কাল পর্যন্ত বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিৎ মাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর ফষ্টর [ফরষ্টর] সাহেব, কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ অব্দের ব্যবস্থা যখন সরল ও চলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন যে অক্ষরের প্রয়োজন হয়, পঞ্চানন কর্মকার নূতন এক সেট তাঁবা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা প্রস্তুত করেন। সেই মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি সুছাঁদ লিখিতেন, তাঁহারই লেখা দেখিয়া বর্ত্তমান মুদ্রাক্ষরের ছাঁদ হইয়াছে। বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের যাহা কিছু উন্নতি তাহা শ্রীরামপুরে সংসিদ্ধ হইয়াছে—'নববার্ষিকী' ১২৮৪, পৃ. ১৪৪-৪৫।

কুঠিতে কর্মচারী। উইলকিন্স হরফ-প্রস্তুতের কাজে পঞ্চানন কর্মকার নামক স্থানীয় একজন কামারের সাহায্য গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে পঞ্চানন এই কাজে দক্ষ হইয়াছিলেন এবং এই পঞ্চানন ও তাঁহার জামাতা মনোহর শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের সাহায্যে এদেশীয় বহু ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এখন পর্যন্ত বাংলা দেশে যে অক্ষর প্রচলিত তাহা পঞ্চানন ও মনোহর নির্মিত অক্ষরের আদর্শেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষ'-এ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা' প্রবন্ধ পড়িতে বলি।

বাংলা ছাপার হরফ সম্বন্ধে এখানে একটি কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যে দিন হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে) হইয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত এক দল পণ্ডিত একটি মোটা ভুল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা, গোড়ার দিকে কাঠের অক্ষরে বাংলা বই ছাপা হইয়াছিল। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মুদ্রিত পুস্তক ও সেই সম্পর্কে ইতিহাসাদি আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসংশয় হইয়াছি যে, সেকালে বাংলা ভাষার একটি পুস্তকও কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ *A Grammar of the Bengal Language* হইতে সুরু করিয়া যাবতীয় বাংলা অক্ষর সম্বলিত পুস্তক ছেনি-কাটা ছাঁচে ধাতুদ্রব্যে ঢালাই-করা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। কাটা হরফগুলি সমান ও সুদৃশ্য না হওয়াতেই ঐরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা আজও পর্যন্ত গল্পপ্রবণ গবেষকদের দ্বারা প্রচারিত হয়। আমাদের উক্তির প্রমাণ নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে মিলিবে:—

১। *A Grammar of the Bengal Language*—N. B. Halhed, 1778, Preface, pp. xxii—xxiiv.

২। *The Friend of India*, July 1818, pp. 61-62, 64; 'Progress of Indian Literature.'

৩। *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward* by John Clark Marshman, 1859, Vol. I, p. 70; 'First Printing in Bengalee.'

উইলকিন্স-কৃত হরফে হালহেড-এর ব্যাকরণ হুগলীর যে ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল সেই ছাপাখানার বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। নিম্নলিখিত

দরখাস্তটি হইতে বুঝা যায় যে, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স-এর তত্ত্বাবধানে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল কলিকাতাতে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয় নাই।

To J. P. Auriol, Esq., Secretary to the General Department.

Sir,—The Hon'ble the Governor-General and Council having thought proper to establish a Printing Office under the Superintendence of Mr. Charles Wilkins, I am directed to transmit you the enclosed Copy of the Rates of Printing and to desire that you will prepare and furnish Mr. Wilkins with Copies of all such papers in your office as will admit of being printed. whether in the Persian, Bengal or Roman Character, leaving Blanks for Names, Dates and other occurrences as are liable to alter, and specifying the Number of each Form usually issued in the course of a year.

Revenue Department, I am, Sir,
Fort William, Your most obedient Servant,
the 8th January 1779. (Sd.) Geo. Hodgson,
Secretary.

Copy.

Rates of Printing.

For English Impressions.

For every Quire of Folio Post, Paper included.

If Printed on One Side... ... .. Sa. Rs. 3

If Printed on both sides ... ... „ 5

For Persian and Bengali

For every Quire of Folio Post Printed on one side... Rs. 5

Do Do ... „ 7

Revenue Dept. (Sd.) W. Webber,

A true copy. *Sub-Secretary.*

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জেমস অগাষ্টাস হিকী তাঁহার 'বেঙ্গল গেজেট' মুদ্রণের জন্য কলিকাতায় সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস

গ্রাডউইন 'দি ক্যালকাটা গেজেট' প্রেস স্থাপন করেন। গবর্মেণ্টের যাবতীয় ছাপার কাজ এই ছাপাখানায় হইত।

মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠার যুগে বাংলা গদ্য

সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা-গদ্যের যে নমুনাটুকু ইতিপূর্বে (জগতধির রায়ের দরখাস্ত) উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই বাংলা-গদ্যের তৎকালীন প্রকৃতি ধরা পড়িবে; সেই গদ্যই কি ভাবে পরিবর্তিত, পরিবর্জিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিল, তাহার ইতিহাস আজও পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হয় নাই। এক হিসাবে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ভাষার প্রামাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি, তাহা বাংলা দেশে মুসলমান-প্রভাবের ফল। ধর্ম ও সমাজ জীবনে দীর্ঘ ছয় শত বৎসরের বৈদেশিক শাসন নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেই চাপে বাংলা ভাষার অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতিও অব্যাহত থাকে নাই। কবিতায় ইহা তেমন প্রকট হয় নাই। একমাত্র ভারতচন্দ্র 'যাবনীমিশাল' ভাষা ইচ্ছা করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন; এমন কি, মুসলমান কবি আলাওলের ভাষাও সংস্কৃত-ঘেঁষা। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক প্রয়োজন সাধনে গদ্যের প্রয়োগ; সুতরাং আরবী ও পারসী শব্দকোষের দ্বারা বাংলা দেশের মৌখিক ও বৈষয়িক ভাষা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল। এখন পর্যন্ত সে যুগের ভাষার নমুনা হিসাবে যত চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি দাখিল করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই এই আক্রমণের আঘাত সুস্পষ্ট। বাংলা দেশে যদি ইংরেজের আগমন না ঘটিত তাহা হইলে আজিও আমাদিগকে বাংলা ভাষা লিখিতে বসিয়া 'গরিবনেওাজ শেলামত' বলিয়া সুরু করিয়া "ফিদবি" বলিয়া শেষ করিতে হইত। তাহা মঙ্গলের হইত কি অমঙ্গলের হইত, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই।

সংস্কৃতীকরণ

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তী কালে হেন্‌রি পিট্‌স ফরষ্টার ও উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতজননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী-নিসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত

জমিদারদীর কমিসন সাহেবেরা
সকল লোককে জ্ঞাতো করা যবর
দেন, জদী কেহ টেক্সের কোন বাবদীর
বেয়াত করা আরজী দেন তাহার
যে কারণের নিমিত্তে আরজী দিবেন,
সেই কারণের তিন মাসের মধ্যে
আরজী দেন এবং টেক্সের কমিটের
সাহেবের বরাবর দেখাবেন যে তাহার
উপর টেক্সের বাবদী দাওয়ানাই
তবে সাহেবেরা আরজী লইবেন,
এবং আরজী বিবেচনা তজবিজ
করিয়া জদি টেক্সের টাকা ফিরিয়া
দিতে হয়ে তাহা ফিরিয়া দেয়াবেন
কিম্বা যে বিহিত হয়ে তাহা করিবেন,

১৭ সেপ্টেম্বর ১৭৮৮ তারিখের Calcutta Gazette পত্রে মুদ্রিত বঙ্গানুবাদ হইতে গৃহীত।

ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ।
বিভূতি ভূসন অঙ্গ জটা ভার কেশ॥

আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া চান্দরে।
বিবিধ প্রকারে রাজা অতি স্তুতি করে॥

সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তোর স্থান॥

সভা মধ্যে সেনী মোরে অপমান কৈল।
অনেক ভূপতি গন বসিয়া দেখিল॥

অগ্নিবত অঙ্গে দহে সেই অপমান।
এই নিবেদন আমি করি তোর স্থান॥

যদি মোরে বর দিবা দেব পসুপতি।
মহা ধনুর্দ্ধর হউক আমার সন্ততি॥

তার পুত্রে মোর পুত্র জিনুক সমরে।
রাজা গন মধ্যে জেন অপমান করে॥

ইহা বিনু অন্য বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মোরে দেব আজ্ঞা কর তুমি॥

* থানিয়েল ব্রাসি হালহেড রচিত A Grammear of the Bengal Language (১৭৭৮ খ্রী) পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। এই পুস্তকে বাংলা ছাপার অক্ষর সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়।

এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালত-সমূহে আরবী পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, আরবী পারসীকে অশুদ্ধ করিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ বিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, সাহেবের ধরিয়া পাইলেই আরবী-পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন, ফলে দশ বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে স্বয়ং হালহেড এবং বাংলার ক্যাক্সটন অর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স ভগবদ্গীতার অনুবাদের চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দসংগ্রহের নামনির্দেশ করিয়া সংস্কৃত বাহুল্যে বাংলা শব্দের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ সালে লিখিত হালহেড সাহেবের মন্তব্য হইতে এই দুই বিদেশী পণ্ডিতের মনোভাব সুস্পষ্ট ধরা পড়িবে। তিনি লিখিয়াছেন:

> Hitherto we have seen the formation and construction of the Bengal language in all its genuine simplicity, when it could borrow Shanscrit terms for every circumstance without the danger of becoming unintelligible, and when tyranny had not yet attempted to impose its fetters on the freedom of composition... how far the Modern Bengalese have been forced to debase the Purity of their native dialect, by the necessity of addressing themselves to their Mahommedan Rulers. ...[who] obliged the natives to procure a Persian translation to all the papers which they have occasion to present This practice familiarised to their ears such of the Persian terms as more immediately concerned their several affairs; and by long habit they learnt to assimilate them to their own

*N B Halhed প্রণীত *A Code of Gentoo Laws* (১৭৭৬ খ্রী: ও হটন সাহেবের বাংলা-ইংরেজী অভিধানের (লণ্ডন ১৮৩৩) ভূমিকায় স্যর চার্লস্ উইলকিন্সের শব্দসংগ্রহের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

language, by applying the Bengal inflexions and termination.*

অর্থাৎ বাংলা-গদ্যের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা লিখিত ভাষা প্রয়োজনমত সংস্কৃত শব্দসম্ভার আহরণ করিত বলিয়াই ভাষার রীতি ও প্রকৃতি অকৃত্রিম ও সরল ছিল। কিন্তু মুসলমান-শাসনকর্তাদের অত্যাচারে সকল ব্যাপারে পারসী-ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়াতে চলিত ভাষার শুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে এবং কেবল মাত্র অভ্যাসের দোষে বহু পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

হালহেড তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় আরও বলিয়াছেন যে খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ দ্বারা অধুনা বাংলা দেশে ব্যবহৃত ভাষার সম্যক্ হালচাল উপলব্ধি সম্ভব নয়। যে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা বাংলা দেশ পীড়িত হইয়াছে সেগুলি দেশের ভাষার সারল্যও নষ্ট করিয়াছে এবং ভিন্নধর্মাবলম্বী, ভিন্নদেশবাসী ও পৃথক রীতিনীতিসম্পন্ন লোকদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী লেনদেনের ফলে বাঙালীর কানে বৈদেশিক শব্দ আর অপরিচিত ঠেকে না। মুসলমান, পোর্তুগীজ ও ইংরেজ পর-পর সকলেই ধর্ম, আইন, কারুশিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু শব্দসম্ভার বাংলা ভাষার কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছে।†

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি পিটস্ ফরষ্টার তাঁর সুবিখ্যাত ইংরেজী-বাংলা অভিধান সঙ্কলন করিতে গিয়া বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> it [তাঁহার শব্দসংগ্রহ] will nevertheless assist in forming an idea of the richness of the language, and tend to show its capability of being applied to every species of composition, and of expressing every idea of the mind, without the use of Persian or Arabick pedantisms :—which, as far as my limited knowledge has enabled me, I have studiously endeavoured to avoid, while I have been solicitous to restore to their proper rank, the pure Bengalee terms, whose place they had usurped.....Introduction, i.

---

* N. B. Halhed : *A Gramar of the Bengal Language* pp. 207-12

† Halhed : *A Grammar of the Bengal Language*, pp. xx-xxi.

.....*Exclusive of a stock of original words, more copious than the Greek itself, the polite Bongalee possesses a very great variety of modifying particles, which add much to the beauty and energy of the Tongue—Ibid*, ii.

It must surely then appear a glaring inconsistency, that we should continue to use the Persian, with which the natives are as little acquainted as ourselves, as the official language ; and daily experience proves the disadvantages of our not being able to hold a general personal intercourse, with the people committed to our superintendence, except through the medium of a third person, too frequently interested in imposing on both parties—*Ibid*, iv.

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য ফরষ্টার সাহেব আদালতের একটি বিচারের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভাষা-বিভ্রাট প্রকট করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ বর্ণজ্ঞানহীন সর্বনিম্ন ডোম-শ্রেণীর একজন ফরিয়াদী প্রথমতঃ থানার দারোগার নিকট কাহারও বিরুদ্ধে সামান্য নালিশ জানাইল। পারসী ভাষায় তোতাকাহিনী পর্যন্ত দারোগা সাহেবের বিদ্যা। ডোমের আরজি দারোগা সাহেব পারসী অথবা বাংলাতে লিখিয়া লইলেন ; যদি পারসীতে লেখেন তাহা হইলে এই পারসীবিশারদ পারসী হরফে কুৎসিত বাংলা লিখিবেন, মধ্যে মধ্যে পারসী বাক্যবিন্যাস থাকিবে ; আর যদি বাংলায় লেখেন তাহা হইলে ফরিয়াদীর নালিশ তিনি এই শ্রেণীর পারসীতেই অনুবাদ করিয়া লইবেন !—সাক্ষীদের বক্তব্যও এই সঙ্গে এই পদ্ধতিতে লিখিয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হইল ; সেখানেও আর এক দফা পারসীতে বাংলাতে তালগোল পাকাইল এবং শেষ পর্যন্ত নিজামৎ আদালতের নিকট ঘটনার বিবরণ বিচারার্থ প্রেরিত হইল। সেখানে এই অদ্ভুত বিবরণের ইংরেজী অনুবাদ যাহা দাঁড়াইল তাহাতে আসামীর দীর্ঘ কারাবাস, দ্বীপান্তর অথবা ফাঁসি পর্যন্ত হওয়া বিচিত্র নয়।

উইলিয়ম কেরীরও বিশ্বাস ছিল—

The Bengalee language is superior in point of intrinsic

merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none.

এই আন্দোলনের ফলে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বাংলা ভাষা যে রূপ লইয়াছিল W. S. Seton-Karr সে সম্বন্ধে ঐ সালে লিখিয়াছিলেন—

Closely dependant on the parent Sanskrit, it possesses many of the advantages, and few of the blemishes, which characterize that first of Indo-Germanic tongues. Though not without a few dialectical variations, it preserves mainly an unbroken regularity, from the banks of the Subhanrika [সুবর্ণরেখা], to the frontiers of Assam. It is simple in its structure, lucid in its syntax, and vigorous in its expressions, and above all, it is inseparably connected in our mind with those pleasing recollections, which the progress of education, and the first dawning of enlightened opinions in the Lower-Provinces, cannot fail to excite...It has frequently been remarked that Bengali more closely resembles Sanskrit than Italian does Latin. We might go further, and almost say that it has altered very little more from the original, than modern Greek has from the language of Thucydides and Plato. Bengali has experienced but a moderate change from the vicissitudes of conquest, and the successive sway of Mussulman or Affghan dynasties. It is true that the influx of Persian and Ababic substantives, into the spoken and even the written dialect, has been very considerable : but the great landmerks of the language have remained fixed and unalterable.

এরূপ বিস্তৃতভাবে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তৎকালীন ইংরেজ পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

বলিয়া যাহা খ্যাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর নীহারিকা-অবস্থা হইতে তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টাতেই তাহা প্রথম নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের কাছেই ঋণী; অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর দান নাই বলিলেই হয়। যে এক জন মাত্র বাঙালীর নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পাই, তিনিও ইঁহাদের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, ইঁহাদের উৎসাহ ও অন্নে প্রতিপালিত, স্বাধীনভাবে বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে ইঁহার কোনও কীর্তিই নাই। এই একক বাঙালীর নাম রামরাম বসু। জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী প্রবর্তিত শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন সম্পর্কে ইঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাহার সূত্রপাত, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহার একুশ বৎসরের ইতিহাস খুব বিরাট ও বিচিত্র হইবার কথা নয়, কিন্তু তথাপি সেগুলিই গোড়ার কথা এবং সত্য ও কৃতজ্ঞতার খাতিরে এই ইতিহাস আমাদিগকে জানিতেই হইবে। সত্য বটে কোনও মৌলিক রচনা এই কালে রচিত হয় নাই, সত্য বটে লেখক ও সংগ্রাহক মাত্রেই বৈদেশিক, তথাপি একথা আমাদের আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইঁহাদের সমবেত চেষ্টাতেই বাংলা লিখিত-গদ্য একটা রূপ ধারণ করিতেছিল—যাহা বাঙালী-লেখকের লেখনীমুখে সর্বপ্রথম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

১৭৭৮—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ

এই একুশ বৎসরের ইতিহাসে আমরা মাত্র ছয় জন বৈদেশিক কর্মীর নাম পাইতেছি; ইঁহাদের কীর্তি ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দশিক্ষা প্রণয়নে এবং কয়েকটি আইনের বহির অনুবাদ রচনায় মাত্র পর্যবসিত। কিন্তু এই সকল মহানুভব ব্যক্তির অমানুষিক অধ্যবসায় ব্যতিরেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুর্গম পথ দুর্গমই থাকিয়া যাইত; আয়াসপ্রিয় ও শিথিলমনা বাঙালীর দ্বারা এই দুর্গম দুরারোহ ভূখণ্ডে ব্যাকরণ-অভিধানের খোন্তা-কোদাল চালাইয়া একটা পথ গড়িয়া তোলা কঠিন হইত। এই বৈদেশিক ছয় জনের নাম আমরা শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিতেছি।

প্রথম—নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ *A Grammar of the Bengal Language* রচনা করিয়া

চার্লস্ উইলকিন্স-নির্মিত সীসার বাংলা হরফ ব্যবহার করিয়া তাহা মুদ্রিত করেন। মুদ্রণস্থল হুগলী।

দ্বিতীয়—জোনাথান ডানকান, ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে *Regulations for the Administions of Justice, in the Courts of Dewannee Adaulut* অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Companys Press.

তৃতীয়—এন. বি. এডমন্‌ষ্টোন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে *Bengal Translation of Regulations for the Adminstration of Justice, in the Fouzdarry or Criminal Courts ; in Bengal, Behar and Orissa* অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

ইনি ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে *Bengal Translation of Regulations for the guidance of the Magistrates. Passed by the Governor General in Council in the Revenue Department, on the 18th of May, 1792* [with some supplementary enactments] অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

চতুর্থ—হেনরি পিট্‌স্ ফরষ্টার "১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর বাহাদুরের হজুর কৌন্‌সেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হজুর কৌন্‌সেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত" করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা।

এই হেনরি ফরষ্টারই ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সুবিখ্যাত *A Vocabulary in two parts, English and Bangalee, and vice versa* পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস।

পঞ্চম—এ. আপজন্, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, দি ক্রনিকল প্রেস।

এবং ষষ্ঠ—জন্ মিলার ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে *The Tutor* বা 'শিক্ষা গুরু' পুস্তক প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল অনির্দিষ্ট, সম্ভবতঃ কলিকাতা।

বাংলা-গদ্যের ভিত্তিপত্তনে এই ছয় জন ইংরেজের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও

অধ্যবসায় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের কালে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বিশৃঙ্খল বাংলা ভাষাকে তাঁহারাই ব্যাকরণ-অভিধানের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বাংলা ভাষা ও তাহার উন্নতিসাধনে হালহেড ও ফরষ্টারের দান সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিৎ এইচ. টি. কোলব্রুক ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

> Gaura, or, as it is commonly called, *Bengalah* or Bengali is the language spoken in the provinces, of which the ancient city of *Gaur* was once the capital. It still prevails in all the provinces of Bengal, excepting perhaps some frontier districts, but is said to be spoken in its greatest purity in the eastern parts only; and, as there spoken, contains few words which are not evidently derived from *Sanscrit*. The dialect has not been neglected by learned men. Many *Sanscrit* poems have been translated, and some original poems have been composed in it. Learned *Hindus* in Bengal speak it almost exclusively. verbal instruction in sciences is communicated through this medium, and even publick disputations are conducted in this dialect. Instead of writing it in the *Devanagar*, as the *Pracrit* and *Hindevi* are written, the inhabitants of Bengal have adopted a peculiar character, which is nothing else but *Deva-nagari* difformed for the sake of expeditious writing. Even the learned amongst them employ this character for the *Sanscrit* language, the pronunciation of which too they in like manner degrade to the Bengali standard. The labours of Mr. Halhed and Mr. Forster have already rendered a knowledge of the Bengali dialect accessible; and Mr. Forster's

further exertions will still more facilitate the acquisition of a language, which cannot but be deemed greatly useful, since it prevails throughout the richest and most valuable portion of the British possessions in India. —Vol. VII, pp. 223-4.

হালহেড ও তাঁহার ব্যাকরণ, ফরষ্টার ও তাঁহার অভিধান সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। আপজনের অভিধান সম্পর্কে আমি ৩৩শ ভাগ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৪র্থ সংখ্যায় যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে এগুলির বিস্তৃততর পরিচয় অনাবশ্যক।

জোনাথান ডানকান্

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত জোনাথান ডানকান সাহেবের আইন-বহির অনুবাদটি বাংলা ভাষার ইতিহাসে একখানি মহামূল্য গ্রন্থ। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ইহাই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৫+৩১। যে-সকল আইন নন্দকুমার-মামলার বিচারপতি বিখ্যাত স্যার ইলাইজা ইম্পে কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া 'ইম্পে কোড' নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এই গ্রন্থ তাহারই অনুবাদ। এদেশের কুত্রাপি এই পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই; লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড আছে।

জোনাথান ডানকান ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিলিয়ান রূপে কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। তৎকালীন বাংলা ভাষায় ইহার অসাধারণ দখল দেখিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস ইহাকে 'ইম্পে কোড' অনুবাদে নিযুক্ত করেন। ১৭৮৮ সালে ইনি বারাণসীর রেসিডেণ্ট সুপারিণ্টেনডেণ্ট হইয়া যান। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগষ্ট তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বোম্বাইয়ের গভর্ণর ছিলেন। টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ ও মারাঠা-যুদ্ধ তাঁহার সময়েই সংঘটিত হয়।

জোনাথান ডানকানের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি—

মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম—

শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌন্সলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও

ধারা ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গলা ১৭৭৯ সনের ৮ ভাদ্রে নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরসিদাবাদ ও ও ঢাকা দিনাজপুর কিম্বা পূরনিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে মপস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইস্তক ১৭৭৩ সন লাগায়দ ১৭৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হ. ল কিন্তু শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোক অনবকাশ জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্তোবর মাসের ২৪ বাঙ্গলা ১১৮৭।১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞ করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে একজন হাকিম তাঁহারাদগের অভিপ্রায মতে নিযুক্ত হবেন তিনি সেই আদালতে বসিয়া বিচার করিবেণ সংপতি তাহা অন্যথা হইয়া এই স্থির হইল যে সাহেবেরা আপন হইতে অথবা আপনারদিগের প্রস্থে যাহারদিগকে নিযুক্ত করেণ তাঁহারা সেই কার্য্য করিবেণ আব মপস্বল দেওয়ানি আদালতের জিলাসকল বিস্তীর্ণ জন্যে লোকের ব্যামোহ হইত ইহা জানিয়া ও বিচার শীঘ্র ও ভাল মতে হয় একারণ ১৭৮১ সনের ৬ ছয়ঞি আপরিল বাঙ্গলা ১১৮৭ সনের ২৫ চৈত্রমাসে মপস্বলে আর কয়েক স্থানে নূতন দেওয়ানি আদালতের কচহরি মেদিনীপুর ও রঘুনাথপুর ও রঙ্গপুরও চাতরা ও লোয়া ও দরভাঙ্গা ও ভাগলপুর ও নাটোর ও আজমিরিগঞ্জ ও বাকরগঞ্জ ও ইসলামাবাদ ও মুড়লিতে নিরূপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে লোকের আয়াস ও ব্যামোহ না হয় এ জন্যে পূরনিয়ার আদালত তাজপুরে নিরূপিত হইয়াছিল এখনও সেই হেতু লোয়াব আদালত [illegible]ইতে ও রঘুনাথপুরের আদালত রাজহাট ও আজমিরিগঞ্জের আদালত সুলতানুইতে স্থৈর্য্য হইল আর ইহার পূর্ব্বে কোন ২ সময় কোন ২ কার্য্যের নিমিত্তে মপস্বলের সকল আদালত ও সদর আদালতের বিচারের কারণ অনেক প্রকার আজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক কথা এমত আছে যে নূতন আদালত সকলেরকার্য্যে আইসে না—

১৭৭৮ সনে মুদ্রিত যে পত্র পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই গ্রন্থের ভাষা তাহা

অপেক্ষা কতখানি সংস্কৃত হইয়াছে তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

এন. বি. এডমনষ্টোন

নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোনও সিবিলিয়ান ছিলেন। পার্লামেণ্টের সদস্য স্যর আচিবল্ড এডমনষ্টোনের এই পুত্র ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিবিলিয়ান হইয়া কলিকাতায় আসেন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। সেক্রেটারিয়েট হইতে তিনি গবর্মেণ্টের পার্সী-অনুবাদক পদে উন্নীত হন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গভর্ণর-জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তিনি ১৮১২ সাল হইতে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন ও ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক জন ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এডমনষ্টোনের ভাষা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পার্সীঘেঁষা। দৃষ্টান্ত দিতেছি—

> সেওয়ায় মহালাত মুতালুকে সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাগির নগর জে এই তিন মোকামে আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা মোকরর হইল আর এই তিন আদালতের এলাকার সবজ সাহেব জিলাদিগের তজবিজমতে হইবে মঞ্জুর হইল এবং সেওায় সহর কলিকাতা জেরড আদালতের তাবে আছে জারি থাকিবেক—
>
> [অন্যত্র]—সকল ফেরকার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেসত তাহাদিগে জাহারা সহজেই অত্যন্ত দুস্থ পোষার তালুকদারান ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করণওালা দিগের ভালর নিমিত্তে ও রক্ষা করিবার নিমিত্তে নবাব গবনর জানরেল বাহাদুর জখন মনাছেব বুঝেন আইন করিবেন—

হেন্‌রি পিট্‌স্ ফর্‌ষ্টার

হেন্‌রি পিট্‌স্ ফর্‌ষ্টারের জীবনী অনেকে আলোচনা করিয়াছেন।* তাঁহার বাংলা ও সংস্কৃত জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায়

* S. K. De : *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, pp 89-92.

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা ভাষা কিঞ্চিৎ মর্যাদা অর্জন করিয়াছিল। সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> ...largely through his efforts, Bengali became the official as well as the literary language of Bengal....

তাহার বিখ্যাত কর্ণওয়ালিস কোডের অনুবাদের একটু নমুনা দিতেছি—

> "হাকীমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতো দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেণ অতয়েব ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তলুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানেন সেকালে তাহাই নির্দ্দিষ্ট করেণ কিন্তু এমত সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইবাতে কোন প্রকারে জমীদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই প্রথম সম্পূর্ণাঙ্গ অভিধানকারের দুঃখ সাঙ্কনাময় শেষ জীবনের কথা আমরা ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ মার্চ তারিখের 'মিরর' (Mirror) পত্র হইতে জানিতে পারি। তিনি কোম্পানীর টাঁকশালে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকাকালে তহবিল তছরুপের দায়ে সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাষ্টিস স্যার হেন্‌রি রাসেল কর্তৃক এক শত টাকা জরিমানাসহ ছয়মাসের জন্য কারাদণ্ডে দাণ্ডিত হইয়াছিলেন. আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাংলা ভাষাকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই গুরুতর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। রবার্ট ক্লাইভকে আত্মহত্যা করিতে হয়, ওয়ারেন হেষ্টিংস লাঞ্ছিত ও সর্বস্বান্ত হন, নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড-এর চরিত্রে কলঙ্কারোপিত হয় এবং হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টার কারারুদ্ধ হন। ১৮ই মার্চ ১৮১১ বিচার নিষ্পত্তিতে রায়দান প্রসঙ্গে স্যার হেন্‌রি রাসেল বলেন :-

> "You have been found guilty of a breach of trust and duty, as servant of the East India Company, which by a statute passed in the 33rd of his present Majesty, is declared to be a misdemeanour at law, and to be punishable as such.
>
> .....in your office, the money was not to rest for a

day : it was your duty to make it and to send it to the Treasury every night ; the mere retaining of the funds though they were not made use of was a breach of duty ;.....not with standing that you were liberally paid, you kept back the money for your own advantage, which is a breach of trust that calls for the heaviest punishment, and that is a heavy fine, a long imprisonment, and dismission from the service ; but it would be a painful duty to the Court to inflict such a punishment on a man of your age. and I fear of your fallen condition.....

You have already been dismissed from your offiice . that of itself is a severe punishment. You have restored all the money, with interest up to the day on which it was paid ; thus making all the atonement for the offence that it was in your power to make, and the public have not eventually suffered any loss. Besides this, the Jury have said that you did not intend to defraud the company.....may warrant the mild Sentence that we are about to pass ; which is that you pay a fine of 100 Rs. to the King, that you be imprisoned for six calendar months in the Common Jail of Calcutta ; and that you be further imprisoned, till your fine be paid."

জন্ মিলার

এখন পর্যন্ত মিলারের নাম বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে লঙের ক্যাটালগে, 'বিশ্বকোষে' ও ডক্টর সুশীলকুমার দের *History of Bengali Literature* পুস্তকে উল্লিখিত দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার অভিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন যে পুস্তকখানিকে মিলারের অভিধান বলিয়া সুশীলবাবু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরে আমি

আপ্‌জনের 'বোকেবুলরি' বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি। সুতরাং এতদিন মিলারের নামটাই ছিল—তাঁহার কীর্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। রামকমল সেনের *A Dictionary in English and Bengalee* (1834) পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত আছে—

> In 1801 a *Mr. Miller* compiled a work in English and Bengalee, containing in a thin folio volume about a hundred and forty pages, in which were given the alphabet, a few syllables, the names of a few of the productions, some elementary rules of Grammar and some stories not equal however to forty pages of the English Reader lately published by the School Book Society. He printed no fewer than 4000 copies of this work and the whole impression was subscribed for at 32 Rupees the copy, before the work issued from the press.—Pp. 17-18.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ সম্ভবতঃ রামকমলের এই বিবৃতিটুকু ভাল করিয়া দেখেন নাই, দেখিলে মিলারের ওয়াডবুকটি 'আবিষ্কার' খ্যাতি লাভ করিত না। আমি এই পুস্তকের একটি খণ্ডের সন্ধান পাইয়াছি ও পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠার ফটোগ্রাফ ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে আনাইয়াছি। জন মিলারের গ্রন্থের নাম—

The Tutor or a New English and Bengalee Work, well adapted to teach the Natives English in three parts.

সিক্ষাগুরু কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালিদিগেরকে ইংরাজি সিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে Compiled Translated and Printed By John Miller 1797.

যে ক্যাটালগে এই পুস্তকের সন্ধান পাই তাহাতে ইহা 'শ্রীরামপুরে' মুদ্রিত বলিয়া উল্লেখ আছে। পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬+১৬৪। কিন্তু শ্রীরামপুরে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কোনও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। সেখানে উইলিয়াম কেরীর যত্নে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া আমরা জানি। সুতরাং সম্ভবতঃ পুস্তকটি কলিকাতার কোন ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

জন মিলারের কোন পরিচয় সংগ্রহ করা দুরূহ। সেই সময় একাধিক 'জন মিলার' কোম্পানীর রাইটার রূপে নিযুক্ত ছিলেন। অন্য কোনও জন মিলারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এই পুস্তকের ভূমিকার ভাষা এত অদ্ভুত যে তাহা পড়িলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জন মিলার বাংলা ভাষা সম্পর্কে নিরঙ্কুশ ছিলেন। ভূমিকাটি অংশতঃ এইরূপ--

"বাঙ্গালিদিগেরকে

আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়ের সহিত। জে কোন কেতাব ন অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে সিখাইতে তোমাদিগেবকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনায়াসে। তাহাতে লউয়েছে আমারে সাংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব। এই উমেদ করো জে এ তোমাদিগের সাহয়ের দ্বারা মঞ্জুব হয়।

আমার মনস্থ ছিলো সঁপরোব করিতে এই কেতাব সমস্কৃততে। কিন্তু আমি এক্ষেনে দেখিলাম জে অতি অল্প লোক আছে জে আমাব এ বিশয় বুঝে। অতয়েব আমি বিবেচনা করিয়া এ তরজম করিয়াছি চলতি কথাব দ্বারায়।"

বাংলা-গদ্যের সহিত এই পুস্তকের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ না হইলেও বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণ হিসাবে এই পুস্তক ইতিহাসে অতিশয় মূল্যবান। প্লেটে মুদ্রিত সূচীপত্র হইতে এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর ধারণা পাওয়া যাইবে। মিলার সাহেব ইংরেজী হইতে বাংলা অনুবাদের যে সহজ পদ্ধতি সেই যুগে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক তাহা কিছুকাল অনুসৃত হইয়াছিল বলিয়া ফিরিঙ্গি বাংলার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

ইহার পরেই আমরা শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত বাংলা গদ্যের সম্পর্কের কথা বলিব।

চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্ম্মকার

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ-নির্মাণ প্রসঙ্গে চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্ম্মকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ছাপার হরফের সহিত বাংলা-গদ্যের ক্রমোন্নতির কাহিনী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, সুতরাং উইলকিন্স-পঞ্চানন প্রসঙ্গ একটু বিস্তৃত করিলে দোষ হইবে না।

পঞ্চাননের জীবন-কাহিনী আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে খুব বেশী নয়। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের বিবরণী হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায়, হুগলির নিকটবর্তী কোন স্থানে তাহার নিবাস ছিল। 'বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট, (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯১৬, পৃ. ১৪০) উদ্ধৃত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নোট-বইয়ে তাহাকে ত্রিবেণীর লোক বলা হইয়াছে। ১৭৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলকিন্স যখন হালহেডের ব্যাকরণের জন্য হুগলিতে ছেনি কাটিয়া বাংলা হরফ প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্য গ্রহণ করেন; তাঁহার শিক্ষকতায় পঞ্চানন ছেনিকাটা ও হরফ-ঢালাইয়ের কাজে দক্ষতা লাভ করে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফর্‌ষ্টার-অনূদিত কর্ণওয়ালিস কোড পুস্তক মুদ্রণের যে হরফ ব্যবহৃত হয়, তাহা পঞ্চানন-কৃত এবং উইলকিন্সের হরফ হইতে অনেক বেশী সুন্দর। পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই হরফের ব্যবহার ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের পত্তন হয়; মুদ্রাযন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই দুই তিন মাসের মধ্যে দেখি, পঞ্চানন মিশনের ছাপাখানায় অক্ষর-নির্মাণের কাজে নিযুক্ত। ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত পঞ্চানন মিশনারীদের আশ্রয়ে থাকিয়া একটি নাগরী সাট (ফাউণ্ট) ও অপেক্ষাকৃত ছোট হরফের একটি বাংলা সাট তৈয়ারী করে। ত্রিবেণী-নিবাসী (শম্ভুচন্দ্রের মতে) যুবক মনোহর এই সময়ে প্রথমে পঞ্চাননের সহকারী, পরে জামাতা হইয়াছিল। মনোহর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ভারতবর্ষের প্রায় পনেরটি প্রাদেশিক ভাষার এবং চীনা ভাষার হরফ প্রস্তুত করিয়া যশস্বী হইয়াছিল। তাহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রীও এই কার্যে খ্যাতি লাভ করে। বস্তুতঃ পঞ্চাননকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামপুরে একটি হরফ-কারখানা (টাইপ-ফাউণ্ড্রি) গড়িয়া উঠে। কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে এমন কারখানা আর দ্বিতীয় ছিল না। শম্ভুচন্দ্র তাঁহার নোট-বইয়ে পঞ্চাননের দখল লইয়া কেরী কোলব্রুকের মধ্যে বিবাদের এক কৌতুককর বিবরণ দিয়াছেন।

চার্লস উইলকিন্স ১৭৫০ (১৭৪৯?) খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সমরসেটশায়ারের ফ্রোম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা বিখ্যাত এনগ্রেভার রবার্ট বেটম্যান রে (Robert Bateman Wray)-র সহিত সম্পর্কিতা (niece) ছিলেন। পিতা ওয়াল্টার উইলকিন্স। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর

বয়সে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া রাইটার রূপে বাংলা দেশে আগমন করেন। কলিকাতায় সেক্রেটরির অফিসে দুই বৎসর কাজ করিয়া তিনি মালদহে কোম্পানীর কুঠিতে সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে প্রেরিত হন। কোম্পানীর কর্মচারীরা তখন পর্যন্ত এদেশের ভাষা ও সাহিত্য শিখিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন না; দোভাষীর সাহায্যে ব্যবসায়ের কাজ চলিত; রীতিমত রাজ্যশাসনের দায়িত্বও তখন পর্যন্ত কোম্পানী গ্রহণ করেন নাই। দূরদর্শী উইলকিন্সই সর্বপ্রথম এ-দেশের সহিত ভাষা-ও-সাহিত্যগত আত্মীয়তা গড়িয়া তোলার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলা ও ফার্সী শিখিতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তি বলে এই দুইটি ভাষা আয়ত্ত করিতে তাঁহার বেশী দিন লাগে নাই। তিনি অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন, ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য এই সকল সাধারণ-ব্যবহৃত অপরিপুষ্ট প্রাকৃত ভাষার মধ্যে নয়, সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের আকর সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় একটি ছোট ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। সত্য বটে, জেণ্টু কোড ও বাংলা ব্যাকরণ প্রণেতা নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড উইলকিন্সের পূর্বেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং উইলকিন্স একথা তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় স্বীকারও করিয়াছেন। কিন্তু হালহেডের সংস্কৃতজ্ঞান মোটেই গভীর ছিল না। উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত মহাভারতের অপূর্ব অনুবাদ এই জ্ঞানের ফল।

ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল বহুনিন্দিত ওয়ারেন হেষ্টিংসের কথা এখানে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহার রাষ্ট্র-জীবন যাহাই হউক, এ-দেশের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনি যে পরিমাণ উদার ও সহৃদয় দৃষ্টি দিয়াছিলেন, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে আমরা চিরদিন তাহা স্মরণ করিব! তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে আকর্ষণ করেন। নিজের শিক্ষাদীক্ষা যাহাই হউক তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। জয়গর্বিত ইংরেজকে বিজিত জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তিনিই সর্বপ্রথম শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তোলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এ-দেশের সংস্কৃত ব্যবহার-শাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়া ফার্সী অনুবাদের মধ্য দিয়া হালহেড কর্তৃক 'জেণ্টু কোডে' রক্ষিত হয়। তিনিই উইলকিন্সকে দিয়া বাংলা হরফ

THE

TUTOR,

OR A

New English & Bengalee Work,

WELL ADAPTED TO TEACH

THE NATIVES ENGLISH.

IN THREE PARTS

সিক্ষা গুরু

কিম্বা এক নেতন ইংরাজি আর বাঙ্গালারদি

ভালোওপহুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরকে ইং

সিক্ষাকুরাইতে তিনখণ্ডে

By JOHN MILLER

1797

জন্ মিলার লিখিত ও ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত
'সিক্ষ্যা গুরু' পুস্তকের আখ্যাপত্র

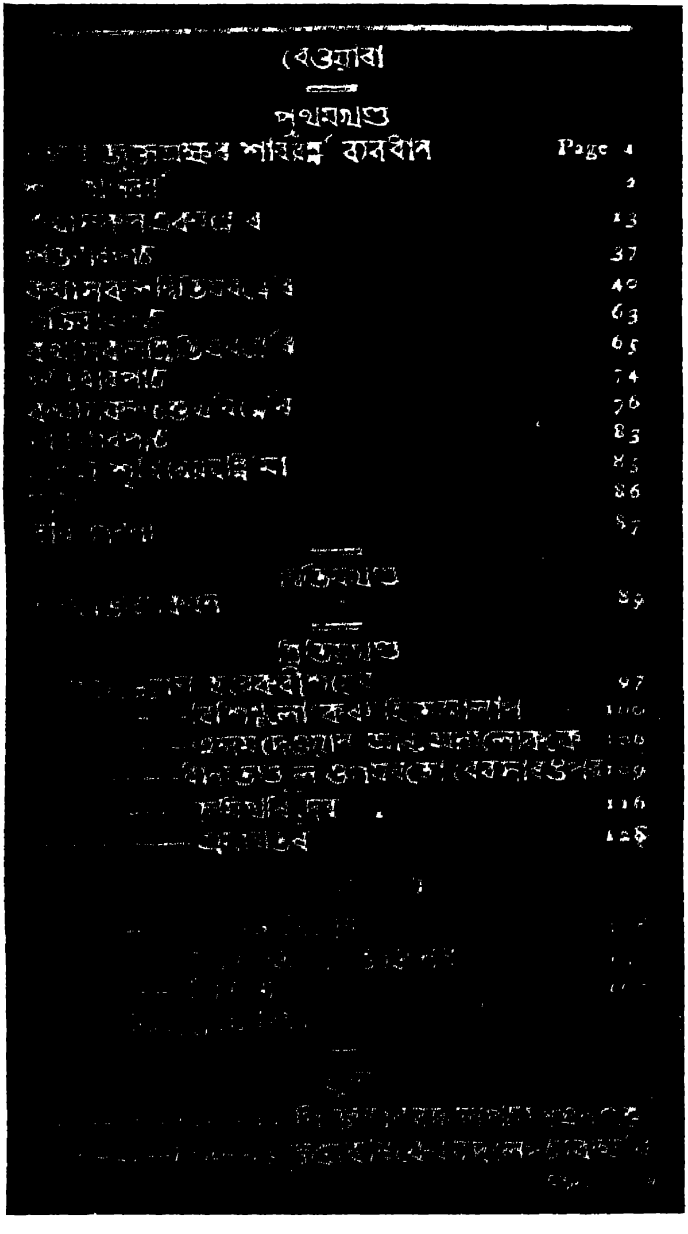

বেওয়ারিশ

প্রথমখণ্ড

[illegible] Page 1

[illegible] 3

[illegible] 13

[illegible] 37

[illegible] 40

[illegible] 63

[illegible] 65

[illegible] 74

[illegible] 76

[illegible] 83

[illegible] 85

[illegible] 86

[illegible] 87

দ্বিতীয়খণ্ড

[illegible] 89

তৃতীয়খণ্ড

[illegible] 97

[illegible] ১০০

[illegible] ১০৬

[illegible] ১০৯

[illegible] ১১৬

[illegible] ১২৬

'সিক্ষ্যা গুরু' পুস্তকের সূচীপত্র

প্রস্তুত করাইয়া হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করান,* কলিকাতা মাদ্রাসা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে স্যর্ উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্যে যে দেশের সংস্কৃত বিস্তারে যে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার অনেকখানি কৃতিত্ব ওয়ারেন হেষ্টিংসের।

ভগবদ্গীতার মহাভারত অনুবাদও হেষ্টিংসের উৎসাহের ফল। হেষ্টিংস স্বয়ং এই অনুবাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নাম ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর লিখিয়া বারাণসী হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন চেয়ারম্যান নাথানিয়েল স্মিথের নিকট প্রেরণ করেন। কোম্পানীর ব্যয়ে তাহা মুদ্রণ করিবার প্রস্তাবও করেন। বাংলার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত হেষ্টিংস ও চার্লস উইলকিন্সকে বুঝাবার জন্য এই প্রসঙ্গে হেষ্টিংসের এই ইতিহাসের পরের অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে ইউরোপীয় ভাবতা জ্ঞানবিস্তারের ইতিহাস ইউরোপীয়। হেষ্টিংস লিখিতেছেন:

> Might I an unlettered man venture to prescribe bounds to the latitude of criticism, I should exclude, in determining the merit of such a production all rules drawn from the ancient or modern literature of Europe, all reference to such sentiments or manners as become the standards of propriety for opinion and action in our own modes of life and

* "১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে এণ্ড্রুস নামক জনৈক ইংরেজ, হুগলী সহরে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। মিঃ হলহেড সাহেব সর্ব্বপ্রথমে 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' নামে গ্রন্থ রচন করিয়া সেই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপেন। 'প্রচার, ফেব্রুয়ারি, ১৯০১

The first book in which Bengalee type were used was Halhed's Bengalee Grammer printed at Hooghly, at the press established by Mr Andrews a bookseller in 1778 —J C Marshman: *The Life and Times of Carey Marshman and Ward*, vol 1, p 139

"১৭৭৮ অব্দে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার হয়। এণ্ড্রুস সাহেব নামক জনৈক পুস্তক বিক্রেতা হুগলীতে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন, তথায় হলহেড সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়। —'নববার্ষিকী, ১ম বৎসর, ১২৮৪, পৃ, ১৪৪।

equally all appeals to our revealed tenets of religion, and moral duty. I should exclude them, as by no means applicable to the language, sentiments, manners, or morality appertaining to a system of society with which we have been for ages unconnected, and of an antiquity preceding even the first efforts of civilization in our own quarter of the globe, which, in respect to the general diffusion and common participation of arts and sciences, may be now considered as one community.....

Many passages will be found obscure, many will seem redundant ; others will be found clothed with ornaments of fancy unsuited to our taste, and some elevated to a track of sublimity into which our habits of judgement will find it difficult to persue them ; but few which will shock either our religious faith or moral sentiments · · the last sentence with which Kreeshna closes his instruction to Arjoon, and which is properly the conclusion of the Geeta: "Hath what I have been speaking, O Arjoon, been heard *with thy mind fixed to one point ?* Is the *distraction* of thought, which arose from thy ignorance, removed ?"

To those who have never been accustomed to this seperation of the mind from the notices of the senses, it may not be easy to conceive by what means such a power is to be attained ; since even the most studious men of our hemisphere will find it difficult so to restrain their attention but that it will wander to some object of present sense or recollection ; and even the buzzing of a fly will sometimes have the power to disturb it. But if we are told that there

have been men who were successively, for ages past, in the daily habit of abstracted contemplation, begun in the earliest period of youth, and continued in many to the maturity of age, each adding some portion of knowledge to the store accumulated by his predecessors; it is not assuming too much to conclude, that, as the mind ever gathers strength, like the body, by exercise, so in such an exercise it may in each have acquired the faculty to which they aspired, and that their collective studies may have led them to the discovery of new tracks and combinations of sentiment, totally different from the doctrines with which the learned of other nations are acquainted: doctrines, which however speculative and subtle, still, as they possess the advantage of being derived from a source so free from every adventitious mixture, may be equally founded in truth with the most simple of our own....I hesitate not to pronounce the Geeta a performance of great originality; of a sublimity of conception, reasoning, and diction, almost unequalled....

It now remains to say something of the Translator, Mr. Charles Wikins. This Gentleman, to whose ingenuity, unaided by models for imitation, and by artists for his direction, your government is indebted for its printing-office, and for many official purposes to which it has been profitably applied, with an extent unknown in Europe, has united to an early and successful attainment of the Persian and Bengal languages, the study of the Sanskreet. To this he devoted himself with a perseverance of which

there are few examples, and with a success which encouraged him to undertake the translation of the Mahabharat.....he has at this time translated more than a third ;···· he has rendered it with great accuracy and fidelity.....

I have always regarded the encouragement of every species of useful diligence, in the servants of the Company, as a duty appertaining to my office ; and have severely regretted that I have possessed such scanty means of exercising it.....

Nor is the cultivation of language and science, for such are the studies to which I allude, useful only in forming the moral character and habits of the service *Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the state : it is the gain of humanity* : in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections ; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection ; and it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence. Even in England, this effect of it is greatly wanting. It is not very long since the inhabitants of India were considered by many, as creatures scarce elevated above the degree of savage life ; nor, I fear, is that prejudice yet wholly eradicated, though surely abated. Every instance which brings their real character home to observation will impress us with a more generous sense of feeling for their natural rights, and teach us to estimate them

by the measure of our own. But such instances can only be obtained in their writings: *and these will survive when the British dominion in India shall have long ceased to exist*, and when the sources which it once yielded of wealth and power are lost to remembrance.....

I have seen an extract from a foreign work of great literary credit, in which my name is mentioned, with very undeserved applause, for an attempt to introduce the knowledge of Hindoo literature into the European world, by forcing or corrupting the religious consciences of the Pundits, or professors of their sacred doctrines. This reflexion was produced by the publication of Mr. Halhed's translation of the Poottee, or code of Hindoo laws; and is totally devoid of foundation.....It was contributed both cheerfully and gratuitously, by men of the most respectable characters for sanctity and learning in Bengal, who refused to accept more than the moderate daily subsistence of one rupee each, during the term that they were employed on the compilation, nor will it much redound to my credit when I add, that they have yet received no other reward for their meritorious labors. Very natural causes may be ascribed for their reluctance to communicate the mysteries of their learning to strangers, as those to whom they have been for some centuries in subjection, never enquired into them, but to turn their religion into derision, or deduce from them arguments to support the intolerant principles of their own.....

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রথম গবেষণার উদ্দীপনা লুক্কায়িত আছে। এ বিষয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কীর্তি কাহারও অপেক্ষা কম নয়।

হেষ্টিংসের সুপারিশে উইলকিন্স-অনূদিত *The Bhagvat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon* কোম্পানীর ব্যয়ে বিলাতে মুদ্রিত হইয়া ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে প্রকাশিত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গপত্রে উইলকিন্স বলেন—

> The world, Sir, is so well acquainted with your boundless patronage in general, and of the personal encouragement you have constantly given to my fellow servants in particular, to render themselves more capable of performing their duty in the various branches of commerce, revenue, and policy, by the study of the languages, with the laws and customs of the natives, that it must deem the first fruit of every genius you have raised a tribute justly due to the source from which it sprang

এই গীতাই ইউরোপীয়গণের করতল-স্পর্শী প্রথম কাব্যগ্রন্থের সর্বপ্রথম অনুবাদ

"The effect which this little work, of only 156 pages, including notes, produced upon the literary public in England and throughout Europe, was electrical All hailed its appearance as the dawn of that brilliant light, which has subsequently shone with so much lustre in the productions of Sir William Jones, Mr. Colebrooke, Professor Wilson, etc., and which has dispelled the darkness in which the pedantry of Greek and Hebrew Scholars had involved the etymology of the languages of Europe and Asia." *The Asiatic Journal*, July 1836, p. 166.

এই অধ্যায় এমন বিস্তৃতভাবে লিখিবার কারণ এই যে, হেষ্টিংস-হ্যালহেড-উইলকিন্স-জোন্স-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের সংস্কৃতগত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত করিলেও নিজেরা শুধু দিতে ও শিখাইতে আসেন

নাই, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে ও শিখিতে আসিয়াছিলেন। একটা বর্বর অসভ্য জাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার দম্ভ তাঁহাদের ছিল না, তাঁহারা সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে বিনীতভাবে আত্মীয় হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যে মিশনরী সম্প্রদায়ের কল্যাণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহারা বিপরীত মনোভাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন; ধর্মহীনকে ধর্ম শিখাইতে আসিয়াছিলেন। তাহাদের ধর্মগ্রন্থ-প্রচারের প্রয়োজন আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিয়াছে, শাপে বর হইয়াছে। ইঁহাদের নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবার কালে আমার যেন তাহাদের পূরগামীদের অপরূপ সহৃদয়তা ও মহাপ্রাণতার কথা বিস্মৃত না হই।

বঙ্গদেশে অবস্থান কালে উইলকিন্স প্রাচ্য ভাষার গ্রন্থমুদ্রণ-সমস্যা দূর করিতে চেষ্টিত হন, ফলে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা হরফ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য নাগরী হরফও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যে ফার্সী হরফও তৈয়ারী করেন তাহা অনেক পরে চালাবার কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উইলকিন্সকে ভারতের ক্যাক্সটন বলিলে অন্যায় হইবে না।

স্যর্ উইলিয়ম জোন্স সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরূপে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসেন। উইলকিন্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দীর্ঘকাল পরে আবার চিত্ত ভাষার চর্চা শুরু করেন। উইলকিন্স এই সময়ে মনু-স্মৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম চার অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। জোন্স উৎসাহিত হইয়া মনু-অনুবাদের ভার নিজে লইতে চাহেন, উইলকিন্স যথেষ্ট উদারতার সহিত স্বকৃত অনুবাদ সহ মনুবাদের দায়িত্ব জোন্সকে অর্পণ করেন। ইহার ফলেই জোন্সের *Institutes of Hindu Law*। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার উদ্যোগে মিলিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করেন।

দীর্ঘ ১৬ বৎসর কাল এদেশে থাকিয়া উইলকিন্সের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তিনি স্বাস্থ্য-কামনায় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও বাথে (Bath) অবস্থান করেন। এখান হইতেই ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Fables of Pilpay বা সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে তিনি কেন্টে একটি বাড়ী খরিদ করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিদাহে এই গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহাতে

তাঁহার পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের আংশিক ক্ষতি হয়, কিন্তু স্বহস্ত-নির্মিত হরফ, পাঞ্চ ও ম্যাট্রিক্স্‌গুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে উইলকিন্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। ১৮০৫ সালে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের জন্য হেলিবেরিতে কলেজ স্থাপিত হইলে উইলকিন্স তাহার প্রাচ্য বিভাগের দর্শক নিযুক্ত হন। এই সময়ের মধ্যে (১৮০০-১৮৩৬) তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সঙ্কলন বা সম্পাদন করিয়াছিলেন—

Richardson's *Persian, Arabic and English Dictionary*, new edition Vol. I, 1806.

Richardson's *Persian, Arabic and English Dictionary*, new edition Vol. II, 1810,

Sanskrit Grammar, 1808.

Radicals of the Sanskrit Language, 1815.

Dushmanta and *Sakoontala* (Dalrymple's Oriental Repertory).

Translation of the *Mahabharata* (A portion, in the Annals of Oriental Literature).

এতদ্ব্যতীত *Asiatick Researches*-এর কয়েক সংখ্যায় তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল।

উইলকিন্স রয়াল সোসাইটির ফেলো হইয়াছিলেন। ইনষ্টিটিউট অব ফ্রান্সও তাঁহাকে একজন "ফরেন অ্যাসোসিয়েট" নির্বাচিত করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইটহুড প্রাপ্ত হন।

চার্লস উইলকিন্স সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃততর বিবরণ চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে বলি—

(1) *The Library of the India Office* by A. J. Arberry (1938) pp. 13-56

(2) *The Asiatic Journal* for July, 1836, pp. 165.70. "Sir Charles Wilkins."

* A fragment of a Sanskrit vocabulary by Wilkins is preserved in MSS. Eur.D. 130 (India office).

এই প্রবন্ধে রচয়িতার নাম না থাকিলেও ইহা বিখ্যাত প্রাচ্য-ভাষাবিৎ স্যর গ্রেভস চামনি হটনের রচনা বলিয়া জানা যায়।

জন টমাস

"খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্যসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যরচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্যরচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।'—রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব,' ১ম সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩০ পৃঃ ২০২।

এই সাহেবদের অগ্রণী ছিলেন জন টমাস। ইনিই বঙ্গদেশে প্রথম ব্যাপটিষ্ট মিশনারি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিকদের ধর্ম-প্রচারের উৎসাহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছিল পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। পলাশী-যুদ্ধের পূর্বেই পর্তুগীজ প্রভাব সম্পূর্ণ হ্রাস পাইয়াছিল, এবং 'নেটিব'দিগকে ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য নূতন কোন পাদরি-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে নাই। পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ ট্রাঙ্কেবার মশরের ডেনিশ পাদরি কিয়ারনাণ্ডারকে বাংলা দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য আনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিয়ারনাণ্ডারের সহিত দেশীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ যোগ ছিল না।* তিনি মূলতঃ পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান ও ফিরিঙ্গিদের মধ্যে ধর্ম ও শিক্ষা বিতরণ করিতেন। কলিকাতা মিশন স্কুল ও মিশন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা কিয়ারনাণ্ডার যদিও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ

* *The History of Christianity in India, from the commencement of the Christian era*—by the Rev. J. Hough, 1845, vols 3rd. 4th পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে *The Calcutta Review*, vol. V. No. 9 (Jan-June 1846)-এ লিখিত হইয়াছে (P. LXIX)—

"In 1759 he opened an English School for Armenians, Bengalis, English and Portuguese in a year, it contained 135 scholars, some of whom were Brahmans, and made no objection to be taught the Christian doctrines—he also took charge of the Charity School (the present free school). One of his first converts

পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ধর্মযাজক হিসাবে জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল, তিনি ব্যক্তিগত নানা দৌর্বল্যদোষে চরম দারিদ্র্যদশায় পতিত হন ও নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেলে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

এই সময়ে কলিকাতায় চার্লস গ্রাণ্টের বিশেষ প্রতিপত্তি। তিনি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক বিভাগে চাকুরি লইয়া সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন, কিন্তু শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। পুনরায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল এষ্টাব্লিশমেণ্টের এক জন রাইটাররূপে বাংলা দেশে আসেন এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান হন। পর পর কয়েকটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় এই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির শোকার্ত মন ধর্মের আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে, কলিকাতায় ইংরেজ-সমাজে খ্রীষ্ট-মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি চেষ্টিত হন। দেনার দায়ে যখন কিয়ারনাণ্ডারের সম্পত্তি নিলামে উঠে, চার্লস গ্রাণ্ট দশ হাজার টাকা দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। গ্রাণ্টের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, শাশুড়ী মিসেস্ ফেজর ও ভগিনী থাকিতেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে তখন চেম্বার্স ভ্রাতৃদ্বয়ের (উইলিয়াম ও রবার্ট) বিশেষ প্রতিপত্তি। উইলিয়াম চেম্বার্স গ্রাণ্টের ভগিনীকে বিবাহ করেন। ডেবিড ব্রাউন ও জজ উডনি প্রভৃতিও গ্রাণ্ট-গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাণ্ট কোম্পানীর মালদহের কুঠির কাউন্সিল-রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। গ্রাণ্ট যখন মালদহ হইতে পুনরায় কলিকাতায়

---

was a Brahman In seven years he had about 60 converts from Hinduism'

এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না জে সি মার্শম্যান বিপরীত কথাই বলেন।

উক্ত *The Calcutta Review* (পৃ lxix) হইতে আরও উদ্ধৃত করিতেছি—

"Mr Hough next gives an account of the missionary labours of the Rev D. Browne, who established a school for Hindu orphans and forsook the lucrative appointment of Chaplain to the Military Orphan Asylum. In 1789 the Rev T. Clark arrived as a Missionary but within a year he proved a renegade,..."

টমাস সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"he circulated portions of the Bible in Bengali in manuscript.'

আসেন তখন জর্জ উড্‌নিকে তাঁহার পদে বহাল করা হয়। এই জর্জ উড্‌নীর সহিত বাংলা সাহিত্যের পরোক্ষ যোগ আছে। তাহারই চেষ্টায় জন টমাস ও উইলিয়াম কেরী পরে যথাক্রমে মহীপালদীঘি ও মদনাবাটীর কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

গ্রান্টের ভগিনীপতি উইলিয়ম চেম্বার্স সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী ইণ্টারপ্রিটার ও দোভাষী ছিলেন, ফার্সী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যলেখক রামরাম বসু সর্বপ্রথম উইলিয়ম চেম্বার্সের মুনশী ছিলেন। চেম্বার্স নিউ টেষ্টামেণ্টের ফার্সী অনুবাদ করিতে মনস্থ করেন। স্থির ছিল, রামরাম বসু ফার্সী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবেন। চেম্বার্সের মতলব কিন্তু কার্যে পরিণত হয় নাই। দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায় সেণ্ট ম্যাথুর ১৩ অধ্যায় মাত্র অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের কিয়দংশ গ্রাডউইনের 'পার্সিয়ান মুনশী' পুস্তকের শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল।

জন টমাস ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে পদার্পণ করেন। ইংলণ্ডের গ্লস্টারশায়ারের ফেয়ারফোর্ডে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে তাহার জন্ম হয়। তাঁহার আত্মজীবনীতে আছে—

"My father is deacon of a Baptist Church at *Fairford*, in *Gloucestershire* He trained me up in the nurture and admonition of the Lord but I proved for a long time a hopeless child Very sharp convictions were often felt and repeatedly stifled till it pleased God to make my sins a heavy burden to me in the year 1781 I had lately married and my nights and days were dreadful both to me and my wife At the time mentioned I was settled in Great Newport-street, in the practice of Surgery and Midwifery but finding the world more ready to receive credit than give it, I was obliged to sell all, and wait in lodgings, till an offer was made me of going to sea: and in the year 1783, I sailed in capacity of *Surgeon* of the *Oxford* Indiaman to Bengal. On my arrival at Calcutta, I sought for religious people, but found none"

ধর্ম ও নীতি-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া কলিকাতার ইংরেজ সমাজ তখন

সাতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত; স্ত্রীলোক, ডুয়েল, মদ ও জুয়ার মোহে তাঁহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য; দেনার দায়ে দেশীয় পোদ্দার ও ধনীদের নিকট তাঁহাদের টিকি বাঁধা। ফলে তাঁহারা কালীঘাটে পূজা দিতেছেন ও হিন্দু পূজাপার্বণে অবাধে যোগদান করিতেছেন। ভগবান ও ডেভিলের নাম একই নিশ্বাসে উচ্চারণ করিয়া কথায় কথায় বাজি রাখিতে ও কটূক্তি করিতে তাঁহারা দ্বিধা করেন না। মর্মাহত টমাস ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিলেন—

'RELIGIOUS SOCIETY

A plan is now forming for the more effectually spreading the knowledge of Jesus Christ, and His glorious Gospel, in and about *Bengal*: Any serious persons of any denomination rich or poor, high or low, who would heartily approve of, join in, or gladly forward such an undertaking, are hereby invited to give a small testimony of their inclination, that they may enjoy the satisfaction of forming a communion, the most useful, the most comfortable, and the most exalted, in the world. Direct for A. B. C. to be left with the Editor."

পরদিন টমাস এই বিজ্ঞাপনের দুইটি জবাব পান। একটির লেখক কালকাতা প্রেসিডেন্সী চার্চের তৎকালীন চ্যাপলেন রেভারেণ্ড ডব্লিউ, জনসন, অপরটি বেনামী। পরে জানা যায় উইলিয়াম চেম্বার্স ইহা লিখিয়াছিলেন। চেম্বার্সের জবাবটি এইরূপ—

"If A. B. C. will open a subscription for a translation of the New Testament into the *Persian* and *Moorish languages* (under the direction of proper persons), he will meet with every assistance he can desire, and a competent number of subcribers to defray the expense,"

প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের বীজ তখনই উপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে আর্ল অব

অক্সফোর্ড জাহাজ-যোগেই টমাস স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু তৎপূর্বে তিনি মালদহের রেসিডেন্ট চার্লস গ্রাণ্টের অসাধারণ ধর্মপ্রীতির কথা শুনিয়া যান। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ আর্ল অব অক্সফোর্ড জাহাজ পুনরায় ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানা হয়, টমাস সেই জাহাজেই ফিরিয়া আসেন ও ১৪ই জুলাই তারিখে বাংলা দেশে পৌছান। অক্সফোর্ড জাহাজের চাকুরি তিনি তখনও ছাড়েন নাই। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি 'A Word of Comfort and Encouragement to the Poor Afflicted People of God' নামক একটি পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। সেই বৎসরেই নকিয়াবনাণ্ডারের সম্পূর্ণ পতন হইয়াছে, রেভারেণ্ড ডেবিড ব্রাউন কলিকাতা অবস্থান স্কুলের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। টমাস এই সময়েই জজ টুডনি, উইলিয়াম চেম্বার্স প্রভৃতি গ্রাণ্টের ধর্মপ্রাণ আত্মীয়দের সহিত পরিচিত হন। তাহারা সকলে মিলিয়া ডেবিড ব্রাউনের বাজনা শুনিতে যাইতেন এবং মাঝে মাঝে একত্রে উপাসনা করিতে বসিতেন। ঠিক এই সময়ে চার্লস গ্রাণ্ট মালদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসাতে ইহাদের শক্তি ও দল বৃদ্ধি হয়। গ্রাণ্টের বাড়ীতেই প্রত্যহ সন্ধ্যায় ইহারা সম্মিলিত হইতেন। চার্লস গ্রাণ্ট টমাসকে জাহাজের চাকরি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে বসবাস করিতে এবং বাংলা ভাষা শিখিয়া হিন্দুদের মধ্যে 'গসপেল' প্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। এ-দেশের জলবায়ু টমাসের মোটেই সহ্য হইত না, তাছাড়া তাঁহাদের রাজপরিত্যাগ করারও বাধা ছিল। তথাপি তিনি ব্যবস্থা নির্ধারণের চারি পাঁচ সপ্তাহ নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়া শেষ পর্যন্ত ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অক্সফোর্ড জাহাজের চিকিৎসকের কর্ম ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানের কাজে আত্মসমর্পণ করিলেন।* ডাক্তার জন টমাস পাদ্রি টমাস হইলেন।

---

*" . after a few weeks I became greatly concerned at heart for the condition of the perishing multitude of Pagans, in the darkness, and was inflamed with fervent desires to go and declare the glory of Christ among them Waters enough have risen since to damp, but will never utterly extinguish what was lighted up at that time. After much prayer and many tears, I gave myself up to this work and the Lord removed difficulties out of the way . "
Periodical Accounts Relative to the Baptist Missionary Society, Vol I p.18

টমাস ও রামরাম বসু

নূতন কাজের গোড়াতেই টমাস বাংলা ভাষা এবং দেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। সাধারণ লোকের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার শেখাও আবশ্যক হইল। কিন্তু ভাষার বাধাই প্রধান। চার্লস গ্রাণ্ট ঠিক করিলেন, কিছু পরিমাণ ভাষা শিখিয়াই টমাস মালদহে কালা আদ্‌মিদের মধ্যে প্রচার-কায চালাইবেন।* হাল-হেডের বাংলা ব্যাকরণ এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া টমাস শিক্ষা সুরু করিলেন। কিন্তু কাজ কিছুই অগ্রসর হইল না। টমাস বুঝিতে পারিলেন গুরু ছাড়া ভাষা শিক্ষা অসম্ভব। তিনি চার্লস গ্রাণ্টকে জানাইলেন। গ্রাণ্ট ভগিনীপতি উইলিয়ম চেম্বার্সের শরণাপন্ন হইলেন। চেম্বার্সের কাছে থাকিয়া তাঁহার মুনসী রামরাম বসু ততদিনে ইংরেজী বলিতে কহিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু লিখিতে পড়িতে শিখেন নাই। মহত্তর উদ্দেশ্যে চেম্বার্স নিজের মুন্‌সীকেই দান করিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখে জন টমাস ও রামরাম বসুর যোগাযোগ ঘটিল। আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিত্তিপত্তন হইল।

কলিকাতায় তিন মাস মুন্‌সী রামরাম বসুর নিকট বাংলা ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গুরুশিষ্য উভয়েই মালদহ পৌঁছিলেন। চার্লস গ্রাণ্টের স্থলে জর্জ উড্‌নি তখন মালদহের অনতিদূরে গোয়ামাল্‌টায় একটি কুঠির অধ্যক্ষ স্বরূপ কুঠির কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। টমাসও মুনসী উড্‌নির আশ্রয়ে মালদহে বসবাস করিতে লাগিলেন। বৎসর কালের মধ্যে টমাস বাংলা যাহা শিখিলেন, তাহার একটিমাত্র পংক্তির নমুনা আমরা পাইয়াছি—

> "গোনার মাহিনা মির্ত্তু কিন্তু খোদার দিয়া চির প্রমাই জিজছ ক্রাইষ্ট হইতে। এই মির্ত্তু এখন অরম্ব, তখন" [এপ্রিল, ১৭৮৮]†

টমাস অবশ্য এই কালের মধ্যে রামরাম বসুর সাহায্যে ম্যাথু মার্ক, জেমস্ প্রভৃতির গস্‌পেল বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; পরবর্তী কালের কেরীর অনুবাদের মধ্যে সেগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, এখন চিনিয়া বাহির করিবার উপায় নাই।

* "…to teach to the black fellows at Malda." *The life of John Thomas* by C. B. Lewis. p. 64.

†"Now the wages of sin is death…But the gift of God is eternal life through Jesus Christ Our Lord.

এ দেশের শাস্ত্র ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে টমাস যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করিতেছি—

"There are four *Shasters*, or laws, among the Hindus, which they call the Vedas ; these they hold in the highest esteem, and say it is unlawful for any man to read or hear them read, except he is a *Bramin*. The Vedas are said to have been written many millions of years ago, which however, is easily disproved by other books and writings in use among themselves. These Vedas are written in *Sanscrit*, which may be called the Latin of the East, and they are the fountain of all their books of theology, as the Koran among the Moors, and the Bible among us. There are eighteen sacred books called *Poorans*, which are all commentaries on the Vedas : and it is the custom of all the *Bramins* to learn a great part of these by heart, and they are very apt and clever in quoting portions of them in conversation : this they find the more easy to them, as all their books are written in verse Some of these books hold up for their veneration characters which are very profligate, and contain dreadful doctrines, evidently of an infernal origin, which have a strange effect on their minds and manners...But I can truly say, whenever I have been conversing or preaching among them, I have invariably found them willing to hear, and that they always behave with great decency and respect. I trust also that the door of faith is opened to the Hindoos....."

—Rippon's Baptist Register, No. V

বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং হিন্দুজাতি সম্পর্কে অন্যত্র টমাস বলিতেছেন—

"As to the learning of the language, it is a work attended with difficulties, but when the wholetime is devoted to it, three or four months will bring a man through the greatest of them ; and he will begin to converse with the natives, with great aumsement and pleasure to himself, and profit to them. And as to the barbarity of these people, it is not with them as it is with other Pagans, of whom we have read and heard : for the Hindoos are certainly distinguished from all people on the face of the earth, for their harmless and inoffensive behaviour , and the province of *Bengal*, and its inhabitants, are provarbially distinguished from all other parts of *India*, for their gentleness of manners, and harmless behaviour to their enemies, as well as their friends, I have known among them, men of considerable power and authority, who were highly offended with me because they imagined my work affected their interest : but I lived within a mile of them, in a lonely house, with my windows and doors wide open all night, without a sword or fire-arms, and free from the smallest apprehension of danger.

—Periodical Accounts, Vol. I p. 31.

কিন্তু টমাসের মনে ধর্মপ্রচারের উৎসাহ ও উত্তেজনা যতখানিই থাকুক, কাজে তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মুন্সী রামরাম বসু ও পার্বতী নামীয় একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার ধর্মোন্মাদনার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে নানা মিথ্যা আশ্বাস দিয়া দোহন করিতে থাকেন ; দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তিনি একজন হিন্দুকেও ধর্ম বা জাতিচ্যুত করিতে সক্ষম হন নাই। এই পাঁচ বৎসরে রামরাম বসুর সহিত তাঁহার সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য

মফস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম

শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌন্সলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগষ্ট মাসে বাঙ্গলা ১১৭৯ সনের ৮ ভাদ্রেনিরূপণ করিয়া দিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরসিদাবাদ ও ঢাকা ও দিনাজপুর কিম্বা পূর্ণিয়া ও মর্ছলন্দ ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে মফস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের বড়হঁর স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইসবি ১৭৭৩ সন মোতাবেদ ১১৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌন্সলি সাহেব লোকের আজ্ঞাতে পুনঃ স্থৈর্য্য হইয়া ছিল শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌন্সলি সাহেবলোক অনবকাস জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্টোবর মাসের ২৪ বাঙ্গলা সন ১১৮৭। ১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে

এক জন

জোনাথান ডানকান-অনূদিত ও ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত Regulations for the Administration of Justice, in the Courts of Dewannee Adalut পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা

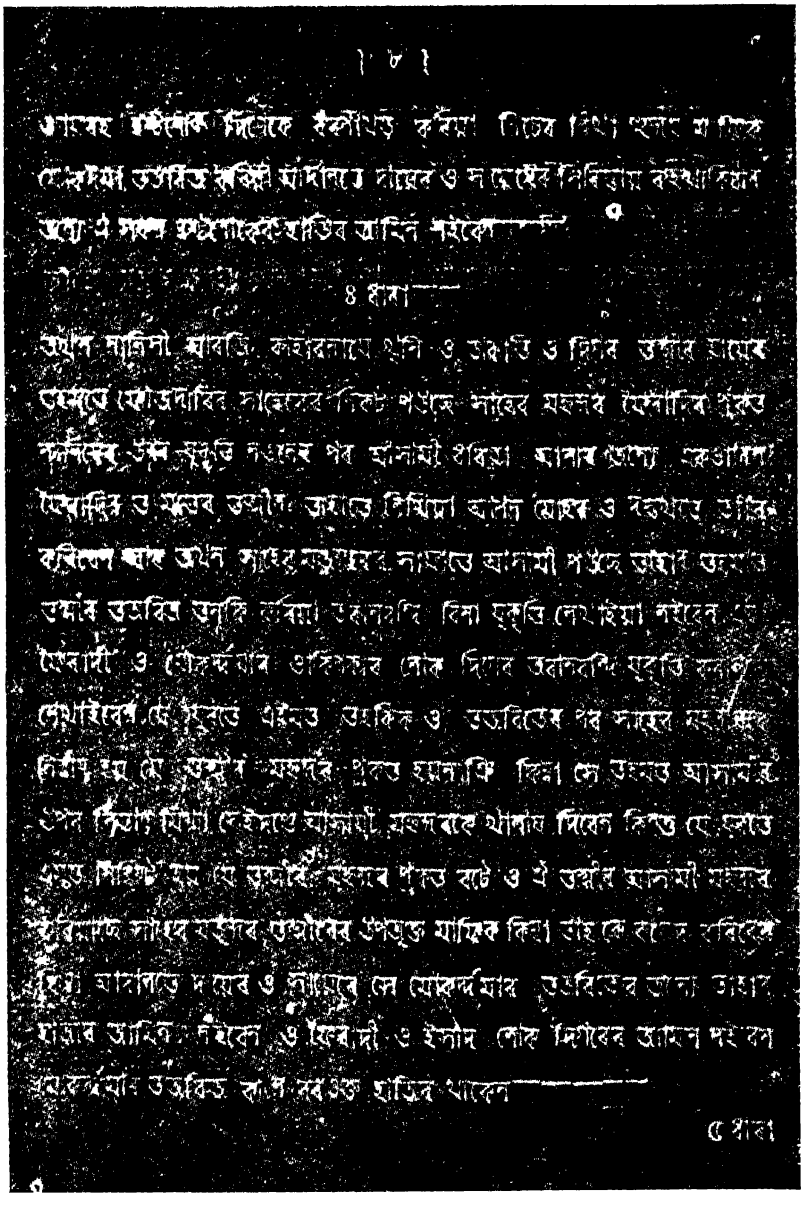

[৮]

৪ ধারা

৫ ধারা

এন. বি. এডমন্‌স্টোন-অনূদিত ও ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice in the Fouzdarry, or Criminal Courts ; in Bengal, Behar and Orissa পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা

চরিত্রের (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৩) ভূমিকায় দেওয়া আছে। ভগ্নহৃদয় টমাস ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মালদহ পরিত্যাগ করিয়া "হিন্দু অক্সফোর্ড" নবদ্বীপ হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

টমাসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

এই দীর্ঘকাল চার্লস গ্রাণ্ট তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম কত দূর বিস্তৃত হইল ইহা জানিতে চাহিয়া গ্রাণ্ট মাঝে মাঝে তাগাদা করিতেন, টমাস নানা স্তোকবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নিজের মনেও বরাবর বিশ্বাস ছিল তিনি অন্ততঃ রামরাম বসু ও পার্ব্বতীকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতে পারিবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই বিশ্বাস ভাঙিয়া যায়। তা ছাড়া ধর্মভাব তাঁহার যতই থাকুক তিনি নিতান্ত দুর্বল চরিত্রের লোক ছিলেন, আয়ের অধিক ব্যয় করিতেন, এবং মাঝে মাঝে প্রলোভনে পড়িয়া জুয়া খেলিতেন। তাহাতে তিনি বারম্বার ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন। উড্‌নি সাহেব কয়েক বার তাঁহাকে রক্ষা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চার্লস গ্রাণ্ট টমাস-চরিত্রের এই দুর্বলতার কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। উড্‌নি টমাসকে চাপ দিতে থাকেন। ঋণগ্রস্ত এবং লাঞ্ছিত টমাস অক্টোবর হইতে ১০ই ডিসেম্বর (১৭৯১) পর্যন্ত নবদ্বীপে থাকিয়া পদ্মলোচন পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধের পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়াই কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে টমাস তাঁহার পিতার নিকট এক পত্রে লেখেন "ম্যাথু এবং মার্কের বাংলা অনুবাদ শেষ করিয়াছি।" ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে টমাস তাঁহার অনুবাদ সহ কৃষ্ণনগরে স্যর্ উইলিয়ম জোন্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রামরাম বসু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জোন্স টমাসকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং অনুবাদ মুদ্রিত হইলে ৪৮০ টাকায় ত্রিশ কপির গ্রাহক হইতে রাজী হইয়াছিলেন। টমাস স্যর উইলিয়মকে তাঁহার অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দিয়া এই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তিনি যেন লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট অনুবাদের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে একটু সুপারিশ করেন। স্যর্ উইলিয়ম তখন বাংলা ভাষায় তাঁহার

অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন। টমাস ইহাতে না দমিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের এক অনুষ্ঠানপত্র ছাপাইয়া বিলি করেন। টমাসের জর্নাল হইতে জানা যায়—

> "The projected work was "to consist of seven parts. (1) Promises and Prophecies, (2) Matthew, (3) Mark, (4) Texts and Precepts of the New Testament, for Newness of Life (5) The Ten Commandments, and a dissertation on Scripture in general, (6) An explanation of the three first chapters of Matthew, (7) A Glossary." The Price of the book was to be a gold mohur, or Rs. 10 per copy, to Europeans, and the natives were to receive it gratis.

টমাসের এই স্বপ্ন এই যাত্রায় সফল হয় নাই। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

The Particular Baptist Society For Propagating The Gospel Amongst The Heathen

উপরি-উক্ত সামাজিক সম্ভাবনার কথা উইলিয়ম কেরী নামক একজন তন্তুবায়-পুত্রের মনে সর্বপ্রথম উদিত হয়। তাঁহার বিরাট জীবন ও কীর্তি আমাদের স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয় হইলেও টমাসের কাহিনী অনুসরণ করিয়া এখানেই তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইতেছে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মূলটনে আসিয়া বসবাস করিবার পূর্বেই তাঁহার মনে হিদেনদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের বাসনা জাগে। এইখানেই তিনি "An Enquiry into the Obligations of Christians to use means for the conversion of the Heathen" নামক বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন—এই পুস্তক ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করিয়া তিনি বহুকাল যাবৎ নানা ভৌগোলিক জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার বাসনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকে এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটনশায়ারের ক্লিপস্টোনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় সাট্‌ক্লিফ ও ফুলারের উপস্থিতিতে কেরী প্রশ্ন করেন, "হিদেন-জগতে গসপেল

প্রচার সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হইলে তাহা করা তাঁহাদের কর্তব্য কিনা।" ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ মে তারিখে নটিংহামে এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য পুনরায় সভা আহূত হয়। কেরী বক্তৃতা করেন, দুটি বিষয়ের তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেন—

(১) That we should expect great things ও (২) that we should *attempt* great things। বক্তৃতার শেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—"That a plan be prepared against the next ministers meeting at *Kettering* for forming a society among the Baptists for propagating the Gospel among the Heathen'। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কেটারিঙের এই ঐতিহাসিক সভা বসে। সভায় সমিতি-গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন— John Ryland, Reynold Hogg, John Sutcliffe, A. Fuller, W. Carey, Abraham Greenwood, Edward Sharman, Joshua Burton, Samuel Pearce, Thomas Blundell, Wm. Heighton, John Eayres ও Joseph Timms। বাইলাণ্ড, হগ, কেরী, সাটক্লিফ ও ফুলারের উপর সমিতি এই উদ্দেশ্যে যাবতীয় কর্তব্য সাধনের অনুমতি দিয়া রাখেন। এই সভাই ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সমিতির প্রথম সভা। দ্বিতীয় সভা বসে ১৭৯২ ৩১শে অক্টোবর। ১৩ই নভেম্বর নরদাম্পটনের প্রাইমারী সমিতির সভায় কেরী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একটি পত্রে তিনি সমিতিকে বঙ্গদেশীয় মিশনারী জন টমাসের কথা জানান। টমাসের সহিত তাঁহার ইতিমধ্যেই পরিচয় হইয়াছিল এবং টমাস তাঁহাকে সর্বপ্রথম বাংলা দেশে তাঁহাদের প্রচার-কার্য চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। টমাস বলেন, তিনি নিজেও বাংলা দেশে প্রচার-কার্যের সুবিধার জন্য লণ্ডনে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন, একজন সঙ্গী পাইলে তিনি বাংলা দেশে প্রচারের ভার লইতে রাজী আছেন। কেরীর পত্রের শেষে ছিল—

"The reason for my writing is a thought, that his fund for *Bengal* may interfere with our larger plan; and whether it would not be worthy of the society, to

try to make that and ours unite into one fund, for the purpose of sending the Gospel to the Heathen indefinitely."

কেরীর পত্র পঠিত হইলে সমিতি জন টমাস সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। সমিতির সম্পাদকের উপর এই বিষয়ের ভার অর্পিত হয়। টমাসকে তাঁহার নিজের জীবন ও বাংলা দেশে তাঁহার কীর্তি সম্পর্কে একটি বিবরণী দাখিল করিতে বলা হয়। তাহাতে সমস্ত ব্যাপার বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়া সর্বশেষে টমাস লেখেন—

"In the year 1787, I began to learn to speak and write the *Bengalee*. Till the month of June or July of this year, I was engaged at Calcutta, and preached to a few Europeans there. In 1788, I could *Converse* freely with the natives, especially with those I was well acquainted with. In 1789, I began to find that my pronunciation was generally very defective, and consequently my preaching, for the most part, could not be understood, I had also begun to translate. I remained there the second time, from the middle of 1786, till the end of 1791, but had no thoughts of staying there till about the beginning of 1787, nor did I sit down to the work till about the middle of that year; so all the time spent among them was five years and a half;.....Considering this, and the difficulties that must necessarily occur to the first adventurer, (for they have no dictionary, vocabulary, nor printed books to assist one, as in European countries), I say, considering these things, the time may be reckoned but two or three years; and I doubt not but a person of a moderate capacity may attain, in that time as much knowledge of the language as I have; and I can now express myself in *prayer*,

preaching and conversation, comfortably to myself, and so as to be understood by others,"

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কেটারিঙে সমিতির অধিবেশনে 'টমাস-অনুসন্ধানে'র ফল বিবৃত হইল; সমিতি ইহা সন্তোষজনক বিবেচনা করাতে মিঃ টমাসকে সমিতির পক্ষে বাংলা দেশে প্রচারকার্য পরিচালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করার প্রস্তাব হইল। টমাস যদি রাজি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী কে হইবেন, পূর্বাহ্ণেই তাহা স্থির করিবার কথা উঠিল। উইলিয়ম কেরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জন টমাসের সহকর্মীরূপে নিজের নাম প্রস্তাব করিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে টমাস স্বয়ং কেটারিঙে উপস্থিত হইয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রামরাম বসু ও পার্বতী ব্রাহ্মণ টমাসের হাতে রেভারেণ্ড 'এম'-এর নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন সমিতি হইতে এই মর্মে তাহার জবাব লেখা হইল যে, ভগবান হিন্দুদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন; তাঁহার দুই জন সেবক সেই দেশে তাঁহার বাণী প্রচারার্থ যাইতেছেন। রামরাম বসু, পার্বতী ও তাঁহাদের বন্ধুগণ যেন অবিলম্বে ব্যাপটাইজড হইয়া খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হন।

এই পত্র এবং প্রভূত আশা লইয়া উইলিয়ম কেরী সপরিবারে এবং টমাস একাকী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান 'প্রিন্সেস মারিয়া'-(Kron Princesse Marie) যোগে বঙ্গদেশ যাত্রা করিলেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর তারিখে কেরী ও টমাস কলিকাতায় পৌঁছিলেন; রামরাম বসু তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। টমাসের আরব্ধ কার্য কেরী নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে মৃত্যু পর্যন্ত জন টমাস কেরীর ছায়া-স্বরূপ জীবিত ছিলেন, কেরীর প্রসঙ্গে তাঁহারও অবশিষ্ট জীবন আলোচিত হইবে। টমাস শেষ-জীবনে উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। তবে তিনি অসুস্থতা ও অশান্তির মধ্যে এইটুকু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যে, বাংলা দেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের পক্ষে প্রথম বাঙালী ধর্মান্তরগ্রহণকারী কৃষ্ণ পাল তাঁহারই প্ররোচনায় খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ওয়ার্ড, জোশুয়া মার্শম্যান, ব্রান্সডন ও গ্রাণ্টের আগমন ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা তিনি দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

উইলিয়ম কেরী

কেরীর প্রতিভা বহুমুখী, জীবন বহুধাবিস্তৃত ছিল ; বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিচয় দিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ততখানি বিস্তারেব স্থান নাই। ধর্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার জীবনের সামান্য পরিচয় দিয়া, বঙ্গদেশে তাঁহার কার্যকলাপের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। কারণ, কেরীর জীবনের এই অংশের ইতিহাস (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নবেম্বর অর্থাৎ কলিকাতায় পদার্পণ-দিবস হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন মৃত্যু-দিবস পর্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বৎসর) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাংলা-গদ্যের প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত জড়িত। এই কালের মধ্যে বলিতে গেলে তিনি এক দিনের জন্যও বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন নাই—মদনাবাটিতে অবস্থানকালে টমাসের সঙ্গে একবার ভুটান গিয়াছিলেন ; বঙ্গদেশেব পবিধি তখন ভুটান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ৪১ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর তাঁহাব শিক্ষানবিশীর কাল ; শিক্ষক—জন টমাস ও রামরাম বসু। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দেব শেষে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই মিশনরী-গোষ্ঠীর তিনি পরিচালক, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন, কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার সংশ্রব। এই শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় বাংলা-গদ্যের বিকাশ ও পরিণতি, এবং উভয় ক্ষেত্রেই উইলিয়ম কেরী প্রধান।

লেখকের এখানে একটু জবাবদিহি করিবার আছে। উইলিয়ম কেরী পৃথিবী-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। শুধু এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতেই তাঁহার বিস্তৃত জীবনী স্থান পায় নাই ; ব্রাউন, কে. কার্ণ, লং, হাগ, মার্শাল, শেবিং, ডাফ প্রভৃতি-লিখিত ভারতের বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিশনের ইতিহাসে কেরী অনেক-খানি স্থান জুড়িয়া আছেন ; সি. বি. লিউসের জন্ টমাস-জীবনী, ডব্লিউ. এইচ. কেরীর ওরিয়েণ্টাল ক্রিশ্চিয়ান বায়োগ্রাফি, স্যামুয়েল ষ্টেন্নেটের উইলিয়ম ওয়ার্ড-জীবনী, উইলিয়মসের শ্রীরামপুর-পত্রাবলী (*Serampore Letters*) প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তকে কেরীর জীবনের বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজস্ব জীবনীর সংখ্যাও কম নয়। ইউষ্টেস কেরীর *Memoir of William Carey, D. D.* (১৮৩৬) ; ডক্টর বেলচারের *Life*

of William Carey (১৮৫৬) ; জন ক্লার্ক মার্শম্যানের *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, দুইখণ্ড (১৮৫৯) ; জে. কালরসের *William Carey* (১৮৮১) ; জর্জ স্মিথের *The Life of William Carey, D. D.* (১৮৮৫) ; পিয়ার্স কেরীর *William Carey* (১৯২৩) ; ডিয়াভিল ওয়াকারের *William Carey* (১৯২৬) ; মহেন্দ্রনাথ চৌধুরি-সঙ্কলিত 'আদর্শ চরিত' (১৮৮০) ; বি. বি. শাহ্-অনূদিত 'কেরি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী' (১৮৯৪) ; অমৃতলাল সরকার প্রণীত 'ভারতবন্ধু ডাক্তার উইলিয়ম কেরী' (১৯৩৪) প্রভৃতি বহু পুস্তকে কেরীর জীবন বহু ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইগুলির উল্লেখ করিলেই লেখকের কর্তব্য সমাপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেরীর উপরি-উল্লিখিত কোনও জীবনীতেই বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ নাই—এগুলি খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক পাদরি কেরীর জীবনের কাহিনী মাত্র। শুধু ইউষ্টেস কেরীর জীবনীর পরিশিষ্টে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসন 'প্রাচ্য পণ্ডিত ও অনুবাদক' কেরী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং বাংলা-গদ্যের সহিত কেরীর সম্পর্কের ইতিহাস আমাদিগকে তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গীদের চিঠিপত্র ও জর্নাল ইত্যাদি হইতে বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। আমি মূলতঃ শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির "বোর্ড রুমে"ই অধিকাংশ উপকরণ পাইয়াছি, এই কাজে শ্রীরামপুর কলেজের কর্তৃপক্ষ আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে নরদামটনশায়ারের পলার্সপিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এডমণ্ড কেরী তখন স্বহস্তে তাঁত বুনিয়া অন্নসংস্থান করিতেন। উইলিয়মের বয়স যখন ছয় বৎসর, এডমণ্ড তখন তন্তুবায়বৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সুরু করেন এবং স্থানীয় প্যারিশের কেরানী নিযুক্ত হন। পিতার জীবিকা-পরিবর্তন উইলিয়মের পক্ষে শুভ ফলদায়ক হইয়াছিল, শিক্ষক পিতার আদর্শে সর্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের বিবরণ, ভ্রমণকাহিনী, বিশেষ করিয়া কলম্বসের আবিষ্কার-বৃত্তান্ত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানার্জন করিবার আগ্রহ ও উৎসাহের কথা সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ের অধীত বিদ্যা উত্তরকালে বঙ্গদেশে অবস্থান সময়ে স্থানীয় পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদি সম্পর্কে গবেষণাকার্যে তাঁহার সহায় হইয়াছিল। ব্যাপটিষ্ট

মিশন সোসাইটির প্রথম ছয় খণ্ড 'পিরিয়ডিকাল অ্যাকাণ্টসে' ইহার বহু পরিচয় আছে। পুস্তকগত জ্ঞান ছাড়াও বাল্যকাল হইতেই তিনি হাতে-কলমে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন। এই বিজ্ঞানে তিনি এমনই দক্ষ হইয়াছিলেন যে, এক সময় তাঁহাকে কলিকাতার কোম্পানির বাগানের (Botanieal Gardens) তত্ত্বাবধায়করূপে নিয়োগ করার প্রস্তাব উঠিয়াছিল এবং বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ ডক্টর রক্সবার্গের অকালমৃত্যুতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ *Flora Indica* পুস্তক উইলিয়ম কেরী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কলম্বসের জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী বালক কেরীকে এমনই আবিষ্ট করিয়া রাখিত যে, তিনি দিনের পর দিন তাঁহার সহপাঠীদের কাছে কেবলই কলম্বসের গল্প বলিতেন; তাঁহার উৎসাহাতিশয্য দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে কলম্বস নামে ডাকিয়া উপহাস করিত। অন্যান্য বিষয়ে কেরী সাধারণ ছাত্রদের মতই ছিলেন, কেবল তাঁহার পিতা বাল্যে তাঁহার পাটিগণিত বিষয়ে দক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।* বার বৎসর বয়সে কেরী পলার্সপিউরির তন্তুবায়-পণ্ডিত টমাস জোনসের নিকট বিশেষ মনোযোগের সহিত লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে, তিনি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই একটি লাটিন শব্দকোষ (Vocabularium) কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পীয়ার্স কেরী লিখিয়াছেন,—

> "Nature and he were Sister and brother...To watch things grow was his bear recreation....In the Paulerspury lanes and fields and forest, and in the moat between his father's school-house and the rectory, little was hidden from his eyes. Bird—their forms, colours, changes, calls, songs, haunts, nests, flight, eggs...And plants--their times and seasons, their leaves and buds and flowers, their soil and roots, their devices and their seeds –he eagerly and patiently discovered...He became a recognized encyclopædia amongst his Paulerspury mates on all things curious."

* মিঃ টমাস ব্লাণ্ডেলের নিকট এডমণ্ড কেরীর ৯ আগষ্ট, ১৮১৫ তারিখের চিঠি—"He was always attentive to learning when a boy, and was a very good arithmetician."

এডমণ্ডের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, সুতরাং বার বৎসর বয়স হইতেই বালক কেরীকে উপার্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। প্রথম দুই বৎসর তিনি কৃষিকার্য শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ চর্মরোগের জন্য রৌদ্র-তাপ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া এই জীবিকা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি হ্যাকেলটনের জুত-নির্মাতা ক্লার্ক নিকল্‌সের সহযোগী হিসাবে জুত-সেলাইয়ের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়া চার বৎসর শিক্ষা-নবিশী করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রত্যহ রবিবারে পলার্সপিউরি আসিয়া টমাস জোন্‌সের নিকট তিনি গ্রীকভাষা শিখিতে সুরু করেন। ক্লার্ক নিকল্‌সের দোকানে কয়েকটি ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ছিল, কেরী সেগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে থাকেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লার্ক নিকল্‌সের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার আত্মীয় টি. ওল্ডের দোকানে কেরী শিক্ষানবিশ হন। এই ভদ্রলোক একাধারে মদ্যপ, বদমেজাজী ও ধর্মবাতিকগ্রস্ত ছিলেন, বালক কেরীর সহিত প্রায়শঃ তাঁহার ধর্মবিষয়ে তর্ক হইত। তর্কে জিতিবার জন্য কেরী প্রাণপণে ধর্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এবং লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষায় অধিক মনোযোগী হন। এই সকল তর্কমূলক ধর্মচর্চা সত্ত্বেও কেরীর নৈতিক চরিত্র সংসর্গদোষে কলুষিত হইয়া পড়ে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তারিখে ডক্টর বাইল্যাণ্ডকে তিনি নিজের বাল্যজীবন সম্বন্ধে লিখিয়া ছিলেন,—

> "My companions were at this time such as could only serve to debase the mind and lead me into the depths of the gross conduct which prevails among the lower classes in the most neglected villages so that I had sunk into the most awful profligacy of conduct"

এই সময়ে জন ওয়ার (Warr) নামক এক ধর্মসহ শিক্ষানবিশের আদর্শ তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত করে দেয়, তাঁহার মনে সত্যকার ধর্মভাব জাগ্রত হয়, চার্চ অব ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রচারক রেভারেণ্ড টমাস স্কটের সহিত তাঁহার এই সময়েই ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন পিডিংটন গীর্জায় মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে মনিব ওল্ডের শ্যালিকা ডেনিয়েল প্ল্যাকেটের কন্যা নিরক্ষরা ডরোথি প্ল্যাকেটের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ডরোথির বয়স তাঁহার অপেক্ষা পাঁচ বৎসর অধিক ছিল। বিবাহের প্রথম

দুই বৎসর সুখে কাটিয়াছিল। নিজে কুড়ে ঘরে বসিয়া তিনি জুতা সেলাই করিতেন, অধ্যয়ন করিতেন, লাটিন ও গ্রীক ভাষায় দক্ষ হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বাগান-রচনা করিতেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথম সন্তান কন্যা অ্যান জন্মগ্রহণ করে। পর বৎসর পিতা ও কন্যা নিদারুণ জ্বররোগে আক্রান্ত হন। কন্যাটি মারা যায়, এবং পিতা উইলিয়াম কেরী বহু কষ্টে রক্ষা পান বটে, কিন্তু তাঁহার মাথায় টাক পড়ে। এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র বাইশ। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটনশায়ারের ব্যাপটিষ্টমণ্ডলীর পাল্‌কসঙ্ঘে যোগদান করিয়া রাইল্যাণ্ড, সাটক্লিফ, ফুলার ও পীয়ার্সের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুলটনে একটি অবৈতনিক পাঠশালার শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া কেরী পিডিংটন (হ্যাকেলটন) ত্যাগ করেন; জুতা সেলাইয়ের ব্যবসায় তিনি তখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তৎপূর্বেই ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া পৃথিবীর অখ্রীষ্টান হিদেন জাতিসমূহের অনন্ত নিগ্রহের কথা ভাবিয়া তাঁহার মনে বেদনা জাগে ও তাহাদের মুক্তির উপায় তিনি চিন্তা করিতে থাকেন। মুলটনে আসিয়া তিনি স্বহস্তে পৃথিবীর একটি বৃহৎ মানচিত্র প্রস্তুত করেন ও সেটিকে দেওয়ালে টাঙাইয়া হিদেনদের উদ্ধার-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এই সময়ে ডাচ, ইতালীয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখিতে থাকেন এবং ডাচ ভাষার একটি পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাহার এই প্রথম রচনা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে।

ধীরে ধীরে জুতা-সেলাই ও শিক্ষকতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেরী ধর্মযাজক-বৃত্তি গ্রহণ করেন ও ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লীষ্টার শহরের হার্ভি লেনে পাকাপাকি রকম পাদ্রিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতেই তাঁহার *An Enquiry*...পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং ঐ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে কেটারিঙের ঐতিহাসিক সভায় "The particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathen" নামক সমিতি গঠিত হয়। বঙ্গদেশে রওয়ানা হইবার পূর্ব পর্যন্ত কেরীর জীবন সম্বন্ধে ইহার অধিক তথ্য আমাদের ইতিহাসের পক্ষে অনাবশ্যক। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান 'প্রিন্সেস মারিয়া'-যোগে জন্ টমাসের নেতৃত্বে উইলিয়ম কেরী—পত্নী ডরোথি, শ্যালিকা ক্যাথারিন প্ল্যাকেট, পুত্র ফেলিক্স, উইলিয়াম, পিটার ও সদ্যোজাত জ্যাবেজকে লইয়া বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে ৪১ বৎসর

নানাকীর্তিবিভূষিত জীবন যাপন করিয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে কেরীর জীবনের তিনটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব—ভাষা শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা, শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায় এবং সর্ববিষয়ে তাঁহার প্রবল কৌতূহল।

কেরী, টমাস ও রামরাম বসু

(১৭৯৩ নবেম্বর—১৭৯৯ অক্টোবর)

পূর্বেই বলিয়াছি, কেরী ও টমাসের ব্যক্তিগত জীবনী আমার রচনার বিষয় নয়, কৌতূহলী পাঠককে ইহার জন্য অন্ততঃ জর্জ স্মিথ ও ডব্লিউ ইউসের শরণাপন্ন হইতে হইবে। রামরাম বসু সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য উপকরণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে মিশনারীদের কৃপায় প্রথম বাঙালী লেখকের জীবনের বস্তুতত্ত্ব বিবরণ আমরা পাইতে পারিতাম। শ্রীরামপুরের পাদরিদের সহিত কয়েক বৎসরের সম্পর্কবশতঃ তাঁহার সামান্য যেটুকু পরিচয় তাহাদের চিঠিপত্র ও জর্নাল মারফত পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের ঔৎসুক্য মিটে না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র তৃতীয় গ্রন্থ রামরাম বসু-লিখিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' গ্রন্থের ভূমিকায় সেই পরিচয়টুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রামরাম বসু সম্বন্ধে তাহার অধিক জানিবার উপায় নাই। নিখিলনাথ রায়-সম্পাদিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে'র ভূমিকায় রামরাম বসু সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনী আছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধানে জানিয়াছি, সেগুলির অধিকাংশই ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কেরী-সমভিব্যাহারে তৃতীয় বার বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্বেই টমাস বাংলা দেশ, বাঙালী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, বিকৃত উচ্চারণ লইয়াই তিনি বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বেই রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেলের ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স্, জেনেসিসের কিয়দংশ, সাম্‌স্ (Psalms) ও প্রফেসিজ-এর বিভিন্ন অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া মূল পাণ্ডুলিপির নকলের সাহায্যে মালদহের হিন্দুদের মধ্যে তাহার

প্রচারও করিয়াছেন।* এই অনুবাদের অসংস্কৃত রূপ আমাদের হস্তগত হইলে মিশনারী বাংলার আদিতম নিদর্শন হইতে পরবর্তী পরিণতির একটা ইতিহাস রচনা করা সহজ হইত। তবে শ্রীরামপুর মিশনযন্ত্রে সর্বপ্রথম মুদ্রিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত', পুস্তকের প্রথম সংস্করণে (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ ১৮ মার্চ মুদ্রণ আরম্ভ) টমাস-রামরাম বসুর অনুবাদ কতকটা অবিকৃত আছে বলিয়া অনুমান হয়। মার্ক, জেম্‌স, জেনেসিস প্রভৃতির টমাস-বসুকৃত অনুবাদকে ভিত্তি করিয়া কেরীকৃত সংস্করণ পরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

মালদহ হইতে দ্বিতীয় বার স্বদেশে ফিরিবার সময় টমাস সঙ্গে করিয়া কেটারিঙের ব্যাপটিষ্ট-মণ্ডলীর সম্পাদকের নিকট লিখিত 'শ্রীপার্বতী ব্রাহ্মণ-শ্রীরামরাম বসু কায়স্থ' লিখিত ১১৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ তারিখের একটি বাংলা নিমন্ত্রণপত্র সঙ্গে লইয়া যান, টমাস ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ঐতিহাসিক পত্রটির মূল বাংলা রূপ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখে লেষ্টারে ব্যাপটিষ্ট ভ্রাতৃমণ্ডলীর সভায় সকলে মিলিয়া এই পত্রের একটি জবাব প্রস্তুত করেন -

> "A letter was drawn up, addressed to the Hindoo Christians in India, to whose conversion brother Thomas had already been instrumental....."

এই পত্রে লিখিত হইয়াছিল—

> "You requested in your letter sent to one of our brethren that 'Missionaries might be sent to preach the Gospel among you, and to half-forward the translation of the word of God.' For these purposes we recommend to you our much esteemed brethren Thomas and Carey, men who are persuaded, are willing to hazard their lives for the name of the Lord Jesus...

* "They have Matthew, Mark, James, some part of Genesis, and the Psalms, with different parts of the Prophecies, in Bengalee manuscript. three or four of them have all the above, and some only a single, part, which they lend to one another and copy." —Thomas's "Narrative of Himself," *Rippon's Baptist Register*, No. V.

We hope that upon the arrival of our brethren, you will be solemnly baptized.....

Be subject to the laws of your country, in all things not contrary to the laws of God. Be faithful in all your relative connections....."

রামরাম বসুকেও ১৭৮৮ সনের জুন মাসে রচিত তাঁহার খ্রীষ্ট-স্তবটির* জন্য ধন্যবাদ দিয়া একটি পত্র লিখিত হয়। এই দুইটি পত্র সঙ্গে লইয়া ১৩ই জুন তাঁহারা যাত্রা করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগষ্ট গিল্‌স্‌বরোতে অনুষ্ঠিত মণ্ডলীর সভায় বঙ্গদেশগত মিশনারীদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

"That as it will be necessary for sometime, that they should have the assistance of some of the natives, in order to enable them to learn the *Sanskrit* and *Bangal Languages*, the some of 20 pounds per annum be allowed to each, towards the discharge of those extra expenses."

কেরী জাহাজেই টমাসের নিকট বাংলা শিখিতে সুরু করেন। টমাসও জাহাজে বাসয়াই ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ কেরীর সাহায্যে জেনেসিসের অনুবাদ শেষ করেন। ১১ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতা পৌঁছিলে রামরাম বসুর সহিত জাহাজঘাটে কেরীর পরিচয় হয়। টমাসের মুন্‌শী রামরাম সেই দিন হইতেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কেরীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন। প্রকৃত পক্ষে টমাসের সহিত বাংলা গদ্যের সম্পর্ক এই দিন হইতেই ঘুচিয়া যায়, অধিকতর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল এবং নষ্ঠাবান ব্যক্তির হাতে এই ভার অর্পিত হয়, রামরাম বসুর মধ্যস্থতায় বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ উইলিয়াম কেরী বাংলা-গদ্যনির্মাণে তাঁহার অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লইয়া অগ্রসর হন। ১১ই নভেম্বর, ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মালদহের মদনাবাটিতে একটি অমার্জনীয় অপরাধের জন্য মুন্‌শীর চাকরী হইতে বরখাস্ত না হওয়া পর্যন্ত রামরাম বসু বরাবরই কেরীর সহিত যুক্ত থাকিয়া ভাষা-শিক্ষায় এবং অনুবাদ-কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। খামখেয়ালী, অমিতব্যয়ী, এবং জুয়াড়ী টমাস মিশন-প্রদত্ত যাবতীয় অর্থ অপব্যয় করিয়া নিজে নানা বিপদের মধ্য দিয়া শেষ

*"কে আর তারিতে পারে লর্ড জিজহু ক্রাইষ্ট বিনা গো। পাতক সাগর ঘোর লর্ড জিজহু ক্রাইষ্ট বিনা গো।" ইত্যাদি।

পর্যন্ত জর্জ উড্‌নির আশ্রয়ে মালদহের মহীপালদীঘি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৪ সনের মার্চ মাসে সেখানে পৌঁছিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া লুর, সাড়ে-সাত মাস কাল কেরী হালভাঙা নৌকার মত সমগ্র পরিবার এবং মুন্‌শী সমেত সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল হইতে নদী.., নদীয়া হইতে ব্যবসায়ী নেলু দত্তের বদান্যতায় তাঁহার মাণিকতলার বাগানবাড়িতে এবং শেষ পর্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের দেবহাট্টায় তাড়ত-বিতাড়িত হন। এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক অত্যাধিক যন্ত্রণায় কেরী-পত্নী ডরোথি অর্ধোন্মাদ হইয়া যান। এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যেও কেরী এক দিনের জন্যও তাঁহার আসল উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং ভাষা শিক্ষা ও অনুবাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। অনুতপ্ত টমাস মহীপালদীঘিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহারই-দোষে-বিপন্ন কেরীকে বাঁচাইবার জন্য জর্জ উড্‌নিকে ধরিয়া মদনাবাটির নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া সংবাদ পাঠান। ১৫ই জুন ১৭৯৪ তারিখে কেরী সপরিবারে রামরাম বসু সহ নৌকাযোগে ইছামতী, জলাঙ্গী, গঙ্গা, পদ্মা ও মহানন্দা নদীপথে মদনাবাটি পৌঁছান। পথিমধ্যে সুন্দরবনের কাছাকাছি চান্দুরিয়া নামক স্থানে কেরী সর্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন। কেরীর চিঠিপত্র ও জর্নাল হইতে এই সাড়ে সাত মাসের প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> "*Calcutta, Nov. 25, 1793*.....I see one of the finest countries in the world, full of industrious inhabitants; yet three-fifth of it are an uncultivated jungle, abandoned to wild beasts and serpents.....
>
> I have had several conversations with a Brahmin who speaks English well, and being unable to defend himself against the Gospel, he purposes to come, attended by a Pundit and try the utmost of their strength.....It will be of very great service to us if the society can send out a *polyglot Bible* by

---

ইহা রামরাম বসুর খুড়ার জমিদারীভুক্ত ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা চলিতে পারে যে, রামরাম বসুর বাড়ী এই অঞ্চলেই, সম্ভবতঃ টাকিতে ছিল।

the next conveyance. *Ram Boshoo* is a good persian scholar and it will certainly help us much.....

Bandell, Dec. 16, 1793.....we have been near a month at *Bandell*, which is a Portuguese settlement, but are now going further up the country, perhaps, to *Nuddea, Cutwa, Gour* or *Malda*; at present it is uncertain which

Bandell, Dec. 26, 1793....I entertain a very high opinion of him [Ram Ram Boshoo] as a converted person: He is a man after my heart. He is faithful councellor and a discerning man, and very inquisitive, sensible and intelligent. If he wants anything it is zeal,.....

Maniet-tullo, Jan 1, 1794..... The utmost hermony subsists between me and Mr. Thomas. Several Brahmins and Pundits, have been very pressing with us to settle at *Calcutta*, and preach to them; accordingly Mr. T resides there, and I live at a house belonging to a blackman [Nelu Dutt], who generously offered it to me for nothing till I am otherwise accomodated.

I am about renting a small quantity of land of a native, some miles east of the city [Debhatta], so that we may have opportunities of preaching the gospel all over the most populous part of *Bengal*. The city of Calcutta is very large. I have no doubt but there may be 200,000 black people there besides the Europeans.....I had fully intended to devote my eldest son to the study of Shanscrit, my 2d to the persian, and my 3d Chinese.

Maniet-tullo, Jan. 3-5, 1794.....Both Moors and Hindoos are very industrious, and in many branches

of manufacture excellent workmen. The cultivated part of the country bears a great resemblance to some of our English countries...

The Moors, who are Mahometans, are more rigid and fierce than the Hindoos.....

The Hindoos acknowledge but one Supreme Being, but they make offerings to a variety of imaginary subordinate beings.....

To the honour of the Government I may observe, that the black people here are as free as the natives of England, and the courts of law seem to favour them full as much as the Europeans

Their national character is that of avarice, to this we may add a strong propensity to lying. The first of these seems to be the effect of the oppressive dealing which they have experienced under former governors But the whole police has assumed a very different aspect under the government of Lord Cornwallis, and especially in favor of the natives.

Dehartа, *Feb* 15, 1794 .. ..My ear is somewhat familiarized to the *Bengalee* sounds. It is a language of a very singular construction, having no plural except to pronouns, and not a single preposition in it, but the cases of nouns and pronouns are almost endless, all the words answering to our prepositions being put after the word, and forming a new case Except these singularities, I find it, an easy language."

এই সময়েই তিনি নিজের সুবিধার জন্য নিজেই বাংলা ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও একটি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ক

কাঁঠালিকলা	a plantain of an angular kind
কাটাইতে	to cauſe to cut
কাটার	a poignard, dagger
কাটারি	a crooked broad knife
কাটিতে	to cut, to hew
কাটিতে আঁখর	to blot a letter
কাটনাকাটিতে	to ſpin
কাটর	a Fence of boards
কাঠুরা	a wood-cleaver
কাঁটা	a thorn, a fork, a fiſh-bone
কাঠ	wood
কাঠ বেরাল	a ſquirrel
কাঠের	wooden, of wood
কাঠগড়	fire-wood
কাঠের মাড়	a float of timber
কাঠা	a meaſure, a cotta or piece of ground [4 ells ſquare
কাড়াকাড়ি	force, violence
কাড়িয়া আনিতে	to get by force

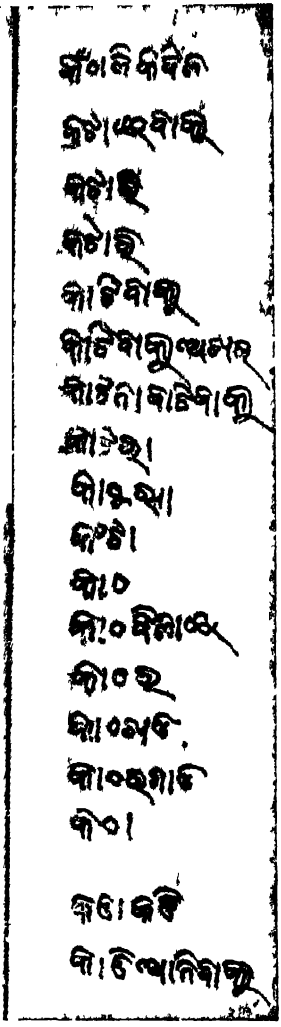

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা ক্রনিকল নামে মুদ্রিত সর্বপ্রথম বাংলা-ইংরেজী অভিধানের (আপজন) একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

৭ শ্রী শ্রী রাম

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার জমিদারান ও তালুকদারান
ও [illegible] জমিদের মালিক সদরে মালগুজারিকরে তাহার দিগকে
পাট্টাহার দেওয়া যাইতেছে

প্রথম

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার সদর খাজানার দহ সালা বন্দবস্তের
যে সকল আইন ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ সেপ্তম্বরের ১৮
তারিখে মুতাবিক ২৭ জেলহেজ সন ১২০৪ হিজরি মুতাবেক ৭ মাহ
আশ্বিন সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ
নবম্বরের ২৫ তারিখে মুতাবেক ৭ রবিওল আওল সন ১২০৫ হিজরি
মুতাবিক ১০ মাহ অঘ্রহায়ন সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সন ১৭৯০
সালের মাহ ফেব্রুয়েরের ১০ তারিখে মুতাবিক ২৪ মাহ জমাদিওল
আওল সন ১২০৪ হিজরি মুতাবেকে ১ মাহ ফাল্গুন সন ১১৯৬
বাঙ্গালায় হইয়াছে তাহাতে জমির মালিকের দিগে খবর দেওয়া যাইবে
তাহারা সরকারের সহিত বন্দবস্ত করিবেন তাহা দিগের জমির সম্বন্ধে
ঐ আইন মাফিক তাহারা যে হবেক তাহা দহ বৎসরের পরে
সরকার ওহামেসা কায়েম থাকিবেক অদ্যবধী শ্রীযুৎ ইংরেজ সরকারের
তরফ বিনাতের কার্য্যের মুক্তিয়ার কারেরা মঞ্জুর করেন নতুবা কায়েম
থাকিবেকনা

দ্বিতিয়দফা

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার জমিদারান ও তালুকদার
ও আর যেকেহ জমিদের মালিক সদরে মালগুজারিকরে তাহার দিগকে
নবাব গবরনর জেনরেল বাহাদর খবর দিতেছেন যে শ্রীযুৎ
ইংরেজ

এই 'পি যবস্টার ১৭৯৩ ও ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'কনওয়া লস কাট'
পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা

উপরের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের বাঙালী ও বাংলা দেশের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেই তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবে কেরী ও টমাসের এই পত্র ও জর্নালগুলি যে কত মূল্যবান তাহা উপলব্ধি হইবে। উত্তরবঙ্গে এই দুই জন মিশনরীর কার্যকলাপের কাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ আগষ্ট তারিখে মদনাবাটি হইতে কেরী সোসাইটিকে লিখিতেছেন—

> 'I cannot speak the language so well as to converse much, but begin a little.'

তাঁহার ৯ আগষ্ট তারিখের পত্রে (মঃ সাঁক্লফের নিকট লিখিত) দেখিতে পাই—

> "The language is very copious, and I think beautiful. I begin to converse in it a little; but my third son, about five years old speaks it fluently. Indeed there are two distinct languages spoken all over the country; the *Bengalee*, spoken by the Brammhans, and higher Hindoos; and the *Hindostame*, spoken, by the Mussel-mans, and lower Hindoos. This last is a mixture of Bengalee and Persian.

দুঃখের বিষয় ঐ বৎসরের শেষে মদনাবাটিতে কেরীর এই তৃতীয় পুত্রটি (পিটার) ১লা অক্টোবর ১৭৯৪ তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার দ্বারাও বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইত।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই কেরী বাংলা ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন, লিখিতে ও বলিতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই সময়েই তাঁহার মাথায় বাইবেল মুদ্রণের খেয়াল চাপে, তিনি ইংলণ্ড হইতে হরফ প্রস্তুত করাইয়া আনিতে মনস্থ করেন। ৬ জানুয়ারির পত্রে তিনি লিখিতেছেন,—'I intend soon to send specimens of Bengalee letters for types. A considerable part of this expense I hope to be able to bear myself.' মদনাবাটিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি স্থানীয় কৃষক ও প্রজাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; যত দূর জানা যায়, ইউরোপীয় মতে দেশীয় লোকদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা ইহাই দ্বিতীয়।

মালদহের গোয়ামালটির জন্ এলার্টন ইহার অব্যবহিত পূর্বেই তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

২৭ জানুয়ারি তারিখেই কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিতেছেন—

> "It will be requisite for the society to send a printing press from *England*; and, if our lives are spared, we will repay them. We can engage native printers, to perform the press and compositor's work."

কেরীর জার্নালে ঐ বৎসরের ১৪ই জুন তারিখে লিখিত আছে—

> "The Translation also goes on—Genesis is finished and Exodus to the XXIII d. Chapter. I have also for the purpose of exercising myself in the language, begun translating the gospel by John, which Moonshee afterwards corrects....."

এই পর্যন্ত কেরীর অনুবাদের খবর-মাত্র আমরা পাইতেছি, নমুনা দেখিতে পাই না। মদনাবাটি হইতে ১৩ আগষ্ট লিখিত একটি পত্রে তিনি স্বয়ং নমুনা দিয়াছেন, কেরী-লিখিত বাংলার ইহাই সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। কেরী লিখিতেছেন-

> "Ram Ram Boshoo and Mohun Chund are now with me...I often exhort them, in the words of the apostle, 2 Cor. VI. 17, which in their language I thus express :—

বাহিরে আইস এবং আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্বশক্ত ভগবান।*"

কেরী এই সঙ্গেই লিখিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড হইতে হরফ আনাইবার ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করিয়াছেন; কারণ, বাংলা দেশেই যে বাংলা হরফ পাওয়া যায়, ইহা তিনি অবগত হইয়াছেন। হুগলীতে চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কৃত হরফের কথা কেরী এখানে ইঙ্গিত করিতেছেন। এখানকার মামুলি প্রথাতেই অবশ্য ইংলণ্ড হইতে দশগুণ বেশী খরচ করিয়া ক্রিসমাসের মধ্যেই বুক অব জেনেসিস পর্যন্ত ছাপান যাইবে, তিনি এরূপ আশা করেন।

---

* 'Forth come and separate be : and unclean thing touch not : and I will accept you : and you shall be my sons and daughters : thus says the Almighty God.'

ঐ বৎসরের ২রা অক্টোবর তারিখেও তাঁহাকে দুঃখ করিতে দেখি—

"One of my great difficulties arises from the common people being so extremely ignorant of their own language, and the various dialects which prevail in different parts of the country. Though I can preach an hour with tolerable freedom, so that all who speak the language well, or can read or write, can perfectly understand me; yet the labouring people can understand but little. Notwithstanding the language itself is rich, beautiful, and expressive; yet the poor people,.....have scarce a word in use about religion."

বাংলা-গদ্যের অন্যতম প্রবর্তক উইলিয়ম কেরীর সাধনা পূরবর্তী কালে এই কল্পিত বাধার দ্বারাই মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থাৎ চলতি ভাষা শিক্ষা ও রচনা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় যাবতীয় ভাষার মূল, সংস্কৃতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

"From his second Mudnabati year Carey gave a third of his long working day to this language, which Ram Ram Basu extolled as almost divine. It was India's hallmark of culture, the franchise of her real aristocracy, the tongue wherein her scriptures and classics were all enshrined; the speech which unlocked her very soul; the mother and queen of her many vernaculars. To conquer this was to lay open a dozen derivatives; to take this stronghold was to win a multifold domain—"S. P. Carey.

ঠিক এই সময়েই কেরী (৩১ ডিসেম্বর ১৭৯৫) মদনাবাটি হইতে মিঃ পীয়ার্সকে সংস্কৃত, বাংলা এবং প্রচলিত ভাষার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন—

Should you pursue the knowledge of the Hindoo language, it will no doubt have its use; but could

you learn to read, and understand, and pronounce well all the books that are written in that language, yet not one in a hundred of the people would understand you, nor could you understand them so different is the language called Bengalee (which is spoken by the higher ranks of Hindoos) from the common language of the country, which, is a mixture of Bengalee, Hindoostanee, Persian, Portuguese, Armenian, and English, that is a mere jargon. I much question whether Moonshee can translate the Bible so as to be understood by the common people, and the less so as there is an alteration in their dialect every ten or twelve miles, and if he could I am persuaded that he would be ashamed of writing language so completely ungrammatical."

নিজের অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগিতেছিল বলিয়া তিনি ঐ চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

"I have translated the gospel by John, and the Epistle to the Galatians myself, without his [Ram Ram Boshoo's] help; and the common people understand it much better than his; but it would be scouted by all above the rank of a farmer..."

সংস্কৃত ও চলতি বাংলা, এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া কেরী কিছু কাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কোন ব্যাকরণ-অভিধানের আশ্রয় না পাইয়া শেষ পর্যন্ত নিজেই সংস্কৃতের আদর্শ ধরিয়া ব্যাকরণ-অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ফরষ্টারের অভিধান তখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং যে কারণেই হউক, হালহেডের ব্যাকরণ ও আপ্‌জনের অভিধান তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন (৩১ ডিসেম্বর, ১৭৯৫)—

"I have been trying to compose a compendious grammar of the language, which I send you, together with a

few pages of the Mahabharat, with a translation, which I wrote out for my own exercise in the Bengalee.···I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time·····;"

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই কেরী রাইল্যাণ্ডের নিকট পত্রে লিখিতেছেন—

"I have read a considerable part of the 'Mahabharata,' an epic poem written in most beautiful language, and much on a par with Homer. And were it, like Homer's 'Iliad' only considered as a great work of human genius, I should think it one of the finest productions in the world."

বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গ্রন্থ রচনার কাজ এই ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল হঠাৎ মুনশী রামরাম বসুর দুশ্চরিত্রতা প্রকাণ্ড বাধার সৃষ্টি করিল। ১৭৯৬ সালের জুন মাসে কেরী নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে রামরাম বসুকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন, বসুর সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার পণ্ডিতটিও পলায়ন করিলেন। সকল কাজ একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। কেরীর মানসিক অবস্থা এই সময়ে এত খারাপ হইয়াছিল যে, তিনি প্রায় হাল ছাড়িয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের ১৭ই জুন একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

"With respect to printing the Bible, we were perhaps too sanguine. Means have hitherto failed. I think it will be well for the society to send at least one hundred pounds per annum, which shall be applied to the purposes of printing the Bible and educating the youth.

I think it very important to send more missionaries hither, as we may die soon..."

ঐ বৎসরের ১০ অক্টোবর তারিখে জন ফাউন্‌টেন নামক একজন যুবক প্রচারক কেরীর সহকারীরূপে মদনাবাটিতে উপস্থিত হইলেন। এই যুবকের উৎসাহে কেরী আবার নূতন উদ্যমে কাজ সুরু করিলেন, ফাউন্‌টেন অতি অল্প কালের মধ্যে বাংলা ভাষা শিখিয়া লইয়া স্কুলের কাজ ও অনুবাদের

কাজে কেরীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্বেই নিউ টেস্টামেণ্ট সম্পূর্ণ অনূদিত হইয়া গেল, তখন শুধু ছাপার অপেক্ষা। কিন্তু তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। হিসাব করিয়া দেখা গেল এদেশে ১০,০০০ কপি ছাপিতে ৪৩৭৫০৲ টাকা খরচ হইবে। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া কেরী ১৬ই নভেম্বর তারিখে ফুলারকে পত্র দিলেন, একজন দক্ষ মুদ্রাকরকেও ঐ সঙ্গে পাঠাইতে বলিলেন।

এই পত্রের জবাব আসিবার পূর্বেই কেরী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতা রওনা হইলেন—'To make the necessary enquiries about the expence of printing it here ' তিনি তখনও সংস্কৃত শিখিতেছেন এবং প্রত্যহ হিন্দুস্থানীতেও পাঠ লইতেছেন। কলিকাতার মুদ্রাবর হিসাব করিয়া জানাইলেন যে, নিউ টেস্টামেণ্ট ছাপার অক্ষরে মোট ৬০০ পৃষ্ঠা হইবে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন সেট টাইপ কাটাইয়া সেই হরফে ১০,০০০ কপি ছাপিয়া দিতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা লইবেন। অত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব জানিয়া কেরী দুঃখিতচিত্তে মদনাবাটি ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে দেখিতেছি—

> "I am forming a dictionary, Shanscrit, Bengalee and English in which I mean to include all the words in common use. It is considerably advanced, and should my life be spared, I would also try to collate the Shanscrit with the Hebrew roots where there is any familiarity between them....."

মূল সমিতি কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র ও হরফের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, সুতরাং মুদ্রাকরের সন্ধানও প্রয়োজন হইল না। মদনাবাটিতে কেরীর জীবনযাত্রাও নিরুপদ্রবে চলিতেছিল না। অনাবৃষ্টি অথবা অতিরিক্ত বৃষ্টি-পাতে উপর্যুপরি তিন বৎসর নীলকুঠির কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। খামখেয়ালি টমাসের কাজও ভাল চলিতেছিল না, মিশনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিল, ঝড়ের মত তিনি মদনাবাটিতে আসিতেন ও চলিয়া যাইতেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দেই টমাস মহীপালদীঘির কুঠি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করার পর তিনি রাজমহল

পাহাড়ের পাদদেশে সেরাসিং নামক স্থানে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচারকার্য করিতে যান।* সদয়হৃদয় উডনি বিপন্ন কেরীকে সাহায্যের জন্য আরও দুই এক বৎসর কুঠির কাজ চালাইতে মনস্থ করিলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কলিকাতায় দেশীয় ভাষার হরফ প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—

> "A Letter-Foundry has lately been set up at Calcutta for the country languages, and I think it will be cheaper and better to furnish ourselves with types for priting the Bible in this country, than to have them cast in Europe····· " W. Carey, Jan. 1, 1798.

এই কারখানার কর্তা কে ছিলেন জানা যায় না বটে, কিন্তু উইলকিন্স-শিষ্য পঞ্চানন যে এখানে কাজ করিতেন, জে. সি. মার্শম্যান সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

> "All trace of the author or the result of this project has been lost except the fact that the punches were cut by the workman whom Sir Charles Wilkins had trained up. Mr. Carey immediately placed himself in communication with the projector of this scheme, and relinquished all idea of obtaining Bengalee types from England."—*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, Vol. I, p. 80.

এখানেই পঞ্চাননের সহিত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর পরিচয় হয় এবং তাহারই ফলে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা স্থাপিত হইবার পর পঞ্চানন কেরীর সহিত যোগদান করেন।

ইহারই কিছু দিন পরে ইংলণ্ড হইতে সদ্য-আগত একটি কাষ্ঠনির্মিত মুদ্রাযন্ত্র কলিকাতায় নিলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, মাত্র ৪৬

*Mr Brunsdon to Mr. Sutcliff, Serampur, Dec. 3, 1799—"We have had several letters from brother Thomas since we have been here, and expect he will be down in a few weeks. He is at Soorool in the district of Beerbhoom : I belive he superintends a sugar manufactury···টমাসের ভৃত্য ফকির সম্ভবতঃ সুরুলেরই লোক।

পাউণ্ড (জে. সি. মার্শম্যানের মতে ৪০ পাউণ্ড) মূল্য ধার্য হইয়াছিল। বাইবেল-মুদ্রণের সাহায্যের জন্য ধর্মপ্রাণ উড্‌নি উহা ক্রয় করিয়া আনাইয়া কেরীকে দান করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৭৯৮) মুদ্রাযন্ত্রটি মদনাবাটি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কেরী টাইপ অর্ডার দিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলেন।* মদনাবাটিতে আসিয়াই তিনি একটি বিপদে পড়িলেন। জর্জ উড্‌নির নিকট হইতে মদনাবাটি কুটির কাজ বন্ধ করিবার আদেশ আসিল। বিপন্ন কেরী নিকটবর্তী খিদিরপুর† (*The story of the Lall-Bagar Baptist Church*-এ আছে "...later in the year (১৭৯৭) when the Mudnabatty factory was given up Dr. Carey purchased from Mr. Udny a small factory called Khidderpore to which he removed with his family.") গ্রামে নিজের এত দিনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া উডনির নিকট হইতে একটি নীলকুঠি ক্রয় করিলেন। কেরী ও ফাউন্টেন মুদ্রাযন্ত্রটি সমেত সেখানে নূতন সংসার পাতিতে গেলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি নূতন মিশনরীদল কলিকাতায় আশ্রয় না পাইয়া ডেনিশ রাজ্য শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। ফাউনটেন তাঁহাদিগের সম্বর্ধনা করিবার জন্য পূর্বেই কলিকাতা গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ণয় স্থির করিতে না পারিয়া সকলের পরামর্শমত কেরীর মতামতের জন্য ফাউন্টেন ও ওয়ার্ড ১৪ই নবেম্বর নৌকাযোগে খিদিরপুর রওয়ানা হইলেন। ১৭৯৯ সালের ১লা ডিসেম্বর তাঁহারা কেরীর গৃহে পৌঁছিলেন। নিজের ও মিশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে কেরী তিন সপ্তাহ সময় লইলেন এবং শেষ পর্যন্ত বহু

* Carey to Ryland, April 1, 1799—"I wrote to the society that I had reason to hope that a copy of the whole Old and New Testament might be completed, by the time the paper mentioned by brother Fuller, for printing 2,000 copies of the New Testament would arrive We have a press and I have succeeded in procuring a sum of money sufficient to get types cast I have found out a man who can cast them, the person who casts for the Company's press, and I have engaged a printer at Calcutta to superintend the casting The work is now begun, and I hope may be completed in less than six months, by which time the copy will be in forwardness to begin upon ·····

I went to Calcutta in company with Mr. F" [ফারনাণ্ডেজ]

† কাহারও কাহারও মতে—কেদারপুর।

কষ্টে উপার্জিত খিদিরপুরের সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রটি সহ নৌকাযোগে ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুদ্রাকর ওয়ার্ড তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

> "But what of John Thomas through all the upheaval of these days? With his wife and daughter he moved hither and thither, never in one stay. Now living in a boat, now in a bamboo hut; now in Nadia, now in Beerbhum, now preacher, now sugar refiner and distiller, and now again indigo-venturer A rolling stone a warm heart, a wayward Judgment and Will!" S P Carey

শ্রীরামপুর মিশন—কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড

(১০ই জানুয়ারি, ১৮০০ হইতে ৮ই এপ্রিল, ১৮০১)

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর রবিবার ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দ্বিতীয় দল শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের অধীন। গঙ্গার ধারে এখন যেখানে কলেজটি অবস্থিত, তাহারই সন্নিকটে 'মায়ার্স ট্যাভার্ন' নামে একটি ডেনিশ সরাইখানা ছিল, পাদরিরা সেই সরাইখানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওয়ার্ড তাঁহার দিন পঞ্জিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ এই –

> "প্রকৃতি এখানে সহজ সাজে সাজিত, তাঁহার সম্পদের মধ্যে কুটির ও কুঞ্জোদ্যানগুলি। নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে বিরাজ করেন, এখানে সব কিছুর উপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে; হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিতে ইতিমধ্যেই আমার বাসনা জন্মিয়াছে, এই সুন্দর নদীর তীরে কুটীর এবং কুঞ্জ-কাননমধ্যে আমি থাকিতে চাই। এই ভদ্র এবং শান্ত হিন্দুদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব, এই চিন্তায় আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই নদীতীরস্থ সামান্য কুটিরগুলির যে সৌন্দর্য, ইংলণ্ডের পরম রমণীয় উদ্যানের সৌন্দর্য তাহার অর্ধেকও

নহে। স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্চতায় নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, তাম্রবর্ণ এবং অনেকে দেখিতে সুন্দর। সম্পূর্ণ সমতল এই দেশ, স্থানে স্থানে অরণ্যসঙ্কুল, মাঝে মাঝে জানালাবিহীন খড়ের ছাউনি-দেওয়া কাদায়-গাঁথা কুড়েগুলি, গৃহপালিত পশুর প্রাচুর্য—দলে দলে চরমান তাহাদের দেখিলে চোখ জুড়ায়। মাথায় এবং কোমরে জড়ান এক এক টুকরা কাপড় ইহাদের পরিধেয়; ফলমূল, মৎস্য ও অন্ন ইহাদের প্রধান আহার্য এবং ধূমপান প্রধান বিলাস·· এই দেশ এবং ইহার অধিবাসীদের দেখিয়া আমরা সত্যই আনন্দ পাইতেছি, নয়নমনোহর মূর্তির সংখ্যা ইরেজদের অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে অধিক·· ।"

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি কেরীর শুভাগমনে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হইল। দলের প্রথম টমাস ও প্রধান কেরীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ফাউন্টেন, গ্রাণ্ট ও ব্রান্সডন অল্পকালমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। টমাসও এই গোষ্ঠীতে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র মার্শম্যান ও ওয়ার্ড জীবনের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল মিশনের কাজে কেরীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

জোশুয়া মার্শম্যান ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ এপ্রিল উইল্টশায়ারের ওয়েষ্টবোরি লে'তে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জন্ মার্শম্যান তন্তুবায়ের কাজ শিখিয়া কিছু কাল নাবিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, পরে তাঁতের কাজ ও ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেন। জোশুয়া মার্শম্যান বাল্যকালে ইতিহাস এবং বীর ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী পড়িতে ভালবাসিতেন। তাঁহার পুস্তকপ্রীতি দেখিয়া কেটর নামক এক জন পুস্তকবিক্রেতা তাঁহাকে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে লণ্ডনে তাঁহার পুস্তকের দোকানে সহকারী (পিওন) নিযুক্ত করেন, নানা বই পড়িবার লোভে এই কাজে প্রথমটা তাঁহার আনন্দ হইলেও শেষ পর্যন্ত তিনি দেখিতে পান, কাজের চাপে পড়িবার অবসর মিলে না। পাঁচ মাস কাজ করিয়া তিনি ওয়েষ্টবোর লে'তে ফিরিয়া আসেন ও পৈতৃক তাঁতবোনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বই-পড়ার বদঅভ্যাসবশতঃ তিনি তখন গল্প-উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন, বিনা-বিচারে পড়িয়া ফেলিতেন। পরবর্তী দশ বৎসর তাঁহার ধর্মজীবনের শিক্ষানবিশীর কাল। ১৭৯১ সালে হানা শেফার্ডের সঙ্গে তাঁহার বিবাহে তিনি ব্যাপটিষ্ট-মণ্ডলীভুক্ত হইবার সুবিধা পান, হানা বিখ্যাত ব্যাপটিষ্ট পরিবারের

সন্তান। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিষ্টলে একটি স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং ব্যাপটিষ্ট একাডেমির প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাইল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এখানেই তিনি লাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও সিরিয়াক ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাণ্টস'গুলি পাঠ করিয়া এবং তাঁহার ভূতপূর্ব ছাত্র গ্রাণ্টের উৎসাহে তিনিও মিশনরীরূপে ভারতবর্ষ যাত্রা করেন। শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার কাল হইতেই তিনি সস্ত্রীক শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন; চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং উক্ত ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা তাঁহার প্রধান কীর্তি। সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদে তিনি কেরীর প্রধান সহকারী ছিলেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র ইনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন এবং রামমোহন রায়ের সহিত উক্ত পত্রিকায় খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার স্বদেশ যাত্রা করেন এবং ইউরোপ ঘুরিয়া ১৮২৯ সালে শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৩৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর ডার্বিতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থাতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, মাতা পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াই তিনি ডার্বির মিঃ ড্রুরির ছাপাখানায় কিছু কাল শিক্ষানবিশ ছিলেন। ইহার পরেই তিনি 'ডার্বি মার্কারি' নামক পত্রিকা সম্পাদনের ভার পান। এই সময়ে তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাম্য ও স্বাধীনতাবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ওয়ার্ড শেষ পর্যন্ত 'হাল্ অ্যাডভার্টাইজার'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং হালে অবস্থানকালেই (১৭৯৬, আগষ্ট) বাপটিষ্ট মিশন দলে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে জর্নালিজম ও পলিটিকসে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে ও তিনি এক বৎসরকাল বিখ্যাত প্রচারক ডক্টর ফসেটের শিক্ষাধীনে থাকেন। কেরীর ভারতবর্ষ-যাত্রার প্রাক্কালে এক দিন ওয়ার্ডের সহিত তাঁহার দেখা হয় এবং প্রয়োজন হইলে তিনি বাইবেল মুদ্রণের কাজে এই যুবকের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, এই আশ্বাস দিয়া যান। স্বদেশে থাকিয়াই (১৭৯৯) ওয়ার্ড শুনিতে পান, বাংলা দেশে কেরী বাইবেলের অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত মুদ্রাকরের অভাবে ধর্মগ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে না। তিনি অবিলম্বে মিশনের কাজে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। শ্রীরামপুরের কাগজ-প্রস্তুতের

কারখানাও তিনিই স্থাপন ও পরিচালনা করেন। *Account of the Writings, Religion, and Manners, of the Hindoos including Translations from their Principal Works* (In four volumes Serampore, 1811) তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।* ওয়ার্ড বাংলা খুব ভাল না শিখিলেও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে কয়েকটি চটি প্রচার-পুস্তিকা বাংলায় লিখিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১ই জানুয়ারি (১৮০০) হইতে একটি ভাড়া বাড়িতে মিশনের কাজ সুরু হইল। ওয়ার্ড, ব্রান্সডন ও কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স ছাপাখানা লইয়া পড়িলেন। সুদক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ডের পরিচালনায় অত্যল্পকালমধ্যে খিদিরপুর হইতে আনীত কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি মিশন-বাড়ির একটি কক্ষে স্থাপিত হইল এবং কলিকাতা হইতে ক্রীত হরফ সাজাইয়া ওয়ার্ড, ফেলিক্স ব্রান্সডন ও এক জন দেশী কম্পোজিটর নিউ টেস্টামেণ্টের ম্যাথুলিখিত সমাচার কম্পোজ করিতে এবং কপি ও প্রুফ সংশোধনের জন্য অবিরত কেরীর পিছনে ধাওয়া করিতে লাগিলেন। ১৮ই মার্চ তারিখে প্রথম শীট (sheet) মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইল। মার্চ মাসের গোড়ায় কলিকাতা হইতে পঞ্চানন আসিয়া শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানার কাজে যোগদান করিয়াছিলেন; সুতরাং টাইপের অসুবিধা যেটুকু ছিল, তাহাও দূর হইয়াছিল। ওয়ার্ডের জর্নালে ১৮ মার্চ তারিখে লিখিত আছে -

> "This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Mathew."

সেদিন মিশন-গোষ্ঠীর উৎসাহের আর সীমা ছিল না। বাংলা দেশের আকাশ-আচ্ছন্ন-কর কুসংস্কারের মেঘ ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতেছে, ইহা মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সেদিন তাঁহারা উৎসব করিয়াছিলেন।

মিশনের সমস্ত বিভাগের কার্যকলাপের পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ছাপাখানার সহিতই আমাদের সম্পর্ক। সুতরাং এই

* "Ward···excelled in a knowledge of Hindu life; of which he must be accounted to have been a through master. From a continual study of the subject, he had insensibly acquired no inconsiderable share of the outward habits of the Hindu;···" The Asiatic Journal.

ইতিহাসের ধারাই আমরা অনুসরণ করিয়া চলিব। ওয়ার্ডের জর্নালে ১৬ই মে তারিখের লিখন এইরূপ—

> "This week we have begun to print the first sheet of the New Testament. We print 2,000 copies of which 1,700 are on Patna paper, and 300 on English. We also print 500 of Matthew to give away immediately, which will nearly be an expense of paper only, and so will not cost more than two or three pounds.

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের গোড়ায়* 'মঙ্গল সমাচার মত্তীয়ের রচিত' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত ইহাই সর্বপ্রথম গদ্য-পুস্তক।† এই পুস্তকটি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। ইহার পাণ্ডুলিপি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতের সাহায্যে কেরী কর্তৃক সংশোধিত ও মুদ্রাযন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হইলেও টমাস ও রামরাম বসুর অনুবাদকে ভিত্তি করিয়াই এই পাণ্ডুলিপি রচিত হয়। রামরাম বসু, টমাস ও কেরীর নাম একত্র গ্রথিত করিয়া এই পুস্তকটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ২২৫ পৃষ্ঠায় (ডিমাই আটপেজী) সম্পূর্ণ এই পুস্তকের একটি মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির বোর্ড-রুমে (শো-কেসে) রক্ষিত আছে। আমরা উক্ত পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম। ভাষার নমুনা এইরূপ—

> অব্রহামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান যিশু খ্রীষ্ট তাহার পূর্ব্ব পুরুষাখ্যান।

ওয়ার্ডের জর্নাল, ১৫ই আগষ্ট, ১৮০০

".. and also 500 additional copies of Matthew for immediate distribution, to which are annexed, some of the most remarkable prophecies in the Old Testament respecting Christ. These are now distributing."

† খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কর্তৃক গেয় কতকগুলি সঙ্গীত ও রামরাম বসুর 'হরকরা' (কবিতা) ইতিপূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতগুলির কয়েকটি কেরী কর্তৃক রচিত। ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট কেরীর ১০ই আগষ্ট তারিখের একটি চিঠিতে আছে—"We then distributed a few copies of an address composed by Ram Boshoo,..."

> আববহাম হইতে য়িসহকের উদ্ভব ও য়িসহক হইতে য়াকুবের উদ্ভব .....
>
> অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করহ হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মানা যাউক। তোমার রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই মত পৃথিবীতে পালিত হউক। আমারদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও। ও যে মত আমরা আপনারদের দায়ীরদিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন।

২৫ মে তারিখে রামরাম বসু আসিয়া মিশনরী-গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন এবং খ্রীষ্টমহিমাসম্বলিত 'হরকরা,' 'জ্ঞানোদয়'* প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়া পুনরায় তাঁহাদের দলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে কেরী বার্মিংহামের স্যামুয়েল পীয়ার্স-লিখিত *A Letter to the Laskars* নামক পুস্তিকার অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন।†

---

* 'Wards' Journal communicated to Mr Fuller, Lord's day, Aug. 31, 1800—

"After dinner, brother Carey read and translated to us a most cutting piece in verse against the brammans, written by *Ram Boshoo*. You may think you are gods, says he and have no sin, but when you have the body you will be as light as the sun, and all your sins will be magnified in an inconceivable manner.' We have the honour of printing the first book that was ever printed in Bengallee; and this is the first piece in which brammhans have been opposed, perhaps for thousands of years."

† Mr. Carey to Dr. Ryland—Aug 13, 1800—

"The printing of the New Testament is the work which at this time most occupies our attention. Matthew, Mark, and part of Luke are now printed off; and I am happy to think that it will be easily understood. We have begun to distribute Matthew's gospel··we have printed several small pieces in Bengalee which have had a large circulation,···I am now translating the address of dear brother Pearce to the Lascars, and and intend to do the same with yours entitled, 'A message from God unto Thee."

উদাসীন টমাসও বীরভূমের চিনি ও নীলের কুঠি পরিত্যাগ করিয়া অক্টোবর মাসের শেষে "খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে প্রবেশেচ্ছু ফকির নামক বীরভূমের একটি মেষ"কে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলেন। ফকির শ্রীরামপুরে কয়দিন অবস্থান করিয়া আত্মীয়দের শেষ দেখা দেখিবার জন্য ও শিশুসন্তানকে আনিবার জন্য বীরভূমে যাইতে চায়। ইতিমধ্যে ২৫শে নভেম্বর কৃষ্ণ পাল নামক এক জন ধর্মপ্রাণ ছুতারের গঙ্গাতীরে পদস্খলনের ফলে হাত ভাঙিয়া যায়। ডাক্তার টমাসের চিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করে এবং যীশুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার শরণাপন্ন হইতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু টমাস ২৭ নভেম্বর তারিখেই ফকিরকে লইয়া বীরভূম চলিয়া যান এবং ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে ফকিরকে হারাইয়া শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তন করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার মনের অবস্থা কিঞ্চিৎ বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। ২৮ ডিসেম্বর মিশনের সম্মুখস্থ গঙ্গার ঘাটে কৃষ্ণ পাল কেরীর নিকট দীক্ষা লাভ করে। আনন্দে টমাস সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া যান। তাঁহাকে মিশনের একটি ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে হয়।+ এই অবস্থায় ১৮০১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে জন ফার্ণাণ্ডেজের গৃহে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮০১ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারি একখণ্ড বাঁধাই বই উপাসনার সময় টেবলের উপর সর্বপ্রথম রক্ষিত হয়। 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত পুস্তকের ভাষা' অল্পকালের মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া কেরী এইরূপ দাঁড় করান—

> "এ আবরহামের সন্তান দাউদের সন্তান যেশু খ্রীষ্টের পূর্ব্ব পুরুষের পুস্তক
>
> আবরহাম জন্ম দিল ইছহাককে এবং ইচহাক জন্ম দিল যাকুবকে···

Carey to Sutcliff—"Poor brother Thomas has now been insane for a week. I think, the joy he experienced in the prospect of seeing the baptism of a Hindu, hastened a disease to which, I think he is constitutionally predisposed,···We have been obliged to confine him eversince Wednesday. To-day I have written to Mr. Udney, to try to get him into the Calcutta hospital for lunatics ··"

Carey to Ryland, Jany. 3rd, 1801—"Poor Mr. Thomas has been deranged; and we got him into the hospital for lunatics at Calcutta. He is better, and the doctor has sent him out again ; but I think he is far from well."

অতএব এই মত কামনা কর আমারদের পিতা তিনি স্বর্গে পবিত্র হউক তোমার নাম তোমার রাজ্য আগমন করুক তোমার ইচ্ছা হউক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীর উপরে অদ্য আমারদিগকে দিও আমারদের নিত্য ভক্ষ এবং ময্যাদা কর আমারদিগকে আমারদের দেন। যে মত আমরা ময্যাদা করি আমারদের দায় গৃহস্থের দিগকে এবং আনয়ন করিও না আমারদিগকে পরিক্ষা কিন্তু পারত্রাণ কর আমারদিগকে আপদ হইতে একারণ রাজ্য ও শক্তি ও নাম তোমার সদাকাল আমেন।'

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেরী ভাষার বিন্দুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। বাইবেল-মুদ্রণের ইতিহাস কেরীর শেষ জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত হইলেও প্রাসঙ্গিকজ্ঞানে এইখানেই বর্ণন করিতেছি, শ্রীরামপুর মিশনেরও ইতিহাস এইখানেই শেষ।

১৮০১ সালের ১ম সংস্করণ নিউ টেস্টামেণ্ট ডিমাই আটপেজী আকার, কোনও পৃষ্ঠা সংখ্যা নাই। ইহার ২য় সংস্করণে '১৮০৩' সাল ছাপা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০৫ সনে ওল্ড টেস্টামেণ্টের The Pentateuch ও ৭, ১৮০৬ Job, Song of Solomon, 1807 Isaiah Malachi, ১৮০৮ Joshuo Esther। ১৮০৭ St Luke's Gospel, Acts and Romans। ১৮১১ সালে নিউ টেস্টামেণ্টের তৃতীয় ফোলিও সংস্করণ, ২য় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। ১৮১৩ The Pentateuch দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮১৬ নিউ টেস্টামেণ্ট ৪র্থ সংস্করণ। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এইরূপ ৭টি সংস্করণ হয়।

মার্ডকের ক্যাটালগ হইতে জানা যায় যে, 'হবকুক', 'জ্ঞানোদয়', 'লাশকারদের প্রতি' ও বিভিন্ন খণ্ড বাইবেল ছাড়া মিশন প্রেস হইতে নিম্নলিখিত পুস্তকাগুলিও মুদ্রিত হইয়াছিল—

ওয়ার্ডের The Missionaries' Address to the Hindoos, কেরী-কৃত অনুবাদ।

পীতাম্বর সিংহের The Sure Refuge (কবিতা)।

কেরী-কৃত A Short Summary of the Gospel.

মার্শম্যান-কৃত Address to the Hindoos.

মার্শম্যান-কৃত The Difference, or Krishna & Christ compared.

Watt's Historical Catechism-এর অনুবাদ (কবিতা)।

পীতাম্বর সিংহের Good Advice ও The Enlightner ইত্যাদি এইরূপ অসংখ্য পুস্তিকা।

মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বেই কেরী সম্পূর্ণ বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, সংশোধনের কাজে পুরা ১২ বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে নিউ টেস্টামেণ্টের ৮ম সংস্করণ স্থান পাইয়াছে। কেরীর শেষ সংশোধিত ভাষা এইরূপ—

> "অতএব এই মত প্রার্থনা কর হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন আমরা আপনারদের ঋণধারির দিগকে মাফ করি সেই মত আমারদের ঋণ মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না কিন্তু আমাদিগকে আপদ হইতে পরিত্রাণ কর কেন না সদা সর্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার। আমিন।"

ভাষার দিক্ দিয়া কেরী যে শেষ পর্যন্ত বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। মুন্‌শী ও পণ্ডিতদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের কীর্তি তাহার তুলনায় সামান্য। তথাপি তাঁহার নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ফলেই ১৮০১ সনে ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল মার্কুইস অব ওয়েলেসলি কর্তৃক পূর্ববৎসরে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক (teacher) পদে নিয়োগের প্রস্তাব ডেভিড ব্রাউন মারফত তাঁহার নিকট পৌঁছে। ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া কেরী ৪ঠা মে ঐ পদ গ্রহণ করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রধান হিসাবে এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ প্রচার ব্যপদেশে উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষার যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ওয়েলেসলি-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে

কেন্দ্র করিয়াই কেরীর যথার্থ সাধনা সুরু হয়। কেশবচন্দ্রের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন তাঁহার সুবিখ্যাত *A Dictionary in English and Bengalee* (১৮৩৪) গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ ১৪) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> "In 1800 the College of Fort William was instituted and the study of the Bengalee language was made imperative on young Civilians. Persons versed in the language were invited by Government and employed in the instruction of the young writers. From this time forward writing Benganlee correctly may be said to have begun in Calcutta ; a number of books were supplied by the Serampore Press, which set the example of printing works in this and other eastern languages. The College Pundits following up the plan produced many excellent works. Amongst them the late *Mrityunjoy Vidyalankar*, the head Pundit of the College, was the most eminent. I must acknowledge here that whatever has been done towards the revival of the Bengalee language, its improvement, and in fact the establishing it as a language must be attributed to that excellent man Dr. Carey and his colle [a] gues, by whose liberality and great exertions many works have been carried through the Press and the general tone of the language of this province so greatly raised."

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা পরিণতি ও বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত এবং বিশদ আলোচনা ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট আছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত আলোচনাও কেহ করেন নাই। অথচ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের কাহিনীই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার কথা। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিবরণ অধুনা দিল্লীতে ভারত-সরকারের দপ্তরখানায় 'Home Miscellaneo

দপ্তরে (৫৫৯-৭৭ সংখ্যক) 'Proceedings of the College of Fort William' নামে রক্ষিত আছে। এই 'প্রোসিডিংসের' কয়েকটি ভ্যলুমের সন্ধান এখন না মিলিলেও বাংলা-সরকারের রেকর্ড অফিসের জেনারেল ডিপার্টমেণ্টের 'প্রোসিডিংস' হইতে উক্ত বিলুপ্ত অধ্যায়গুলি পূরণ করিয়া লওয়াও সম্ভব। পরবর্তীকালে এই সকল কাগজপত্রের সহায়তায় W. S. Seton-Karr, C. S., Lt. Col. G. S. A. Ranking, M. A., M. D. এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। সীটন-কারের প্রবন্ধ *Calcutta Review* এ Vol. V, No. 9 Jan-June, 1846) 'The College of Fort William' নামে প্রকাশিত হয়, Lt. Col. Ranking-এর সুবিস্তৃত ইতিহাস কয়েক বৎসর ধরিয়া *Bengal Past & Present* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ব্রজেন্দ্রবাবুর *Dawn of New India* (1927) পুস্তকের ৯২-১২৬ পৃষ্ঠায় 'The College of Fort William' প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ভাইস-প্রোভোষ্টরূপে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকায় ক্রাডক্রাস ব্রুকানন্ড ও সম্পাদিত *The College of Fort William in Bengal* (London 1805) পুস্তকে প্রথম চারি বৎসরের বোর্ড কাউন্সিল অব দি কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়মের অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারি টমাস রোবাক্-প্রণীত *The Annals of the College of Fort William* (Calcutta 1819) পুস্তকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত *Rules and Regulations of the College of Fort William* 1841, *Despatches of the Marquis of Wellesley* (Allen pp 160, 1836 প্রভৃতি পুস্তক এবং মার্শম্যানের গ্রন্থ। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature* (1919) পুস্তকের ১১৭-২২৭ পৃষ্ঠা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত

History of the College of Fort William from its first Foundation 1911 vol. xii pp 1-29 History of the College of Fort William 1920—vol. xi, pp 160-200 'The History of the College of Fort William II' 1921—vol. xxiii, pp 1-27 The History of the College of Fort William III,' 1921—vol. xxii, pp 120-158. The College of Fort William IV,' 1921—vol. xxiii, pp 84-153 'The College of Fort William V.' 1922—vol. xxiv, pp 112-138.

পুস্তকাবলীর ভাষাবৈশিষ্ট্য লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের *Western Influence in Bengali Literature* (1932) পুস্তকের 'The College of Fort William' অধ্যায় (পৃ. ৫৩-৬২) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে লর্ড মনিংটন (মারকুইস অব ওয়েলেসলি) ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল রূপে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহার তুল্য সুযোগ্য রাজপ্রতিনিধি ভারতবর্ষে অধিক আসেন নাই। তিনি এদেশে আসিয়াই অনুভব করিলেন যে, কোম্পানীর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারপ্রাপ্ত হইয়া বিলাত হইতে যাহারা আসে, তাহারা অধিকাংশই চোদ্দ হইতে আঠার বৎসরের নাবালক, স্বদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পূর্বেই তাহারা প্রেরিত হয় এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার কোনও বন্দোবস্তই এখানে হয় না। প্রাচীন কর্মচারীদের অসৎ দৃষ্টান্তে এবং কুশিক্ষায় এই অপরিণত বয়স্ক যুবকেরা সহজেই বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হইয়া কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে, শাসিতদের মধ্যে উত্তরোত্তর অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লর্ড ওয়েলেসলি ইহার প্রতীকার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি* তারিখে পাবলিক ডিপার্টমেণ্টের একটি ইস্তাহার জারি হইল—

> "...from and after the 1st Janury 1801, no servant will be deemed eligible to any of the offices hereinafter mentioned, unless he shall have passed an examination (the nature of which will be hereafter determined) in the laws and regulations and in the languages, a knowledge of which is hereby declared to be an indispensable qualification."

'Languages' বলিতে প্রারম্ভে ফার্সী, হিন্দুস্থানী এবং বাংলা† বুঝাইত। ইস্তাহার জারির সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড ওয়েলেসলি ইহা কার্যকরী করিয়া তুলিবার

* ইস্তাহারে '২১এ ডিসেম্বর ১৭৯৮' এই তারিখ দেওয়া ছিল।

† Persian and Hindoostanee for the Office of Judge or Register (*sic.*) of any Court of Justice : Bengali, for the office of Collector of Revenue or of Customs or Commercial Resident or Salt Agent in the provinces of Bengal or Orissa.

জন্য চেষ্টিত হইলেন। বাংলা ভাষায় তখন পর্যন্ত কোনও ইংরেজের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি প্রসার লাভ করে নাই, হিন্দুস্থানীতে মিঃ জন্ গিলক্রাইষ্ট যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহাকে লইয়াই কাজ আরম্ভ করিলেন। হিন্দুস্থানী শিক্ষা দিবার জন্য জন গিলক্রাইষ্ট তখন কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় (seminary) স্থাপন করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে এই মর্মে একটি ইস্তাহার জারি করিলেন যে, জুনিয়র সিভিল সার্ভেণ্টদিগকে জন্ গিলক্রাইষ্টের বিদ্যালয়ে নিয়মিত হিন্দুস্থানীর পাঠ লইতে হইবে। এই ব্যবস্থার বিশেষ ফলাফল লক্ষ্য করিবার পূর্বেই মাত্র চার দিনের মধ্যেই ওয়েলেসলিকে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-ভারতে যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়। ৪ঠা মে তারিখে টিপুর রাজধানী সেরঙ্গাপট্টম দখল করিয়া ওয়েলেসলি বিজয়গর্বে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই (অক্টোবর মাসে) শ্রীরামপুরে মিশনরীদের শুভাগমন ঘটে এবং তাহারও আড়াই মাস পরে কেরীও শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন কোম্পানীর কর্মচারীদিগের বাংলাশিক্ষাব্যবস্থার যে অসুবিধা ওয়েলেসলি অনুভব করিতে ছিলেন, তাঁহার অজ্ঞাতে কলিকাতার অনতিদূরেই তাহার প্রতীকারের আয়োজন চলিতেছিল।

কালকাতায় ফিরিয়া ওয়েলেসলি জন্ গিলক্রাইষ্টের ছাত্রেরা কিরূপ শিক্ষা পাইতেছে, তাহার পরীক্ষার জন্য জি এইচ বার্লে, জে এইচ. হ্যারিংটন, ডব্লু কার্কপ্যাট্রিক, এন. বি এডমনষ্টোন এবং ডব্লু সি ব্ল্যাকেয়ারকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি ২৯-এ জুলাই ১৮০০ তারিখে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁহারা গিলক্রাইষ্টের প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলেন, ছাত্রের। আশাতীত রকম উন্নতি করিয়াছে। এই রিপোর্ট পাইয়া লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহার কল্পনাকে অবিলম্বে বাস্তব রূপ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি এই ব্যাপারে এমনই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, বিলাতে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই এই বিদ্যালয় স্থাপন ও কয়েক জন শিক্ষক নিয়োগ করিয়া বসিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে তিনি কর্তৃপক্ষের দরবারে তাঁহার বিখ্যাত "মিনিট" উপস্থাপিত করেন। অনেকে এই কারণে ভুল করিয়া ঐ তারিখটিকেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আসলে কলেজের কাজ সুরু হয় ঐ সনের ২৪-এ নবেম্বর তারিখ হইতে।

ভারতীয় কাউন্সিলে তিনি ৯ই জুলাই তারিখে সর্বপ্রথম তাঁহার প্রস্তাব পেশ করেন, তাঁহার উৎসাহে উদীপ্ত হইয়া সদস্যেরা সকলে ডিরেক্টরদের নিকট ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া পাঠান এবং সেই সভাতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়া যায়। দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের গর্ব তখনও ওয়েলেসলির পূরামাত্রায় বজায় ছিল, তিনি ৭ঠা মে তারিখটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য ৪ঠা মে তারিখ হইতেই কলেজের কাজ সুরু হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবস ৪ঠা মে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ।

১৮ই আগষ্ট তারিখের মিনিটের নিম্নোদ্ধৃত অংশ উল্লেখযোগ্য।

36. "...Their education must therefore be of a mixed nature, its foundation must be judiciously laid in England, and the superstructure systematically completed in India.

48. Under all these circumstances the most deliberate and assiduous examination of all important questions considered in this paper, determined the Governor-General to found a collegiate institution at Fort William by the following regulations:

I ...the Most Noble Richard, Marquis of Wellesley, knight of the Illustrious Order of Saint Patrick, etc. etc. Governor-General in Council, deeming the establishment of such an institution, and system of discipline, education, and study, to be requisite for the good Government and stability of the British Empire in India, and for the maintenance of the interest and honour of the Honourable the East India Company, his Lordship in Council hath therefore enacted as follows:

II. A College is hereby founded at Fort William in Bengal, for the better instruction of the Junior Civil Servants of the Company, in such branches of literature, science, and knowledge as may be deemed necessary to qualify them for

the discharge of the duties of the different offices, constituted for the administration of the government of the British possessions in the East Indies.

XV. Professorships shall be established as soon as may be practicable, and regular courses of lecture commenced in the following branches of literature, science, and knowledge :

Arabic,		Moohummudan law.
Persian,		Hindoo law.
Sunskrit,		Ethics, civil jurisprudence and
Hindoostanee,		the law of nations.
Bengalee,	Languges	English law.
Telinga,		The regulations and laws enacted
Muhrata,		by the Governor-General in
Tamool,		Council ...
Kunura,		Political economy,...
		Modern languges of Europe.
		Greek, Latin, and English classics.
		General history, ancient and modern.
		The history, and antiquities of Hindoostan, and Dukhun.
		Natural history.
		Botany, chemistry and astronomy,

এই মিনিট হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, লর্ড ওয়েলেসলি এই প্রতিষ্ঠানকে মাত্র একটি কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই, একটি বিশ্ববিদ্যালয়রূপে ইহাকে গড়িয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ নবেম্বর, সোমবার হইতে ওয়েলেসলি-পরিকল্পিত কলেজের কাজ সুরু হইল। তৎপূর্বেই রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন কলেজের প্রোভোষ্ট, রেভারেণ্ড ক্লডিয়াস্ বুকানন সহকারী প্রোভোষ্ট এবং মিঃ জর্জ বার্লো (কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর) এই প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ পরিচালক নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যাইতে পারে যে, বুকানন এবং বার্লোর অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রভূত সফলতা লাভ করিয়াছিল।

ঐ সনের ১৫ই নবেম্বর তারিখে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের প্রোভোষ্ট চেম্বার্স হইতে ডেভিড ব্রাউনের স্বাক্ষরে অধ্যাপনা-বিষয়ক প্রথম ইস্তাহার জারি হয়। এই ইস্তাহারে ২৪এ নবেম্বর হইতে আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা বিষয়ক বক্তৃতারম্ভের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। গার্ডেনরীচে কলেজের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হইবার কথা চলিতেছিল, কিন্তু ততদিন কলিকাতার মধ্য-ভাগে বাইটার্স বিল্ডিংসে এবং তথায় স্থান সঙ্কুলান না হইলে কাছাকাছি প্রয়োজনমত বাড়ী ভাড়া লইয়া কলেজের কাজ চালাবে, ইহাই স্থির হইল। আরম্ভ হইতেই ইহা "রেসিডেনশিয়াল" কলেজ হওয়াতে অধ্যাপনার স্থান ছাড়াও ছাত্রদের বাসোপযোগী স্থানেরও বন্দোবস্ত রাখিতে হইত। কলেজের বিল-বহি হইতে দেখা যায় যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যেই ছাত্রদের বাসের জন্য কলেজের কাছাকাছি অন্ততঃ ছয়টি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এগুলির অধিকাংশই ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের (ডালহৌসী স্কোয়ার আশেপাশেই ম্যাঙ্গো লেন, বাণী মুদি গলি (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট প্রভৃতি রাস্তায় অবস্থিত ছিল। বাড়ীওয়ালাদের মধ্যে প্রেমচাঁদ বাঁড়ুজ্জে, ডব্লু গেনার্ড প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। স্কোয়ারের ধারে বাঁড়ুজ্জের দুইখানি বাড়ী ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ মে পর্যন্ত কলেজের দখলে ছিল। ঐ সনের জুন মাস হইতে জন ম্যাকডোনাল্ড নামক একজন নৃত্য শিক্ষকের একটি বৃহৎ বাড়ী মাসিক ছয় শত টাকায় ভাড়া লওয়া হয়।

প্রথমে বাইটার্স বিল্ডিংসেই কলেজ-গৃহে পরিণত করিবার প্রস্তাব কোর্ট অব ডিরেক্টর্স সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু ওয়েলেসলি তাঁহাদের জানাইলেন যে, তাঁহাদের নির্দিষ্ট দামে বা বন্দোবস্তে ঐ সৌধ ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া সম্ভব নহে। গার্ডেনরীচের তিনচারটি উদ্যান খরিদ করিয়া সেখানেই কলেজ ও ছাত্রদের বাসভবন নির্মাণের বাসনা তাঁহার নিজের ছিল এবং তিনি জমি খরিদ করিয়াও বসিয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানীর "গোঁয়ার" ডিরেক্টরগণ অনাবশ্যক পড়াশুনার পিছনে এত টাকা ব্যয় করিতে রাজি না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত কিছু লোকসান দিয়া সেই জমি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় এবং বাইটার্স বিল্ডিংসেই কলেজের কাজ চলিতে থাকে।

বস্তুতঃ কোর্ট অব ডিরেক্টর্স গোড়া হইতেই ওয়েলেসলির এই কলেজ

প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের বিরুদ্ধে ছিলেন। ওয়েলেসলি সূত্রপাতেই তাঁহাদের অনুমতি লন নাই বলিয়া তাঁহারা ভিতরে ভিতরে বিরূপ ছিলেন, তাছাড়া তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন মনে প্রাণে "বাণিয়া" —ব্যবসায়লব্ধ অর্থই ছিল তাঁহাদের পরমার্থ। ওয়েলেসলির প্যাঁচে পড়িয়া সাময়িক দুর্বলতা-বশতঃ হঠাৎ রাজি হইয়াও তাঁহাদের মনে সোয়াস্তি ছিল না। কয়েকজন "চ্যাংড়া"কে "নেটিভ" ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বাৎসরিক এই প্রভূত অর্থব্যয় তাঁহারা বেশীদিন বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অনেকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, যেখানে পাঁচ দশ টাকা বেতন দিয়া সহজেই দোভাষী পাওয়া যায়, সেখানে এই অর্থ ও সময় নষ্ট করার কোনই মানে হয় না। ডিরেক্টরদের প্রাণের এই গোপন জ্বালা একটি পত্ররূপে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি বিলাত হইতে প্রেরিত হইয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে সহসা কলিকাতায় বোমার মত ফাটিয়া পড়ে। তাঁহারা গবর্ণর-জেনারেলকে অবিলম্বে কলেজ বন্ধ করিবার আদেশ দেন। ঐ বৎসরের ৫ই আগষ্ট তারিখে ডিরেক্টরদের চেয়ারম্যানের নিকট ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অস্তিত্বের একান্ত আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিয়া যে "ঐতিহাসিক" পত্র প্রেরণ করেন, কেবল মাত্র তাঁহার যুক্তি ও উচ্ছ্বাসের জোরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইয়াছিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক রোবাকের *The Annals of the College of Fort William* পুস্তকের xxvii-liii পৃষ্ঠায় এই পত্রখানি দেখিতে পাইবেন।

কলেজের সূত্রপাতে ১৮ই আগষ্ট, ১৮০০ অধ্যাপকদের তালিকা এইরূপ—

জি. এইচ. বার্লো —গবর্ণর-জেনারেল কর্তৃক বিধিবদ্ধ ভারতীয় আইন
এইচ. টি. কোলব্রুক —হিন্দু আইন ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য
জন্ গিলক্রাইষ্ট—হিন্দুস্থানী
উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক, এন. বি. এডমনস্টোন ও ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন —ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য
জন্ বেলী—আরবী, ফার্সী ও মুসলমানী আইন
ক্লডিয়াস্ বুকানন—গ্রীক্, লাটিন ও ইংরেজী ক্লাসিক্স্

২৪-এ নবেম্বরের (১৮০০) পূর্বে কলেজের আনুসঙ্গিক একটি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পাঠাগারে পুথি ও পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। টিপু সুলতানের বিখ্যাত পুথি-সংগ্রহ প্রথমে এই পাঠাগারে রক্ষিত ছিল

কৌতুকের বিষয় এই যে, অল্প কিছুদিন পরে দেখা যায়, টিপু সুলতান-সংগ্রহের মাত্র একটি পুথি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-পাঠাগারে আছে, বাকী সমস্তই ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ মে বোড অব ডিরেক্টরস্ একটি পত্রে (Public letter) হার্টফোর্ডের সন্নিকটবর্তী হেলবেরিতে কোম্পানীর বাইটারদিগকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার পূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় উল্লিখিত হয় যে, যেহেতু হেলবেরিতে বাইটারদের প্রাচ্য ভাষ ও আইন জ্ঞান নানা কারণে সম্পূর্ণ হইবার বাধা ঘটিতে পারে, এই হেতু কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি মাত্র তাহাদের উক্ত শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্যই বজায় রাখা হইবে, তবে উক্ত প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে কম খরচে পরিচালিত হইবে। এই ঘোষণার ফলে ১৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাধান্য অনেকখানি কমিয়া যায়। পরে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন হইতে লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে ইহার আরও দুর্গতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই একদা-প্রসিদ্ধ প্রাতিষ্ঠান বোড অব এক্সামিনার্সের অঙ্গীভূত হইয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। এই কলেজের ইতিহাসের অন্তভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্মচারী-হিসাবে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। এই ইতিহাসের জন্য এই কাহিনীর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

উইলিয়ম কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

বাংলা ভাষার উন্নতি বিষয়ে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান অসামান্য, বস্তুতঃ আমাদের কাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি কেবল এই কারণেই। কোম্পানীর বাইটারদিগকে যখন আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষ শিক্ষা দিবার কাজ কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখন পর্যন্তও বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার কোনও বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। বাংলা-বিভাগের ভার লইতে পারেন, এমন কোনও ইংরেজের কথা কর্তৃপক্ষ অবগত ছিলেন না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশন হইতে নিউ টেষ্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি উইলিয়ম কেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

তাঁহার নির্দেশ-মত কলেজের প্রোভোষ্ট ডেভিড ব্রাউন কেরীকে বাংলা-বিভাগের দায়িত্ব লইতে অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। অনেক চিন্তার পর কেরী ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। ১৮০১ সনের ১লা মে হইতে তিনি নিযুক্ত হন এবং ৪ঠা মে হইতে কলেজে যোগদান করেন। *

বাংলা-বিভাগে কেরীর সহকর্মিরূপে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদের তালিকা এইরূপ—

শিক্ষক (Teacher)	উইলিয়ম কেরী	মাসিক ৫০০৲
প্রধান পণ্ডিত	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	মাসিক ২০০৲
দ্বিতীয় পণ্ডিত	রামনাথ বাচস্পতি	মাসিক ১০০৲

সহকারী পণ্ডিতগণ—শ্রীপতি রায়, আনন্দচন্দ্র শর্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়], কাশীনাথ [তর্কালঙ্কার ?], পদ্মলোচন চূড়ামণি রামরাম বসু। প্রত্যেকে মাসিক ৪০৲।

ইহাদের সকলকেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১ঠা মে তারিখ হইতে বহাল করা হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সার্টক্লিফের নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে মারাঠী ভাষার শিক্ষকতার ভারও কেরীর উপর অর্পিত হয় এবং তাঁহার বেতন দুই শত টাকা বৃদ্ধি করিয়া মাসিক সাত শত করিবার কথা হয়, কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। ১৮০৫ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের "পাবলিক ডিস্‌পিউটেশনে" তাঁহার ছাত্রদের কৃতিত্ব দৃষ্টে তাঁহাকে হাজার টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ দেওয়ার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তৎকালে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি হেলিবেরি (হার্টফোর্ড) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য প্রোভোষ্ট, সহকারী প্রভোষ্ট প্রভৃতি কয়েকটি মোট মাহিনার পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই সময়েই (জানুয়ারি, ১৮০৭) কেরী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও মারাঠী ভাষার শিক্ষকরূপে মাসিক ১০০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। রোবাক্ তাঁহার পুস্তকের তৃতীয় পরিশিষ্টে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বাংলা-বিভাগের অধ্যাপক ও মুন্‌শীদের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, পুরাতন কয়েক জন পণ্ডিতের নাম (মৃত বিধায়) নাই এবং নূতন কয়েক জনের নাম যুক্ত হইয়াছে। সেই তালিকাটি উদ্ধৃত হইল—

* জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মতে ১২ই মে। এই তারিখ ভুল

রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী, ডি. ডি.—অধ্যাপক বাংলা ও সংস্কৃত, শিক্ষক মারাঠী : লেপ্‌টেনেণ্ট উইলিয়ম প্রাইস—সহকারী অধ্যাপক বাংলা ও সংস্কৃত, শিক্ষক ব্রজভাষা—

রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি	হেডপণ্ডিত	বাংলা	মে	১৮০১
রামজয় তর্কালঙ্কার	দ্বিতীয় পণ্ডিত	,,	জুলাই	১ ১৬
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	পণ্ডিত	,,	মে	১৮০১
কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত	,,	,,	সেপ্টেম্বর	১৮০১
পদ্মলোচন চূড়ামণি	,,	,,	মে	১৮০১
শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার	,,	,,	সেপ্টেম্বর	১৮০১
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	,	,,	নবেম্বর	১৮০৫
রামকুমার শিরোমণি	,	,	সেপ্টেম্বর	১৮০১
গদাধর তর্কবাগীশ		,,	নবেম্বর	১ ০৫
রামচন্দ্র রায়	,		মার্চ	১৮০৩
নবোত্তম বসু	,	,,	মার্চ	১৮০৬
কালীকুমার রায়	হস্তলিপি-শিক্ষক ও সরেস্তাদার		মার্চ	১৮০৩
মোহনপ্রসাদ ঠাকুর	নেটিব গ্রন্থাধ্যক্ষ		অক্টোবর	১৮০৭

এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সঙ্গেই বাংলা-গদ্যের সম্পর্ক, সুতরাং আমি কেবল সেই আলোচনাই করিব। এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষক উইলিয়ম কেরীর জীবনেতিহাস অনুধাবন করিতে গিয়া তাঁহার অন্যান্য কীর্তির কথাও উল্লেখ করিব মাত্র।

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সমগ্র ভারতবর্ষে একটি সরকারী বিজ্ঞাপন এই মর্মে প্রচারিত হয় যে, কলিকাতায় লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক যে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে সারা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পণ্ডিতসম্প্রদায়কে সাদর আহ্বান করা যাইতেছে, তাঁহারা শিক্ষকতাকার্যে যোগদান করিলে সরকার খুশী হইবেন। পঞ্চাশ জনেরও অধিক পণ্ডিত ও মুন্‌শী এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। মিঃ সাটক্লিফের নিকট ৪ঠা ডিসেম্বর (১৮০০) তারিখে লিখিত কেরীর একটি পত্রে সর্বপ্রথম এই কলেজের উল্লেখ দেখি।* তিনি লিখিয়াছেন :—

—

* The Story of the Lall Bazar Baptist Church পুস্তকে ২৭ নবেম্বর তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

"There is a College erected at Fort William, of which the Rev. D. Brown is appointed provost, and C. Buchanan, classical tutor : all the eastern languages are to be taught in it."

১৮০১ সনের ৮ই এপ্রিল তিনি সার্টক্লিফকে যে পত্র লেখেন, তাহাতেই সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত তাঁহার সম্পর্কের সম্ভাবনা বিষয়ে উল্লেখ করেন ; কারণ, ঐ তারিখেই ডেভিড ব্রাউনের অনুরোধ-পত্র তাঁহার নিকট পৌঁছে। ঐ সনের ১৫ই জুন ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে তিনি পূর্বোক্ত ইঙ্গিতকে বিশদ করিয়া লেখেন--

"What I have last mentioned requires some explanation, though you will probably hear of it before this reaches you. You must know, then, that a College was founded, last year, in Fort Willlam, for the instruction of the junior civil servants of the Company, who are obliged to study in it three years after their arrival. I always highly approved of the institution, but never entertained a thought that I should be called to fill a station in it. The Rev. D. Brown is provost, and the Rev. Claudius Buchanan, vice-provost ; and, to my great surprise, I was asked to undertake the Bengali professorship. One morning a letter from Mr. Brown came, inviting me to cross the water, to have some conversation with him upon this subject. I had just time to call our brethren together, who were of opinion that, for several reasons, I ought to accept it, provided it did not interfere with the work of the misson. I also knew myself to be incapable of filling such a station with reputation and propriety. I, however, went over, and honestly proposed all my fears and objections. Both Mr. Brown and Mr. Buchanan were of opinion that the

cause of the mission would be furthered by it ; and I was not able to reply to their arguments ··I, therefore, consented, with fear and trembling. They proposed me that day, or the next to the Governor-General who is patron and visitor of the College. They told him that I had been a missionary in the country for seven years or more , and as a missionary, I was appointed to the office.... When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me, and no books or helps of any kind to assist me. I, therefore, set about compiling a grammar, which is now half printed. I got Ram Boshu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in the Bengali language ; which we are also printing. Our Pundit has al o, nearly translated the Sunscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are going to publish. These, with Mr. Foster's | Forster's] vocabulary, will prepare the way to reading their poetical books , so that I hope this difficulty will be gotten through. But my ignorance of the way of conducting collegiate exercises is a great weight upon my mind. I have thirteen students in my class ; I lecture twice a week, and have nearly gone through one term, not quite two months. It began May 4th Most of the students have gotten through the accidents, and some have begun to translate Bengali into English. The examination begins this week. I am also appointed teacher of the

অনেকে ভ্রমক্রমে "our pundit" অর্থে মৃত্যুঞ্জয়কে বুঝিয়াছেন, কিন্তু আসলে কেরী গোলোক শর্মাকেই "আমাদের পণ্ডিত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

Sunscrit language, and though no students have yet entered in that class, yet I must prepare for it. I am, therefore, writing a grammar of that language, which I must also print, if I should be able to get through with it, and perhaps a dictionary, which I bengan some years ago,"

এই পত্র হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা শিক্ষকের পদে নিয়োগের দুই মাসের মধ্যেই কেরীকে সংস্কৃত শিক্ষকের পদও দেওয়া হয়। ঠিক এই সময়েই শ্রীরামপুর ডেনিশদের হাত হইতে ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। এক বৎসর ইংরেজদের হাতে থাকিয়া উহা ডেনিশদের হাতে ফিরিয়া যায় এবং শেষে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে একেবারেই ইংরেজদের হাতে চলিয়া আসে।

এত দিন পর্যন্ত ভাড়াটে বাড়ীতেই মিশনের কাজ চলিতেছিল, কিন্তু কাজের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে সঙ্কীর্ণ গৃহে আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। তা ছাড়া কেরীর চাকুরীগত উপার্জন এবং ছাপাখানার আয় মিলিয়া মিশনরীদের হাতে অনেক টাকাও তখন মজুত ছিল, সুতরাং মিশনের নিজস্ব বাড়ীর সন্ধান হইতে লাগিল। ১৮০১ সনের ২রা অক্টোবর তারিখে জশুয়া মার্শম্যানের জবানে দেখিতেছি -

"We agreed to purchase the adjoining house for 10,340 rupees. The garden, etc., contains more than four acres of land By this addition we have room not only for our two schools increasing family, printing and binding business, but also for a number of new

Ward, Journal - May 8, 1801, "This morning, when the inhabitants were in profound sleep the English from the other side [Barrackpore] of the river came and hoisted the English flag, and quietly took possession of Serampore, without a gun firing, or a drum beating. At ten O'clock we and others were desired to appear at the government house In the governor's hall we found several British officers, and in an adjoining room the new English governor, with Col. Bie, etc., standing by his side. We presented ourselves."

missionaries. We therefore thought it an object of some importance to secure it while it was offered.'

১২ই অক্টোবর তারিখে নির্দিষ্ট মূল্য দিয়া এই বাড়ী ও জমি খরিদ করা হয়।

আমি পূর্বে হেষ্টিংস-জোনস-কোলব্রুক-উইলকিন্স প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, যে-শ্রদ্ধা লইয়া তাঁহারা ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সুরু করিয়াছিলেন পরবর্তী কালের মিশনরীদের তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বিলাতে বন্ধুদের নিকট লিখিত শ্রীরামপুর মিশনরীদের পত্রে এবং তাঁহাদের দিনলিপিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি সম্পর্কে যে কুৎসিত বিরুদ্ধ মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে আমরা আজিকার দিনেও চঞ্চল হইয়া উঠিব। পাদরিদের সম্বন্ধে এই সাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাবের মূলেও তাঁহাদের এই উগ্র মতবাদ। কেরী যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তখনও তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে প্রচারকার্য চালাইতেছিলেন। ১৮০২ সনের ১৭ই মার্চ তিনি ক লকাতা হইতে রামঃ সাটক্লিফকে লিখিয়াছিলেন

'I have been much astonished lately at the malignity of some of the infidel opposers of the Gospel, to see how ready they are to pick every flaw they can in the inspired writings, while these very persons will labour to reconcile the grossest contraditions in the writings accounted sacred by the Hindoos, and will stoop to the meanest artifices in order to apologize for the numerous glaring falsehoods, and horrid violations of all decency and decorum, which abound in almost every page Anything, it seems, will do with these men, but the word of God. They ridicule the figurative language of scripture, but will run allegory-mad in support of the most worthless productions that ever were published I should think it time lost to translate any of them An idea, however, of the

advantage which the friends of Christianity may obtain by having these mysterious sacred nothings (which have maintained their celebrity so long merely by being kept from the inspection of any but interested brahmans) exposed to view, has induced me, among other things, to write the Sangskrit Grammar, and to begin a dictionary of that language. I sincerely pity the poor people, who are held by the chains of an implicit faith in the grossest of lies ; and can scarcely help despising the wretched infidel who pleads in their favour, and try to vindicate them. I have long wished to obtain a copy of the vades ; [footnote : The most sacred writings of the Hindoos.] and am now in hopes I shall be able to procure all that are extant If I succeed, I shall be strongly tempted to publish them with a translation, pro bono publico."

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কয়েকজন ছাত্রও কেরীর দ্বারা উৎসাহিত হইয়া খ্রীষ্টধর্মের প্রতি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেছিলেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ হিন্দুধর্মের অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য *Oriental Star* প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন ; ইঁহাদের মধ্যে মিঃ ল্যাং, কানিংহাম, লিণ্ডেম্যান ও বোল্টের নাম উল্লেখযোগ্য এই বিরুদ্ধতার ফলে এদেশীয়দের সহিত এই বৈদেশিকদের সত্যকার হৃদয়ের পরিচয় ঘটিবার সুযোগ হয় নাই সত্য, কিন্তু ইঁহারা আমাদের কয়েকটি বীভৎস কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারিয়াছিলেন , গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জন ও সতীদাহ-প্রথা প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের চেষ্টাতেই দূর হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই কোম্পানি গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত এই সকল সামাজিক হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে অবহিত হইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। শ্রীরামপুর মিশনারি-সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কিছু প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানের ভার উইলিয়ম কেরীর উপর দেওয়া হয়। কেরী দেখান যে, বৎসরে প্রায় ২৫০০০ প্রাণীকে এই ভাবে হত্যা করা হয়। কেরী লর্ড ওয়েলেসলিকে এই বিষয়ে এতখানি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন যে, ১৮০৫

খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ না করিলে ওয়েলেসলি সতীদাহ-প্রথা নিবারণী আইন জারি করিয়া যাইতেন।* মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই সহমরণ-প্রথা যে শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহা দেখান। অনেকের বিশ্বাস, রামমোহন রায়ের চেষ্টাতেই সতীদাহ নিবারিত হইয়াছিল, কিন্তু কেরীর জীবনের কার্যকলাপের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, মূলতঃ এদেশে তাঁহার চেষ্টাতেই এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় উইলিয়ম ওয়ার্ডের প্রচারকার্যের ফলেই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ-প্রথা-নিবারণী আইনে সহি করেন এবং এই বিষয়ে কেরীর উদ্যম ও অধ্যবসায় স্মরণ করিয়া ব্যারাকপুর হইতে নৌকাযোগে সেই দিনই এক জন দূতের হাতে উক্ত আইনটি শ্রীরামপুরে বৃদ্ধ কেরীর নিকট বাংলায় অনুবাদার্থ প্রেরণ করেন। সেই দিন রবিবার থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ পাদরি সমস্ত দিনব্যাপী পরিশ্রমে অনুবাদকার্য সমাপ্ত করিয়া স্বয়ং তাহা বেণ্টিঙ্কের হাতে পৌঁছাইয়া দেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯-এ জানুয়ারি তারিখে মিশনের হরফখানায় পঞ্চানন ও মনোহর কর্তৃক নাগরী হরফের সাট সম্পূর্ণ হয়। কলেজের তরফে এই সময়ের মধ্যেই বাংলা কয়েকটি পাঠ্য-পুস্তক মিশনের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর সংস্কৃত ও নাগরী পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা হইল। ঐ সনের ১লা এপ্রিল তারিখের ওয়ার্ড-লিখিত জর্নালে আছে—

> 'Brother Carey brings word from Calcutta that at the public examination before the Governor, the Bengalee

* "তাঁহারা [শ্রীরামপুরের মিশনরিরা] ১৮০৪ অব্দে চারিজনকে কলিকাতা ও চতুঃপার্শ্বে পঞ্চদশ ক্রোশ মধ্যে সহমরণ সংখ্যা গ্রহণ করিতে প্রেরণ করিলেন। কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণকে উক্ত প্রথা শাস্ত্রসম্মত কিনা তাহার প্রমাণপঞ্জী প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তাহাকে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতঃ লর্ড ওয়েলেসলি বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে তিনি ইহা উল্লেখ করিলেন, যে, এই জঘন্য নৃশংস প্রথা রহিত করণার্থে গবর্ণর জেনারেলকে একটি আইন বিধিবদ্ধ করিতে বিনয়পূর্বক নিবেদন করিলেন; গবর্ণমেণ্টের কাগজে সহমরণ প্রথা বিষয়ে এই প্রথম উল্লেখ। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর স্বল্পকাল মধ্যে স্ব-পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রস্থান করিবেন বলিয়া এই গুরুতর চিরপ্রচলিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পরামর্শ সিদ্ধ ও বিহিত বলিয়া বোধ করিলেন না।"—মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী: 'আদর্শ চরিত, কিম্বা কেরী, ওয়ার্ড, এবং মার্শম্যান চরিত,' ১৮৮০, পৃঃ ৩৩-৪।

students came off with great honour. Mr. Colebrooke has offered to lend brother Carey all the Vades which he has been able to procure, if we will print them : and this we have promised to do."

এবং ২রা জুন ১৮০৩ কেরী ফুলারের নিকট একটি পত্রে লেখেন—

"We have had many things to print for the college, and are now contemplating an edition of the Vedas, if government will indemnify us for a hundred copies ; of this we have hopes. The work will make about twenty volumes octavo, of five hundred pages each. We are materially assisted in these expensive undertakings by our school, the printing business, and my official engagements in the college , and by these means we find some employment for our native brethren"

এই বেদ মুদ্রণের অন্তরালে কোন উদ্দেশ্য কার্য করিতেছিল, আমরা তাহা দেখিয়াছি। এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় কেরী ও মার্শম্যান সম্মিলিত ভাবে সংস্কৃত রামায়ণের যে সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারও উদ্দেশ্য ছিল—ইউরোপে এই মহৎ গ্রন্থের অসারতা প্রমাণ করা। কিন্তু কেরীর এই মনোভাব খুব অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিতে করিতে এবং এদেশীয় পাণ্ডতগণের সহিত ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর তারিখে কলেজের "পাবলিক ডিস্‌পিউটেশনস্"-এর শেষে তিনি সংস্কৃতে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"Considered as the source of the colloquial tongues, the utility of the Shanscrit Language is evident ; but as containing numerous treatises on the religion, jurisprudence, arts and sciences of the Hindoos, its importance is yet greater ; especially to those to whom

is committed, by this Government, the province of legislation for the Natives; in order that being, conversant with the Hindoo writings, and capable of referring to the original authorities, may propose, from time to time, the requisite modifications, and improvements, in just accordance with existing Law and ancient Institution.

Shanscrit learning, say the Brahmans, is like an extensive forest, abounding with a great variety of beautiful foliage, splendid blossoms, and delicious fruits; but surrounded by a strong and thorny fence, which prevents those who are desirous of plucking its fruits or flowers from entering in.

The learned Jones, Wilkins, and others, broke down this opposing fence in several places, but by the College of Fort William, a high-way has been made into the midst of the wood...." [স্বয়ং কেরীকৃত অনুবাদ]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও মাননীয় পরিদর্শক লর্ড ওয়েলেসলিকে সম্বোধন করিয়া কেরী সংস্কৃত ভাষায় বলেন—

"যেয়ং প্রাচীনভাষা কুমারিকাখণ্ডীয়পূর্ব্বকালীনসর্ব্বাধ্যক্ষান্ প্রতি আত্মপ্রকাশং কর্ত্তুমসম্মতাসীৎ সেয়ং ভাষা তবাজ্ঞয়া স্বকীয়সকল-ভাণ্ডারদ্বারং মুক্ত্বা অতিপূর্ব্বকালীনবিবরণবিধিবিদ্যাভিঃ পৃথ্বীং ধনবতীং করোতি।

This ancient language, which refused to disclose itself to the former Governors of India, unlocks its treasures at your command, and enriches the world with the history, learning, and science of a distant age."

"অস্মাকং বিদ্যাস্থানীয়নিরূপণস্য বর্দ্ধমানকর্ম্মণ্যতায়াঃ প্রমাণং যথা সম্প্রতি কৃতমাসীৎ ততোধিকং কদাপি কৃতং নাসীৎ এবং দূরদেশস্থাঃ সহস্রশঃ পণ্ডিত-লোকাঃ বিদ্যায়া এতদ্জ্ঞতাজয়েনাহ্লাদং করিষ্যন্তি।

অস্মাকং সাক্ষাৎ যদাশ্চর্য্যকৌতুকং প্রকাশিতমভবৎ তৎ কিং কিমিত্যস্য বিশেষঃ কথঙ্কারং কথিতো ভবেৎ।

কুমারিকাখণ্ডীয়সর্ব্বাধ্যক্ষস্যাসিযীয়স্য য়ুরোপীয়স্যাতিবিদুষো মহিমশালিলোকানাঞ্চ সভা কৃতাসীৎ তস্যাং সভায়ামস্মাকং জন্মদেশীয়ভাষয়ৈকাপি কথা কথিতা কৃতা ন ভবেৎ কিন্ত্বাসিয়ীয়নানাবিধ-ভাষাভির্ম্মহাবিষয়ে বাধরহিতা কথা বার্ত্তা কৃতা ভবেৎ। কথোপকথনার্হহিন্দুস্থানীয়ালঙ্কৃতপারশ্ববাণজ্যোপযুক্তবঙ্গীয়বিদ্যাযুক্তারবীয়-প্রাচীন-সংস্কৃতভাষাসু ইঙ্গলণ্ডীয়যুবভিরভ্যস্তাসু সতীষু অনায়াসেন কথিতা আসতে। য়ুরোপে কিম্বান্যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্দেশে কুত্রচিৎ কালে বা কোঽপি বিদ্যালয়সমূহঃ কিমেতদ্রূপং অপূর্ব্বদর্শনীয়ত্বং প্রকাশিতং কৃতবান্ এবং এতেষাং যূনাং বিষয়ঃ কঃ কস্তে স্বাভাবিকমেধাভিঃ কিম্বা যশশ্চেষ্টাভিঃ সোদ্যোগীকৃতা ভূত্বা নিশ্চিতাশয়েন মৃতরূপভাষাজ্ঞানান্বেষকা শিষ্যান্ কিন্তু যস্মিন্ যস্মিন্ দেশ এতা এতা ভাষা কথিতা আসতে তদ্দেশস্য রাজকর্ম্মণি নিয়োজিতা ভূত্বা তে তস্মিন্নেব কালে তদ্দেশস্য করগ্রহণবাণিজ্যকরণরূপরাজকর্ম্মণি এবং স্বস্বপদোপযুক্তসর্ব্ব-প্রকার আলাপঃ প্রত্যালাপশ্চৈতৎকালপর্য্যন্তং যথা দ্বিভাষাবেদিদ্বাবা কৃত আসীৎ ইদানীং তথা ন কিন্তু তত্তদ্দেশীয়লোকচলিতভাষাভিরেতাসাং সর্ব্বাসাং ক্রিয়াণাং তৈঃ সহ করণে তৎকাল এব স্বকীয়প্রাপ্তবিদ্যা লগন্তি তত্তদ্দেশস্থনিবেদকলোকানাং কর্ত্তৃনিকটে গমনপথকরণে তথা অস্মাকং রাজব্যবস্থাভিপ্রায়স্য সম্মুখনির্গতবাক্যৈরেবং বিষয়ানুসারেণ প্রকারান্তরলিখিতার্থস্য চ প্রকাশকরণে চাস্মচ্ছিষ্যাণাং প্রাপ্তবিদ্যামূল্যং জ্ঞাতং ভবেৎ।

যে আসিয়ীয়পণ্ডিতলোকা অস্যাং সভায়াং তিষ্ঠন্তি তেষাং মধ্যে কেঽপি কেঽপি দূরদেশাদাগতাঃ সন্তি তে সর্ব্বে বৃতনীয়যুবভিস্তত্তদ্দেশীয়ভাষাভির্বিচারিতস্য মহাবিষয়স্য নূতনগুরুতরকথিতবাক্যানাঞ্চ শ্রবণে ন বিস্মিতাঃ সন্তি তৈরস্মচ্ছিষ্যাণাং প্রাপ্তবিদ্যায়াঃ সীমাবিচার ইদানীং কৃতো জায়েত।

অদ্যতনবিদ্যাবিষয়কক্রিয়া এতদ্বিদ্যালয়বিষয়কযদ্যচ্চিন্তনং শ্রমোঽর্থব্যয়শ্চাভূৎ তৎ সকলং প্রচুবতররূপেণ শুধ্যতি এতদ্বিদ্যালয়ায় ব্যয়ো যদ্যপ্যৎ সহস্রগুণাধিকো ভবেৎ তদাপি নীতিমদ্রাজকর্ম্মণ্যং যদতিশয়মহাফলং ভবিষ্যতি তত্তুল্যঃ স ব্যয়ঃ কদাপি ন ভবেৎ।

ইদানীং বৃদ্ধোঽহং কুমারিকাখণ্ডস্থানমধ্যে বহুদিনং বাসমকার্ষং দিনে দিনে অনেকলোকান্ প্রতি হিতোপদেশকরণায় ব্রাহ্মণৈঃ সহ সর্ব্ববিষয়ককথোপকথনায় কুমারিকাখণ্ডীয়বালকানাং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মশিক্ষাকরণনিমিত্তকসকলপাঠশালাকর্ত্তৃত্বকরণায় চ প্রবৃত্তোঽহমস্মি। বঙ্গীয়ভাষা স্বদেশীয়ভাষাবৎ প্রায়ো ময়া

কথিতা আসতে। অন্যৈরন্যৈর্লোকৈরেতেষাং বিষয়ে যদ্‌যজ্‌জ্ঞানং প্রাপ্তং বহুকালাবধি এতদ্রাজ্যীয়নানাদেশস্থলোকৈঃ সহ ধারাবাহিকপরিচয়েন মম তদন্যূনসর্ব্ববিষয়কজ্ঞানং প্রাপ্তুং প্রাপ্তকালোঽভবৎ। অহমন্যদপি কথয়ামি যস্মিন্ দেশে জাতো ভবেয়ং তদা যথা তেষাং ব্যবহারক্রিয়াধারা অনুভবঞ্চ ময়া জ্ঞাতো ভবেৎ তদ্‌বৎ ইদানীং তৎ সর্ব্বং প্রায়ো জ্ঞাতমাস্তে।"

এই বক্তৃতার মধ্যেই তিনি বলিতেছেন, "হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি বঙ্গীয় ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কাল এদেশবাসীদের সহিত এখানে [বঙ্গদেশে] এবং এই সাম্রাজ্যের অন্যত্র ঘনিষ্ঠতার ফলে আমার এমন সকল বিষয় জানিবার সুযোগ হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে কদাচিৎ কাহারও হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমি এখন নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে, এদেশের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে, সময়ে সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।"

এবং এই কেরীই ১৮২৫ সনের ২রা ডিসেম্বর মিঃ ডায়ারের নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছেন

" my heart is wedded to India, and though I am of little use, I feel a pleasure in doing the little I can..."

শ্রীরামপুর-মিশনের পাদরি হিসাবে উইলিয়ম কেরীর মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া আমরা পীড়িত হই, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপনা করিতে করিতে তাঁহাকে ধীরে ধীরে সেই সঙ্কীর্ণতা-বিমুক্ত দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই। বস্তুতঃ এই কলেজের জন্যই বাংলা দেশ কেরীকে নিবিড়ভাবে আপনার করিয়া পাইয়াছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সেদিক দিয়াও কম সার্থক নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক উইলিয়ম কেরীর যত্নে এবং উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা কেরীর মনোভাব পরিবর্তন প্রসঙ্গ এমন বিস্তৃত ভাবে উপরে আলোচনা করিলাম।

উইলিয়ম কেরী স্বয়ং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার ভগিনীদের নিকট কলিকাতা শহরের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা, কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলিয়াছেন—

"The college is the next institution of public utility. There is no building erected for it, but a number of houses are rented by government for the purpose. It contains a common hall, lecture rooms, where the Arabic, Persian, Sunscrit, Bengali, Hindusthani, Tamul, and the modern languages of Europe are taught; and lectures on philosophy, chemistry, and the arts are delivered. There are chambers for the different officers, and a good library, which will, no doubt, much increase, if the institution be continued. This bids fair to be of the most essential benefit to the country, by furnishing the Company's servants with a knowlege of the languages and manners of India. Their characters and abilities are also known to government, before they are appointed to any office."

যে সংস্কৃত রামায়ণের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কাজ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই সুরু হয়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়; ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় কাণ্ড) পর্যন্ত বাহির হইয়া মুদ্রণ বন্ধ হইয়া যায়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মিশন-হাউস-অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হয়। ঐ সনের ২২-এ আগষ্ট তারিখে সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই—

"Some new sources of income are opening here. The Council of the College have petitioned government for an enlargement of my salary, and some of the gentlemen feel much interested therein. One of them told me that he had spoken personally to Lord Cornwallis about it. The College and the Asiatic Society have agreed to allow us a stipend of three hundred rupees per month, to assit us in translating and printing the Sunscrit writings, accounted sacred or scientific. We have begun the Ramayunu, the most

ancient poem in the Sunscrit language. Sir John Anstruther showed me, to-day, a letter which he, as president of the Asiatic Society, and by desire of the College, intends to address to all the learned societies and bodies in Europe, to recommend the work. The three hundred rupees per month is independent of the sale of the books. The copy will be ours, and all profits on the sale. The Sunscrit text will be printed on one page, and the translation, with notes, on the other."

এই পত্রের শেষাংশে কেরীর তৎকালীন বিবিধ কার্যাবলীর একটি তালিকা আছে। কেরী কি পরিমাণ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কলেজের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় হিসাবে এই অংশ মূল্যবান। তিনি লিখিতেছেন—

"You may, perhaps, wonder that I write no more letters, but when you see what I am engaged in, you will cease to be surprised. I translate into Bengali, and from Sunscrit into English, *viz.*, the Ramayunu. I have also begun an attempt at translating the Veds. I must collate copies, every proof-sheet of the Bengali and Mahratta scriptures, the Sunscrit grammar, and the Ramayunu, must go three times, at least, through my hands. A dictionary of the Sunscrit, which is edited by Mr. Colebrooke, goes once, at least, through my hands. I have written and printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlarged; and a Mahratta grammar, and collected materials for a Mahratta dictionary."

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কেরী সাট্‌ক্লিফকে লিখিতেছেন—

"Until lately I was teacher of three languages in the

college, on a monthly salary of five hundred rupees per month ; but, on the 1st of January past, I was, by the governor-general in council, appointed professor of the Sunscrit and Bengali languages, to which the Mahratta is added, though not specified in the official letter, with salary of one thousand rupees per month."

১৮১১ সনের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট লিখিত পত্রে কেরীর ব্যাকরণ ও অভিধান রচনাবিষয়ক অনেক কথা আছে :

"The necessity which lies upon me of acquiring so many languages, obliges me to study and write out the grammar of each of them, and to attend closely to all their irregularities and peculiarities. I have therefore published grammars of three of them, the Sunscrit, the Bengali, and Mahratta. I intend also to publish grammars of the others, and have now in the press a grammar of the Telinga language, and another of that of the Seeks, and have begun one of the Orissa language. To these I intend in time to add those of the Kurnata, the Kashmeera, and Nepala, and perhaps the Assam languages. I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to 256 pages quarto, and am not nearly through the first letter. That letter, however, begins more words than any two others. I am contemplating, and indeed have been long collecting materials for a universal dictionary of the oriental languages, derived from the Sunscrit, of which that laguage is to be the ground-work, and to give the corresponding Greek and Hebrew words. I wish much to do this, for the sake of assisting biblical students to correct the

translation of the bible in the oriental languages, after we are dead, but which can scarcely be done without something of this kind, and perhaps another person may not, in the space of a century, have the advantages for a work of this nature than I now have."

অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কেরী অমানুষিক চেষ্টায় এই শেষোক্ত "Universal Dictionary" খানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, গোড়ার উদ্দেশ্য অনুযায়ী হিব্রু ও গ্রীক প্রতিশব্দ যোজনা করিতে না পারিলেও এই অসাধারণ পুরুষ (১) সংস্কৃত, (২) কাশ্মীরভাষা, (৩) পাঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধর ভাষা, (৪) মধ্যদেশভাষা, (৫) পার্বতী ভাষা, (৬) মিথিলা ভাষা, (৭) বাঙ্গালা ভাষা, (৮) উৎকলভাষা, (৯) মহারাষ্ট্রভাষা, (১০) কর্ণাটক ভাষা, (১১) গুজরভাষা, (১২) তৈলঙ্গভাষা ও (১৩) দ্রাবিড়ভাষা, মোট এই তেরটি ভারতীয় ভাষার এক বিরাট শব্দকোষ সম্পূর্ণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৩২ সনের ১১ মার্চ তারিখে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় অগুন লাগিয়া অন্যান্য বহু মূল্যবান পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এই শব্দকোষের অর্ধেকাংশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। এই পাণ্ডুলিপি ধ্বংস হওয়ায় কেরী বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজের বোর্ডরুমে কাচের শো-কেসে এ শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ 'পালগ্রট ডিকাবুলারি' নামে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। আমরা কেরীর বিরাট কীর্তির সামান্য পরিচয় পাঠককে দিবার জন্য উক্ত শব্দকোষের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এখানে প্রদান করিলাম। সমস্ত পৃষ্ঠার একটানা ফোটো লওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া উহা দুই অংশে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল, দুটি মিলাইলেই এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি হইবে।

উইলিয়ম কেরীর পরবর্তী জীবন ও কীর্তি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক মধ্য-ইংলণ্ডের পলার্সপিউরি গ্রামের তন্তুবায়-পুত্র উইলিয়ম কেরীর জীবনাখ্যান অনুসরণ করিয়া আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত তাঁহার সম্পর্কের পরিচয় দিয়াছি। এই শুভ যোগাযোগের পর হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

শ্রীরামপুর মিশনের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাসিক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' ও ২৩শে মে শনিবার দিবসে প্রথম সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার দর্পণে'র অবির্ভাব-কাল পর্যন্ত মূলতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৮০১ সনের ৪ঠা মে হইতে ১৮১৮ সনের ২৩এ মে পর্যন্ত এই সপ্তদশ বর্ষকালের বাল্য-ইতিহাস ভবিষ্যতের বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ পরিণতির পক্ষে সকল দিক দিয়াই সাফল্যের ইতিহাস; ব্যাকরণ-অভিধান এবং মূল ও অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্যে ভাষার প্রাণ-ধর্ম এই যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রস্তুতিকালের প্রথম চৌদ্দ বৎসরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রধান; শ্রীরামপুর মিশন এই কালে মাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করিয়াই সার্থক; ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮১৫ সনে কলিকাতায় রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় এবং ১৮১৭ ও ১৮১৮ সনে যথাক্রমে ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি (১লা জুলাই, ১৮১৭) ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮১৮) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে. ১৮১৮ সনের এপ্রিল-মে হইতে সাময়িকপত্র মারফত বিস্তার ও প্রসারের কাজও আরম্ভ হইয়াছে. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজ এক রকম শেষ হইয়া শ্রীরামপুর মিশনের কাজ আবার সুরু হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই যুগের বিবরণ ও কেরীর জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইলেও আমরা কেরী-প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র ও সংক্ষেপ করিয়া বর্তমান অধ্যায়েই শেষ করিতেছি। পরবর্তী দুই অধ্যায়ে আমি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগ, পাঠ্য ও সাহায্য পুস্তক এবং তাহাদের রচয়িতা পণ্ডিত ও মুন্‌শীদের বিষয় আলোচনা করিব।

কেরী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন বাংলাদেশে আসিবার জন্য জাহাজে চাপিয়াই বাংলা শিখিতে সুরু করেন; ১১ই নভেম্বর (১৭৯৩) কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্বেই দেখিতে পাই, তিনি ভাষা শিক্ষা শেষ করিয়া 'বুক অব জেনেসিস' অনুবাদ করিতেছেন। কলিকাতা পদার্পণের তারিখ হইতেই মুন্‌শী হিসাবে রামরাম বসু তাঁহার সহিত যুক্ত হন ও ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত যুক্ত থাকেন এবং প্রায় চারি বৎসর অনুপস্থিত থাকিয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৮১৩ সনের ৭ই আগষ্ট মৃত্যু পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত হিসাবে কেরীর অধীনে কাজ করেন। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ সনের মধ্যে কেরী রামরাম বসুর শিক্ষকতায় বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাঁহার ও ফাউণ্টেনের সাহায্যে সমগ্র নিউ

টেস্টামেণ্টে ও ওল্ড টেস্টামেণ্টের অধিকাংশ অনুবাদ শেষ করেন, বাংলা ভাষায় কথা বলা এবং বক্তৃতা দেওয়া আয়ত্ত করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রণয়ণ করেন। ১৭৯৫ সন হইতে সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোলকনাথ শর্মা নামক (মালদহের মদনাবাটিতে) দুই জন পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত শিখিতে থাকেন। ১৭৯৬ সনের শেষের দিকে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষাও শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত ভাষার প্রতি তাঁহার একটা অদ্ভুত বিরাগ ছিল বলিয়া তিনি বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ১৭৯৭ সনের মাঝামাঝি তিনি সংস্কৃত ভাষায় এরূপ দক্ষতা লাভ করেন যে, মহাভারত পাঠ সাঙ্গ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান বচনা করিতে থাকেন। ১৭৯৯ সনের ২৫-এ ডিসেম্বর তিনি উত্তর-বঙ্গ পরিত্যাগ করেন ও ১০ই জানুয়ারি ১৮০০ শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৯ সনের মধ্যে তিনি কয়েকটি বিস্তৃত পত্রে (ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে' মুদ্রিত) বাংলা দেশের—বিশেষ করিয়া উত্তর-বঙ্গের জীবজন্তু, গাছপালা আচার-ব্যবহার, ধর্মাচরণ এবং বাসনকোসন-তৈজসপত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই কালের মধ্যে তিনি বাংলায় কয়েকটি সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। ১৭৯৮ সনের গোড়াতেই তিনি মদনবাটিতে স্থানীয় বালক-বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জন টমাস, রামরাম বসু ও উইলিয়ম কেরীর সমবেত চেষ্টা ও যত্নে অনূদিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।* ঐ মাসেই স্যামুয়েল পীয়ার্সের *A Letter to the Lascars* পুস্তকের কেরী-কৃত বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়, ইহাই একান্তভাবে কেরীর লিখিত প্রথম পুস্তিকা। এই ধরনের পুস্তিকা তিনি আরও লিখিয়াছিলেন, সেগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক।†

* এই পুস্তকের কোনও মলাট বা আখ্যা পত্র দেখি নাই। প্রথম পৃষ্ঠায় 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' এই নাম লেখা আছে।

† John Murdoch তাঁহার তালিকায় এই কয়খানির নাম করিয়াছেন—ওয়ার্ড প্রণীত *The Missionaries' Address to the Hindus*-এর অনুবাদ, A short summary of the Gospel, The Best Gift, On Repentance। বইগুলির বাংলা নাম জানিবার উপায় নাই।

১৮০১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি (৭ই ফেব্রুয়ারি ছাপা শেষ হয়) টমাস-বস্থ-কেরী-ফাউণ্টেন অনূদিত এবং কেরী-সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

"ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। | বিশেষত | যাহা মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যসাধনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন।— | তাহাই ধর্ম্মপুস্তক | তাহার অন্ত ভাগ।— | তাহা আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্টের। মঙ্গল সমাচার | গ্রীকভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল। | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০১

কেরীর জীবদ্দশায় এই পুস্তকের আটটি সংশোধিত সংস্করণ হইয়াছিল।

নিউ টেস্টামেণ্ট প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার অব্যবহিত পরেই (মে, ১৮০১) কেরীকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়। ওল্ড টেস্টামেণ্টের অনুবাদ মুদ্রিত হইতে হইতেই কলেজের জন্য দুইখানি পুস্তক তিনি সঙ্কলন করিয়া ফেলেন। বাইল্যাণ্ডকে লিখিত ১৮০১ সনের ১২ই জুনের পত্রে (পূর্বে উদ্ধৃত) আমরা দেখিয়াছি যে, কেরীর বাংলা ব্যাকরণটি সেই সময়েই সঙ্কলিত এবং প্রায় অর্দ্ধেক মুদ্রিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত পুস্তক ও পুস্তিকা বাদ দিলে বাংলা ভাষাবিষয়ক ইহাই কেরীর প্রথম পুস্তক, এই পুস্তককে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী পুস্তকও বলিতে পারি। কারণ ইহাই শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম পুস্তক এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জয়যাত্রার ইহাই প্রথম পদক্ষেপ। ইহার মুদ্রণকার্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮০১ সনেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্যাকরণটি হালহেডের ব্যাকরণের আদর্শে সম্পূর্ণ ইংরেজিতেই লেখা।

আমার এই ইতিহাসের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় এবং তাহার পরেও দীর্ঘকাল কেরীর বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণ চোখেও দেখি নাই। সম্প্রতি হঠাৎ উক্ত পুস্তকের একখণ্ড সংগ্রহ হওয়াতে পূর্ব সংস্করণের অপূর্ণতা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলাম। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এই—

A/GRAMMAR/OF THE/BENGALEE LANGUAGE/BY W. CAREY./PRINTED AT THE MISSION PRESS, SERAMPORE/1801.

পৃষ্ঠাসংখ্যা VI+100। কিন্তু বইখানি বড় বড় হরফে মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণের মূল্যবান ভূমিকাটি এখানে সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিলাম—

PREFACE

It is supposed that all those who attempt to learn the Bengalee Language are, or ought to be, previously acquainted with grammar ; on which account I have studiously avoided all disquisitions which merely relate to it as a science , and have endéavoured to lay down rules, in as concise a manner as possible, for attaining the language itself.

The language in which the classical books of the Hindoos are written is principally derived from the Sangskrito. This is called pure Bengalee : but multitudes of words, originally Persian or Arabic, are constantly employed in common conversation, which perhaps ought to be considered as enriching rather than corrupting the language.

That which distinguishes one language from another, is its formation, and not the source from which words are derived. This will also clearly mark the bounds between a mere dialect and a separate language. For instance, the English is derived from the Greek, the Latin, the Teutonic, etc. etc. Yet, though compounded of words used in all these, it is perfectly distinct from them, and includes all the various dialects spoken in England.

Most of the words used in the Bengalee and Hindostanee appear to be drawn from the same source. Yet the formation and genius of the two languages are so different that it would be improper to consider them as one. The Bengalee comprehends the dialects of Midnapore, Nuddea, Dinagepore,

Coochbehar, and that spoken about Dacca and Chittagung, which all differ from each other, and yet preserve the same formation and genius.

There are also certain varieties of dilect among people of different castes, though living in the same town. I have said very little about these dialectic differences in the following work. When the language itself is acquired, the difficulties of understanding the provincialisms will be obviated by a little attention to the conversation of the natives.

The study of Bengalee has been much neglected from an idea that its use is very confined. I believe, however, that it is the universal medium of conversation and business throughout the whole of Bengal, except among the servants of Europeans; and even they use it constantly in their own families.

This language is peculiarly copious and harmonious; and, were it propetly cultivated, would be deserving a place among those which are accounted the most elegant and expressive.

Much merit is due to Mr. Halhed, except whose work no Grammar of this language has hither to appeared. I have made some distinctions and observations not noticed by him, particularly on the declension of nouns and verbs, and the use of participles.

It is hoped the whole is comprised in so small a compass, that it will not appear formidable to the learner.

Serampore, April 22, 1801" W. CAREY."

কেরী মাত্র সাত বৎসরের চর্চায় বাংলা ভাষা সম্পর্কে শুধু প্রভূত জ্ঞান অর্জনই করেন নাই, ভারতবর্ষীয় ভাষা সমূহের মধ্যে ইহার উৎকর্ষ এমনই দেখিতে পাইয়াছিলেন, যে পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ভাষা সমূহের মধ্যে ইহাকে স্থান দিতে তাঁহার বাধে নাই। উপরে উদ্ধৃত এই তিনটি পংক্তি তাহার প্রমাণ :—

> "This language is peculiarly copious and harmonious and, were it properly cultivated, would be deserving a place among those which are accounted the most elegant and expressive."

প্রথম সংস্করণের পুস্তকে এই কয়টি অধ্যায় ছিল : —

> বর্ণমালা, substantives, adjectives, pronouns, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections, of compound words, syntax, contractions of numbers.

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ইংরেজী পুস্তক সংগ্রহের তালিকার প্রথম ভ্যলুম (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) ৩২৫ পৃষ্ঠায় ইহার অস্তিত্বের উল্লেখ আছে, পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া নাই। ইউষ্টেস কেরী-সঙ্কলিত *Memoir of William Carey, D. D.* (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) পুস্তকের পরিশিষ্টে ৫৮৭ হইতে ৬১০ পৃষ্ঠায় প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন "Remarks on the Character and Labours of Dr. Carey, as an Oriental Scholar and Translator" নামক যে নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কেরীর ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে।

উইলসন, গ্রীয়ারসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, কিন্তু *Primitiae Orientales* পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮০৩) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃক এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকের যে তালিকা ছাপা আছে (XLVI—LIV), তাহার ৩০ সংখ্যক নামটি এইরূপ —"Grammar of the Bengal Language ; 2d Edition with large additions." ইহা কেরীরই ব্যাকরণ। সুতরাং *Primitiae Orientales* এর মত মানিতে হইলে কেরীর ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশ হইয়াছিল বলা চলে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকের আখ্যা-পত্রে উহা ১৮০৫ সালে মুদ্রিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ —

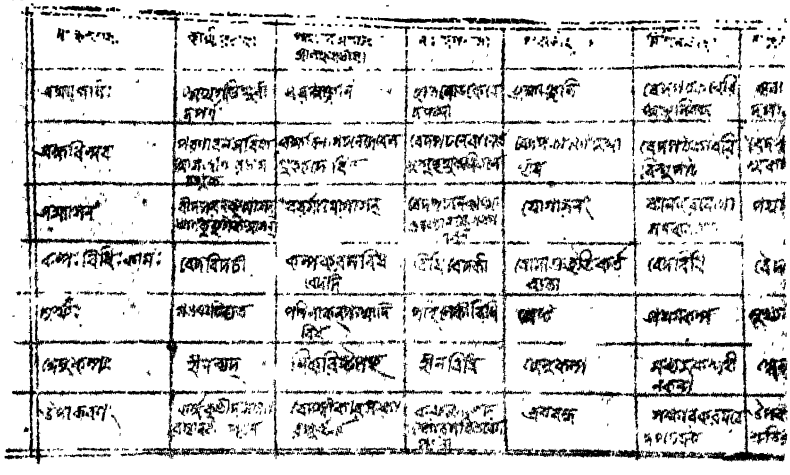

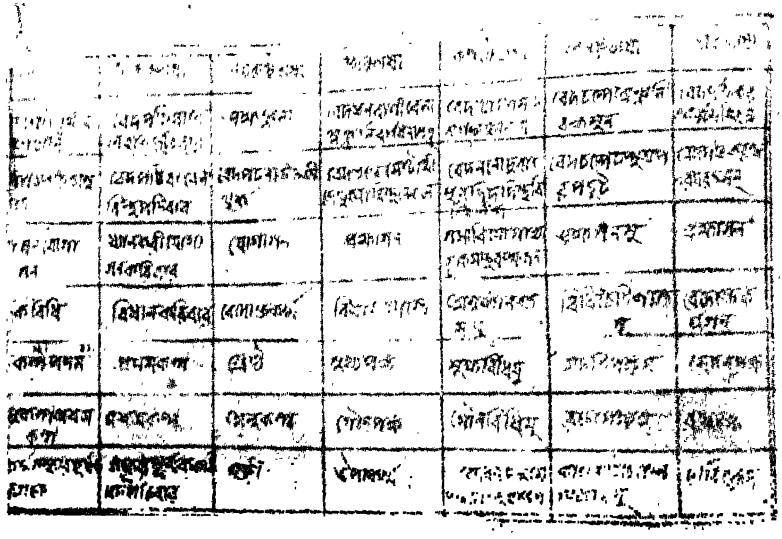

উইলিয়ম কেরীর স্বহস্তলিখিত তেরটি ভারতীয় ভাষার
শব্দকোষ (Polyglot Vocabulary)

আমারদের জামাই কালি আসিয়াছে রাত্রমুনকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট সুকুতনি আর বড়া বাঙ্গন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাছের ভাজা বোল তিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

কে রান্ধিছিল বড় বৌ না মেজো বৌ।

বড় বৌ রান্ধিয়াছিল তিনি কুটনা বাটনা করে দিয়াছে নি।

তোদের বৌ কেমন। রান্ধিতে বাড়িতে পারে।

হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখনে নাই আপনি সাঁচা বাচা নিয়া লড়িতে পারি না। সকল কাযি বড় বৌ করে ছোট বৌতা, বড় হিতল দাণ্ডতা তুল্ল লাড়ে না আর সদায় তার বক্তৃতা কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ ২ মাগা বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন কালা হাঁড়ি শালে চেয়ে বড় বৌটি অতি ভাল এই সংসারের কায কাম করে আর ছেলে পিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমারদের সেবা সুশ্রূষা করে তাহার জন্যে আমার কোন ব্যামহ নাহি।

প্রথম সংস্করণ Dialogues এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

পৃষ্ঠা ১০০।

Grammar | of the | Bengalee Language. | — | The Second Edition, with Additions. | — | By W. Carey, | Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta | Languages, in the College of Fort William. | — | Serampore, | Printed at the Mission Press. | 1805 |

পৃষ্ঠা-সংখ্যা—আখ্যা-পত্র ও ভূমিকাংশ ৭, শুদ্ধিপত্র ১, ব্যাকরণাংশ ১৮৬ পৃষ্ঠা, গোড়ার দিককার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত। ইহাতে দশটি অধ্যায় ছিল, ১। Of letters, ২। Of compounding letters, ৩। Of words, ৪। Of patronyms, gentiles, derivatives etc. ৫। Of adjectives, ৬। Of pronouns, ৭। Of verbs, ৮। Of indeclinable participles. ৯। Of compound words, ১০। Of syntax। ১৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত—Of numerals, Of money, weights and measures, time, the days of the week, Hindoo months, contractions.

উইলসনের মতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের প্রায় দ্বিগুণ আকার হইয়াছিল।*

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"Since the first edition of this work was published, the writer has had an opportunity of obtaining a more accurate knowledge of this language. The result of his application to it he has endeavoured to give in the following pages, which [on account of the variations from the former edition, may be esteemed a new work."

তৃতীয় সংস্করণের উল্লেখ গ্রীয়ারসন বা উইলসন কেহই করেন নাই, হাণ্ডয়

* ১৮০৩ সনের ২১ সেপ্টেম্বর সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত পত্রে কেরী স্বয়ং বলিতেছেন, "I am reprinting my Bengali grammar, with many alterations and additions." সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত ১৮০৫ সনের ২২এ আগস্ট তারিখের পত্রে আছে—"I have written and printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlarged..."

অফিস লাইব্রেরির তালিকাতেও উহা নাই, একমাত্র কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে ১৮১৫ সনে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনর্মুদ্রণ, একটি অতিরিক্ত অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে এবং ভূমিকাও সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, ১৮১৮ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণের আখ্যা-পত্রে দেখিতেছি—"The Fourth Edition, with additons" লিখিত আছে। ইতরে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে "Preface to the third Edition" ছাপা হইয়াছে—ভূমিকার তারিখ "Serampore, March, 1818"। সুতরাং ইহা চতুর্থ সংস্করণেরই ভূমিকা, অবশ্য ৩য় সংস্করণেরই হুবহু পুনর্মুদ্রণ। চতুর্থ সংস্করণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ১৮১৮ সনে প্রকাশিত *Dialogues* পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণটিও ইহার সহিত একত্র মুদ্রিত ও বাঁধাই হইয়া একই পুস্তকের আকার লইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণে ব্যাকরণটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭+১০০ পরবর্তীকালে প্রস্তুত ছোট হরফে মুদ্রিত। পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, কেরীর মৃত্যুর পর। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭+১১৬। ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম সংস্করণের পুস্তক ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ সংস্করণের পুস্তক কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে, ৩য় সংস্করণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে এবং ৫ম সংস্করণের পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে ও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। প্রথম ও চতুর্থ সংস্করণের পুস্তক আমার সংগ্রহে আছে। ৫ম সংস্করণেও ৩য় সংস্করণের ভূমিকা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮১৬ সনে জে. বর্বিনসন কেরীর ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এই ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেরী তাঁহার ভূমিকায় (৪র্থ সংস্করণ, ১৮১৮) বলিয়াছেন—

> "Bengal, as the seat of the British government in India, and the centre of a great part of the commerce of the East, must be viewed as a country of very great importance. Its soil is fertile, its population great, and the necessary intercourse subsisting between its inhabitants and those of other countries who visit its

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির তালিকায় ভ্রমক্রমে '১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ' দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বর্বিনসন সাহেবও এই ভুল করিয়াছেন।

ports, is rapidly increasing. A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object.

The pleasure which a person feels in being able to converse upon any subject with those who have occasion to visit him, is very great. Many of the natives of this country, who are conversant with Europeans, are men of great respectability, well informed upon a variety of subjects both commercial and literary, and able to mix in conversation with pleasure and advantage. Indeed, husbandmen, labourers, and people in the lowest stations, are often able to give that information on local affairs which every friend of science would be proud to obtain.....

An ability to transact business, ... without the intervention of an interpreter.....

...pleasure in making enquiries into, and relieving the distresses of others. But in a foreign country he must be unable to do this, to his own satisfaction, so long as he is unacquainted with the current language of the country ;...

The advantages of being able to communicate useful knowledge to the heathens, with whom we have a daily intercourse , to point out their mistakes ;..."

সুতরাং বাংলা ভাষা শিক্ষা ইউরোপীয়দের পক্ষে একান্ত ভাবে আবশ্যক। তা ছাড়া, বাংলা ভাষার নিজস্ব মহিমার কথা উল্লেখ করিতেও কেরী ভুলেন নাই।

".....Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgur to Arakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the

Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. **This Idea is Very Far From Correct**; for though it be admitted, that persons may be found in every part of India who speak that language, yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other countries of Europe. In all the courts of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country, and seldom understand any other;.....

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India, ...four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita. **Words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness.** On these, and many other accounts, it may be esteemed one of **The Most Expressive And Elegant Languages Of The East.**"

কেরীর ব্যাকরণ এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১। বর্ণপরিচয় ২। যুক্তবর্ণ ৩। শব্দ ও তাহার বিভিন্ন রূপ (বিশেষ্য) ৪। গুণবাচক শব্দ (বিশেষণ) ৫। সর্বনাম ৬। ক্রিয়াপদ ৭। শব্দ গঠন ৮। সমাস ৯। অব্যয় ও উপসর্গ ১০। সন্ধিপ্রকরণ এবং ১১। অন্বয় (syntax)।

এই ব্যাকরণের অধিকাংশ দৃষ্টান্ত-বাক্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তক হইতে প্রধানতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে একাদশ অধ্যায়ের পর সংখ্যাবাচক শব্দ, ওজন ও মাপের বিভাগ, টাকাকড়ির বিভাগ, সময়ের বিভাগ, বার মাস ও তিথির হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতেই সুরু হইয়াছে।

কেরীর ব্যাকরণ বাংলা ভাষায় একটি ক্রান্তিকারী পুস্তক হওয়া সত্ত্বেও গত দীর্ঘ দেড় শত বৎসর কালের মধ্যে এক উইলন সাহেব ব্যতীত অন্য কেহ ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। পরবর্তী কালে যে দুই-এক জনের পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়, তাঁহারাও নির্বিবাদে উইলসনের আলোচনাই আত্মসাৎ করিয়াছেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ মেরিডিথ টাউনসেণ্ড এই ব্যাকরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> "It is the one Grammar we have ever seen made for men ignorant of the language to be studied, divested of all rigmarole about the structure of inflexions, and reduced to the half-dozen arbitrary formulas by which, and not by philosophical discussion, children learn their mother tongue."

পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন লিখিয়াছেন—

> "The Bengali grammar of Dr. Carey explains the peculiarities of the Bengali alphabet, and the combination of its letters; the declension of substantives, and formation of derivative nouns, the inflexions of adjectives and pronouns, and the conjugations of the verbs. It gives copious lists and descriptions of the indeclinable verbs, adverbs, prepositions, etc., and closes with the syntax, and an appendix of numerals, and tables of weights and measures. The rules are comprehensives, though expressed with brevity and simplicity, and the examples are sufficiently numerous and well chosen. The syntax is the least satisfactorily illustrated, but this defect was fully remedied by a separate publication, printed also in 1801, of Dialogues in Bengali, with a translation into English..."

কেরীর এই *Dialogues* ...পুস্তকখানি *Colloquies* নামেও প্রসিদ্ধ। পুস্তক আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে একটি "ফ্লাই লীফে" ঐ নাম দেওয়া আছে বলিয়া পুস্তকেরও ঐ নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে। বাংলায় উহা কেরীর

"কথোপকথন" নামে পরিচিত। পুস্তকারম্ভে কেরী স্বয়ং ঐ নাম দিয়াছেন। পুস্তকটির যথার্থ সম্পূর্ণ নাম এই—

> Dialogues, | intended | to facilitate the acquiring | of | The Bengalee Language. | Serampore, | Printed at the Mission Press. | 1801

এই পুস্তক ১৮০১ সনের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়, ভূমিকায় ৬ঠা আগস্ট, এই তারিখ দেওয়া আছে। বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক রামরাম বসু-প্রণীত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মুদ্রণ-গৌরবে ইহা অপেক্ষা মাত্র এক মাসের বড়।

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮+২১৭। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সকল পরবর্তী সংস্করণে কেরী কথোপকথনের ভাষাকে স্থানে স্থানে সংস্কৃত-ঘেঁষা করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮+২১১। তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ সংস্করণ ব্যাকরণের সহিত যুক্ত হইয়া, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়, ভূমিকার তারিখ, "Serampore, June 1, 1818" পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮+১৩। পরবর্তী কালে ইহার আরও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের পুস্তক কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি ও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা ন্যাশান্যাল লাইব্রেরি এবং তৃতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে ও আমার সংগ্রহে আছে।

Dialogues পুস্তকখানি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য, অনেকে এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কেরীর ব্যাকরণ হইতেও ইহার গুরুত্ব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া অধিক। উইলসন বলিয়াছিলেন, এই পুস্তক বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের বৈচিত্র্যে পূর্ণ। মৌখিক ভাষা শিখিবার পক্ষে সে যুগে ইহার উপযোগিতা অনুমেয়। ৫৮ বৎসর পূর্বে (২৭৪৩ খ্রীঃ) লিসবনে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'* পুস্তকে যদিও ভাণ্ডারাল পরগণার প্রাদেশিক মৌখিক ভাষা সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিষয়বস্তু ছিল সঙ্কীর্ণ—মাত্র খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার, লেখকের শব্দকোষ ছিল

* দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১২ সংখ্যা। এই পুস্তকখানি আমার সম্পাদনায় এবং শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা ও টীকা সহ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কেরী-সঙ্কলিত কথোপকথনগুলি তৎকালে কলিকাতা-শ্রীরামপুর অঞ্চলের সকল স্তরের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম ও আচার ব্যবহার লইয়া রচিত হইয়াছিল। রচনা হইলেও ইহার আদর্শ ছিল—ঐ অঞ্চলের মৌখিক ভাষা এবং এই ভাষাই পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক চলতি ভাষার আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনের কাজে এই পুস্তক মহামূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সে যুগের সামাজিক ও ব্যবহারিক রীতিনীতির পরিচয় হিসাবেও এগুলি কম মূল্যবান নয়।* ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature* (১৯১৯) পুস্তকের ১৩৬-১৬৭ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

Dialogues পুস্তকের প্রথম সংস্করণে কেরীর নাম আখ্যা পত্রে ছিল না। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন,—

> "That the work might be as complete as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural style of the persons supposed to be speakers. I believe the imitation to be so exact, that they will not only assist the student, but furnish considerable idea of the domestic economy of the country.
>
> The great want of books to assist in acquiring this language, which is current through an extent of country nearly equal to Great Britain, and which, when properly cultivated will be inferior to none, in elegance and perspicuity, has induced me to compile this small work; and to undertake the publishing of two or three more, principally Translations from the Sangskrito. These will form a regular series of books

*"... it presents in many respects a curious and lively picture of the manners, feelings and notions of the natives of Bengal."—H. H. Wilson.

> in the Bengalee, gradually becoming more and more difficult, till the student is introduced to the higher classical works in the language."

এই পুস্তক সম্পর্কে কেরীর কৃতিত্ব সঙ্কলনের ও সম্পাদনের এবং এই কাযে তিনি যে সাহস, বিচক্ষণতা ও বিবেচনাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেকালের এক জন মিশনরির পক্ষে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কৃতিত্বও অস্বীকার করা যায় না। কেরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'এশিয়াটিক জর্নালে' লিখিয়াছিলেন –

> "As evincing the practical tendency of his works, we may notice a very useful performance, his Bengali and English Colloquies. These were composed in the original Bengali, probably by a clever native, and may be compared, in respect of the graphic power they discover of showing life as it is,– in its rustic and familiar, as well as more polite forms, to the detached scenes of a good play, exhibiting correct transcripts of nature."

সে যুগের পণ্ডিতদের রচনার সহিত তাঁহাদের লিখিত ও অনূদিত পুস্তক মারফত আমাদের যে পরিচয় আছে, তাহাতে আমরা মনে করিতে পারি, এই সকল কথোপকথন রচনার কৃতিত্ব মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারেরই প্রাপ্য। অন্য কেহই তখন তাঁহার মত মৌখিক ভাষা এবং প্রচলিত "ইডিয়ম" সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাঁহার কথোপকথন-পারদর্শিতার পরিচয় আমরা তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। তথাপি, কেরীর নামে যখন পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে, আজ সকল প্রশংসাই তাঁহার প্রাপ্য।

Dialouges পুস্তকখানিতে চাকর ভাড়া করণ সাহেবের হুকুম, সাহেব ও মুনসি, পরামর্শ, ভোজনের কথা, যাত্রা, পরিচয়, ভূমির কথা, মহাজন আসামি, বাগান করিবার হুকুম, ভদ্রলোক ভদ্রলোক, প্রাচীন প্রাচীন, সুপারিস, মজুরের কথাবার্ত্তা, খাতক মহাজনি, সাধু খাতকি, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন,

তিযবিয় * কথা ইজাবাব পবামর্শ, ভিক্ষুকেব কথ , কায চেষ্টার কথা, কন্দল, স্ত্রীলোকেব হাট কবণ, যাজক ও যজমান, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক কথাবার্ত্তা, মাইয় কন্দল, যজমান যাজকেব কথা, জমিদাব বাইযত এবং কথোপকথকন— মোট একত্রিশটি অধ্যায় আছে। মল বাংলা বাম পৃষ্ঠায় ও কেবীব ইংবেজী অনুবাদ ডানদিকেব পৃষ্ঠায় ছাপ। "জমিদাব বাইযত" বৃহত্তম অধ্যায়, জমিদাব ও প্রজাব মধ্যে যতদূব সম্ভব, প্রায় সকল বাস্তব আলোচনাই দেওয়া হইয়াছে। শেষ অধ্যায় "কথোপকথনে" সাধাবণভাবে বিবাহ, ঘটকালি, পণ, বিবাহযাত্রব খাওয়া-দাওয়া ও বোসনাইযেব কথ, বাকি সকল অধ্যায়েবই বিষয় শিবোনামা দেওয় আছে। তন্মধ্যে তিযবিয়া কথ, ভক্ষকেব কথা, হাটেব বিষ, স্ত্রীলোকেব হাট কব, মজুবেব কথাবার্ত্তা, স্ত্রীলোকেব কথোপকথন প্রভৃতি অধ্যায় এমনই সহজ এবং বাস্তব ভঙ্গিতে বচিত যে এগুলিব কথা বিবেচন কবিলে টেকচাঁদ ঠাকুব, হুতোম, মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রেব পববর্তী কালেব কৃতিত্ব অনেকখানি লঘু হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টধর্ম-প্রচাবক পাদ্রি এব ফোর্ট উইলিযম কলেজেব সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগেব প্রধান অধ্যাপক হইয়া কেবী যে তাহাব সঙ্কলনে "কন্দল" ও "মাইয় কন্দল" অধ্যায় সন্নিবিষ্ট কবিতে দ্বিধা কবেন নাই ইহাতে তাঁহাব যুক্তবাদী বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিবই পবিচয় পাই। অনেকে এই কাবণে তাঁহাব নিন্দাবাদ কবিয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষাব সর্বপ্রকাব সম্ভাবনা ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যেব পবিচয় দিতে বসিয় কেবী বাক্যতুষ্টিব জন্য নাসিকা কুঞ্চিত কবিতে পাবেন নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব সকল ছাত্রেব এই কথা কয়খানি বইযেব সহিত পবিচিত হওয় উচিত। আমবা কুতূহলী পাঠকেব জন্য নীচে সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত কবিলাম।

মজুবেব কথা বার্ত্তা

> ফলন কাযেতেব বাড়ী মুই কায কাবাত গিযাছিনু তাব বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি। না ভাই। মুই সে বাড়ীতে

* তিযবিয়া = জেলে, fisherman।

† দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালাব ১৩ সংখ্যক পুস্তক হিসাবে ইহা আমাব সম্পাদনায় মুদ্রিত হইযাছে।—

‡ ১৮০১ সনে প্রকাশিত প্রথম সংস্কবণ হইতে।

কায করিতে যাব না। তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কায করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড খারা মোকে আগু একটাকা দিয়াছে আর কহিয়াছে তুই আর লোক নিয়া আসিস মুই আগাম টাকা দিব তাকে।

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়া যাবি তবে মুই তোর ঠাই মোর খাটনি নিব। ভাল ভাই। তুই চল তোর যত খাটনি হবে তা মুই তোকে দিব।

স্ত্রিলোকের হাট করা

ধাযটে সকাল করে চল সুতা না বিকেলে তো নুন তেল বেসাতি পাতি হবে না।

ওটে বুন সে দিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সুতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আট পণ করে সুতাখান। সে সকল সুতা আমি এক কাহন বেচেচিটে।

সে দিন দেখে আর হাটখানে মুয়াতে ইচ্ছা করে না। চল দিকি যাই না গেলে তো হবে না ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলের ভাত খাবের দিন আর আধ সেরটাইক কাপাইস আনিতে হবে।

ওরে দিদি সুতা আছে। বাহির কর দিকি দেখি।

নারে তোরে আর সুত দিব না আর দিন তুই যে সুতা হাটকয়াছিলি তাহাতে আমার সুত নষ্ট হইয়াছে।

ওটে পাগল বুন। দেতে দেখি গোচের হয়তো নিব।

কন্দল

আর শুনছিসডে নির্ম্মলের মা। এই যেবেণে মাগী অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। হ্যাথ্যাখ। কালি যে আমার ছেলে পথে ডাড়িয়াছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলের মা করিলে কি

ভরন্ত কলসিড়া অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে ষাইটের বাছা জ্বরে ঝাঁউরে পড়েছে। এমন গরবাগুকি বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতারখাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক তিন দিনে উহার তিনড়া বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

হাঁলো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালডা খাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।

থাকলো ছারকপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রাস। যদি আমার ছেলের কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইট ভটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে তা করিব। তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে বাছার করে কাঁদে তবেই ও অহঙ্কারির অহঙ্কারে ছাই পড়ে। হা বউরাড়ি তোর সর্ব্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।

ওলো। তোর শাপে আমার বাপার ধুলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা, বারোডুবারি ভাড়ানি হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা। তোর গালা খিলিতে আমার কি হবে লো কুন্দলি।

আইহ। এমন কর্ম্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ও পোয়াতি বটে। যা বুন! তুইও যা। ও যাউক। আর ঝকড়া কন্দলে কাজ নাই। পাড়াপড়সি বাতি পোয়াইলেই দেখা হবে এত বাড়াবাড়ি কেন।"

টমাস, রামরাম বসু, মার্শম্যান ও ফাউন্টেনের আংশিক সহায়তায় অনূদিত কেরীর ওল্ড টেস্টামেণ্টের চারি খণ্ড ১৮০২ হইতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে আখ্যা-পত্রে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে ১৮০২ সনে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

"ধর্ম্মপুস্তক | তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।— | যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে— | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারিবর্গ— | মোশার ব্যবস্থা।— | য়িশরালের বিবরণ।— | গীতাদি— | ভবিষ্যত বাক্য।— | মোশার ব্যবস্থা— | তর্জ্জমা হইল ইব্রি ভাষা হইতে।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০১"

The Pentateuch বা মোশার ব্যবস্থা অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রথম খণ্ড যে ১৮০১ সনে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ, কেরী-মার্শম্যান্-ওয়ার্ডের ১৮০১, ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে পাই। তাঁহারা লিখিতেছেন—

"The first volume of the Old Testament is nearly half printed: viz., to the thirty-third chapter of Exodus."

১৮০২ সনের ১৬ই জুলাইয়ের চিঠিতে দেখিতেছি—

"The last sheet of the Pentateuch will be printed next week, and we are about to print the last volume but one of the testament, including Job and Solomon's song. One hundred copies of the Psalms and Isaiah have been ordered by the College at Calcutta."

অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেণ্ট প্রথম খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাইয়ের শেষে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে কেরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আরও কিছু কাজ করিতে বা করাইতে মনস্থ করিতেছিলেন, ডক্টর বাইল্যাণ্ডের নিকট ৩১এ আগস্ট তারিখে লিখিত তাঁহার পত্রে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"I have some time past been contriving the plan of a work, which I propose to write in Bengalee. The design is to prove to the natives of this country, that the gospel is necessary blessing to them.....**and the insufficiency and contradiction of the books by them accounted sacred.** I intend that it should occupy about two hundred pages...."

বাহির হইয়া থাকিলে এই পুস্তকের সন্ধান আমি পাই নাই। এই সময়ে কেরী কলিকাতার কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবারের ছেলেদের সহিত

মেলামেশা করিয়া খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র লালাবাবু নামে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ কেরীর লক্ষ্য ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ প্রদর্শন করিলে কেরী তাঁহাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বই, বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই উপদেশ কাযে পরিণত হইয়াছিল কি না জানা যায় না। কেরীর পত্রে (৩১এ আগষ্ট ১৮০২) আছে—

> "One of the first persons in Bengal in point of property, a grandson of the late **Gunga Gobind Sing**, has been several times to see me, and I have closely pressed upon him the importance of a Saviour. He accounts himself inconvertible; but has a strong desire to be made acquainted with the sciences, particularly astronomy. I have pursuaded him to get some of our best books on science translated into the Bengalee language. have offered him all my assistance in correcting the copy, and put him in the way of procuring subscribers to the work among the rich natives. He went from me today full of this scheme. I recommended him to begin with Bonnycastle's Astronomy. Should he undertake it, I shall esteem this to be the dawn of science in this dark quarter of the world."

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী কর্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারতের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মহাভারতের ছাপা সুরু হয় আগে, ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে আমরা বাজারে যে সকল রামায়ণ-মহাভারতের সংস্করণ দেখি তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের আদর্শে মুদ্রিত। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পরবর্তী শ্রীরামপুর সংস্করণে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের উপর কলম চালাইয়া "অবিশুদ্ধ" মূলকে বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ওল্ড টেস্টামেণ্টের তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডের আগেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্র এইরূপ—

"দাউদের গীত।— | এবং | য়িশঈাহার ভবিষ্যৎ বাক্য।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল | —১৮০৩ | —"

এই পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং ইহার এক শত খণ্ড ৬৵০ হিসাবে কলেজ কর্তৃক ক্রীত হইয়াছিল। ইংরেজী আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ ভুল।

কেরীর বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা অভিধান, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত অভিধান রচনার ও বাইবেল অনুবাদের কাজ ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ সনের মধ্যেই আরব্ধ হইয়া ছিল, পূর্বে যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছি। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কেরী বিশেষ করিয়া তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের কাজে হস্তক্ষেপ করেন; সংস্কৃত ও বাংলা অভিধানের কাজও অনেকখানি অগ্রসর হয়। নিউ টেস্টামেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ ও ওল্ড টেস্টামেণ্টের বাকি অংশের অনুবাদের কাজেও তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠেন। ১৮০৩ সনের ২১ সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে সাট্‌ক্লিফকে তিনি লিখিয়াছেন--

> "My time is much occupied with the second edition of the new testament, and the remaining part of the old ...and my mind has acquired so much bias towards seeking out words, phrases, and idioms of speech, that it is nearly unprepared for any other undertaking ;... The alterations in the second edition are great and numerous . not so much however, in what relates to meaning as construction. I hope it will be tolerably correct,...subjected to the opinion and animadversions of several Pundits, and some of it translated by a native into a collateral language, of which we can form some idea, before it be printed off".

ঐ সনে ১৪ই ডিসেম্বর রাইল্যাণ্ডকে কেরী লিখিয়াছিলেন—আমি মহারাষ্ট্রভাষায় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ সুরু করিয়াছি। হিন্দুস্থানীতেও করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু মিঃ বুকাননের কাছে শুনিলাম একজন সামরিক ভদ্রলোক

হিন্দুস্থানী ও ফার্সী ভাষায় গসপেল অনুবাদ করিয়া কলেজকে তাহা উপহার দিয়াছেন মেজর কোলব্রুক এই কাজ করিয়াছেন জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

বালক কেরীর কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল ও উৎসাহ, ধর্মোন্মাদনা ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনার নীচে মাঝে মাঝে চাপা পড়িলেও একেবারেই যে বিনষ্ট হয় নাই 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টেসে' প্রকাশিত জর্নাল ও পত্রগুলিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮০৩ সনের শেষ ভাগ হইতে এই উৎসাহ আবার প্রবল ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কলিকাতার কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডব্লিউ. রক্সবার্গের সহিত সংসর্গ ও ঘনিষ্ঠতা তাঁহাকে এই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৮০৩ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহাকে লিখিতে দেখি (বাইল্যাণ্ডকে):—

> "I have long wished to employ a person to paint the natural history of India, the vegetable productions excepted, which Dr Roxburg has been about for several years."

১৮০৭ সনের গোড়াতেই তিনি কলিকাতায় একটি কৃষিবিষয়ক সমাজ স্থাপন করিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান ও দ্বিতীয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ও রামনাথের সহায়তায় তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের কাজ দ্রুত চলিতেছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দেই তাহার ব্যাকরণের প্রথম তিন অধ্যায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কোলব্রুকের সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম খণ্ড ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরবর্তী অংশ আর প্রকাশিত হয় নাই।

১৮০৪ সনে এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত কোলব্রুক মারফত বন্দোবস্ত করিয়া কেরী বেদ অনুবাদ করিতে স্বীকৃত হন কিন্তু কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখেন, উহাতে এত সময় ব্যয় হয় যে বাইবেল অনুবাদে যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া যায় না। সুতরাং এই প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তায়, কেরী সংস্কৃত হিতোপদেশ প্রকাশ করেন। অমরকোষ অভিধানের সম্পাদনকার্যেও কেরী এই সময় হইতে কোলব্রুককে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই পুস্তক ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাবলিক ডিসপিউটেশনে কেরী গভর্ণর জেনারেল ওয়েলেসলি এবং তদীয় ভ্রাতা প্রসিদ্ধ ডিউক

অব ওয়েলিংটনের উপস্থিতিতে কলেজের ছাত্রদের এবং সর্বাধ্যক্ষ ওয়েলেসলিকে সম্বোধন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহার কিয়দংশ আমি পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা ব্যাকরণ* প্রকাশ করিয়া কেরী চিরদিনের জন্য সমগ্র মারাঠী-ভাষাভাষীদের স্মরণীয় হইয়াছেন।† ১৮০৫ সনেই এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট সার জন আস্টুথারের উৎসাহে এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আর্থিক সাহায্যে (দেড় শত হিসাবে মাসিক তিন শত টাকা) উইলিয়ম কেরী ও জোশুয়া মার্শম্যান ভারতীয় মহাকাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করিতে উদ্যত হন। ১৮০৫ সনে সাংখ্যদর্শন ও রামায়ণ লইয়া অনুবাদের কাজ আরম্ভ হয়। সাংখ্যদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মূল সংস্কৃত রামায়ণের ১ম খণ্ড ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইরূপ—

> "The/ Ramayuna of Valmeeki,/ in the original Sungskrit. With a prose translation,/ And explanatory notes, by William Carey and Joshua Marshman./ Vol. I./ containing the First Book./ Serampore,/1806."

পৃষ্ঠা-সংখ্যা VI+৬৫৬। ইহা গবর্ণর জেনারেল সার জর্জ হিলারো বার্লোকে উৎসর্গীকৃত।

কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়া ১৮০৬ সনের ৩০এ আগস্ট প্রকাশিত হয়। ইহাই বিদেশীদের লেখা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

> "A Grammar/ of the/ Sungskrit Language,/ composed/ from the works of the most esteemed grammarians./ To which are added,/ Examples for the exercise of the student,/ and/ a complete list of the Dhatoos, or

---

*A Grammar of the Mahratta Language. Serampore: 1805.

† "To Dr. Carey, however, belongs the merit of having set the example and of having...first rendered the language attainable by European students."—H. H. Wilson.

উইলিয়ম কেরী

John Clark Marshman

Editor of "The Friend of India" &c.

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

Roots./ By W. Carey./ Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, in the College of Fort William./ Serampore, Printed at the Mission Press./ 1806."

পৃষ্ঠা-সংখ্যা VII (ভূমিকা)+8+906+108 (An Appendix containing a list of the Dhatoos or Roots)+24 +(Index) +9 (Errata)। রিচার্ড মারকুইস ওয়েলেসলিকে উৎসর্গীকৃত।

ভূমিকায় বিশেষ ভাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতির ঋণ স্বীকৃত হইয়াছে।* এই ব্যাকরণের Syntax অংশে শ্রীমদ্‌ভাগবতের এক অধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদ ও বাজসনেয় সংহিতা বা ঈশোপনিষৎ ইংরেজী অনুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। কেরী, মৃত্যুঞ্জয়-রামনাথের সাহায্যে ১৮০৬ সনের পূর্বেই যে বাংলা দেশে উপনিষৎ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মুদ্রণের ব্যবস্থার জন্য কেরী এই সনেই মনোহর বর্মকারকে লইয়া এক সাট ছোট দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করান, এই হরফ খুব সুদৃশ্য হইয়াছিল। এই সনেই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন। ১৮৩৪ সনে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সোসাইটির সদস্য ছিলেন। দীর্ঘকাল উক্ত সোসাইটির 'কমিটি অব পেপার্স'-এর খুব উৎসাহী সভ্যও ছিলেন।

১৮০৭ সনের ৮ই মার্চ তারিখে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় কেরীকে 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' উপাধি প্রদান করেন। ঐ সনের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার পত্নী ডরোথি দীর্ঘ বারো বৎসর কাল উন্মাদরোগগ্রস্ত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সনে ওল্ড টেস্টামেণ্টের চতুর্থ বা শেষ খণ্ড (ইশায়া—মালাখি) প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্রে ভ্রমক্রমে ১৮০৫ সন মুদ্রিত হইয়াছে। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

"ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।— | মূল ইব্রী ও গ্রীক কাষ্যশোধনার্থে | যাহা

"He wishes here also to acknowledge the great assistance he has received...from Mrityoonjuya Vidyalunkaru and Ramunathu Vasuspati, the first and second Pundits in the College of Fort William, who have been always ready to contribute to this work, and to whose zeal and abilities he is happy to bear this testimony."

প্রকাশ করিয়াছেন।— | তাহাই | ধর্ম্ম পুস্তক।। তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারি বর্গ।— | মোশাকরণক ব্যবস্থা।। যিশুবালের বরবরণ।— | গীতাদি।— | ভবিষ্যদ্বাক্য।। তাহার চতুর্থ বর্গ ভবিষ্যদ্বাক্য এই।— | এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জম হইল।— | শ্রীরামপুরে ছাপ হইল।— | ১৮০৫'

কেরীর বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার বহর দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন। মিশনে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান হওয়ার দরুন অপরের কৃতিত্ব তাঁহারা আত্মসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ হইতে যাঁহারা তাঁহার কীর্তিকলাপ অনুধাবন করিবেন তাঁহারা তাঁহার কাজের এই বিরাটত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এই সময়ে তাঁহার দৈনন্দিন কাজের একটি তালিকা এক জন মিশনারির ব্যক্তিগত পত্রে পাই। তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন পৌনে ছয়টায়, তাহার পর বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ ও উপাসনা করিতে সাতটা বাজিয়া যাইত। তাহার পর পরিবারস্থ সকলকে লইয়া বাংলায় উপাসনা করিতেন। প্রাতরাশের পূর্ব পর্যন্ত ফার্সী মুনশীর সাহত ফার্সী পড়িতেন। প্রাতরাশের পর পণ্ডিতকে লইয়া রামায়ণ অনুবাদের কাজ চলিত, তার পর কলেজে গিয়া বেলা দুইটা পর্যন্ত শিক্ষকতা করিতেন। বাড়ি ফিরিয়া সমস্ত দিনের সঞ্চিত বিভিন্ন পুস্তকের প্রুফ দেখিতে হইত, তাহার পরিমাণ বড় কম ছিল না। সান্ধ্য আহার সারিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের সহায়তায় সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ করিতেন। এক অধ্যায় শেষ হইলেই তেলিঙ্গা পণ্ডিতের নিকট পাঠ লইতেন। রাত্রি নটার সময় তিনি একাকী বাংলা অনুবাদে বসিতেন। রাত্রি এগারটার সময় গ্রীক বাইবেল এক অধ্যায় পড়িয়া তিনি শয়ন করিতেন। নিতান্ত অসুস্থ না হইলে তিনি এই ধরনের পরিশ্রম হইতে কখনও বিরত হইতেন না এবং অসুখেও তিনি খুব কম পড়িয়াছেন।

১৮০৮ সনে রামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ড (অযোধ্যা কাণ্ডের প্রথমার্ধ) প্রকাশিত হয়। ৮ই মে তারিখে তিনি মিস শার্লট রুমর (Miss Charlotte Rumohr) নামক এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয়া জার্মান মহিলাকে বিবাহ করেন।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *Asiatick Researches or Transactions of the Society*, দশম খণ্ডের ১-২৬ পৃষ্ঠায় কেরী লিখিত *"Remarks on the state of*

Agriculture, *in the District* of Dinajpur" নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে উত্তর-বঙ্গের ঋতু অনুযায়ী চাষের, উৎপন্ন বিবিধ শস্যের এবং লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রাদির বিষয়ে যে গবেষণালব্ধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর এবং এদেশে সম্পূর্ণ নূতনও বলা চলে। লাঙ্গল, কোদাল, মই, ডোঙা, কাস্তে প্রভৃতি যন্ত্রের সচিত্র পরিচয় এই প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায়। শুধু দিনাজপুর জেলা নয়, ইহাতে সমগ্র বাংলা দেশের তৎকালীন কৃষিকর্মের ইতিহাস আছে।* এই প্রবন্ধের শেষে (কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্ব দেড় শতবর্ষ পূর্বে) কেরী বলিয়াছিলেন--

> "The improvement of livestock, and introduction of dairies, the fencing and manuring of land, the introduction of wheel carriages, and a number of improvements of a similar kind, have not been hinted at, because the present state of society seems to render them to a great degree impracticable Yet the rapid progress to agricultural improvements in **Engaland**, encourages the hope, that a gradual improvement may also be effected in **Hindoostan**."

বাংলা দেশের কৃষি সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র অনুসন্ধিৎসা আছে, এই প্রবন্ধটি তাঁহাদের পড়িতে অনুরোধ করি।

১৮০৯ সনের ১লা জানুয়ারি কেরী কলিকাতার লালবাজার চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৩৪নং বউবাজারে বাসা ভাড়া করিয়া কলিকাতাতে একটি পাকাপাকি রকমের আশ্রম স্থাপন করেন। জুন মাসের ২৪শে তারিখে ওল্ড টেস্টামেণ্টের শেষাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়া বাইবেল সম্পূর্ণ হয়। এই পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

> "ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। | বিশেষতঃ | মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যসাধনার্থ তিনি যাহা প্রকাশ | করিয়াছেন।— | অর্থাৎ | ধর্ম্মপুস্তক। | তাহার প্রথম ভাগ—যাহাতে চারিবর্গ | মোশার ব্যবস্থা।— | য়িশরালের বিবরণ।— | গীতাদি। – | ভবিষ্যদ্বাক্য।— | তাহার দ্বিতীয় বর্গ

"Though these remarks relate chiefly to the district of *Dinajpur*, yet it is obvious that many of them will equally apply to the other parts of *Bengal*."

অর্থাৎ য়িশরালের বিবরণ এই।— | এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল। | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৯ | —"

বাইবেল সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া কেরীর মানসিক উত্তেজনা এত অধিক হয় যে তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়েন। জীবনের একমাত্র কাম্য বহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া অধিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল জ্বরবিকারে আক্রান্ত হন এবং দুই মাস কাল শয্যাশায়ী থাকেন। তাঁহার জীবনের আশা একেবারেই ছিল না। এই সময়ে ডক্টর মার্শম্যান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন। ১৮০৯ সনেই উড়িয়া নিউ টেস্টামেণ্টের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। ১৮০৯ সনের শেষে শ্রীরামপুরের মিশনরিরা বিলাতে মূল সোসাইটির নিকট যে বিবৃতি প্রেরণ করেন তাহাতে সংস্কৃত ভাষায় (মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তায়) নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কৃতিত্বের প্রধান অংশ তাঁহার কেরীকেই দিয়াছেন।

১৮১০ সনে রামায়ণের তৃতীয় খণ্ড (অযোধ্যা কাণ্ডের শেষাংশ) প্রকাশিত হয় এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মারাঠী হেডপণ্ডিত বৈদ্যনাথের সহায়তায় প্রস্তুত কেরীর মারাঠী অভিধানও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা VII+৬৫২।

১৮১১ সনে উড়িয়া ভাষায় নিউটেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কেরীর পঞ্জাবী (শিখ) ব্যাকরণ এবং মার্চ মাসে কেরী-সম্পাদিত 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়। কেরীর বাংলা এবং অন্যান্য ভাষার রচনা লইয়া পণ্ডিত উইলসন প্রভৃতি সমসাময়িক পণ্ডিতেরা যে সকল আলোচনা করিয়াছেন এবং পরবর্তী কালে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহার কোনটিতেই এই পুস্তক সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই। ১৮০১ সন হইতে ১৮৫০ সনের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বা অন্যত্র বাংলা গদ্যে এবং ইংরেজীতে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে (ব্যাকরণ-অভিধান ইত্যাদি) যাহা কিছু ছাপা হইয়াছে, মায় বাইবেল এবং আইনের বহি পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য তাহার প্রায় সকলগুলির একাধিক খণ্ড (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একশত কপি) কলেজ-কর্তৃপক্ষ খরিদ করিয়াছেন এবং কলেজের জন্য মুদ্রিত ও ক্রীত পুস্তকের তালিকা কলেজের প্রোসিডিংসে সময়ে সময়ে বাহির হইয়াছে। রোবাক্ ১৮১৮ সন পর্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে কুত্রাপি কেরী-সঙ্কলিত

'ইতিহাসমালা'র নাম নাই। লংও তাঁহার তালিকায় এই পুস্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীরামপুর মেমরস্-এ (দশটি) মিশন প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতেও 'ইতিহাসমালা' বাদ পড়িয়াছে।* ইহার একটি মাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, ১১ই মার্চের অগ্নিকাণ্ডে 'ইতিহাসমালা'র অধিকাংশ কপি পুড়িয়া যায়, সুতরাং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই পুস্তক পাঠ্যহিসাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

"ইতিহাসমালা। | or | A collection | of | Stories | in | the Bengalee Language. | Collected from various sources | By W Carey, D D. | Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, | in the College of Fort William | Serampore | Printed at the Mission Press 1812 '

পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আখ্যা-পত্র ধরিয়া ৩২০। কোনও ভূমিকা নাই। কবীর প্রত্যেক পুস্তকেই ভূমিকা আছে, এটিতে না থাকাটাও বিস্ময়কর। এই পুস্তকের এক এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে আছে।

দীনেশচন্দ্র সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইংরেজী ইতিহাসে ও সুশীলকুমার দের পুস্তকে 'ইতিহাসমালা' সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ আছে। 'ইতিহাসমালা' বিবিধ বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সমষ্টি, গল্পগুলি বহু বিভিন্ন স্থান হইতে আহৃত, সকলগুলিই অনুবাদ। কেরী সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও সম্পাদক ও সঙ্কলন-কর্তা।

'ইতিহাসমালা'র ভাষ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাষ অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্যরচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত হয়। গল্পগুলির অধিকাংশই ব্যঙ্গপ্রধান, বত্রিশ সিংহাসনের টুকরা টুকরা গল্পের মত। কেরী যদি স্বয়ং এগুলি রচন করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাইবেল অনুবাদের আড়ষ্টতা তিনি ইহাতে বর্জন করিয়াছেন—অবশ্য 'কথোপকথন'এর সরে সাবলীলতা হয় নাই, কিন্তু ভাষা নিতান্ত নীরস নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ইতিহাসমালা' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

---

* গ্রীয়ার্সন তাঁহার *The Early Publications of the Serampore Missionaries* পুস্তকের শেষে এই দশটি মেমরস্-এর একটি সংক্ষিপ্তসার তালিকা করিয়াছেন।

"৪০ চত্বারিংশ কথা

এক রাজার অতি সুন্দরী কন্যা কিন্তু সে হরিণীবদনী জন্মিয়াছিল রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না। এই মতে প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভামধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাত্রি প্রভাতে প্রথমে যাহার মুখ দর্শন করিব তাহার সহিত কন্যাই কন্যার বিবাহ দিব। পর দিন প্রথম একজন মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র একদিন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার হরিণীবদনের বিবরণ কি কন্যা কহিল তবে কহি শুন যদি তুমি ইহার প্রতিকার করিতে পার তবে আমার মনুষ্যের মুখ হইতে পারিবেক শুন আমি জাতিস্মর পূর্ব্ব জন্মে হরিণী ছিলাম চিত্রকূট পর্ব্বতের মধ্যে একটা অতিবড় কূপ আছে তন্মধ্যে যে যে মানস করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে তাহার জন্মান্তরে তাহাই সিদ্ধ হয় অতএব আমি রাজকন্যা হইব এই মানস করিয়া তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমার মস্তকে একটা লতা লাগিয়া মাথা উপরে ছিল সর্ব্বাঙ্গ জল মধ্যে এ কারণ আমার এ দশা। তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জল মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার তবে আমার মস্তক মনুষ্যাকার হয় মন্ত্রিপুত্র তাহা শুনিয়া সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া সেই মাথা ফেলিলে রাজকন্যার মনুষ্যের মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতিতুষ্ট হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া রাজা করিলেন ইতি। "

রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' হইতে মাত্র বার বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার এই উন্নতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা বুঝিতে হইলে পণ্ডিত-মুন্‌শীগণের সমবেত চেষ্টা ও কেরীর বৈজ্ঞানিক নির্দেশের কথা স্মরণ করিতে হইবে। Syntax বা ভাষার অন্বয় বস্তুটা কেরী বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতিও তিনি কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। ফার্সী মিশ্রণের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন এবং 'ইতিহাসমালা'য় সেরূপ ভাষাসঙ্করের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 'ইতিহাস-মালা'র আর একটি ইতিহাস উদ্ধৃত করিতেছি –

"১৩৪ চতুস্ত্রিংশদধিক শততম কথা

সাধু স্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন তথাতে এক সরোবরে কতগুলি লোক বড়িশীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে মৎস্যসকল আহারার্থ আসিয়া আপন আপন প্রাণ দিতেছে ঐ সাধু এইরূপ দেখিয়া নিকটস্থিত এক রাজসভাতে গিয়া কহিলেন অত্য পুষ্করিণীর তটে আশ্চর্য্য দেখিলাম সভাস্থিত ব্যক্তিরা কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নরকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণত্যাগ করিতেছে তখন কোন সভ্য ব্যক্তি কহিল এমত হয় না কেননা দান করিলে উত্তম গতি হয় এবং গ্রহণ করিলে নিরপরাধে প্রাণনাশ হয় না। এই কথা শুনিয়া সাধু কহিলেন যে আহারের আশ দিয়া নিকটে বড়িশ মাংসাদি দান করিলে বিশ্বাসঘাতকের পাপ ভোগ করিতে হয়। অতএব এমন দাতার অবশ্য নরক প্রাপ্তি হইতে পারে এবং ঐ মাংস আহারলোভি যে মৎস্যাদি তাহারও অবশ্য প্রাণনাশ হইতে পারে। এই কথা শুনিয়া সকলে জানিলেন যে দাতারও নরকপ্রাপ্তি সম্ভব বটে এবং গ্রহীতারও এ মৃত্যু সত্য বটে ইতি।—"

ইতিহাসমালা'য় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ গল্পই আছে এবং হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত উৎস ছাড়াও অপেক্ষাকৃত-আধুনিক ধনপতি-খুল্লনা-লহনা, রূপ গোস্বামি-সনাতন গোস্বামি-কথা দেওয়া হইয়াছে, প্রসিদ্ধ চোরচক্রবর্তী এবং আকবরের ব্রাহ্মণমন্ত্রী বীরবরের কথাও বাদ যায় নাই। অনুবাদ কি পরিমাণ প্রাঞ্জল হইতে পারে, 'ইতিহাসমালা'র গল্পগুলি তাহার দৃষ্টান্ত।

'ইতিহাসমালা'র শেষ গল্পের শেষে একটি ছড়-জাতীয় পদ্যাংশ সন্নিবিষ্ট আছে, সেটি এমনই অর্থহীন যে, উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা বাকী রহিল ষোল তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল তবে থাকিল আট দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাঠ তবে থাকিল ছয় প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয় তবে থাকিল দুই তার একটা চাখিয়া দেখিলাম দুই তবে থাকিল এক ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ এখন হইস যদি মানুষের পো তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো আমি যেই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে।"

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এর ১১শ খণ্ডের ১৫৩-৯৬ পৃষ্ঠায় জন ফ্লেমিং এম ডি-লিখিত "A catalogue of India medicinal plants and drugs, with their names in the Hindustani and Sanskrit languages" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই মহামূল্যবান প্রবন্ধটি কেরীর একটি বেনামী রচন। কেরীর মৃত্যুর পর *The Gentleman's Magazine*-এ তাঁহার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার এক স্থলে আছে-

> "Dr. Carey has also left behind him...a catalogue of Indian medicinal plants and drugs in the eleventh volume [of the **Asiatick Researches**], under the name of Dr Fleming"

এই বৎসর শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে সাংঘাতিক দুর্বৎসর। ১১ মার্চ, বুধবার রাত্রিতে (কেরী সেদিন কলিকাতায়) শ্রীরামপুর মিশন ভবনে আগুন লাগিয়া টাইপ, কাগজ, মুদ্রিত পুস্তক প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া মিশনের ৭০,০০০ টাকার অধিক ক্ষতি হয়। সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয় কেরীর, তৎসম্পাদিত বিভিন্ন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়া। পরদিন প্রাতে ডক্টর মার্শম্যানের মুখে এই ভয়াবহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া কেরী মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বড় সাধের সংস্কৃত অভিধান প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা "the parent of nearly all the colloquial dialects of India"*—কেরীর প্রাণাধিক প্রিয় হইয়াছিল এবং তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া এই ভাষা শিখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৭৯৫ সন হইতে মদনাবাটীতে যে কাজ আরম্ভ হয়, দীর্ঘ ১৭ বৎসরের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে যাহা সম্পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল, সেই অভিধানের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। মাত্র পাঁচটি খাতা কোনও রকমে রক্ষা পাইয়াছিল—শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরির বোর্ড-রুমে তাহা কেরীর অসামান্য অধ্যবসায়ের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্তমান আছে। এই সঙ্গে কেরী কর্তৃক প্রস্তুত ত্রয়োদশটি ভারতীয় ভাষার বহুভাষা-শব্দকোষের (polyglot vocabulary) পাণ্ডুলিপিরও অধিকাংশ বিনষ্ট হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে রামায়ণের যে সংস্করণ কেরী-মার্শম্যানের সম্পাদনায় ইতিমধ্যেই তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, এই অগ্নিকাণ্ডে

* সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকা।

তাহার শেষাংশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। কর্ণাট ভাষায় অনূদিত নিউ টেস্টামেণ্ট, সংস্কৃত ওল্ড টেস্টামেণ্ট এবং বাংলা অভিধানের কিয়দংশ এবং তেলিঙ্গা ব্যাকরণের সম্পূর্ণ খসড়াটিও রক্ষা পায় নাই।

এই ভয়াবহ ক্ষতি সামলাইয়া লইতে মিশনের যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ নয় মাস এবং পুরা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর বা শ্রীরামপুর মিশনের কোনও উল্লেখযোগ্য কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার এই সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র চাদা সংগ্রহ করিয়া এবং শ্রীরামপুরের হরফ-কারখানা দিবারাত্রি চালাইয়া ছাপার কাজ নূতন করিয়া আরম্ভ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহাদের কায পুনরায় সুরু হয়।

১৮১৪ সনে কেরীর তেলিঙ্গ ব্যাকরণ এবং উড়িষ্য ভাষায় ওল্ড টেস্টামেণ্টের পেণ্টাটিউক ও গীতা শ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এইখানে তাঁহার আর একটি কীর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টর রক্সবার্গ সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হইয়া ১৮১৪ সনে যখন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন, কেরী তখন তাঁহার নিজের ছাপাখানায় রক্সবার্গের সুবিখ্যাত *Hortus Bengalensis, or a Catalogue of the Plants of the Honourable East India Company's Garden in Calcutta* নামক পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের কেরী লিখিত বারো পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাকে জর্জ স্মিথ 'his most characteristic writing on a scientific subject" বলিয়াছেন। ১৮১৪ সনের শেষে সংশোধিত ভাষায় নিউ টেস্টামেণ্ট অনুবাদ সুরু হয়।

উড়িষ্যা ভাষায় ওল্ড টেস্টামেণ্ট সম্পূর্ণ হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে অবশ্য আরও চারি বৎসর (১৮১৯ খ্রীঃ) সময় লাগে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী-অনূদিত পঞ্জাবী নিউ টেস্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। কেরীর যুগান্তকারী বাংলা-ইংরাজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ এই বৎসর প্রকাশিত হয়। কিন্তু গোড়ার দিকে বড় হরফে ছাপাতে এই অভিধান এমন অতিকায় আকার ধারণ করে যে, কেরী অভিধানের বাকি অংশ সেই বড় হরফে ছাপা বন্ধ করিয়া বিশেষভাবে অভিধানের জন্য প্রস্তুত ছোট হরফে আবার গোড়া হইতে ছাপিতে সুরু

করেন, * ফলে কেরীর বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮১১ সনের ১০ই ডিসেম্বর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই—

> "I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to page 256, quarto, and am not near through the first letter. That letter, however, begins with more words than any two others."

কেরীর মৃত্যুর পরেই 'এশিয়াটিক জর্নালে' এই অভিধান-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল—

> "It was the opinion of his son, the late Felix Carey [d. in 1822], at the earliest stage of this work, as he told us at Serampore, that the first letter of the alphabet, forming the Sanscrit and Greek privative prefix, had been injudiciously multiplied by examples, the positive forms of which were to be found in the subsequent pages. The Doctor, however, acted from the best motive, - an anxiety to supply his pupils with a ready resolution of primary difficulties."

প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণের অভিধান আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, কোনও পুরাতন ক্যাটালগেও এই সংস্করণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেরীর অভিধানের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৭ই এপ্রিল) এবং দ্বিতীয় খণ্ড দুই ভাগে সম্পূর্ণ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে (৭ই জুন) প্রকাশিত হয়। যথাকালে এই অভিধান সম্পর্কে আলোচনা করিব।

১৮১৬ সনে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনাই ঘটে নাই।

১৮১৭ সনে মূল সোসাইটির সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনরিদের ঘোরতর

* "The first volume was printed in 1815; but the typographical form adopted being found likely to extend the work to an inconvenient size, it was subsequently reprinted..."—H. H. Wilson.

মনোমালিন্য শুরু হয়, দীর্ঘ এগার বৎসর ধরিয়া ভিতরে ভিতরে বিবাদ চলিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর-পাদরি-সম্প্রদায় মূল সমিতির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ব্যক্তিগত ভাবে চাকুরি করিয়া মিশনরিদের অর্জিত অর্থ এবং সেই অর্থে ক্রীত জমি আসবাবাদি একান্ত ভাবে মিশনের সম্পত্তি কি না, ইহাই ছিল বিবাদের বিষয়। পরে এই প্রসঙ্গে কুৎসিৎ কাদা-ছোঁড়াছুঁড়িও চলিয়াছিল।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাট ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির পক্ষে ১৮১৭ সনে আর দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১লা জুলাই তারিখে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও ঐ বৎসরই হিন্দু কলেজের পত্তন হয়। কেরী গোড়া হইতেই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন।

উইলিয়ম কেরীর শেষ জীবন ও চরিত্র

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য, এক হিসাবে এই বৎসরকে যুগ পরিবর্তনের বৎসর বলা চলে। যে ভাষা এত দিন অনুবাদ-গ্রন্থ, বিচার গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকের অস্বাভাবিক আশ্রয়ে খোঁড়াইয়া চলিতেছিল, সাময়িক-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষাকেই যেন মুক্তি দিল, খোঁড়া পায়ে দৌড় করান হইল। অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যেই পঙ্গু কি ভাবে গিরিলঙ্ঘন করিল, সে ইতিহাসই আমি লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সর্ববিধ উন্নতিকল্পে চারিটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। তিনটি বাংলা ভাষায় ও একটি ইংরেজী ভাষায়। মাসিক 'দিগ্দর্শন', সাপ্তাহিক সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' এবং মাসিক '*The Friend of India* – এই চারিটি পত্রই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়। 'দিগ্দর্শন' বয়সে বড় হইলেও তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। বাঙালী-সম্পাদিত ও পরিচালিত প্রথম সাময়িকপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'ও নাম-স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত। 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' দীর্ঘকাল প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া বাংলা দেশে বর্তমান ছিল ও আছে। সমাচার দর্পণের সহিত বাংলা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্কলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"য় তাহা চিরস্থায়ী করিয়াছেন।

উইলিয়ম কেরীর জীবনের সহিত শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত

'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণে'র পরোক্ষ যোগ আছে। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশে প্রথমে আপত্তি জানাইলেও পরে নানা উপাদান সরবরাহ করিয়া কেরী ইহার পুষ্টিসাধনে যত্ন করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাটিতে তাঁহার জীবনের অনেক কীর্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে।*

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কেরীর অন্যতম কীর্তি। ইহার পরিচালনায় জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁহার সহযোগী ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন যুবক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। ১৮১৮ সনের মে মাস হইতে ইহার প্রকাশ আরব্ধ হয়। ইংরেজী পত্রিকা হইলেও কেরী-প্রসঙ্গে এই 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র যৎসামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮১৮ সনের ৩০ এপ্রিল কেরী প্রমুখ পরিচালক-সঙ্ঘ ইহার যে "প্রসপেক্টস্" বা অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

> "...Drawn from their native land wholly by the hope of thus promoting the welfare of India, one of them has spent nearly the fourth of a century, and others a period of time fast approaching thereto, in studying its languages, and making themselves acquainted with the habits and ideas of its inhabitants, with the view of effectually promoting their highest interests and to this important object they are desirous of devoting the remainder of their days...With this view therefore they propose to meet the wishes of those who encourage the work, by including in their small monthly publication, every thing communicated to them either of a religious or literary nature which has any bearing on the future happiness of India...In the important work of illuminating India, they cannot be insensible to the value of *Literature* Without some idea of their literature, how can we become acquainted with the ideas and modes of expression

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' দ্রষ্টব্য।

common to those whose good we seek? Whatever information may be communicated therefore respecting the Languages of Eastern Asia, or the Characters by which they are expressed, will be gratefully received. Books published in India too, which in any degree bear on its welfare, will be deemed fit subjects for notice."

এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায়, বিশেষ করিয়া ১৮২০ সন হইতে প্রকাশিত ইহার ত্রৈমাসিক সংস্করণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইতে দেখি। পরিচালকত্রয়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কেরীর জ্ঞানই অধিক ছিল; সুতরাং ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র এই বিভাগের কৃতিত্ব কেরীর উপরেই আরোপ করিলে দোষ হইবে না। হালহেড, উইলকিন্স, পঞ্চানন কর্মকার, ফরষ্টার প্রভৃতি সম্বন্ধে আদিমতম আলোচনা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই জোশুয়া মার্শম্যান ও তাঁহার পত্নী হান্না মার্শম্যানের বিশেষ চেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়; মদনা-বাটীতে ও খিদিরপুরে অবস্থানকালে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের যে স্বপ্ন কেরী দেখিয়াছিলেন, এত দিনে যেন তাহা বাস্তবে পরিণত হইল।

জন মার্ডকের মতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরী-কৃত বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু কেরীর জীবনে এই সনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তাঁহার প্রায় শতাব্দীপাদের সাধনার ফল, তাঁহার বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। বৃহৎ অক্ষরে এই অভিধানের কিয়দংশ মুদ্রণ ও প্রকাশ করিতে গিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সে কাজ কি ভাবে পরিত্যক্ত হয়, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অভিধানের জন্য বিশেষভাবে ছোট হরফ প্রস্তুত করাইয়া কেরী তখন হইতেই অভিধান পুনর্মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল সমস্ত স্বরবর্ণ লইয়া প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে এইটিই কেরীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর মুদ্রণের কাজ যথারীতি চলিতে থাকে এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ দুইভাগে প্রকাশিত হইয়া

অভিধান সম্পূর্ণ হয়। আখ্যাপত্রটি (১ম খণ্ডের ; ২য় খণ্ডের আখ্যা-পত্রও অনুরূপ) এইরূপ—

> A/ Dictionary/ Of The/ Bengalee Language,/ In Which/ The Words/ Are Traced To Their origin,/ And/ *Their Various Meanings Given.*/ Vol. I./ By W. Carey, D. D. *Professor Of the Sungskrita, And Bengalee Languages, In the / College Of Fort William.*/ Second Edition, With Corrections and Additions./ Serampore :/ Printed At The Mission Press,/ 1818./

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে অভিধান মুদ্রণ যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন অবিক্রীত প্রথম খণ্ড-গুলিরও আখ্যা-পত্রের তারিখ বদল করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ করা হয়। এই কারণে একই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে ১৮১৮ এবং ১৮২৫ দুই তারিখই মুদ্রিত দেখা যায়। প্রথম খণ্ড ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

এই পুস্তকের আকার ডিমাই কোয়ার্টো, দুই কলমে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা মোট ৬১৬, তন্মধ্যে ভূমিকা ৫ পৃষ্ঠা এবং সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ৩৫ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা (দুই ভাগে ১-৭৯০ + ৭৯১-১৫৪৪) মোট ১৫৪৪ ; গোড়াতে প্রথম খণ্ডের ভূমিকাও যোজিত আছে।

কেরীর অভিধানে গুণ বা ধাতুর তালিকা হিসাবের মধ্যে ধরিলে প্রায় পঁচাশী হাজার শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানের ভূমিকায় কেরী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলা ভাষাকে উর্দু-কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর পূর্বে তিনি যে ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিলে আজিকার দিনে 'হিন্দুস্থানীবিরোধী' সম্প্রদায় আনন্দিত হইবেন। আমরা ভূমিকাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই পুস্তকের "সংস্কৃতিকরণ" অধ্যায় পাঠকদিগকে স্মরণ করিতে বলি। কেরী বলিতেছেন (শ্রীরামপুর, ১৭ এপ্রিল, ১৮১৮)—

> "The Bengalee language, of which the following is a Dictionary, is almost entirely derived from the Sungskrita : considerable, more than three-fourths of the words are pure Sungskrita, and those composing the greatest part of the remainder are so little

corrupted, that their origin may be traced without difficulty. Words of Arabic or Persian origin bear a small proportion to the whole , and most of those, the origin of which appears doubtful, may be generally traced to a Sungskrita or an Arabic origin. A few Portuguese words, and a few English ones often so distorted as scarcely to be recognized, and are now incorporated therewith, and may be admitted as forming a part of it.

Till of late, the Bengalee language was almost wholly neglected by Europeans, under the idea of its being a mere jargon, only used by the lower orders of people. Most of the Vernacular languages of India still lie under the same neglect, from a supposition that the Hindoosthanee [Ordoo] is the language universally prevailing,...

However polished and elegant the Ordoo dialect may be, it can scarcely be called the language of any country and is very imperfectly understood even in Hindoosthan proper, beyond a certain class of society; while, the Bengalee, and the other languages of India are current through large tracts of country, and are spoken and understood by the whole body of the inhabitants. These languages, though all derived from Sungskrita, differ from each other as much as most European languages which have a common origin.

The mistaken idea, that the Moosulman dialect of the Hindoosthanee was the most prevalent language in India, was probably the cause that formerly induced the greater number of those Europeans who came thither, to study it in preference to all others...

This imperfect knowledge of the Ordoo dialect being deemed sufficient for all ordinary purposes, the great body of Europeans were thereby led to despise the Vernacular languages of the country, and in consequence remain ignorant of them.

Since the institution of the College of Fort William, this prejudice has been gradually giving way. The Bengalee language has become an object of study, a good number of the Civil Servants of the Honourable Company, and many other persons resident in India, have made it the object of their attention, and not a few may be ranked among the number of good Bengalee Scholars.

The number of books yet published in the language is very small, and they are mostly translations from the Sungskrita , no work has yet been published upon any one science, nor a treatise upon any particular subject When literature and science become objects of pursuit in Bengal, and works on various subjects are published, many of these terms, which are now only known to the learned, will become more common, and perhaps the language will be enriched by many words borrowed from other tongues.

The want of a Dictionary of the Bengalee language has been long felt, especially by the students in the College of Fort William . He [Carey has endeavoured to introduce every simple word used in the language, and all the compound terms which are in common use, or which are to be found in Bengalee works whether published or unpublished. He has availed himself of every advantage which the

labours of others could afford him, particulary those of Dr. Gilchrist, Dr. Hunter, and Mr. Forster,…"

কেরীর অভিধান সম্পর্কে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসন যে মন্তব্য করিয়াছেন (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ), তাহা হইতেই ইহার বিশেষত্ব ধরা পড়ে। পরবর্তী কালে এ বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা উইলসনের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। উইলসন বলিয়াছেন—

"Besides the meanings of the words, their derivation is given wherever ascertainable. This is almost always the case, as the great mass of the words are Sanskrit… he endeavoured to introduce into the dictionary every simple word used in the language, and all the compound terms which are commonly current, or which are to be found in Bengali works, whether published or unpublished. It may be thought indeed that in the latter respect he has been more scrupulous than was absolutely necessary, and has inserted compounds which might have been dispensed with, their analysis being obvious, and their elements being explained in their appropriate places. The dictionary also includes many derivative terms, and private, attributive, and abstract nouns, which, though of legitimate construction, may rarely occur in composition, and are of palpable signification…it evinces his careful research, his conscientious exactitude, and his unwearied industry. The English equivalents of the Bengali words are well chosen, and of unquestionable accuracy. Local terms are rendered with the correctness which Dr. Carey's knowledge of the manners of the natives, and his long domestication amongst them, enabled him to attain; and his scientific acquirements and conversancy with the subjects of

natural history qualified him to employ, and not unfrequently to devise, characteristic denominations for the products of the animal or vegetable world peculiar to the East···the dictionary of Dr. Carey must ever be regarded as a strndard authority."

কেরীর মৃত্যুর পরে *The Gentleman's Magazine*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই, কেরীর অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২৭-৩০ সনের মধ্যে বাহির হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই উক্তি ভুল। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর অভিধানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন; মার্শম্যানের অভিধানের এইটি প্রথম খণ্ড (অক্টেভো, ৫৩১ পৃষ্ঠা), দ্বিতীয় খণ্ড ইংরেজী হইতে বাংলা, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর বাহির হয় (অক্টেভো, ৪৪০ পৃষ্ঠা)। এইগুলিব আরও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল। পরবর্তীকালে একাধিক প্রকাশক কেরীর অভিধানকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোহনপ্রসাদ ঠাকুব, রামকমল সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, মর্টন, মেণ্ডিস, হটন প্রভৃতি অভিধান-কারেরাও কেরীর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। লণ্ডের ১৮৫৯ সনের *Return*-এ কেরীর অভিধানের মূল্য এক শত টাকা ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরী নিউ টেষ্টামেণ্টের অসমীয়া সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রক্সবার্গের *Flora Indica* দুই খণ্ড তাঁহাব সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে; ঐ সনেই তিনি ভারতবর্ষে কৃষি ("On the Agriculture of India") বিষয়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করেন; 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র কোয়ার্টারলি সিরিজেব প্রথম খণ্ডে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত আছে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কেরী তৃতীয় বার বিবাহ করেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটির সভ্য হন; এই সনের শেষভাগে তাঁহার প্রথম পুত্র এবং বাংলা সাহিত্যের সেবায় অক্লান্ত কর্মী ফেলিক্স কেরীর মৃত্যু হয়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর তারিখে রাত্রে নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ঘাটে নামিবার সময় কেরীর পা ভাঙিয়া যায়, ফলে তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়েন, তাঁহার বাঁচিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না,

ছয় মাস শয্যাশায়ী থাকিয়া তিনি আরোগ্যলাভ করেন। এই বৎসরই তিনি লণ্ডন জিওলজিক্যাল সোসাইটি, রয়াল এগ্রিকালচারাল সোসাইটি প্রভৃতির সভ্য হন এবং ভারতবর্ষে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন করেন।

১৮২৪ সনে তিনি উক্ত সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং এই সনেই মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে গবর্মেণ্টের বাংলা অনুবাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন, ১৮২২ সনের বাজেয়াপ্তি আইন তাঁহারই অনুবাদ।

১৮২৬ সনে তাঁহার সহায়তায় Gotthelf Schrœter-রচিত ভুটান অভিধান প্রকাশিত হয়।

১৮২৯ সনে তিনি সতীদাহ-নিবারক আইন অনুবাদ করেন।

১৮৩০ সনের জুলাই মাস হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার বেতন পাঁচ শত টাকা কমিয়া যায় এবং গবর্মেণ্টের অনুবাদকের পদটি উঠিয়া যাওয়াতে তাহাকে আয়ের দিক দিয়া বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়। ১৮৩১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক-পদ হইতেও তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে পেন্সন পাইতে থাকেন। ১৮৩৪ সনের ৯ই জুন তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক উইলিয়ম কেরীর সংক্ষিপ্ত কীর্তি ইহাই। অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার গুণে তিনি একাকী যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীতে ক্বচিৎ মিলে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউষ্টেস কেরী তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিতে বসিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাও উদ্ধৃত করিয়া কেরী-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

> "In Dr. Carey's mind, and in the habits of his life, there is nothing of the marvellous to describe. There was no great and original transcendency of intellect; no enthusiasm and impetuosity of feeling; there was nothing in his mental character to dazzle or even to surprise. Whatever of usefulness and of conseqent reputation he attained to it, was the result of an unreserved and patient devotion of a plain intelligence and a single heart to some great, yet well defined, and withal practicable objects···He had no genius, no imagination. He had nothing of the sentimental,

the tasteful, the speculative, or the curious, in his constitution."

তিনি স্বয়ং একবার ইউস্টেসকে বলিয়াছিলেন—

"Eustace, if, after my removal, any one should think it worth his while to write my life, I will give you a criterion by which you may judge of its correctness. If he gives me credit for being a plodder, he will describe me justly Anything beyond this will be too much. I can plod I can persevere in any definite pursuit To this I owe everything"

উইলিয়ম কেরী ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-গদ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর কর্মময় দীর্ঘ জীবনের কাহিনী যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া আমি সর্বশেষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। বস্তুত আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই অংশটুকুই প্রয়োজনীয়—আসল মানুষটিকে বাদ দিয়া তাঁহার কীর্তিকথামাত্র প্রচার করিতে বসিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; কিন্তু একটি মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিলে কোনও খণ্ড বিষয়েও তাঁহার কৃতিত্বের পরিমাপ করা সহজ হয়, গোটা মানুষটি সম্বন্ধে পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জাগ্রত করিতে পারিলে তৎসংক্রান্ত বিষয়টিও অনাগত ভবিষ্যতে একটি জাগ্রত মহিমা লাভ করে, ব্যক্তির অন্তরঙ্গতা বিষয়ের অন্তরঙ্গতায় পর্যবসিত হয়। কেরীর জীবন-কথা যিনি ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সহিত অনুধাবন করিয়াছেন, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তিনি আর তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না, সাহিত্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া সাহিত্যিকের জীবনী আলোচনা এই কারণেই এত মূল্যবান। বিশেষ করিয়া কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন ভবানীচরণ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচাঁদ, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি বিরাট অথচ অধুনা-বিস্মৃত সাহিত্য-সেবকদের কীর্তি আজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুধ্যান না করিলে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কীর্তির সম্যক পরিচয় লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।

কেহ কেহ কেরীর সহিত বাংলা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সম্পর্ককে কাকতালীয় ঘটনার পর্যায়ে ফেলিয়া তাঁহার কৃতিত্ব লাঘব করিতে চাহিয়াছেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মপ্রচাররূপ মূল লক্ষ্যে পৌঁছিতে অনিবার্যভাবে বাংলা ভাষার যে সমৃদ্ধি ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য কেরীকে ষোল আনা পূজা দিতে তাঁহারা নারাজ। কেহ কেহ উৎসাহদাতা ও সঙ্কলয়িতা মাত্র হিসাবে তাঁহার সর্বাঙ্গীন গৌরব কীর্তনে কার্পণ্য করিয়াছেন, কেহ কেহ আবার ব্যাকরণ-অভিধানকার মাত্র জ্ঞানে তাঁহাকে শিল্পীর পর্যায়ে স্থান দেন নাই, মজুরের কোঠায় ফেলিয়া মজুরের প্রাপ্য সম্মানটুকু মাত্র তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আজ আমরা বুঝিতেছি, ইহার কোনও একটিতেই কেরীর পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে তিনি সব মিলিয়া এক জন মাত্র উইলিয়ম কেরী, কোনও অপ্রিয় তুলনার দ্বারা অথবা বৈদেশিকত্বের কারণ দর্শাইয়া আজ তাঁহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা চলে না।

বাংলা দেশে কেরীর অপর সকল কীর্তিও যদি কোনও দিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বাংলা-সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিলে তিনি স্বমহিমায় চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম প্রভূত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। এক দিক হইতে আরবী, ফার্সি ও অন্য দিক হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য রকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; অন্য প্রাদেশিক বা প্রচলিত ভাষার প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতানুসারিণী বাংলাকেই তিনি ভারতীয় প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার মৌখিক প্রচারমাত্র নয়, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে দীর্ঘ জীবনের সাধনার দ্বারা মুখের উক্তিকে প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন—একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্ববিধ ভাব প্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক, ব্যবহারিক, দৈনন্দিন সকলবিধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে বাংলা ভাষাই যথেষ্ট, মাতৃ সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষার উপর নির্ভর না করিলেও তাহার চলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদেশিক কেরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাঙালী প্রধানদের তাহা সম্যক প্রণিধান করিতে আরও শতাব্দীকাল সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু কেরীর সেদিনকার চিন্তা ও ভাবনার ফসল আমরাই পাইয়াছি এবং পাইয়া লাভবান হইয়াছি।

কেরীর এই ভাবনার সাক্ষ্যস্বরূপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলকে লিখিত তাঁহার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র আমরা পাইয়াছি। কলেজের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ, কর্তৃপক্ষ এই অজুহাতে কলেজের বাংলা-বিভাগ উঠাইয়া দিবার আয়োজন করিতেছিলেন, এই ব্যবস্থায় বৃদ্ধ কেরী মর্মে আঘাত পাইয়া লিখিয়াছেন—

"To the Council of the College of Fort William.

GENTLEMEN,

In reply to a letter from the Secretary to the College Council, under date of the 8th instant, calling upon me to state how far it may be necessary to maitain the Native Bengali Establishment in the Collge, which under existing circumstances appears 'to be excessive, I beg leave to observe that the Establishment for the Bengalee and Sanskrit languages consists of

A First Pundit	at 200 Rs, per month	
A Second Pundit	at 100 Rs.	"
A Writing Master	at 60 Rs.	"
A Pundit	at 60 Rs.	"
Four Pundits	at 40 Rs. each	Rs. 160

making a total of Sa. Rs. 580 per month.

Convinced as I am that the Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India, and in point of real utility yields to none, I can never persuade myself to advise a step which would place it in a degraded point of view in the College. While therefore a first and second pundit are retained in the Persian and Hindoostanee Departments I must consider them as equally necessary in this.

··It is to be hoped that the present unprecedented

and unmerited neglect of the Sanskrit and Bengalee languages will not continue……

13 August 1822 W. Carey*

কেরী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না, তাহা আজ বিচার করিতে বসিলে হয়ত বিচারে ভুল হইবে, কিন্তু তিনি যে সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচালনাতেই যে যুদ্ধে জয় হইয়াছে, এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই গোষ্ঠীপতি উইলিয়ম কেরীই বাংলা-সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। এ কথাও আমাদের চিরদিনই মনে রাখিতে হইবে যে—

"To Carey belongs the credit of having raised the language from its debased condition of an unsettled dialect to the character of a regular and permanent form of speech, capable, as in the past, of becoming the refined and comprehensive vehicle of a great literature in the future.†

ভবিষ্যতের এই উত্তরাধিকার গৌরব অর্জন করিয়াছি, সুতরাং কেরীকে স্বীকার করার মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষকে স্মরণের পুণ্য আছে।

সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রামকমল সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কেরীর দান প্রসঙ্গে যে প্রশস্তি করিয়াছেন আমরা পূর্বে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, কেরীর সমসাময়িক প্রাচ্যসাহিত্যবিশারদ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিলাম—

When Mr. Carey commenced his lectures, there were scarcely any but *viva voce* means of communicating instruction. There were no printed books. Manuscripts were rare; and the style or tendency of the few that were procurable, precluded their employment as class-books. It was necessary, therefore, to prepare works that should be available for this purpose; and

* Proceedings of the College of Fort William.—*Home Miscellaneous No. 567*. pp. 65-66.

† S. K. De : *Bengali Literature*, p. 156.

so assiduously and zealously did Dr. Carey apply himself to this object, that either by his own exertions or those of others, which he instigated and superintended, he left not only the students of the language well provided with elementary books, but supplied standard compositions to the natives of Bengal, and laid the foundation of a cultivated tongue and flourishing literature throughout the country.*

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলিই বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে প্রথম কয়েক ধাপরূপে আজিও গণ্য হইতেছে, সেগুলি এবং সেগুলির রচয়িতাগণের ইতিহাসই সেই কারণে বিশেষভাবে আমাদের আলোচ্য। এই আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য রাখিয়া আমি বর্তমান অধ্যায়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয় যে কলেজ-বৎসর (collge-year) দুই মাস কাল স্থায়ী চারটি "টার্মে" বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক টার্মের শেষে এক মাস করিয়া ছুটি দেওয়া হইবে। বৎসরে দুইবার করিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা হইবে এবং সর্বাধ্যক্ষ (গবর্ণর-জেনারেল) ও গবর্ণরদের উপস্থিতিতে প্রোভোস্ট মহোদয় প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার ও অন্যান্য সম্মানীয় "ইনাম" বিতরণ করিবেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ টার্মের শেষে পরীক্ষার দিন নির্ধারিত হইবে ও প্রত্যেক বৎসর ৮ মে তারিখে পুরস্কার ঘোষণা করা হইলে পরবর্তী বৎসরের ৬ ফেব্রুয়ারি সেগুলি বিতরিত হইবে।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে সবাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যাহা করা হইল তাহা কলেজ-কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত দিবসে প্রাচ্যভাষায় অনুষ্ঠিত "ডিসপিউটেশন" ও "ডিক্লামেশন"গুলি। প্রত্যেক টার্মের মধ্যে প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরেজী ভাষায় একটি প্রবন্ধ বা "ডিক্ল্যামেশন" রচনা করিতে হইত। ইহা ছাড়া, কলেজ-কাউন্সিল কাহাকেও কাহাকেও প্রাচ্যভাষায়

* *Memoir of William Carey, D. D.* (1836), p. 596.

"ডিক্ল্যামেশন" রচনার আদেশ দিতেন—প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও কাউন্সিল স্থির করিয়া দিতেন। যে-সকল প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত হইত "ডিসপিউটেশন"রূপে সেগুলি সাধারণ সভায় পঠিত হইত। ১৮০২ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে স্থির হয় যে প্রত্যেক টার্মের শ্রেষ্ঠ তিনটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে এবং পাবলিক ডিসপিউটেশন্সে প্রাচ্যভাষায় পঠিত প্রবন্ধগুলিও (thesis) সেই সেই ভাষাতেই মুদ্রিত হইবে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত পাবলিক-ডিসপিউটেশন্সে মাননীয় অস্থায়ী পরিদর্শক (Visitor) বার্লো সাহেব এবং সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্যগণের উপস্থিতিতে ছাত্রদের রচিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়, কলেজের প্রোভোস্ট, ভাইস-প্রোভোস্ট, অধ্যাপক ও কর্মচারিবৃন্দও সকলে উপস্থিত ছিলেন। বাংলার বিষয় ছিল -"The Asiaticks are capable of as high a degree of Civilization, as the Europeans."

Defended by (বিচারক) ডব্লু. বি. মার্টিন W. B. Martin

Chief Opponent (প্রধান নিষেধক) ডব্লু. বি. বেলী W. B. Bayley

Second Opponent (দ্বিতীয় নিষেধক) এইচ. হজসন H. Hodgson

Moderator (বিচারক) ডব্লু. সি. ব্ল্যাকিয়ার W. C. Blaquiere

এই ডিসপিউটেশন্সে প্রথম টার্মের দ্বিতীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বেলীকে একটি পদক ও নগদ ১৫০০ টাকা ও মার্টিনকে একটি পদক ও নগদ ১০০০ টাকা পুরস্কৃত করা হয়।

বেলী নিষেধকরূপে উক্ত সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পাওয়া যায় না, মার্টিনের থিসিসটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম বৎসরের বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ আজও বর্তমান আছে। বৈদেশিক সিবিলিয়ান ছাত্রদের বাংলায় পারদর্শিতা ও রচনার নমুনা হিসাবে যে তিনটি মাত্র রচনা আমরা পাইয়াছি, মার্টিনের থিসিসটি তাহার অন্যতম ও আদিতম। এই রচনাটি অন্ততঃ অংশতঃ বাংলা-গদ্যের ইতিহাসের সহিত যুক্ত রাখা সমীচীন বিবেচনা করিলাম।

"আসায়ীয়েরা ইয়ুরোপীয়েরদের মতনীতিজ্ঞ হইতে পারিবে।

অনেক লোকের অনুমান যে আসীয়ীয়েদের বুদ্ধি ইয়ুরোপীয়েরদের বুদ্ধির মত নহে তন্নিমিত্ত তাহারা ইহারদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে না এ দুই

এক বাক্য হইতে উৎপন্ন। যে তাহারদের দেশে গ্রীষ্মশীত কি আর কোন গুণ আছে যাহাতে মনের ক্ষমতা এবং বুদ্ধি হ্রাস হয় কিম্বা তাহারদের এই স্বভাব যে মনের পরাক্রম অতিক্ষুদ্র কি সৃষ্টি কর্ত্তৃকরণক এই মত জন্মিয়াছে যে সে উত্তম সুখ ও ভোগ যাহা বুদ্ধিতে প্রাপ্ত হয় তাহার অযোগ্য। এ দুই বাক্যের মধ্যে এক বাক্যের মিথ্যাত্ব এবং অন্যের অপ্রকৃতত্ব প্রকাশ করিতে যত্ন করি।

যাঁহারা একথা কহেন তাঁহারা অন্য কথার মধ্যে বলিয়াছেন যে গ্রীষ্মশীতের এমত স্বভাব যে তাহাতে মনের যোগ্যত্ব হ্রাস হয় এবং সে কারণ অন্তঃকরণের রাগও হ্রাস হয়।

ইহার সত্যমিথ্যা বোধার্থে প্রথমে আমারদের বিচার করিতে হবে মনে অনুভব কিমত হয়। তাহার পর সে অনুভব গ্রীষ্মশীত করণক ন্যূনাধিক হয় কি না।

যে এক মহাপুরুষ জগতের কর্ত্তা আছেন সে সহজ অনুভব। কিন্তু অন্য যত অনুভব প্রত্যক্ষের দ্বারা। যে মতে অনুভবের বাহুল্য হয় এবং স্থায়ি তাতে থাকে এবং যুক্ত হয় সেই মত আমারদের জ্ঞান এবং বুদ্ধি এবং বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়। যদি গ্রীষ্মশীতের সে পরাক্রম যাহা অনেক লোকে বলে তবে অবশ্য যে ইন্দ্রিয় করণক বাহ্য বস্তুর সন্নিকর্ষ হয় এবং যাহার দ্বারায় মনের প্রত্যক্ষপথে হয় সে ইন্দ্রিয়ের গ্রীষ্মশীতেতে হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিম্বা যে সামর্থ্যে অনুভূতের স্মৃতি এবং একত্র করণ হয় সে সামর্থ্যের নাশ হয়। কিন্তু আমরা কি বুঝিতে পারি যে গ্রীষ্মশীতের স্বভাবে কোন গুণ আছে যাহাতে এমত ফল হয়? আমরা কি আস্থা করিতে পারি যে কেবল গ্রীষ্মশীতের স্বভাবে ইন্দ্রিয় ও স্মৃতিও একত্র করণের ক্ষমতা নষ্ট হয়? এক জ্ঞানবান বচনা কর্ত্তা বলেন 'মানুষের গঠনানুসারি যাহাতে অক্ষম হয় তদ্ব্যতিরেক প্রতী প্রাধান্যত এবং শ্রেষ্ঠত্ব যাহা মানুষের পাইতে পারে তাহা পাওনের সামর্থ্য আছে।'

উপাখ্যানে প্রচুর প্রমাণ আছে যে বুদ্ধির আগমন পূর্ব্বদিক হইতে হইয়াছে এবং যে শিল্প বিদ্যা এবং আর আর জ্ঞানের উদয় এবং শিক্ষা ছিল এদেশে মিছর এবং ফিনিকিয়ার মধ্যে প্রকাশ হওনের বহুকাল পূর্ব্বে। এক বুদ্ধিমান রচক বলে যে পূর্ব্ব কালে গ্রিক দেশের মধ্যে এক বর্ণ ছিল তাহার নাম পেলাস্‌গি যাহারা উপদিষ্ট হইল পূর্ব্ব দেশ হইতে বিশেষত আসীয়া হইতে। এবং বুদ্ধি এ স্থানে প্রফুল্লা হইয়াছিল সে স্থানে প্রচার হওনের অনেককাল পূর্ব্বে।... ...

যাহারা হিন্দু লোকেরদের গ্রন্থ পড়িয়াছে তাহারা হিন্দু লোকেরদের যেরূপ ব্যাখ্যা করে তাহা গ্রন্থ হইতে অধিক। তত্রাপি 'তাহারা নিতান্ত উৎপন্নমতি এবং বুদ্ধিমান'। তাহারদের কবিতার অত্যন্ত অসম্ভব কথা কিন্তু অলঙ্কারাদি রচনা ভালও সে লাটিন কবেক কাব্যের তুল্য মানিতে হইবে যাহা আমরা এত ব্যাখ্যা করি। . "

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ তারিখে প্রাচ্যভাষাসমূহের দ্বিতীয় সাধারণ তর্কসভার অনুষ্ঠান হয়, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিদর্শক মার্কুইস অফ ওয়েলেসলি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, নূতন গবর্মেণ্ট হাউসে বেলা ৯টায় সকলে সমবেত হন। কলেজের সকল ছাত্র অধ্যাপক ও কর্মচারীরা ছাড়াও তখনকার দিনের প্রধান বিচারপতি প্রমুখ কোম্পানির সকল উর্ধ্বতন কর্মচারীরাও সেখানে ছিলেন। এবারে বাংলা তর্কের বিষয় ছিল

"The distribution of Hindoos into Castes, retards their progress in improvement."

বিবাদক	জে. হাণ্টার
প্রধান নিষেধক	ডব্লু. বি. মার্টিন
দ্বিতীয় নিষেধক	ডব্লু. মর্টন
বিচারক	ডব্লু. সি. ব্ল্যাকিয়ার

মাত্র জে. হাণ্টারের বক্তৃতাটি কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বাংলা ভাষা শিক্ষা ছাত্রদের প্রগতি বুঝাইবার জন্য তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"হিন্দুলোকেরা ভিন্ন২ জাতি এইপ্রযুক্ত তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির হানি হয়।

মানুষেরদের নীতিজ্ঞতা এবং শুদ্ধতাপ্রাপ্তি সম্বাদ ভ্রমণ্যায় যখন আমরা দেখি তখন আমরা বিস্ময়াপন্ন হই সকলে বুঝে যে ভিন্ন দেশীয় লোকেরদের ভিন্ন২ রীতির এই কারণ যে আপন২ স্বভাব এবং গ্রীষ্ম শীতের গুণ বহুজ্ঞ দেশীয় ব্যবস্থাপকেরা ব্যবস্থা করণ কালে এই দুই কারণ প্রধান করিয়া মানিয়াছেন সর্ব দেশে পৃথক২ ব্যবহার সংসারের চলন নিমিত্ত অবশ্য মান্য হইয়াছে·

ব্রাহ্মণেরা বলে সৃষ্ট্যারম্ভে ঈশ্বর পৃথক২ চারি বর্ণ সৃজন করিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারদিগের পৃথক২ ধর্ম্মাচার দ্বিজধর্ম্ম এই সুদ্ধাচার যজন

যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়াচার বাজ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ রক্ষণ ধনুর্বিদ্যা অভ্যাসন শিষ্ট পালন দুষ্ট দমন বাজ্য শাসন প্রজাপালন ন্যায্য কর গ্রহণ বৈশ্য বৃত্তি কৃষি কর্ম্ম এবং বাণিজ্য, শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ সেবা মাত্র

হিন্দুবদের পৃথক২ জাতি হওয় সকল বিদ্যা হওনের প্রতিবন্ধক পুত্র যদি পৈতৃক বিদ্য ভিন্নান্য বিদ্যাভ্যাসন ইচ্ছুক হয় এবং তাহাতে যোগ্য বুঝা যায় সে পুত্র আপন জাতি রক্ষা প্রযুক্ত স্বীয় অভিলষিত বিদ্যাতে প্রবর্ত্ত হইতে পারে না এই তাহার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তির বাধক হয় তাহার স্থল এই, যদি কোন শূদ্র বেদ বেদাঙ্গ পাঠ করে তবে হিন্দুবদের শাস্ত্রমত এই দণ্ড কর্ত্তব্য, অভ্যাসে জিহ্বা ছেদন করিবেক ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিলে সে শূদ্রের কর্ণেতে তপ্ত সীস প্রদান করিবেক আর শূদ্র হইয়া যদি বেদের অর্থ মনেতে ধারণ করে তবে তাহাকে বধ করিতে হয় '

অন্য শাস্ত্র যদি ভাষাতে তর্জ্জমা করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরব হানি প্রযুক্ত তাহার অখ্যাত হয় যেমন মহাভারতের তর্জ্জম ভাষাতে কাশী দাস নামে এক শূদ্র করিয়া ছল সেই দোষেতে ব্রাহ্মণের তাহারে শাপ দিয়াছিল সেই ভয়েতে অন্য কেহ এখন সাহস করেন না "

১৮০৫ সনের ২০ সেপ্টেম্বর প্রাচ্যভাষার তৃতীয় সাধারণ তর্কসভার তারিখ। এবারেও পরদর্শক লর্ড ওয়েলেসলী ও তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অব ওয়েলিংটন উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানেই সংস্কৃত ভাষার প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর কেরী নিজে ঐ ভাষায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, যাহা ইতিপূর্বে তাহার অংশত উদ্ধৃত করিয়াছি। বাংলার বিষয় ছল

> "The Translation of the best works extant in Sunskrit into the popular languages of India, would promote the extension of science and civilization"

স্বয়ং কেরী ছিলেন বিচারক এবং মূল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এ. বি টড। প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন মিঃ হেইস্ (Hayes বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের বাংলা ভাষা বিষয়ক কৃতিত্বের শেষ-চিহ্নস্বরূপ টডের প্রবন্ধটি এখনও বাঁচিয়া আছে। ইহার পর প্রবন্ধের তালিকা মাত্র পাওয়া যায়, এই ধরনের নিদর্শন আর মেলে না। কৌতূহলী পাঠকের জন্য টডের প্রবন্ধের কিয়দংশও উদ্ধৃত হইল —

"মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চলিত ভাষাতে তরজমাতে বিদ্যা প্রচার হয় এবং লোকেরদের নীতিজ্ঞতাচরণ দ্বারা উপকার হয়

ইওরোপীয়েরদের মধ্যে যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও সঙ্গ তাহা বিশেষত গ্রন্থ প্রচার ও বিদ্যার ব্যাখ্যা দ্বারায় হয় ইহা প্রায় সকল দেশের পণ্ডিত লোকেরদের স্বীকৃত হয় দেবতাভিমানি ব্রাহ্মণেরদের প্রতি যে আত্যন্তিকী ভক্তি ও মর্য্যাদা করিতে ইতর লোক শিক্ষিত ও আজ্ঞাপিত হয় তত্ প্রযুক্ত এই হয় ইতর লোক এই চলিত ব্যবহারের অন্যথা যেন না করে এই বিষয়ের বড় শাসন ব্রাহ্মণের। সর্ব্বদা করে ইহাতে লোকেরদের পরস্পর মেলা আহার ব্যবহারের বাধা হয় এবং কোন দেশীয় লোকেরদের মধ্যে পরস্পর মেলা আহার ব্যবহার যদি না হয় ও না চলে তবে ইতর লোকের বড় বিদ্যা ও শিষ্টাচার হওয়া অতি দুর্ল্লভ ইহা নিঃসন্দেহ—

·· সংস্কৃত শাস্ত্র অত্যন্ত দীর্ঘ কালাবধি আছে ইহা সকলেই বলে অতএব অনেক হিতকারী ও সুখকারী অতি সুন্দর জ্ঞান তাহার মধ্যে পাওয়া যায় ইহা আমরা স্থির কার এবং সর্ব্বদেশীয় জ্ঞানি ও বিজ্ঞানিরদের সন্তোষ সেই বিচারে হয় অতএব সংস্কৃত শাস্ত্র চলিত ভাষাতে তরজমা করিলে তাহার মধ্যে বিদ্বান লোকেরদের চেষ্টিত যে যে উত্তম কথা আছে তাহাও তাহারা অনায়াসে পাইতে পারিবেন—"

ইহার পরেও প্রাচ্যভাষার কয়েকটি সাধারণ তর্কসভার বর্ণনা টমাস বোবাকের *Annals of the College of Fort William* (১৮১৯) পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পঠিত প্রবন্ধগুলি আর পাওয়া যায় না। বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের কৃতিত্বের স্থায়ী নিদর্শনও আর বড় মেলে না। কেবল অষ্টম তর্কসভার পরিদর্শক লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতায় দুই একজন ছাত্রের কোনও কোনও কীর্তির উল্লেখ আছে। ১৮০৯ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত অধিবেশন হয়। বাংলা বক্তৃতার বিষয় ছিল—

> "An accurate knowledge of the manners and genius of the Hindoos is to be acquired by an attentive examination of their written compositions."

হেনরী সারজেণ্ট ছিলেন মূল বক্তা এবং বিচারক ছিলেন কেরী। পুরস্কার বিতরিত হইবার পর লর্ড মিণ্টো তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—

"It must be considered as a remarkable feature of the

present examination, and may, perhaps, be thought to form an aera in the studies of Fort William, if not in the literature of Asia, that Mr. Sargent [H. Sargent] has qualified himself to translate four books of Virgil's Æneid into the language of Bengal, and has performed the work in a manner to merit the highest commendation of those who are competent to judge of it. If it has, indeed, been possible, by the classical execution even of a prose version, to set before the native scholars of the provinces, present or to come, that model of epic genius and Augustan taste ,...

Another enterprize of a similar nature has distiuguished the Collegiate exercises of this year. Monckton [Claud] has undertaken, and has been able to execute, a translation into Bengalee, of Shakespeare's tragedy of the Tempest. The difficulty of endering a work of that peculiar stamp, into the language of a nation whose idiom and manners have so little affinity either to the genius of the author, or to the times and people for which he wrote, may be easily appreciated. That Mr. Monckton has triumphed over these obstacles, and has achieved his singular labour, bears sufficient testimony both to his knowledge and command of a language which he has been able to bind to so arduous a purpose."

নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, এই দুইটি অনুবাদের কোনটিরই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। হেনরী সার্জেণ্ট-অনূদিত *Virgil's Æneid* যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও জানা গিয়াছে। লণ্ডের পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রথম খণ্ড ১৮০৫ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর ১৮৫৫ সনে প্রকাশিত তালিকায় নিম্নলিখিত নামটি তালিকাভুক্ত দেখিতেছি—

Sargent (H.) Virgil's Æneid 8vo Serampore 1810.

লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতা হইতে ইহাও জানা যায় যে, কাব্যটি বাংলা গদ্যে অনূদিত হইয়াছিল।

পীয়ার্স কেরী-রচিত উইলিয়ম কেরীর জীবনীর (১৯৩৪) ২২৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র Lewin Anderson কর্তৃক অনূদিত টেলিমেকস পুস্তকের উল্লেখ আছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও সেগুলির রচয়িতাগণ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সহিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক পাঠ্যপুস্তকগুলির জন্য। প্রথম যুগের বংলা-গদ্য নির্মাণে এই বইগুলির মধ্য দিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গৌণতঃ সহায়ক হইয়াছিল। সুতরাং এই ইতিহাসে এই পাঠ্য-পুস্তকগুলিই মূল্যবান। আমি পূর্বে লিখিয়াছি, বাংলা-বিভাগে পণ্ডিত ও মুন্‌শী হিসাবে অনেকেই যুক্ত ছিলেন, ইঁহাদের কয়েক জনের সহিত নামমাত্র আমাদের পরিচয়, কোনও সাহিত্যসাধনার নিদর্শন ইঁহারা রাখিয়া যান নাই এবং সমসাময়িক বিবরণীতেও ইঁহাদের কীর্তির উল্লেখ নাই। দুই-এক জনের কীর্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু কীর্তি বাঁচিয়া নাই। কীর্তির সহিত যাঁহাদের নাম বাঁচিয়া আছে, আমাদের ইতিহাসে তাঁহারাই স্মরণীয়।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জে. লঙের *Selections from the Records of the Government Published by Authority*. No. XXXII প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেরই পরিশিষ্টে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারার্থ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ক্রীত-পুস্তকের তালিকা আছে। সেটি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

সন	নাম	কয় খণ্ড কেনা হইয়াছিল	দাম প্রতিখণ্ড
১৮০২	বত্রিশ সিংহাসন	১০০	৬৲
"	লিপিমালা	১০০	৬৲
"	দাউদের গীত	১০০	৬৷৵২
"	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১০০	৫৲
"	রামায়ণ ৫ খণ্ড	১০০	২৪৲
"	মহাভারত ৪ খণ্ড	১০০	৮৲
"	হিতোপদেশ	১০০	৮৲
"	কেরীর বাংলা ব্যাকরণ	১০০	৪৲
"	কেরীর কথোপকথন	১০০	৮৲

সন	নাম	কয় খণ্ড কেনা হইয়াছিল	দাম প্রতিখণ্ড
১৮০২	ফরষ্টাবের অভিধান ২ ভাগ ৩ খণ্ড	১০০	৫৫৲
১৮০৫	কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্	১০০	৫৲
”	তোতা ইতিহাস	১০০	৬৲
১৮১৬	পুরুষ পরীক্ষা	১০০	৮৶৶/৬
১৮২২	দত্তক কৌমুদী	৫০	১৲
”	ব্যবস্থা সংগ্রহ—লক্ষ্মীনারায়ণ	১০০	২৲
১৮২৫	মিতাক্ষবাদর্পণ	১০০	১৭৷৷/৭
১৮২৫	কেবীর বাংলা অভিধান দুই ভাগ ৩ খণ্ড	১০০	১০০৲
১৮২৭	ব্যবস্থা সংগ্রহ—রামজয়	১০০	৯৶০
১৮২৯	মার্শম্যান অভিধান ২ খণ্ড	১০০	২৫৲
”	মেণ্ডিসেব অভিধান ২ খণ্ড, ১ম খণ্ড	১০	৮৲
	২য় খণ্ড	৫০	১০৷৷৫
”	সদ্‌গুণ ও বীর্য্যেব ইতিহাস	৫০	২৲
১৮৩৪	রামকমলের অভিধান ২ খণ্ড	১০০	৫০৲
১৮৩৬	মহাভাবত নূতন সংস্করণ ২ খণ্ডে	১০	১০৲
১৮ ৬	বাংলার ইতিহাস	১০০	২৲
১৮৪৭	বেতাল পঞ্চবিংশতি বিদ্যাসাগর	১০০	৩৲
”	অন্নদা মঙ্গল ২ খণ্ডে	১০০	৬৲
”	শ্যামাচরণেব বাংলা ব্যাকবণ	১০০	১০৲
১৮৫২	কুসুমাবলী বাংলা কবিতাসংগ্রহ	১০০	২৲

এই তালিকায় তারিখ এবং নামের ভুল আছে, ইহা সম্পূর্ণও নয়, তথাপি ইহা হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। বুকানন ও রোবাকের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংক্রান্ত পুস্তকে এবং কলেজ হইতে প্রকাশিত থিসিস-সংগ্রহ-পুস্তক *Primitiæ Orientales* তিন খণ্ডের পরিশিষ্টে কলেজের জন্য মুদ্রিত ও মুদ্রাযন্ত্রের জন্য প্রস্তুত পুস্তকের তালিকা দেওয়া আছে। এই তালিকাগুলি হইতে আমাদের কাজের সুবিধাব জন্য নিম্নলিখিত লেখক ও তাঁহাদেব পুস্তকের নাম আমরা বাছিয়া লইতে পারি। কেরীর পুস্তকের আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল।

রামরাম বসু	১।	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৮০১
	২।	লিপিমালা	১৮০২
গোলকনাথ শর্মা	১।	হিতোপদেশ	১৮০১
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১।	বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
	২।	হিতোপদেশ	১৮০৮
	৩।	রাজাবলি	১৮০৮
	৪।	প্রবোধ চন্দ্রিকা	১৮৩৩
তারিণীচরণ মিত্র	১।	ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট	১৮০৩
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১।	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫
চণ্ডীচরণ মুন্‌শী	১।	তোতা ইতিহাস	১৯০৫
হরপ্রসাদ রায়	১।	পুরুষ পরীক্ষা	১৮১৫

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি-প্রণীত 'হিতোপদেশে'র নাম মাত্র পাওয়া যায়, পুস্তকখানির সন্ধান এযাবৎ কাল পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীচরণ মুন্‌শী-অনূদিত 'ভগবদ্গীতা'র বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না।

গ্রন্থাধ্যক্ষ মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের সংস্কৃত-বাংলা (১৮০৯) এবং ইংরেজী-বাংলা (১৮১০) শব্দসংগ্রহ একটি বৃহত্তর অভিধান-রচনার উদ্দেশ্যে মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছিল।

আমি অতঃপর এই কয়েক জন লেখক ও তাঁহাদের রচিত পুস্তক লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

রামরাম বসু

রামরাম বসু কবে এবং কোথায় জন্মিয়াছিলেন তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই, তাঁহার পিতৃপরিচয়ও আমরা পাই নাই তবে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কেটারিঙ ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীর নিকট প্রদত্ত জন টমাসের বিবৃতি হইতে আন্দাজ করা যায় যে, তিনি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণে আরও অনুমান করা যায়, চব্বিশ-পরগণা ও খুলনার সীমান্তে সুন্দরবন অঞ্চলে টাকি-দেবহাটা-নালতা-কালীগঞ্জের কাছাকাছি কোন স্থানে তাঁহার বাসস্থান ছিল। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র সূচনায় তিনি আপনাকে বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়াছেন এবং কেরী যখন দেবহাটায় ছিলেন তখন রামরাম বসুর খুড়ার জমিদারিতে জমি লইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মার্চ টমাসের মুন্‌শী নিযুক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ রামরাম বসুর ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। এই মাত্র জানা যায়, তিনি ঠিক ঐ সময়ে সুপ্রিম কোর্টের ফার্সি দোভাষী উইলিয়ম চেম্বার্সের মুন্‌শী ছিলেন। রামরাম বসুর সহায়তায় চেম্বার্স বাইবেলের ফার্সি অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। উইলিয়ম চেম্বার্সের সাহায্যেই রামরাম বসু কিছু পরিমাণ ইংরেজী বলিতে কহিতে শিখিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনরি সোসাইটির 'পরিষদিক্যাল অ্যাকাউন্টসে' প্রসঙ্গতঃ রামরাম বসুর যৎ সামান্য পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রামরাম বসুর জীবনীর উপকরণ সেইটুকু মাত্র। সেইটুকু জীবনী ও তাঁহার রচিত দুইখানি পাঠ্যপুস্তক হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে সকল কারণা গড়িয়া তুলিতে হইতেছে।

রামরাম বসু যে অনেক গুণে গুণী ছিলেন মিশনরিরা তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তিনি সে যুগেই ইংরেজী বলিতে কহিতে পারিতেন, ফার্সি ভাষায় তাঁহার ভাল দখল ছিল এবং বাংলা ভাষার তিনি একজন চৌকস লিখিয়ে ছিলেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন, রামরাম বসু ক্ষুরধার ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং মনের তীব্রতা ভাষায় সঞ্চারিত করিতে পারিতেন। শেষোক্ত গুণ বিশেষ ভাবে তাহার কবিতায় লক্ষিত হইত। তিনি বাংলা গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই দক্ষ ছিলেন।

রামরাম বসুর এই সকল উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াও পাদরিরা মসীবর্ণে তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তিনি পাদরিদের সংস্পর্শে আসিয়া মনে মনে অনেক সামাজিক কুসংস্কার-মুক্ত হইলেও চারিত্রিক দুর্বলতাবশতঃ সেগুলি মানিয়া চলিতেন, খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন হইয়াও কখনও খোলাখুলিভাবে ঐ ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। এই হইল প্রাথমিক পরিচয়। পরে তাহারা তাঁহাকে মতলববাজ ও জুয়াচোর, পরদারাসক্ত ও ভ্রূণহত্যাকারী বলিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম স্বীকারের লোভ দেখাইয়া তিনি বারম্বার পাদরিদের নিকট টাকা খাইয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত আপনার পৈতৃক ধর্ম বজায় রাখিয়াই গিয়াছেন। ইহাতে পাদরিরা তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। জন টমাসের উন্মাদ হইবার অন্যতম কারণ রামরাম বসুর প্রতারণা। দীর্ঘ দেড় শতাব্দী কাল পরে রামরাম বসুর চরিত্র আলোচনা করিতে বসিয়া আমাদের ইহাই মনে হয় যে, তিনি সকল সংস্কারকে গুলিয়া খাইয়াছিলেন এবং বরাবরই আপনার স্বার্থ

বজায় রাখিয়া চলিতে জানিতেন। প্রথমেই তাঁহার মত ধূর্ত ও বুদ্ধিমান্ বাঙালীর সংস্পর্শে আসিয়া অতিলোভী পাদরিরা কম লাঞ্ছনা ভোগ করেন নাই।

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও কেরী রামরাম বসুর প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। কঠিন নৈতিক অপরাধের জন্য তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াও আবার আশ্রয় দিয়াছেন। রামরাম বসুর সাহায্য লইতে দ্বিধা করেন নাই। কেরীর জর্নালের বহু স্থলে রামরাম বসুর বদান্যতা ও দয়াধর্মের উল্লেখ আছে, তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা আছে। তর্কে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। মোটের উপর, রামরাম বসু দোষেগুণে খাঁটি বাঙালী ছিলেন। নিজের প্রয়োজনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইতে তাঁহার বাধিত না।

সকল অপরাধ সত্ত্বেও বাংলা দেশের প্রথম মিশনরি-সম্প্রদায়ের রামরাম বসুর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আজ পর্যন্ত অখ্রীষ্টান কোন বাঙালী খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে এতখানি যত্ন ও পরিশ্রম করেন নাই। প্রথম বাইবেল অনুবাদ পরোক্ষভাবে তাঁহারই কীর্তি। প্রথমে টমাস ও পরে কেরীকে লইয়া তিনিই বাইবেলের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। টমাস ও কেরীর একমাত্র বাংলা-শিক্ষক তিনিই। বাংলা বক্তৃতাতে তিনিই তাঁহাদিগকে দক্ষ করিয়া তুলেন এবং প্রচার ও শাস্ত্রীয় বিচারের স্থলে বরাবরই তাঁহাদের পুরোভাগে থাকিয়া স্বজাতীয়দের অপ্রীতিভাজন হন। রামরাম বসুই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম খ্রীষ্টসঙ্গীত-রচয়িতা; কবিতায় খ্রীষ্টজীবনীর* লেখক এবং এদেশে প্রথম খ্রীষ্ট মঙ্গলসমাচার-দাতা। তাঁহার রচিত দুইখানি সামান্য কবিতা-পুস্তিকা 'হরকরা' ও 'জ্ঞানোদয়' সে-যুগের গৌড়া-ব্রাহ্মণ সমাজকে আলোড়িত ও উৎত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

১৭৮৭ সনের মার্চ হইতে ১৭৯২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূরা পাঁচ বৎসর কাল রামরাম বসু, টমাসের শিক্ষক ও সহকর্মী ছিলেন। ইহার অধিকাংশ সময়ই তাঁহাদের মালদহে থাকিতে হইয়াছিল, শেষ বৎসর টমাস সংস্কৃত-শিক্ষার্থ নবদ্বীপে যান। রামরাম বসু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। টমাস ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত গিয়া কেরীকে সঙ্গে লইয়া ১৭৯৩ সনের ১১ নবেম্বর কলিকাতা পৌঁছেন। রামরাম বসু জাহাজ-ঘাটেই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। সেই দিন হইতে রামরাম

* 'খ্রীষ্ট বিবরণামৃতম্'—১৮০৫ খ্রীঃ।

বসু কেরীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন, মাসিক কুড়ি টাকা বেতন ধার্য হয়। এই সময় হইতে ১৭৯৬ সনের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত রামরাম বসু কেরীর সহিত যুক্ত ছিলেন; ব্যাণ্ডেল, কলিকাতা, দেবহাটা ও মদনাবাটী সর্বত্রই তাঁহারা একত্রে পরস্পর সহযোগিতায় যাপন করিতেন। ১৭৯৬ সনে রামরাম বসুর একটি বিশেষ অপরাধের জন্য তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হয়, মে মাসে অনুতপ্ত রামরাম বসু আসিয়া আবার কেরীর সহিত মিলিত হন এবং খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকার্যে পুরাদমে পাদরিদের সাহায্য করিতে থাকেন। ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তিকা দুইটি এই কালেই রচিত। ১৮০১ সনের ৪ঠা মে হইতে কেরী রামরাম বসুকে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগে অন্যতম সহকারী পণ্ডিত করিয়া লন।

রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উপর পাঠ্যপুস্তক রচনার আদেশ হইল। নিরঙ্কুশ এবং অদম্য রামরাম বসু বিনা দ্বিধায় এই গুরুভার গ্রহণ করিলেন এবং দুই মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক গদ্যপুস্তক 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচন করিয়া কেরীর হস্তে প্রদান করিলেন। ১৮০১ সনের জুলাই মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে পুস্তকটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের জন্য কলেজ কাউন্সিল তাঁহাকে তিন শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন।

১৮০২ সনে রামরাম বসুর দ্বিতীয় পাঠ্যপুস্তক 'লিপি মালা' প্রকাশিত হয়। ১৮০১ সনের ৪ মে হইতে ১৮১৩ সনের ৭ আগস্ট তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত পণ্ডিত হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নরোত্তম বসু ঐ পদ প্রাপ্ত হন।

যে কারণেই হউক, কিছু কাল পূর্ব পর্যন্ত বাংলা দেশের শিক্ষিত মহলে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে রামরাম বসু রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছু হইতে পারে না। রামরাম বসু রামমোহন অপেক্ষা বয়সে প্রায় কুড়ি বৎসরের বড় এবং রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিবার পূর্বেই তিনি পরলোকগত হইয়াছিলেন। রামমোহনের সহিত তাঁহার কোনও কালে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে বোধ হয় নামসাদৃশ্যে রামরাম বসু রামমোহনের শিষ্য হইয়া গিয়াছেন, রামমোহনের অধিকাংশ সহচর ও অনুচরের "রাম"-যুক্ত নাম লক্ষণীয়। কিন্তু আসলে মনের সংস্কারমুক্ততার দিক

দিয়া বিচার করিতে গেলে রামরাম বসুর রামমোহনের অগ্রজ; রামমোহনের অনেক পূর্বেই ('লিপি মালা'র ভূমিকায়) তিনি 'এক পরম ব্রহ্মের' উদ্দেশে নতি জানাইয়াছিলেন।

মানুষ রামরাম বসুর পরিচয় ইহার অধিক জানা যায় না; লেখক রামরাম বসুর পরিচয় তাঁহার দুইখানি পুস্তকের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। সে পরিচয় খুব বিরাটের নয় কিন্তু পাইওনিয়রের। তাঁহার পাণ্ডিত্য বা ভাষাজ্ঞান গোড়ায় খুব যে অধিক ছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু দুর্জয় সাহস ছিল। সাহসের জোরেই তিনি নির্ভয়ে ফার্সি আরবি বাংলা সংস্কৃত শব্দ পাশাপাশি সাজাইয়া আদর্শহীন গদ্যের যুগে একটা কিছু খাড়া করিয়াছেন এবং পাণ্ডিত্যজনিত সঙ্কোচ ছিল না বলিয়াই লজ্জিত হইয়া হাল ছাড়েন নাই। ফলে যে ভাষার উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিরূপ বিকৃত মূর্তি দেখিয়া পরবর্তীয়েরা সাবধান হইতে পারিয়াছেন। বিনা আদর্শে রামরাম বসু যে অত বড় একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ অতি অল্পকালে রচনা করিতে পারিয়াছিলেন ইহাতে আজ আমরা বিস্ময় বোধ না করিয়া পারি না। প্রারম্ভেই তাঁহার ভাষা এই মূর্তি পরিগ্রহ করিল—

> "যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙ্ বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙ্ বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙ্ ছিলেন বৃহত পাঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবা[illegible]তের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল না।"—দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সংস্করণ, পৃ. ২।

এই নমুনাটুকুর মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি, অন্বয়ের বালাই নাই। "ওফাত" ও "আত্মকলহ" নির্বিবাদে পাশাপাশি বসিয়াছে, "ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত" হয় নাই। ভাষার মন্বন্তরে এ যেন নিতান্ত অরাজক অবস্থা; কিন্তু অরাজক হইলেও রামরাম বসুর এই সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্যে শৃঙ্খলার বীজ নিহিত আছে।

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'—প্রকৃতপক্ষে বাংলা-গদ্যে প্রথম একটানা দীর্ঘ মৌলিক রচনার নিদর্শন এবং এই কারণেই বিচিত্র ভাষায় রচিত। বাংলাদেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবহারে তখনও ফার্সি ভাষার প্রাধান্য ছিল, বাংলা বাক্যের অন্বয় সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী হইতে আরম্ভ হয় নাই।

রামরাম বসু ফার্সি জবানকে মানিতে গিয়া বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে তাঁহার ভাষা "কদর্য" বিশেষণে বিশেষিত হইয়া পরবর্তী কালে পণ্ডিতজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ওয়েঞ্জার, ইয়েট্‌স এবং নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাদের বাংলা সাহিত্য সংগ্রহপুস্তকে রামরাম বসুকে স্থান দেন নাই। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

> "রাজা প্রতাপাদিত্য | চরিত্র | যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে | একবর বাদসাহের আমলে।— | রাম রাম বসুর রচিত।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। | ১৮০১।— | "

পুস্তক-বর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব লইয়া অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ হইতে তিনি ১৩১৩ বঙ্গাব্দে 'প্রতাপাদিত্য' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাতে অন্যান্য রচনার সঙ্গে রামরাম বসুর রচনাটিও সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় রামরাম বসুর জীবনী প্রসঙ্গে যে সব কাগজপত্র বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণই জাল। রামরাম বসুর লেখার ঐতিহাসিকত্ব এই ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, তবে প্রারম্ভেই রামরাম বসু নিজের গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেইটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

> "সংপ্রতি সর্ব্বাবস্তে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুন আছে অতএব আমার অধিক জ্ঞাত এবং আর অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।"

রামরাম বসুর সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান যে এই সময়ে তেমন ছিল না এবং ফার্সি ভাষায় জ্ঞান যে ভালই ছিল, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় আছে। তাহাছাড়া রামরাম বসু বিনা দ্বিধায় অনেক পরস্পরবিরোধী কর্তাকে একই ক্রিয়ার কাধে চাপাইয়াছেন, বহু ভিন্নধর্মী বাক্যকে এক জোয়ালে জুতিয়া দিয়া নানা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থ বুঝিবার জন্য অনেক সময় আন্দাজে কর্তা কর্ম ক্রিয়া ও বিশেষণের যোগাযোগ ঘটাইতে হয়। দুঃসাহসী সেনাপতির মত তিনি বহু জাতীয় এবং

বিজাতীয় শব্দকে যেমন তেমন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ভাষা-সমবে মহামার বাধাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা কোনও নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পর্যায়ে পড়ে না। ইহার উপমা কেবলমাত্র ইহাই। বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষা প্রত্নতাত্ত্বিক মহিমায় চিরকাল বিরাজ করিবে। এই পুস্তকের যে কোনও স্থান উদ্ধৃত করিয়া রামরাম বসুর ভাষারীতি বুঝান যাইতে পারে। যথা—

> "ইহাতে বাদসাহ উহাকে সন্তুষ্ট হইয়া ওজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কেটা। পরে ওজির প্রতাপাদিত্যের দিগে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতাপাদিত্য ফের আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন যাহাঁপনা গোলামের নাম প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের যশহর চাকলা ওগএরহের জমিদার বিক্রমাদিত্যের তবফ লোক। এ সমস্ত ওজির পুনরায় নিবেদন করিলেন বাদসাহের সম্মুখে। ইহাতে বাদসাহের অনুমতিতে ওজির উহাকে খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।"—দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সংস্করণ পৃ. ২৭।

ভাষ ও শব্দসম্পদের দৈন্য যে দুঃসাহসী সাহিত্যিককে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' তাহার একটি প্রমাণ। সে যুগের পাঠকের যদি এই পুস্তক পড়িয়া অর্থ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ফার্সি ভাষায় যে তাহাদিগকে রীতিমত পাঠ লইতে হইত, এই সত্যটাই মানিতে হইবে।

'লিপি মালা'র বাংলা আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

> "লিপি মালা। পুস্তক।— রামরাম বসুর রচিত।—। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—। ১৮০২।

লিপিমালার পরবর্তী কোনও সংস্করণ হইয়াছিল কিনা, আমার জানা নাই। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালা'র মাঝখানে পণ্ডিত ও শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বিশৃঙ্খল শব্দচমূকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া কাজে লাগাইবার কৌশল তাঁহার সহজাত ছিল। রামরাম বসু যে মাত্র এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার আদর্শে অনেকখানি শক্তি অর্জন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ 'লিপিমালা'য় আছে। নিরঙ্কুশ রামরাম বসু এই পুস্তকে আশ্চর্য দক্ষতার সহিত রীতিবৈচিত্র্যও প্রকাশ করিয়াছেন। সূচনাতেই তিনি বলিতেছেন—

"এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয়

চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজ ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেণ না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখা পড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপি মালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।"—পৃ. ৩-৪।

যে রামরাম বসু ফার্সি শব্দকোষের সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁহার পূর্ব গ্রন্থের একটি বাক্যও সম্পূর্ণ রচনা করিতে পারেন নাই, তিনিই 'লিপি মালা'য় লিখিলেন—

"এই মতে প্রেমাশক্ত সতীও মাতাকে প্রণাম করিয়া আর২ সমস্ত ভগিনী ও অমাত্যগণকে সম্ভাষ করিয়া যজ্ঞ স্থানে পিতার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলে দক্ষ তাহাকে দেখিবা মাত্রেই হরকোপে কোপিত হইয়া শিব নিন্দায় প্রবর্ত্ত হইল। কহিল কন্যে তুমি কিমর্থে এখানে আসিয়াছ তোমার স্বামী ভূতের পতি শ্মশান মসানে তাহার অবস্থিতি হাড মালা গলায সাপ লইয়া তাহার খেলা বাদিয়াব বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম না। এ দেবসভা আমি ব্রহ্মাব পুত্র বাদিয়াব নিমন্ত্রণ দেবসভায় হইতে পারে না। সতী কহিলেন পিতা এমত কুৎসা মহাদেবের প্রতি কহ কেন মহাদেব দেবদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি যাহার পদযুগে শবণাগত যে হর মহাবীর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিলেন যে হর কালকূট পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন তাহাকে কুৎসাবাক্য তোমা ব্যতিরেক কেহ কহে ন। তুমি এ অনুচিত ক্রিয়া কেন কর।...এই সকল বাক্যে দক্ষ পুনর্ব্বার শিব নিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে সতী মহা ক্রোধে উত্থান কবিয়া কহিতেছেন পিতা সকলের উপযুক্ত গুরু নিন্দা শ্রবণে লোক নিন্দকেব শির ছেদন কবিবেক নতুবা নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিম্বা সে স্থান ত্যাগ করিবেক আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করিব তোমার আত্মজা তনু আর রাখিব না এই কহিয়া বসন আটিয়া পরিয়া যাইয়া মধ্যস্থানে বসিয়া শিব রূপ ধ্যানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।"—'লিপি মালা' (১৮০২), পৃ.১১১-১৩।

যাঁহারা শুধু 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' দেখিয়া রামরাম বসুর ভাষার যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহারা একটু পরিশ্রম করিয়া 'লিপি মালা

গ্রন্থখানি পাঠ করিলে নিঃসংশয় হইতে পারিতেন যে তিনি মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্মত অন্বয়ের দোষ পুরাপুরি পরিহার করিয়া প্রসাদগুণবিশিষ্ট সুপাঠ্য ভাষা রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, অপ্রচলিত শব্দের জন্যও তাঁহাকে ফার্সি শব্দকোষের আশ্রয় লইতে হয় নাই। রামরাম বসুর প্রতি এই অবিচার বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে কলঙ্কেরই অধ্যায়।

ভূমিকা ও গ্রন্থশেষে বট, কড়া, পণ, শতক ও ভূমির অঙ্ক সম্বলিত "অঙ্কমালা" অধ্যায় ছাড়া 'লিপি মালা'র প্রথম ধারায় রাজা অন্য রাজাকে দশখানি, রাজা চাকরকে পাঁচখানি মোট পনেরটি লিপি, দ্বিতীয় ধারায় সামাজিক (পিতা পুত্রকে, গুরু লঘুকে, সমান সমানকে, চাকর মনিবকে, মনিব চাকরকে ইত্যাদি) ২৫ খানি, সর্বসমেত চল্লিশটি লিপি আছে। প্রত্যেকটি লিপিই মূল্যবান। রামরাম বসুর ভাষা শেষ পর্যন্ত কতদূর সহজবোধ্য হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্য 'সামান্য চাকরকে লিখিত মনিবের' পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> "তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীকানাইদাস মাঝী প্রভৃতি যে তিন নৌকার চালান লইয়া গিয়াছিল তাহাতে সে তিন ভরা কাষ্ঠ ভবানীপুর গ্রামে কাদি গঙ্গার মধ্যে বাখিয়া শ্রীকানাইদাস মাঝী কল্য এখানে আসিয়াছে ভরা অদ্যাপি বিক্রী হয় নাই অতএব তুমি পত্র পাঠ ভবানীপুর গ্রামে যাইয়া পাঁচ সাত দিবস সেই স্থানে থাকিয়া তিন ভরা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া টাকা শীঘ্র পাঠাইবা এখানে বড় ব্যসনের বড়ই অপ্রতুল হইয়াছে এবং আর একখান নৌকার চালান দিতে হইবেক আমি এখান হইতে কানাই মাঝীকে শীঘ্র বিদায় করিব তুমি তাহার অপেক্ষা করিবা না আর ওখানে কি মত চোদ্দ পদ ও ষোল পদ নৌকার ভরা বিক্রী হইতেছে তাহা জানিয়া লিখিবা তোমার বাটী হইতে পরশ্বঃ এক লোক এখানে আসিয়াছিল তাহার মারফত তোমার খুড়া লিখিয়াছিলেন তুমি অদ্য চারি মাস বাটী হইতে আসিয়াছ সমাচার কিছুই লেখহ না এবং টাকা কড়ি কিছুই পাঠাও না।" 'লিপি মালা' (১৮০২) পৃ. ২২৮-২৯।

এই সামান্য দৃষ্টান্তগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রামরাম বসু বাংলা-গদ্যের শুধু আদি লেখকই নহেন, নিঃসন্দেহে এক জন ভাল লেখক।

এই শেষোক্ত পরিচয়ে যে কারণেই হউক তিনি পরিচিত নহেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মত একজন শাস্ত্রজ্ঞ অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাহা করিয়াছিলেন রামরাম বসু যে তাহারই সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদিপুরুষের গৌরব তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার কৃতিত্বের গৌরব পান নাই। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস যথাযথ লিখিতে বসিয়া রামরাম বসুর সেই গৌরব আমাদিগকে দিতেই হইবে।

গোলকনাথ শর্মা

'হিতোপদেশ'-প্রণেতা গোলকনাথ শর্মার কোনও পরিচয় এতাবৎকাল কেহ প্রকাশ করেন নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, সহকারী পণ্ডিত অথবা মুনশীদের তালিকাতেও গোলকনাথের নাম নাই। তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা আছে যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে সংস্কৃত হিতোপদেশের যে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় গোলকনাথ পণ্ডিত বা শর্মা তাহার লেখক। এই পুস্তকের দুই চারি খণ্ড এখনও এখানে সেখানে বিদ্যমান আছে এবং এতকাল পর্যন্ত এই পুস্তকের পরিচয় গোলকনাথ শর্মার একমাত্র পরিচয় ছিল।

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারিদের 'পেরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে' (প্রথম দুই খণ্ড) প্রকাশিত জন টমাস ও উইলিয়ম কেরীর বিভিন্ন সময়ে লিখিত পত্রাবলী হইতে গোলকনাথ শর্মার সামান্য কিছু পরিচয় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি, কিন্তু ইহাও এত সামান্য যে, আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি হয় না। এই সামান্য পরিচয়টুকুও আবার সাঁড়াশি যন্ত্রের মত অনেক ঝাপ ঝাড়িয়া বাহির করিতে হইয়াছে।

মালদহ হইতে জন টমাসের আহ্বানে মদনাবাটীর নীলকুঠির অধ্যক্ষের চাকরী লইয়া কেরী যখন নৌকাযোগে সুন্দরবন অঞ্চল হইতে যাত্রা করেন, তখন তাহার মুনশী রামরাম বসু সঙ্গে ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি মদনাবাটী পৌঁছেন, টমাস তখন বারো মাইল দূরে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। জন টমাস বাংলা ও সংস্কৃত শিখিবার জন্য এই সময়েই এক জন স্থানীয় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। এই পণ্ডিতই যে গোলকনাথ শর্মা, তাহা মনে করিবার পর্যাপ্ত কারণ আছে। ১৭৯৫ সনের ১লা নবেম্বর হইতে ১৭৯৬ সনের ২৬ জানুয়ারি

তারিখের মধ্যে লেখা টমাসের ডায়ারি 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টস' প্রথম খণ্ড ৭র্থ সংখ্যার ২৭৮-৯৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। ইহার এক স্থলে টমাস লিখিয়াছেন, আমার পণ্ডিত যে "হিন্দু ফেবলস" অনুবাদ করিতেছেন, তাহার মধ্য হইতে তিনটি গল্প বাছিয়া আমি তাহার ইংরেজী অনুবাদ ডক্টর বাইল্যাণ্ডের নিকট পাঠাইলাম। গল্প তিনটি এই—(1) Crow and Deer, (2) Old Dove and the young ones—Snare, (3) Jackals and Elephant ১৮০১ সনের ১৫ই জুন উইলিয়ম কেরী ডক্টর বাইল্যাণ্ডকে যে পত্র লেখেন তাহার এক স্থলে আছে

> "Our Pundit has, also, nearly translated the Sunscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are going to Publish"

১৮০১ সনেই এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয় এবং ইহাই গোলকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ'। ইতিপূর্বে সকলেই কেরীর এই পত্রে লিখিত "Our Pundit" অর্থে ভুল করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে বুঝাইয়াছেন।

এই গোলকনাথ পণ্ডিতের ভ্রাতা কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৯৫ সনের প্রারম্ভেই কেরীর পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন, ইনি কিশোর বয়স্ক ছিলেন এবং কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। এই কাশীনাথ পরবর্তী কালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন নহেন।

সুতরাং অনুমান করা যায়, গোলকনাথ শর্মার সম্পূর্ণ নাম গোলকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মহীপালদীঘির (বর্তমানে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত) কাছাকাছি কোনও স্থানে তাহার নিবাস ছিল। ইনি ১৭৯৭ সন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মিশনরিদের সহিত যুক্ত ছিলেন, কেরী যখন মালদহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আগমন করেন, গোলকনাথও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। টমাসের নির্দেশে রচিত হিতোপদেশের গল্পগুলিই ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে'র ত্রয়োদশ সংখ্যায় (২য় খণ্ড) ৪০৯-৪১২ পৃষ্ঠায় জোশুয়া মার্শমানের জর্নালে এই মৃত্যুর উল্লেখ আছে। ২রা জুলাই (১৮০৩) তিনি লিখিয়াছেন—

> "Our brahman (not a professor, but employed by them) Golook Naut is dead, at his own house, whither he

had gone for his health. He died in all the superstition of Hindoo idolatry."

১৩ই আগষ্ট লিখিতেছেন—

"We learnt by a letter from brother Fernandez to-day, that our brahman's wife was *burnt with him*. Although we have his two brothers and other relations about us, they so sedulously concealed it, that we were totally ignorant of it till now. We, however, thought it now our duty to bear a testimony against this infernal practice, by discharging the elder brother who kindled the fire, from our service for ever, as a man whose hands are stained with blood."

গোলকনাথ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু জানিবার উপায় নাই। 'হিতোপদেশ' ছাড়া গোলোক শর্ম্মা লিখিত অন্য কোনও পুস্তক বা পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায় না। 'হিতোপদেশে'র আখ্যাপত্র এইরূপ—

"হিতোপদেশ।—

সংগ্রহ ভাষাতে—

গোলোক নাথ শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

১৮০১—"

আখ্যাপত্র সহ পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮৭।

গোলোকনাথের 'হিতোপদেশে'র অ'শাবশেষ যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লিখিত বাংলা পুস্তকাবলীর প্রাচীনতম রচনা (১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ), তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও গোলোকনাথের নিজস্ব বাক্যরীতি প্রশংসনীয়। মৃত্যুঞ্জয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্য এবং রামরাম বসুর নিরঙ্কুশ বিজাতীয় শব্দপ্রয়োগ গোলোক শর্মার 'হিতোপদেশে' নাই। কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

ইনি দিনাজপুরের একজন মোমবাতির ব্যবসায়ী ছিলেন, পরে মিশনের কাজে যোগদান করেন।

"কোন নদীরতীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এক কালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদয় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে এমন্ পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য যেমন কানার চক্ষু পীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিংবা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ কিন্তু মূর্খ পুত্র প্রতি পদে। বিদ্যাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে সিংহ। যেমন চন্দ্র। যাদৃশ রজনীতে চন্দ্র উদয় না হইলে কোটি২ নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না তাদৃশ এক শত মূর্খ পুত্র জানিব এক সুপুত্রের তুল্য নহে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দান ও পূণ্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীমান ও ধার্ম্মিক হয়। ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু মাতা অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা রূপবতী পুত্র অপণ্ডিত। উচ্চ বা নীচ হউক গুণবান সকল স্থানে পূজনীয়।" --পৃ. ৪-৫

গোলোকনাথ শর্ম্মা-প্রণীত 'হিতোপদেশে'র পরবর্তী কোনও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া আমার জানা নাই।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রসঙ্গে বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উল্লেখ বার-বার করিতে হইয়াছে। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এই পুণ্যনাম অধিক বহুবার উচ্চারণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ বাংলা গদ্যের এই প্রস্তুতির কালে তাঁহার মত একজন শিল্পীর অভ্যুদয় না ঘটিলে ইতিহাস ভিন্নরূপে লিখিত হইত। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁহার রসজ্ঞান যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বাংলা ভাষার নিতান্ত অন্ধকার-যুগেও একটা নির্দিষ্ট গদ্যরীতির উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। আদর্শের অভাবের জন্য মৃত্যুঞ্জয় ভীত হন নাই। সুদুর্জয়

সাহস ও আত্মনির্ভরতাবলে তিনিই সর্বপ্রথম অধুনাপ্রচলিত প্রায় সকল রীতি লইয়াই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার একার সাধনা প্রায় এক যুগের সাধনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

দুঃখের বিষয়, বাংলা গদ্যের এই প্রথম স্রষ্টা পুরুষের সম্পূর্ণ জীবনী ও কীর্তি কাহিনী কালের ভগ্নস্তূপ ঠেলিয়া সংগ্রহ করা সম্ভবঃ হয় নাই। যতটুকু হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ গৌরব ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য। তিনিই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত এ যুগের বাঙালীর পরিচয় সাধন করাইয়াছেন। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় তিনি মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ অনেকের মতে মৃত্যুঞ্জয় ওড়িয়া ছিলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে মেদিনীপুরবাসী বলিয়াছেন। সন্ধান করিয়া যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে অনুমান হয়, রাঢ় দেশ হইতে তাঁহার কোনও পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত ভদ্রকে গিয়া বসবাস করিয়া থাকিবেন। এই কারণে তাঁহার ওড়িয়া-খ্যাতি হওয়া স্বাভাবিক। ভদ্রক সেকালে মেদিনীপুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত থাকাও অসম্ভব নহে। অনুমান ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি চট্টোপাধ্যায় বংশ-সম্ভূত কুলীন বাঙালী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কার্য-ব্যপদেশে কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালের মাঘ মাসের 'নবজীবন' পত্রিকায় সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মৃত্যুঞ্জয়-সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, মৃত্যুঞ্জয় ১৭৬২।৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন; কৈশোরে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা নাটোরে তত্রত্য সভাপণ্ডিতের নিকট এবং যৌবনে তিনি কলিকাতার অধিবাসী। জীবনের পরবর্তী কাল তিনি কলিকাতাতেই অতিবাহিত করেন।

১৮০১ সনের ৫ঠা মে তারিখে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার পাদরি উইলিয়ম কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন; মাসিক বেতন দুই শত টাকা। কলেজে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কেরীর অনুরোধে মৃত্যুঞ্জয় কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সর্বপ্রথম পুস্তক 'বত্রিশ সিংহাসন'—ইহার জন্য তিনি কেরীর সুপারিসে কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট

পুরস্কারস্বরূপ দুই শত টাকা পাইয়াছিলেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের নূতন ব্যবস্থানুসারে সিবিলিয়ান ছাত্রদেব সংস্কৃত ভাষায় পাবদর্শী করিবার জন্য এক জন পণ্ডিতেব প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রেও কেবীর সুপারিসে মৃত্যুঞ্জয়কে বহাল কবা হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রায় পনেরো বৎসব অধ্যাপনা করিবার পব মৃত্যুঞ্জয়েব পাণ্ডিত্যখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া তদানীন্তন সুপ্রিম-কোর্টের প্রধান বিচাবপতি তাঁহাকে কোর্টের পণ্ডিতরূপে গ্রহণ কবিবাব বাসনা প্রকাশ কবেন। মৃত্যুঞ্জয় দুইশত টাকা বেতনে কলেজে ঢুকিযাছিলেন, পনরো বৎসবেও তাঁহাব বেতন বৃদ্ধি হয় নাই। ইহাব কাবণ, কলেজের আর্থিক অবস্থা উত্তবোত্তব খাবাপ হইয়াই চলিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় এই সুযোগ পবিত্যাগ কবিলেন না; ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দেব ৯ই জুলাই তারিখে তিনি কলেজে পদত্যাগপত্র দাখিল কবেন।

ইহাব পব মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রিম-কোর্টেব বিচাবপতি সাব ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেনেব অধীনে জজ-পণ্ডিতেব কাজ কবিয়া খ্যাতি অজন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেব শেষভাগে তিনি এই কাজ হইতে চাবি মাসের অবসব গ্রহণ কবিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহিব হন এবং কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান দেখিয়া কালকাতা ফিরিবাব পথে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দেব মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদে তাঁহাব মৃত্যু হয়। ১৮১৯ সনেব ১৯এ জুন তাবিখেব 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় তাঁহাব মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয় শুধু অধ্যাপক পণ্ডিতই ছিলেন না, সেকালেব অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেব সহিত তাঁহাব যোগ ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনেব পূর্বে উক্ত কলেজেব নিযমাবলী প্রণযনেব জন্য দেশী বিদেশী পণ্ডিতদের লইয়া যে সমিতি গঠিত হয়, তিনি তাহাব সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটিবও পবিচালক-সমিতিব এক জন সদস্য ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জযেব শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সে যুগে প্রবাদবাক্যের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনা এবং সুপ্রিম-কোর্টে জজ-পণ্ডিতি ছাড়াও তিনি তাঁহাব বাগবাজারের গৃহে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত চতুষ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। রামমোহন রায়ের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, সে যুগে মৃত্যুঞ্জয় উপনিষদ ও বেদান্তদর্শন রীতিমত চর্চা করিতেন। রাজপুরুষেরা

তাঁহার নিকটে নানাবিধ সামাজিক ও আইনঘটিত ব্যাপারেও বিধান লইতেন। তন্মধ্যে সহমরণবিষয়ক বিধান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৭ সনেই বিধান দিয়াছিলেন যে, 'চিতারোহণ অপরিহার্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম-জীবনযাপন, এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের সহমরণ-বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত বাংলা পুস্তিকাগুলির সহিতই আমাদের এই ইতিহাসের সম্পর্ক। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার সকল পুস্তক লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। তাহার তালিকা এইরূপ—

১। বত্রিশ সিংহাসন, ১৮০২
২। হিতোপদেশ, ১৮০৮
৩। রাজাবলি, ১৮০৮
৪। বেদান্ত চন্দ্রিকা, ১৮১৭
৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা, ১৮৩৩ (রচনা ১৮১৩)

ইহা ছাড়া তিনি উইলিয়ম কেরীর তাহার কথোপকথন, সংস্কৃত হিতোপদেশ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের 'সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ' পুস্তকের রচনাতেও মৃত্যুঞ্জয়ের যথেষ্ট হাত ছিল। ১৮০৫ সনে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'দায়বত্তাবলী'র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সে পুস্তক পাওয়া যায় নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের রাজপত্রে ব্রজেন্দ্রবাবু Literary Notices বিভাগে হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে লিখিত মৃত্যুঞ্জয়ের একটি পুস্তকের নাম পাইয়াছেন। সে পুস্তকের উল্লেখও অন্যত্র তিনি দেখেন নাই।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতি বিশেষ করিয়া তাঁহার 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র জন্য। 'রাজাবলি' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস এবং 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় নানা কৌতুকের গল্পচ্ছলে বাংলা গদ্যরীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র গুরুত্ব বড় কম নয়। এতাবৎকাল আমাদের ধারণা ছিল—বাংলা ভাষাতে দুরূহ শাস্ত্রীয় বিচার এবং দার্শনিক যুক্তিমূলক রচনা রামমোহনই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' 'বেদান্ত গ্রন্থে'র দুই বৎসর পরে প্রকাশিত হইলেও ইহার ভাষা ও রচনাভঙ্গি হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, ঐ

ভাষা ও ভঙ্গি সম্পূর্ণ মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব এবং বেদান্তাদি দুরূহ বিষয়ের চর্চা মৃত্যুঞ্জয় স্বাধীনভাবে পূর্ব হইতেই করিতেছিলেন।

'বত্রিশ সিংহাসন'—কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়া ১৮০২ সনে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

"বত্রিশ সিংহাসন।—। সংগ্রহ ভাষাতে।—। মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—। ১৮০২।"

উপক্রমণিকা ও বত্রিশটি পুত্তলিকার বত্রিশটি কাহিনী, পৃ. ২১০। ভাষা সহজ, সরল; রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষার সহিত ইহার আকাশ পাতাল প্রভেদ। মৃত্যুঞ্জয় রামরাম বসুর আদর্শে রচনা করেন নাই। 'বত্রিশ সিংহাসনে' তিনি সংস্কৃতানুসারিণী এবং চলিত-ঘেঁষা, উভয়বিধ রীতিই প্রয়োগ করিয়াছেন, অথচ শেষোক্ত পদ্ধতিতে বৈদেশিক বা বিজাতীয় শব্দ কদাচিৎ ব্যবহার করিয়াছেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' হইতেই মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয়—তাঁহার সতেজ প্রকাশভঙ্গি এবং সরল শব্দবিন্যাস। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালা'; কেরীর 'ডায়ালগ্‌স ...' এবং গোলোক শর্মার 'হিতোপদেশ'—'বত্রিশ সিংহাসনে'র পূর্বগামী হইলেও পরবর্তী বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু 'হিতোপদেশ,' 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ভাষাই উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরী রীতি স্থায়ী হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ই প্রাণবান গদ্যের প্রথম স্রষ্টা।

বেতালপঞ্চবিংশতি এবং বত্রিশ সিংহাসন জাতীয় গল্প বহুকাল হইতেই এদেশে প্রচলিত। সংস্কৃত গদ্যে-পদ্যে রচিত একাধিক বত্রিশ সিংহাসন এখনও দেখা যায়। এই গল্পগুলিতে অনেকে বৌদ্ধ প্রভাব দেখিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের নামেও একটি বত্রিশ সিংহাসন প্রচলিত আছে। মৃত্যুঞ্জয় ইহার কোনটিকে তাঁহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। অনুবাদ হইলেও ভাষা অত্যধিক সংস্কৃত প্রধান নয়—মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম রচনার ইহাই বিশেষত্ব এবং গোলোক শর্মার উপরে এখানেই তাঁহার প্রাধান্য। ভাষার নমুনা-স্বরূপ কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা সর্বত্র দেওয়া হইল।

১। "দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক শস্য ক্ষেত্র থাকে তাঁহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক

শস্য ক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে পরিখা করিয়া তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যূথী জাতী সেবতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকে। সেই উপবনের নিকট নিবিড ভয়ানক বন ছিল সে বন হইতে হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ গাণ্ডার বানব বনশূকর শশক ভালুক হরিণাদি অনেক পশু জন্তু আসিয়া শস্য প্রত্যহ নষ্ট করে এ জন্য যজ্ঞদত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল। মঞ্চের উপর যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ রাজাধিরাজের যেমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেই মত প্রতাপ শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে এ কি আশ্চয্য। এই বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের ব্যবহাব প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র এক মন্ত্রীকে মঞ্চেব উপরে বসাইলেন। সেই মন্ত্রী যাবৎ মঞ্চের উপর থাকে তাবৎ রাজাধিরাজের প্রায় প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বিচাব করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকেরো নয এবং মন্ত্রীব নয কিন্তু এ স্থানের মধ্যে চমৎকাব কোনহ বস্তু আছেন তাহারি শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজ প্রায হয। ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রব্যেব উদ্ধাব কারণ সেই স্থান খনন করিতে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেবা খনন করিল। তৎপর সেই স্থান হইতে প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্নসিংহাসন উঠিলেন।—উপক্রমণিকা, পৃ. ৩

২। এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস।

বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। —প্রথম পুত্তলিকার কথা, পৃ.৯

৩। হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্তমাংস মলমূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি কর জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে তদ্রূপ দুঃখদায়ক হন অতএব নত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্য বস্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেক কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হন।" —পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা, পৃ. ২৭

১৮০৮ সনে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ ১৯৮) এবং ১৮১৮ সনে তৃতীয় সংস্করণ (পৃ ১৩৪) প্রকাশিত হয়। ১৮১৬ সনে 'লন্দন মহা নগরে চাপা' একটি সংস্করণ বাহির হয়।

'হিতোপদেশ —১৮০৮ সনে প্রকাশিত হয়, পৃ. ২৪৩। আখ্যাপত্র এইরূপ—

"পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত। | মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি। | এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ।— | বিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত। | বাঙ্গালা ভাষাতে। | মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। — | শ্রীরামপুরে ছা । হইল।— | ১৮০৮। — | "

'হিতোপদেশে'র ভাষা 'বত্রিশ সিংহাসন' অপেক্ষা অধিক সংস্কৃত-ঘেঁষা। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের ভাষা এমন সরল ও সুখপাঠ্য যে, অনুবাদে মৃত্যুঞ্জয়কে কিছুমাত্র পরিবর্তন সাধনের পরিশ্রম করিতে হয় নাই, তিনি যথাযথ মূলের দর্শ বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। গোলোকনাথও তাহাই করিয়াছেন, কিন্তু উভয় অনুবাদের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব সাহিত্যবুদ্ধি অনুবাদকেও কতখানি সরস করিয়া তুলিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"নর্ম্মদাতীরে এক অতিবড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে সেই তরুতে আপন চঞ্চুকরণক নির্ম্মিত নীড়মধ্যে পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাস করে।

অনন্তর নীলবর্ণ ছবির তুল্য মেঘসমূহেতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে

পরে স্থূল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইল সেই তরুতলেতে বানরের-দিগকে আর্দ্রীভূত শীতার্ত্ত কম্পিতকলেবর দেখিয়া করুণাপ্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল ওহে বানরেরা শুন আমারদিগের কর্ত্তৃক চঞ্চুমাত্রেতে আহৃত তৃণকণক নীড নির্ম্মিত হইয়াছে পাণি পাদাদিবিশিষ্ট তোমরা কেন এই প্রকারে অবসন্ন হইতেছ তাহা শুনিয়া জাতক্রোধ বানরেরা আলোচনা করিল বায়ুরহিত নীড মধ্যে অবস্থানপ্রযুক্ত সুখী পক্ষিরা আমারদিগকে নিন্দা করিতেছে ভাল বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর জলবর্ষণ নিবৃত্তি হইলে সেই মর্কটের। বৃক্ষ আরোহণ করিয়া সকল বাসা ভাঙ্গিল তাহারদিগের অণ্ড সকলও নীচেতে ফেলাইয়া দিল।" পৃ ৮৭-৮৮

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিষ্ণু শর্ম্মা রচিত প্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র পুস্তকের অন্ততঃ দশখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদের পর যে অনুবাদগুলি বাহির হয়, সেগুলি যেন হুবহু মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদেরই পুনর্মুদ্রণ। বস্তুতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের এই 'হিতোপদেশ' দীর্ঘকাল বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৭) প্রকাশিত হয়।

'রাজাবলি—১৮০৮ সনে বাহির হয়, পৃ. ২৯৫। আখ্যাপত্র এইরূপ—

"রাজাবলি।—| সংগ্রহ ভাষাতে।—| মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—| শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—| ১৮০৮।—| "

'রাজাবলি'কে অনেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা ধরিয়া বিচার করিয়াছেন, কিন্তু আখ্যাপত্রে 'সংগ্রহ ভাষাতে' দেখিয়া সন্দেহ হয়, ইহারও কোনও সংস্কৃত আদর্শ থাকা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ১৬ ভাগে ঐ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক সংস্কৃত 'রাজাবলি' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয় ঐতিহাসিক ছিলেন না এবং 'রাজাবলি'তে আলোচ্য বিষয়সমূহ লইয়া তিনি যে গভীর গবেষণা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবারও হেতু নাই। সুতরাং এই বইখানিকেও অনুবাদের কোঠায় ফেলিতে হইবে। তবে ইহা যে বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন, মৃত্যুঞ্জয় অন্য প্রাদেশিক ভাষা হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশে' মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার রীতিজ্ঞানের

পরিচয় দিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু 'রাজাবলি'তে পাইয়াছেন। এই পুস্তকে একাধিক রীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে তিনি বিজাতীয় শব্দ প্রয়োগেও ইতস্ততঃ করেন নাই। 'রাজাবলি'তে প্রথম গদ্যস্রষ্টা হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষমতার নিদর্শন বিশেষভাবে বিদ্যমান। এই পুস্তকের আরম্ভ ও সমাপ্তি অংশ উদ্ধৃত করিলেই বাক্যপদ্ধতির ক্রমপরিবর্তন স্পষ্ট হইবে। আরম্ভ এইরূপ—

> "ব্রহ্মপ্রভৃতি কীট পর্য্যন্ত জীবলোকের ও ঐ জীবলোকেরদের ভূর্লোকাদি সত্য লোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধতন সপ্তলোক অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ নিবাস স্থানের ও অমৃত যব ব্রীহি তৃণাদিরূপ তাবদ্ভোগ্যবস্তু সকলের ও স্বস্বকর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরক বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার ও কল্প মন্বন্তর যুগাদিরূপ কাল বিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।" পৃ. ১১৭

সমাপ্তি এইরূপ—

> "এইরূপে সুবে বাঙ্গালাদিতে কম্পনি বাহাদুরের অধিকার সুস্থির হইল। মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২০৪ সন পর্য্যন্ত বরাবর কম্পনি বাহাদুরের খেদমত গুজারি করিয়া এই কলিকাতাতে মরিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ মুকুন্দবল্লভ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ মহারাজ দুর্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন ঐ আপন মুনীব নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামী বৃক্ষের ফল পাইলেন অতএব স্বতঃ নিমখারাম অথচ এক ক্ষুদ্রের ঔরসেতে মহারাজ দুর্লভরামের জন্ম অতএব বিপরীত খচরস্বরূপ ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ভাগিনেয়েরা প্রতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রবধূ ঐ মহারাজ মুকুন্দবল্লভের স্ত্রীকে এক বস্ত্রে কএক দাসী সমেত কৌশলক্রমে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় আপনাকে মহারাজ করিয়া মানিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভেরদের ঐহিক সম্ভ্রম ও পারমার্থিক সকল ধর্ম্ম লোপ করত আছে। ঐ রাজা রাজবল্লভের পুত্রবধূ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে দুঃখেতে কাল ক্ষেপণ করত আছেন।" পৃ. ১৮৯

আরম্ভ ও সমাপ্তির মাঝে মাঝে 'রাজাবলি'তে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা যে শিল্পাদর্শের দিক দিয়া কত উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি

কয়েকটি হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। রসিক পাঠক ইহার মধ্যে বঙ্কিমী ভঙ্গির সন্ধান পাইবেন।

> "যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্ম-বিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং ঊর্দ্ধবাহু হইল।" পৃ. ১৩৪

১৮১৪ সনে 'রাজাবলি'র দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ২২১) প্রকাশিত হয়।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'—রচনার তারিখ (১৮১৩ খ্রীঃ) হিসাবে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র স্থান 'রাজাবলি'র পরেই, কিন্তু ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত হয় নাই। ১৮১৯ সনের ৫ জানুয়ারি তারিখে কলেজের কর্তৃপক্ষকে লেখা কেরীর একখানি পত্র হইতে জানা যায়—

> "Mritoonjuya, formerly Chief Pundit of the College, some years ago at my suggestion undertook the abovementioned work, to which he has given the name of Prabodha-Chundrika. It is a sketch of the whole cycle of Hindoo Literature, illustrated by familiar examples and interspersed with anecdotes intended to exemplify the different sciences described therein.....The work is now in the Serampore Press and will be printed without any application for a subscription. I consider it, however, as a work which as a Class Book will be of great value in the College....."—Home Miscl. No. 565, pp. 388-89.

এই পত্রে মৃত্যুঞ্জয়কে এই সকল গ্রন্থরচনার পরিশ্রমের জন্য পুরস্কৃত করিবার সুপারিস ছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ পঞ্চাশ খণ্ড 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'

কিনিয়া লেখককে পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তাহার জন্য অপেক্ষা করেন নাই। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। ঠিক ১৪ বৎসর পরে ১৮৩৩ সনের মে মাসে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রচনা। পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যের বহু সমালোচক ও ঐতিহাসিক এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ অধ্যয়ন না করিয়াই ইহার ভাষার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজনই মনে করেন নাই যে, মৃত্যুঞ্জয় নানা গদ্য-রীতির নমুনা দ্বারাই এই গ্রন্থখানিকে স্বয়ং সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' দীর্ঘকাল কলিকাতার বাঙালী ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক ছিল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এটিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া নিজেরাই ইহার একটি সংস্করণ (১৮৬২ খ্রীঃ) প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে যুগের বাঙালীদের অনেকেরই এই পুস্তকখানির সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল। এই বই লইয়া অনেক আলোচনাও হইয়াছে। কিন্তু যে কারণই হউক, এই সকল আলোচনাতে মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই। পরবর্তী কালে মৃত্যুঞ্জয়কে যাঁহারা সমধিক আদর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় অনুসৃত (১) মৌখিক রীতি, (২) সাধু বা সাহিত্যিক রীতি এবং (৩) সংস্কৃত রীতি লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয় প্রধানতঃ অনুবাদ স্থলেই সংস্কৃত রীতি ব্যবহার করিয়াছেন।

বস্তুতঃ মৌখিক রীতির প্রতি যে তাঁহার প্রবণতা ছিল, 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' পাঠে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। পুস্তকের ভূমিকায় জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন—

> "This work was composed by the late Mrityunjoy Vidyalunkar, one of the most profound scholars of the age···The work, which he left unpublished at his death, consists chiefly of narratives from the Shastrus, written in the purest Bengalee of which indeed it may be considered one of the most beautiful specimens. The writer, anxious to exhibit a variety of style has

in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders ; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour. In other parts of the work he has drawn so freely on the Sungskrit, that the uninitiated student may possibly find it difficult to comprehend some of the sentences at the first glance. All words of foreign parentage, however, he has carefully excluded, which adds not a little to the value of this compilation.

Considering how confined is the number of works written by natives of the country in pure Bengalee which we possess, it is to be hoped that the present work will form a valuable addition to the library of the student. Though he should be occasionally interrupted, in the perusal of it, by words and phrases of unusual occurrence, yet he will be amply repaid for his labour by the purity of its diction, and by the opportunity which it will afford him of appreciating the resources of the Bengalee language. Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language."

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র বিবিধ গদ্যরীতির নমুনা স্বল্পপরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইহা হইতেই পাঠক মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন।

১। "মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও

বিল ঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কার্পাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাঁইজ করি চরকাতে সূতাকাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশগণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ কবি কাটনা কাটি ভাঙা ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে।" পৃ. ২৮৯

২। "এক স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে মানস সরোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া উপুস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লোহিত লোচন লপন চরণ ধবল শরীব তুমি কে হে। হংস কহিল আমি রাজহংস। বকেরা কহিল ওহে। তুমিই রাজহংস বটে ভাল এক্ষণে কোথা হইতে আইলা। মানস কাসারহইতে। সে স্থানে কি আছে। সুবর্ণ বর্ণ রাজীবরাজী পীযূষতুল্য জল নানা রত্নেতে নিবদ্ধ আলবাল যারদেব এতাদৃশ পাদপশংক্তি প্রতীরেতে বহুবিধ মণিখচিত হিরণ্ময় সো।নাবলি এই সকল তথা আছে। এতদ্রূপ উত্তর প্রত্যুত্তরানন্তর কুঞ্চেরা কহিল সেখানে শামুক আছে হংস কহিল না। এই কথা শ্রবণমাত্রে কচ্ছেরা হংসকে হীহী করিয়া উপহাস করিল।" পৃ. ২৬৬

৩। "দক্ষিণ দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য রাজরাজীশিরো-রত্নরঞ্জিতচরণ উজ্জয়িনী বিজয় নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরকে শবিনামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো ধন ভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিস্তনসুন্দর ইন্দীবর কৈরবকোরক সুন্দরীমুখ-মনোহরান্দোলিতোৎফুল্লরাজীব-নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্যজনসমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজদ্বারস্থিত ঘটীযন্ত্রস্থ দণ্ডতাম্রীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্ন ন্যায় অস্তমিত হইলেন।" পৃ. ২৭১-৭২

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্র এইরূপ—

"An/ Apology/ for/ The Present System/ of/ Hindoo Worship./ Written in the Bengalee Language, and Accompanied by/ an English Translation / Calcutta / Printed by A. G. Balfour, at the Government Gazette/ Press, No. I, Mission Row / 1817 /"

মৃত্যুঞ্জয়ের নাম না থাকিলেও ইহা যে তাহারই রচনা, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০) বিবরণ ও 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে (১৮৪৫, জুলাই) প্রকাশিত 'Vedantism—, what is it? প্রবন্ধ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয় এক নূতন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। অতি দুরূহ বেদান্তদর্শনও যে বাংলা ভাষায় আলোচ্য হইতে পারে, রামমোহন রায় তাহা ইতিপূর্বেই দেখাইয়াছিলেন কিন্তু বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কঠোর শাস্ত্রীয় বিচারও যে বাংলা ভাষায় করা যায়, ইহা মৃত্যুঞ্জয়ই প্রমাণ করিলেন। ইহাদের উভয়ের চেষ্টায় বাংলা ভাষার বনিয়াদ পাকা হইল, পাঠ্য পুস্তকের স্তর হইতে বাংলা ভাষা একেবারে শাস্ত্রচর্চার আসরে উন্নীত হইয়া সকলের শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া উঠিল। আশ্চর্যের বিষয়, এখন পর্যন্ত শাস্ত্রীয় বিচারে মৃত্যুঞ্জয়ের এই ভাষাই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' হইতে দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। "দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিততেরদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমতত্ত্বকারী ও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তর পণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ইতি। আধুনিক ধনমদমত্ত ভ্রান্তেরদের স্বাহঙ্কার কুজ্ঞানেতে কৃত যে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ বিশ্বা তারদের রাজপথ পরিত্যাগে নূতনপথগামীরা বিপদ্‌গ্রস্ত অবশ্য হয় ও গমনকালে নানা নিষেধবাক্য না মানিয়া তৎপথগামীরা ততোধিক বিপত্তিভাগী হয়।" পৃ, ২০৯

২। "পরমার্থদর্শী ধার্মিক সৎপুরুষেরদের নির্ম্মলজলবদ্‌বুদ্ধিতে বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল

আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবর্তা সাধ্বী স্ত্রিব হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতি নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষাব হৃদয়ার্থবোদ্ধা সংপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।" পৃ, ২১৩

বাংলা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জযেব কীর্তি বিচার এখনও সুষ্ঠু ও যথাযথ ভাবে হয় নাই, ইহার প্রধান কারণ, মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার সকল দিক একত্র করিয়া বিবেচনা করিবাব সুযোগ এত দিন আমাদের ছিল না। পূর্বে বলিয়াছি, মৃত্যুঞ্জয়ই সর্বপ্রথম জড় বাংলা গদ্যে প্রাণসঞ্চাব করিয়াছিলেন; সেই প্রদোষান্ধকাবে ইহা যে কত বড় কাজ, বর্তমান সমৃদ্ধির উপর চাপিয়া বসিয়া তাহা হয়ত আমরা অনুভব কবিতে পারিব না। তথাপি বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পীরূপে মৃত্যুঞ্জয়কে পূজা নিবেদন করিতেই হইবে। মৃত্যুঞ্জয়ের বিরাটত্ব যিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে যুগেব সেই শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক এবং বঙ্গভাষাবিদ্ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের প্রশস্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি—

"At the head of the establishment of Pundits [at the College of Fort William] stood Mritunjoy, who, although a native of Orissa, usually regarded as the Boetia of the country, was a colossus of literature. He bore a strong resemblance to our great lexicographer [Dr. Johnson], not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanscrit classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour."

—*The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, Vol. i, p. 180.

তারিণীচরণ মিত্র

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সহিত কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও হিন্দুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মুন্‌শী তারিণীচরণ মিত্র ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রাইষ্টের উৎসাহে তৎসম্পাদিত, *The Oriental Fabulist or Polyglot Translations of Esop's and Other Ancient Fables from The English Language* · পুস্তকের বাংলা অংশ অনুবাদ করিয়া বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন দখল করিয়া আছেন। 'দি ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট' পুস্তকের ফার্সি ও হিন্দুস্থানী অনুবাদও তারিণীচরণকৃত।

তারিণীচরণ মিত্রের কীর্তি ও জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর জানা যায় না। কলিকাতা বঙ্গীয় পাবলিশিং হাউসের 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৫ সংখ্যক গ্রন্থ 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট'-এর ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারিণীচরণ সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ দিয়াছেন ততটুকুই আমাদের উপজীব্য। তারিণীচরণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সেখান হইতেই সঙ্কলিত হইল।

তারিণীচরণ কলিকাতার লোক ছিলেন। কলিকাতার উত্তর-সিমলা বা পুরাতন-সিমলা অঞ্চলে কোথাও তাঁহার বাস ছিল। আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি তাঁহার যুগের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন, ইংরেজী, উর্দু, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। উর্দু ও হিন্দি ভাষাতে তাঁহার কয়েকটি মূল ও অনুবাদ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে তারিখে তারিণীচরণ জন্ গিলক্রাইষ্টের অধীনে মাসিক একশত টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মুন্‌শীরূপে নিযুক্ত হন। প্রধান মুন্‌শী হন মীর বাহাদুর আলী। তারিণীচরণ কলেজের দক্ষ কর্মচারী ছিলেন, স্বীয় কর্মনিপুণতায় তিনি দ্রুত উন্নতি করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর হিন্দুস্থানী বিভাগের তৎকালীন প্রধান মুন্‌শী মীর সের আলি আফসোসের মৃত্যু হইলে তারিণীচরণ মাসিক দুই শত টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩০ সনের মে মাস পর্যন্ত তিনি দক্ষতার সহিত এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মাসিক এক শত টাকা পেনশনে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর।

'দি ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি' ১৮১৭ সনের ৪ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তারিণীচরণ সূত্রপাত হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক বিবরণে পরিচালক-সমিতির সদস্যরূপে তিন জন বাঙালীর নাম পাওয়া যায়; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র। তারিণীচরণ সমিতির দেশীয় সম্পাদক (নেটিব সেক্রেটরি) ছিলেন। এই সমিতির উদ্যোগে বাংলা, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়; অধিকাংশই অনুবাদ। অনুবাদে তারিণীচরণের হাত ছিল। তারিণীচরণ দীর্ঘকাল কলিকাতা স্কুল-বুক-সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন; ১৮৩০-৩১ সনের কার্যবিবরণেও সদস্য হিসাবে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এদেশীয় হিন্দু বাঙালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া 'ধর্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন; সতীনিবারণ-আইনের বিরুদ্ধে ইঁহারা আন্দোলন করিয়াছিলেন। তারিণীচরণ এই সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, জানা যায় নাই।

দুইখানি বাংলা অনুবাদ-পুস্তকের সহিত তারিণীচরণের নাম সংযুক্ত আছে। ১। 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট'। ২। 'নীতিকথা'।

ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট (The Oriental Fabulist···) জন্ গিলক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে কলেজের অর্থানুকূল্যে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে মূল ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দুস্থানী, ফার্সি, আরবি, ব্রজভাষা, বাংলা ও সংস্কৃত, এই ছয় ভাষার অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র পুস্তকটি রোমান হরফে মুদ্রিত। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ—

> "The/ Oriental Fabulist/ or/ Polyglot Translations/ of/ Esop's and other/ Ancient Fables/ from/ The English Language,/ into/ Hindoostanee, Persian, Arabic,/ Brij Bhakha, Bongla,/ and/ Sunskrit,/ in the/ Roman Character,/ By/ Various Hands/ Under/ The Direction and Superintendence/ of/ John Gilchrist,/ For The Use of/ The College of Fort William./ Calcutta / Printed At The Hurkaru Office./ 1803./

এই পুস্তকের বাংলা অংশ যে তারিণীচরণের অনুবাদ, তাহা গিলক্রাইষ্টের ভূমিকা হইতে জানা যায়। তিনি বলিতেছেন—

> "The names of the Learned Natives who have gene-

rally been employed on this Polyglot Translation, are as follows :

Tarnee Churun Mitr, Bungla, Persian & Hindoostanee. It behoves me now more particularly to specify, that to **Tarnee Churun Mitr's** patient labour and considerable proficiency in the English Tongue, am I greatly indebted for the accuracy and dispatch, with which the Collection has been at last completed. The public may yet feel, and duly appreciate the benefit of his assiduity and talents, evident in The Bungla Version,..."(Pp. xxiv-xxv).

গিলক্রাইষ্টের ভূমিকা হইতে আরও জানা যায় যে, বাংলা অংশকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। অনুবাদের দিক দিয়া বাংলা অংশকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। বেভারেণ্ড লঙের বাংলা পুস্তকতালিকায় স্বতন্ত্র বাংলা সংস্করণের উল্লেখ নাই।

তারিণীচরণ মিত্রের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল; মাঝে মাঝে ইংরেজী বাক্যভঙ্গি অনুসৃত হইলেও কমা সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন প্রয়োগে সহজেই অর্থবোধ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্টে'র 'তৃতীয় কথা পেট ও শরীরের খণ্ডে'র কাহিনী অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি।

"একবার এমন সঙ্ঘটন হইল যে শরীরের খণ্ড সকল পেটের চরিত্র হইতে রুষ্ট হইয়া এই স্থির করিলেক, যে পূর্ব্বাপর মতে ইহাকে আর খাদ্য যোগাইব না। প্রথম জিহ্বা দুষ্ট ভাষাতে তাহাদিগের দুঃখ বিস্তারিত কহিলেক, এবং হাতে পায়ের কৃতিত্ব ও পরিশ্রম অত্যন্ত বাখানিয়া কহিলেক, এ কি প্রমাদ আর অসঙ্গত হইল যে এমন স্থূল ও অলস উদর, যে নিতান্ত অকেজুয়া, আপনার কর্ম্ম আপনি করিতে অশক্ত, এবং অতিশয় লোভী তাহার নিমিত্তে আমাদিগের শ্রমের ফল নষ্ট হইবেক। এই কথা সকল অঙ্গেরা একত্র হইয়া প্রশংসাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেক তৎক্ষণাৎ হস্ত কহিলেক আমি আর শ্রম করিব না; পা বলিলেক নাড়ীভুঁড়ীর ভার, যাহাতে অদ্যাবধি আমি আক্রান্ত ছিলাম আর বহিব না; বরং সেই

দাঁত অমান্য হইল যে তাহার কারণ এক গ্রাসও চাবাইব না। এমত উৎপাতে পেট তাহাদিগে ব্যগ্রতা করিলেক যে, তোমরা অবধানপূর্ব্বক বিচার করহ; আর নির্বুদ্ধি ন্যায় হুলস্থূল করিও না। তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহ নাহি যে জানে না, তোমরা আমাকে যাহা দেও তাহা তৎক্ষণাৎ তোমাদিগের কর্ম্মে আইসে, আর তোমাদিগের সকলের হিতের নিমিত্তে আমার উপলক্ষ্যে সকল শরীরে প্রবেশ হয়। কিন্তু তাহার এ বাদানুবাদ বৃথা হইল, তাহার কারণ এই যে যতক্ষণ রাগের প্রাদুর্ভাব থাকে জ্ঞানের কথা প্রায় অনবধান করে। অতএব এ উপদ্রব থামান তাহার অসাধ্য হইল। তাহাদিগের অসহায়তায় সে উপবাস করিলেক, শরীর শুকাইয়া স্থিসার হইল। অঙ্গ সকল ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া শেষে আপনাদিগের ভুল বুঝিলেন, এবং স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে মনস্থ করিলেন।"

এই পুস্তকের কোনও পরবর্তী সংস্করণ আমি দেখি নাই।

'নীতিকথা'—(*Fables, in the Bengalee Language, for the use of Schools* First Part.) এই পুস্তকখানি তারিণীচরণ একলা লেখেন নাই। ইংরেজী ও আর এ হইতে তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সে ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া কলিকাতা স্কুল-বুক-সোসাইটির উদ্যোগে ১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'নীতিকথা' প্রকাশ করেন।

পুস্তকটির আখ্যাপত্র এইরূপ—

> 'নীতিকথা। পাঠশালার নিমিত্তে। কলিকাতা স্কুল। বুক সোসাইটি। দ্বারা। বাঙ্গালাভাষায়। তর্জ্জম করিয়া সংগ্রহ ও মুদ্রিত করা গেল। C. S B. S। কলিকাতা। শ্রীবিশ্বনাথ দেবের। ছাপাখানায় ছাপা হইল। ইং ১৮। এপ্রিল মাস।"

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৫। কোন্ কাহিনী কাহার অনুবাদ, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আমি ভাষা ও রচনারীতি দেখাইবার জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> "কোন সময় এক সিংহ একটা বলদ শিকার করিতে মনস্থ করিলেক কিন্তু বলদের বলাধিক্য হওন প্রযুক্ত নিকটে যাইতে পারিলেক না পরে তাহাকে ছলিবার জন্যে নিকটে গিয়া কহিলেক ওহে

বলদ আমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছা মারিয়াছি অতএব আমার বাশনা এই যে অদ্য রাত্রে তুমি আমার গৃহে অধিষ্ঠান হইয়া ভোজন কর বলদ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেক…"

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেই 'নীতিকথা' প্রথম ভাগের তিনটি সংস্করণ হয়, ১ম সং ৫০০, ২য় সং ১০০০ এবং ৩য় সং ৪০০০। পরে বহু সংস্করণ হইয়াছিল। ঐ বৎসরেই 'নীতিকথা'র দ্বিতীয় খণ্ডও বাহির হয়, এই খণ্ড সংকলন করেন—মে, হালি ও পীয়ার্সন। তারিণীচরণ ইহার হিন্দী অনুবাদ করেন। 'নীতিকথা' ১ম ভাগ তৃতীয় সংস্করণে, পুস্তকে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন সম্বন্ধে একটি কৌতুককর মন্তব্য আছে। তাহা এই—" , এরূপ চিহ্ন দ্বারা যে বিচ্ছেদ দেওয়া যায় সে স্থানে এক এই উচ্চারণ করিতে যে সূক্ষ্ম কালবিলম্ব হয় তাহার জ্ঞাপন। ; দ্বিতীয় চিহ্ন পূর্বচিহ্ন হইতে দ্বিগুণ বিলম্ববোধক।"

কেদারনাথ মজুমদার-প্রণীত 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের (১৯১৭) ৪৪ পৃষ্ঠায় 'নীতিকথা' সম্পর্কে এই মন্তব্য দেওয়া হইয়াছে—

"রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্তৃক বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য ইংরেজী ও আরবী ভাষা হইতে সংগৃহীত। বর্দ্ধমান খৃষ্টীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কেরাণী তারাচাঁদ মিত্র রাজাবাহাদুরকে ইহার অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করেন। ১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এই পুস্তক প্রকাশ করেন।"

এই উক্তি সর্বৈব ভুল।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' নামক একখানি পুস্তকের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজীবলোচনের নাম। তাঁহার অন্য কোনও পুস্তক বা রচনার কথা জানা যায় নাই। রাজীবলোচনের জীবনকাহিনীও যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত; 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ২ সংখ্যক গ্রন্থ 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'-এর ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কলেজের কার্যবিবরণাদিতে এই পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে লেখকের পরিচয় এইরূপ দেওয়া ছিল—'descended from the family of the Rajah' অর্থাৎ রাজীবলোচন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (কৃষ্ণনগর) পরিবারসম্ভূত ছিলেন।

এইটুকুই তাঁহার বংশ পরিচয়। *তাঁহার কর্মজীবন সম্বন্ধে আমরা এই সংবাদ-*মাত্র অবগত হইয়াছি যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগে উইলিয়ম কেরীর অধীনে রাজীবলোচন মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে সরকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেরীর উৎসাহে তিনি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] পুস্তকগুলি। প্রস্তুত করিয়া তাহারই হস্তে প্রদান করেন। কেরীর সার্টিফিকেট পাইয়া রাজীবলোচনের ১০০৲ টাকা পুরস্কারের [illegible] এই পুস্তক ছাপা হইলে ১০০ খণ্ড ক্রয় করিতে স্বীকৃত হন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের [illegible] রাজীবলোচনের নাম নাই। কেরীর সরকারী [illegible] বিভাগে রাজীবলোচনের কেরীর সহিত দীর্ঘ উনত্রিশ বৎসরকাল যে [illegible]।

পরবর্তী কালে রাজীবলোচন চন্দ্রিকা [illegible] পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের [illegible] গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের ভাষা সংস্কৃতানুসারী, বাংলা গদ্যসাহিত্যে ভরতচন্দ্রের [illegible] কোনও প্রভাব এই পুস্তকে পরিলক্ষিত হয় না। বাক্যগুলি ও সমাস-বদ্ধ পদ ভাষা মোটের উপর প্রাঞ্জল। পরবর্তী কালে এই পুস্তকের [illegible] নানা ভাষারীতি লেখকগণের [illegible]।

> এই দিবস অন্তঃপুরস্থ [illegible] ভূত বর্গেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে সমস্যা করিতে যাইব তোমরা সকলে সসজ্জ হও অদ্য প্রমাণে যাত্রা। প্রস্তুত হইল। রাজা অশ্বারোহণে গমন করিলেন ডিবনস্থ। করেন অতিসত্বর এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্য স্থান চারিদি নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানের অনেক পশু পক্ষী আছে নানা প্রকার শব্দ হইতেছে রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিলেন এ অপূর্ব্ব স্থান আমি এইখানে কিছু দিন বিশ্রাম করিব রাজাজ্ঞাক্রমে ভৃত্যবর্গেরা রাজার থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিয়া দিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের স্থান করিয়া সকলেই সেই স্থানে বাস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এই স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিব পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর রাজাজ্ঞানুসারে

দূত গিয়া পাত্রকে আনিল পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে অপূর্ব্বা এক পুরী প্রস্তুতা কর যেন কোনরূপে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি রাজধানীতে গমন করুন আমি পুরী নির্ম্মাণ করাই পশ্চাৎ প্রস্তুতা হইলেই মহারাজ আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানীতে আগমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন চারিদিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্যের থাকনের স্থান করিলেন বড়২ কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন হঠাৎ পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে তৎপরে অপূর্ব্ব অট্টালিকা তৎপরে রাজাগার তার পরে অতি উচ্চ অট্টালিকা তাতে ঘড়ি তদর্দ্ধে ঘণ্টা তার পর চারি দরজা মধ্যে সদাগরেরাদিগের থাকনের স্থান এবং হাট নানা জাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা তাতে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাদ্যোদ্যম করিবেক পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণদ্বারী এক অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক।" পৃ. ৪৫-৪৬

প্রথম সংস্করণ পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১২০।

চণ্ডীচরণ মুন্‌শী

চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর জীবন-কাহিনী আমি বহু চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার মাত্র দুইটি কীর্তির উল্লেখ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিবরণী-বহির্গুলিতে (Buchanan, Roebuck) পাওয়া যায়—১। 'তোতা ইতিহাস', ২। ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ। প্রথম পুস্তকখানি বহু সংস্করণের মধ্য দিয়া আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়খানির কোনও সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। উক্ত বিবরণী-বহির্গুলি, *Primitiæ Orientales* (তিন খণ্ড) পুস্তকে মুদ্রিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পুস্তকমালার বিজ্ঞাপন এবং ভারত-সরকারের দপ্তরে রক্ষিত *Home Miscellaneous* No. 559 প্রভৃতি হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইয়াছিল এবং তাহা

ছাপাখানার জন্য প্রস্তুত ছিল। পুস্তক ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র 'তোতা ইতিহাসে'র উপর নির্ভর করিয়াই চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

চণ্ডীচরণের বাড়ি কোথায় ছিল এবং কবে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায় না। কলেজের বাংলা-বিভাগ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পণ্ডিত ও মুন্‌শী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকায় চণ্ডীচরণের উল্লেখ নাই। তিনি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের পরে কোনও সময়ে উক্ত বিভাগে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপিত উইলিয়ম কেরীর পত্রে চণ্ডীচরণের উল্লেখ দেখা যায়। কেরী বলিতেছেন—

"Sir,

Accompanying this is a translation of the Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this Class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengali,—and very fit for a Class Book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him."

Sd. W. Carey. [Home Misce. Vol. No. 559, p. 304]

সভায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণকে বাংলা ভাষায় তুতিনামা অনুবাদের জন্য এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসেই (৫ অক্টোবর, ১৮০৪) কাউন্সিলের নিকট লিখিত কেরীর অন্য একটি পত্র এই :

"To the Council of the College of Fort William.

Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by the institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed a history of Raja Krishnu Chunder Roy (late of Krishnunagar) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmans, translated the Bhagvut Geeta into Bengalee. I have examined these works and think them to be worthy of the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which with the translation of the Tooteh nameh by Chundee Churun I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

I am,

Gentlemen,

Your most obedient humble servant,

Sd. W. Carey."

[Home Misce. Vol. No. 559, p. 384-5]

College,

5th October, 1804

১২ নবেম্বব তারিখে কেবীর এই পত্র কাউন্সিলের অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়। স্থির হয় যে, রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্র বায়েব ইতিহাস ও চণ্ডীচরণের তুতিনামার অনুবাদ প্রত্যেকটি এক শত খণ্ড কবিয়া কলেজের জন্য খরিদ করা হইবে। কলেজের পুস্তকাগারে বাখিবার জন্য প্রত্যেকটি বইয়ের একটি করিয়া সুলিখিত নকল করাইবাব আদেশ দেওয়া হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাসের জন্য রাজীবলোচনকে ১০০ সিক্কা টাকা ও ভগবদ্গীতার অনুবাদের জন্য চণ্ডীচরণকে ৮০ সিক্কা টাকা দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের অধিবেশনে বিভাগীয় কর্তা কেরী কর্তৃক প্রেরিত বাংলা সংস্কৃত ও মারাঠা ভাষার শিক্ষকদের যে তালিকা (প্রত্যেকের বেতন সহ) পঠিত হয়, তাহাতে দেখা যায় (নং ৫৫৯, পৃ. ৪৪৫), চণ্ডীচরণ সে সময়ে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে একজন সার্টিফিকেট পণ্ডিত (Certified teacher) ছিলেন।

Home Miscellaneous vol. 559-এর ৩৫০-৫৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য পুস্তকের যে তালিকা (১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে) আছে, তাহাতে 'Ready for the Press' শিরোনামায় যথাক্রমে ২২ ও ২৩ সংখ্যক পুস্তক হইতেছে চণ্ডীচরণের ভগবদ্গীতা ও তোতা ইতিহাস।*

চণ্ডীচরণ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নবেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি দিবসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল-অধিবেশনের বিবরণীতে Home Misce. vol. 560, P. 554) নিম্নলিখিত সংবাদটি আছে:

> "Chundee Churn, a Pundit of the fixed Bengalee Establishment having died on the 26th November, 1808—Anund Chunder was appointed on the 2nd December, 1808 to succeed him."

চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু জানা যায় না।

'তোতা ইতিহাস'—শুকপক্ষী বা তোতা পাখীর মুখনিঃসৃত বহু কাহিনী প্রাচ্য ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় শুকসপ্ততি-জাতীয় গল্প-সংগ্রহ এই সকল কাহিনীর মূল হইতে পারে। চণ্ডীচরণ মুন্‌শী কিন্তু পুস্তক-রচনায় সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। মহম্মদ কাদিরির† প্রণীত ফার্সি তুতিনামার হিন্দুস্থানী অনুবাদ করেন হাইদর বক্স—এই 'তোতা-কাহানী'‡ সে যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীচরণ হাইদর বক্সের 'তোতা-কাহানী'টিই বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে মোট ৩৫টি কাহিনী

* এই তালিকা Primitiæ Orientales, vol. III. (p. XXXIV) এবং বুকাননের *The College of Fort William in Bengal* (p. 219-35) পুস্তকেও মুদ্রিত হইয়াছে।

† Primitiæ Orientales, Vol III (p. XXX)—"Tota Kuhanee; from the Persian of Qadir Bukhsh, by Moonshee Huedur Bukhsh, Nustaleek Character."

‡ *Tota Kuhanee* a Translation into the Hiddoostanee Tongue, of the popular Persian Tales entitled Tootee Namu, by Sueyid Huedur Bukhsh Hueduree, under the superintendence of John Gilchrist...printed at the Hindoostanee Press in one Vol. 4to 1804 Roebuck, App. II, p. 24..

আছে। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আখ্যাপত্র সহ ছিল ২২৪। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল :

"তোতা ইতিহাস।— | বাঙ্গালা ভাষাতে | শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্‌শীতে রচিত।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৫।— | "

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান যুগের কোনও কোনও ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করিয়া থাকেন যে, সে যুগের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির বিশেষ প্রচার ছিল না—সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনে এগুলির প্রাধান্য তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। শুধু 'তোতা ইতিহাসে'র প্রচার দেখাইয়া প্রমাণ করা যায়, এই ধরনের উক্তি ভ্রান্ত। এই পুস্তকগুলি শুধু সে যুগে নয়, দীর্ঘ পরবর্তী কাল পর্যন্ত বহুল প্রচারিত হইয়াছিল, শুধু সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে নয়, বহু সংগ্রহ-পুস্তকে স্থান পাইয়া এবং পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়া ছাত্রছাত্রীগণের ভাষা শিক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। যে কয়টি 'তোতা ইতিহাসে'র সন্ধান আমি পাইয়াছি, তাহার তালিকা দেখিলেই আমার উক্তির প্রমাণ মিলিবে।

'তোতা ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ঠিক পর বৎসরেই (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার একটি সংস্করণ বাহির হয়। এই সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২১৬। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৮। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন একটি অতি পুরাতন বিচিত্র সংস্করণ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪০, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই কলম, ডাহিনে বাংলা এবং বামে ইংরেজী। এতদ্ব্যতীত Sir G. C. Haughton ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত তাঁহার *Bengali Selections* পুস্তকের গোড়াতেই 'তোতা ইতিহাসে'র দশটি কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। J. Wenger কর্তৃক প্রকাশিত Rev. W. Yates-এর *Introduction to the Bengali Language* পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের (কলিকাতা, ১৮৪৭) গোড়াতেই 'তোতা ইতিহাসে'র ১৮টি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Duncan Forbes-এর *The Bengali Reader* পুস্তকের প্রারম্ভে দশটি কাহিনী (হটনের নির্বাচিত কাহিনীগুলিই) উদ্ধৃত হইয়াছে।

হটন,* ইয়েটস্ ও ফরবস প্রত্যেকেই নির্বাচিত অংশের অনুবাদ, শব্দসূচী, ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া এগুলির বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। এগুলি ছাড়াও অন্যান্য অনেক সংগ্রহ গ্রন্থের মারফতে 'তোতা ইতিহাস' এদেশে সর্বত্র সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল।

বিষয়-বস্তুর দরুণ সামান্য ফার্সি-হিন্দুস্থানী মিশ্রিত হইলেও 'তোতা ইতিহাসে'র ভাষা সে যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। Yates-Wenger তাঁহাদের সংগ্রহের পাদটীকায় লিখিয়াছেন—

> "The style of these tales, which are translated from the Persian or the Urdu, is by no means pure, but deserving of attention as a very fair specimen of the colloquial language and its almost unbounded negligence."

ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature*··· পুস্তকে (পৃ. ১৮৮-৯০) চণ্ডীচরণের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 'তোতা ইতিহাসে'র ভাষার বিশেষত্ব দেখাইতেছিঃ

"এক শৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা

সূয্য পশ্চিমদিগে গেলে চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির হইলে খোজেস্তা বিদায়চাহিতে তোতার নিকট গিয়া তোতাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে তে তা বুদ্ধিবান্ কিমর্থে ভাবিত বসিয়া আছ?। তোতা উত্তর করিলেক যে আপনি প্রধান লোকের পরিজন কিন্তু তোমার সখার গোষ্ঠি ও জাতি উত্তম কি নীচ তাহা না জানিয়া ভাবিত আছি যদি তিনি ভাল জাতি হন তবে তাঁহার সহিত তোমাব প্রেম করাতে ক্ষেতি নাই এবং অপরামর্শও নয়। ইহা শুনিয়া খোজেস্ত, কহিলেন যে তোতা তুমি আমার মনোজ্ঞ যথার্থ বলিতেছ কিন্তু তাহা আমি কিরূপে জ্ঞাত হইব তোতা উত্তর করিলেক যে ভাল মন্দ মনুষ্যের কথোপকথনের দ্বারা জানা যায় তুমি এক শৃগালের কথা শুন নাই। খোজেস্তা

* 'A Glossary, Bengali and English to explain the Tota-itihes ...By Sir Graves Chamney Haughton, p. 124. London. 1825.

জিজ্ঞাসিলেক যে সে কি প্রকার আমি জ্ঞাত নহি তাহা তুমি কহ। তোতা কহিতে লাগিল।—

এক শৃগাল সর্ব্বদা এক নগরে লোকেরদের বাটী যাইয়া সকল বস্তুতেই মুখ দিত। পরে এক রাত্রিতে আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বাটী গিয়া নিলের জালাইতে মস্তক প্রবেশ করাইতে সেই জালামধ্যে পড়িয়া শরীর নীলবর্ণ হইয়া বহুশ্রমে জালা হইতে বাহির হইয়া বনে গেল। আর২ জন্তুরা তাহার চমৎকার মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এ কোন বৃহৎ জন্তু হইবেক। পরে সকল পশুরা তাহাকে আপনারদের প্রধান করিয়া সেই শৃগালের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিল কিন্তু তাহার শব্দেতেও তাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেক না। পরে সেই শৃগাল অন্য ক্ষুদ্র পশুরদিগকে আপন নিকটে দরবারের সময় দাঁড় করাইত শিয়ারা প্রথম সারিতে এবং খেঁকশিয়ালা দ্বিতীয় সারিতে হরণেরা ও তৃতীয় সারিতে বানরেরা চতুর্থ সারিতে গোধারা পঞ্চম সারিতে ব্যাঘ্রের ঐ সারিতে ভল্লুকেরা সপ্তম সারিতে সকলের এই প্রকার দাড়াইয়া থাকিতে২ শিয়ালেরা রব করিত তখন সেই সঙ্গে ঐ শৃগাল শব্দ করিত। কোন জন্তু তাহার রব কেহ অনুমান করিতে পারিত না। রব করিলে পরে সেই শৃগাল অন্য শিয়ারদের সহিত বলহ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিত। ব্যাঘ্র আর হস্তীকে আপন নিকটে আনিত দিন রাত্রি হইলে সেই শিয়ারা শব্দ করিত সেই শব্দ শুনিয়া সর্ব্বদা শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতেন। পরিয়া আপনিও রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ করিলেক।—

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলে যে ও কর্ত্রী ভালমন্দ সকলের কথার দ্বারা জানা যায় অতএব আপন বন্ধুর নিকট যাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন কর পরে সকল ভালমন্দ জ্ঞাত হইবা। তাহার পর খোজেস্তা যাইতে ইচ্ছা করিলেই কুক্কুট শব্দ করিল প্রাতঃকাল হইল এজন্যে গমন হইল না।—"

—প্রথম সংস্করণ, ১৮০৫, পৃ. ১১১-১৪

চণ্ডীচরণের ভাষা সর্বত্র এইরূপ। দুই চারিটি ফার্সি শব্দ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলেও এই বাংলা মূলতঃ সংস্কৃতানুসারিণী এবং কোথাও দুর্বোধ্য নহে।

চণ্ডীচরণ সংস্কৃত ব্যাকরণকে কদাচিৎ লঙ্ঘন করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত গল্পটি যেমন হিতোপদেশের নীলবর্ণ শৃগালকথাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনই 'তোতা ইতিহাসে'র অন্যান্য দুই একটি গল্পের আদর্শও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ রায় 'শুকোপাখ্যান' নাম দিয়া চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাসে'র একটি সংশোধিত সংস্করণ (পৃ. ১২৭) প্রকাশ করেন।

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি

রোবাকের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে রামকিশোর তর্কচূড়ামণি-রচিত ও ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্কৃত হিতোপদেশের বাংলা অনুবাদের উল্লেখ আছে। সেখানে ভ্রমক্রমে 'রামকিশোর তর্কালঙ্কার' লেখা হইয়াছে। ঐ পুস্তকের পরিশিষ্টে কলেজের বাংলা-বিভাগের পণ্ডিতদের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি বাংলা-বিভাগের পণ্ডিতপদে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিযুক্ত হন। ১৮১৮ সনের ১লা জুন পর্যন্ত তিনি যে চাকরিতে বহাল ছিলেন, ঐ তালিকা হইতে তাহা বুঝা যায়।

রামকিশোরের হিতোপদেশ কোথাও আমি পাই নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে এবং অন্যত্র আখ্যাপত্রহীন বহু বাংলা হিতোপদেশ আমার নজরে পড়িয়াছে, এগুলির কোনখানি রামকিশোরের হিতোপদেশ হইলেও হইতে পারে। অনুমানে কিছু স্থির করিবার উপায় নাই। ভবিষ্যতে কেহ এই লুপ্ত গ্রন্থের সন্ধান করিবেন, এই আশায় আমি এখানে রামকিশোর সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। Home Miscellaneous No. 559, ৪৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের কাউন্সিল-অধিবেশনের যে বিবরণী আছে, তাহাতে দেখা যায়, রামকিশোর তখনই সংস্কৃত ও বাংলা-বিভাগে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। কলেজ কাউন্সিলের সেক্রেটারি ক্যাপটেন লকেটের নিকট লিখিত উইলিয়ম কেরীর ১০ আগষ্ট, ১৮১৯ তারিখের

The Annals of the College of Fort William (1819)—Thomas Roebuck, p. 29 (Appendix No. II). "Fables—হিতোপদেশ by Ramkishoru Turkalunkaru 8vo. 1808."

পত্রে (Home Misce. No. 565, pp. 492-93) জানা যায় যে, বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত শিবচন্দ্র ৫৬ বৎসর বয়সে বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িলে তাঁহাকে কার্য হইতে অবসর দেওয়া হয় এবং তাঁহার স্থলে কেরী রামকিশোরকে নিযুক্ত করিবার সুপারিস করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নবেম্বর তারিখে লিখিত কেরীর পত্রে (Home. Misce. No. 565, p. 569) আমরা জানিতে পারি যে, রামকিশোরের মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার নাবালক পুত্র রামগতি শর্মা পিতার মৃত্যুতে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া সাহায্যের জন্য কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিতেছেন।

ভগবদ্গীতার টীকা

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন এ. লকেটের নিকট লিখিত কেরীর পত্রে (Home Misce. No 563, pp. 67-68) আমরা জানিতে পারি যে, কোনও পণ্ডিত বাংলা ভাষায় ভগবদ্গীতার একটি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকেরও সন্ধান আমি পাই নাই। কেরীর পত্রে এই টীকার যে সামান্য পরিচয় আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

> "A Pundit has written in the Bengalee language a commentary on the Bhagvut Geeta which is well executed and highly deserving of a reward, it being calculated to combine the study of the Bengalee language with a valuable piece of assistance in the study of Sanskrit. I therefore request that a small reward, not less than Rs. 50, be given him for the work. At the same time I propose to print the Geeta in Sanskrit with this commentary in the Bengalee language at my own private expence, if the College Council have no objection to its being thus made public."

শ্রীরামপুর মিশনের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা এই গ্রন্থের প্রকাশ সংবাদ আমি পাই নাই।

হরপ্রসাদ রায়

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-অধ্যায়ের শেষ লেখক হরপ্রসাদ রায় সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি কবি বিদ্যাপতি-প্রণীত 'পুরুষপরীক্ষা' নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাঁহার এইটুকু সম্পর্ক। বেভারেণ্ড জে. লং তাঁহার *Returns relating to Native Printing Presses & Publications in Bengal*··· (১৮৫৫) পুস্তকের ৭৭ পৃষ্ঠায় হরপ্রসাদকে কাঁচড়াপাড়ার লোক বলিয়াছেন। মুদ্রাকরপ্রমাদে হরপ্রসাদ "হরিপ্রসাদ" হইয়াছেন।*

উইলিয়ম কেরী ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের সহকারী সেক্রেটারি ক্যাপটেন রোবাককে যে পত্র দিয়াছিলেন (Home Misce. No. 563, p. 343) তাহাতে আছে:

> "Hura Prusada, a Pundit on the Bengalee fluctuating Establishment of the College, has translated a Sanskrit work called Poorooshа Pureeksha, into the Bengalee language which he intends to print, if he can obtain the usual encouragement of a subscription of 100 copies. . . ."

কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি তাঁহার ৩০ মার্চ তারিখের পত্রে (ঐ, পৃ. ৩৪৪) বিজ্ঞাপিত করেন যে, প্রতি খণ্ড দশ টাকা হিসাবে এক শত খণ্ড 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রহণ করিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হইয়াছেন। Home Misce. No. 564, ১২৬ পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি আছে:

> "Huru Prusad's bill for 100 copies of Purush Pariksha (amounting to 890-8-0 Rs.) received into the Library, sanctioned for payment by Government on 3 August 1816."

কেরীর পত্র হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, হরপ্রসাদ কলেজের এক জন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং রোবাকের পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রকাশিত পণ্ডিতগণের তালিকায় তাঁহার নাম নাই।

*"Hari Prasad Roy, of Kanchrapara, (1) Puresh Parikha, Moral Tales."

'পুরুষপরীক্ষা' অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রন্থ, ইহাতে পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ-নির্দেশক মোট ৪৪টি গল্প আছে। তা ছাড়া কয়েকটি অধ্যায়ে লক্ষণ-বিবরণও আছে। গ্রন্থের ভূমিকায় পুস্তকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:

> "অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন ··। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।
>
> ···পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর করহ আমি ইহা কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি বীর এবং সুধী ও বিদ্বান আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত।"

'পুরুষপরীক্ষা'ও বহুল-প্রচারিত পুস্তক। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৭৩ (আখ্যাপত্র ও এক পৃষ্ঠা 'অসঙ্গত সঙ্গত' সহ)। আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

> "শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা। পুরুষপরীক্ষা।—। শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।—। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—। ১৮১৫।।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজ-লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় (১৮৪৩) এবং লং সংগৃহীত ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির লাইব্রেরির পুস্তক তালিকায় কলিকাতা হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি সংস্করণের উল্লেখ আছে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে একটি সংস্করণ (পৃ. ২২) প্রকাশিত হয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৩৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। পরিষৎ-গ্রন্থাগারে আমরা আখ্যাপত্রহীন দুইটি সংস্করণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু সেগুলি যে ১৮৩৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নয়, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। যে সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৬, তাহারই আর একটি সম্পূর্ণ খণ্ড আছে। সেটি

কলিকাতা 'জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত' ও ১২৫৮ সালে মুদ্রিত। অন্যটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৫। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ১৮৫০ ও ১৮৬৫ সনের সংস্করণ আছে। তালিকা-কর্তা কিন্তু এই দুইটি সংস্করণের তারিখ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নহেন। এগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ১৮৬ ও ১৮৫। ১৮৫ পাতার একটি সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়মেও আছে। ১৩১১ বঙ্গাব্দে কলিকাতার বঙ্গবাসী অফিস 'পুরুষপরীক্ষা'র যে-সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে ভ্রমক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে গ্রন্থকার বলা হইয়াছে। হটন, ইয়েটস-ওয়েঞ্জার ও ফর্‌ব্‌স-এর সংগ্রহ-পুস্তকে 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কয়েকটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া 'পুরুষপরীক্ষা'র ভাষা স্বভাবতঃই সংস্কৃতানুসারিণী। স্থানে স্থানে কঠিন শব্দপ্রয়োগে দুর্বোধ্য হইলেও হরপ্রসাদ তাঁহার ভাষাকে বিশেষ ওজস্বিতাগুণসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া হরপ্রসাদের ভাষার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলাম।

> "জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষসাধক জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তম কর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব থাকে আর যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনরহিত মিত্রতা না হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের জ্ঞানের অগোচর থাকেন যখন বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।"

> "অথ লব্ধসিদ্ধি কথা।—
>
> উজ্জয়িনী নগরীতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল। প্রথম পুত্র ভর্ত্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক দ্বেষাদি দোষেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন। পরে রাজা পরলোকগত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্ত্তৃহরি রাজ্যবাসনা করিতেন না কিন্তু মন্ত্রিরদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমারদের অনুরোধে

রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্ম্মার্থেই কিঞ্চিৎ কাল রাজত্ব করিব কেবল সুখার্থে রাজ্য করিব না আর আমি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই সুখভোগ করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ভর্ত্তৃহরি ঐ রাজ্যে রাজা হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে শত্রুগণকে জয় করিয়া ও শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর প্রজাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া যে রূপ সুখভোগ করিয়াছেন ইহার পর আগামী বৎসরে সেই সকল সুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুখের পুনর্ব্বার অনুভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমরা আমাকে ভুক্তভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমত স্বেচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিবর্গদিগের ঐ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি একবার ভুক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বার ভোগ কর্ত্তব্য হয় তবে মনুষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত সময় বিশেষের যে২ সুখ একবার অনুভব করিয়াছে সে প্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেই২ সুখের অনুভব করিতে পারে অধিক সুখ ভোগ করিতে পারে না অতএব একবার ভুক্ত সুখের পুনর্ব্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য নহে অপর ভোগ্য বস্তুর একবার ভোগ করিয়াও যে লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণারূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগের চিকিৎসাও হয় না অতএব আর সুখেচ্ছা কিম্বা রাজ্য বাসনা করিব না। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিবর্গদিগকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া এবং রাজ্য ও সমুদায় সুখভোগ ত্যাগ করিয়া শক নামে ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন।" (পৃ. ২৬৮-৭১)

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ এইখানেই সমাপ্ত হইল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বাংলা সাহিত্যের উপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তথা শ্রীরামপুর মিশনরিদের প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে এবং রামমোহন রায়, রামকমল সেন, তারিণীচরণ মিত্র, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও

রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে সে যুগের বাঙালী সমাজ সচেতন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ', প্রকাশ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল-বুক-সোসাইটি ও হিন্দু কলেজের গোড়াপত্তন, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পত্তন ও বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রচার—দ্বিতীয় যুগের এইগুলিই স্মরণীয় ঘটনা। অবশ্য এই যুগে পাদরি ও অন্যান্য সাহেবদেরও কীর্তি নিতান্ত অল্প নহে। মালদহে এলার্টন, বর্ধমানে স্টুয়ার্ট চুঁচুড়ায় হালি, মে ও পীয়র্সন, শ্রীরামপুরে ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং পীয়ার্স, ম্যাক, ইয়েট্‌স প্রভৃতি সহৃদয় বৈদেশিকেরা এদেশের শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারে নানা ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কীর্তি দ্বিতীয় যুগের ইতিহাসে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় যুগ

ভূমিকা

রামমোহন রায় ১৮১৪ সনে পাকাপাকি রকমে বসবাসের জন্য কলিকাতায় আসেন এবং ১৮১৫ সনে তাঁহার প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। শ্রীরামপুরের পাদরিদের এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রভাব ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতে থাকে। রামমোহন রায়কে দ্বিতীয় যুগের প্রবর্তক বলা চলে। তাঁহার কীর্তির পরিচয় দিবার পূর্বে আমি দ্বিতীয় যুগের প্রারম্ভেই শ্রীরামপুর মিশনের ও বাংলাদেশের অন্যান্য নানা স্থানে খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রচারক ইউরোপীয়দের প্রসঙ্গ শেষ করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিতেছি। অগ্রজ ঐতিহাসিক ডক্টর সুশীলকুমার দে'ও রামমোহন, কেরী প্রভৃতির সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রসঙ্গ পরবর্তী আলোচনার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। রামমোহনের প্রভাব বস্তুতঃ ১৮১৫ সনের পর হইতেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে অনুভূত হইতে থাকে। বাঙালীরা মাতৃভাষা ও বাংলা গদ্যসাহিত্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব না লওয়া পর্যন্ত ইউরোপীয় পাদরি ও শিক্ষাবিদেরাই এই ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষীণধারা বজায় রাখিয়াছিলেন—এই কথা ভুলিয়া গেলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে। ইঁহাদের মধ্যে ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও উইলিয়ম ইয়েট্‌স্-এর নাম সর্বাধিক স্মরণীয়। পরপর ইঁহাদের বঙ্গসাহিত্য-সাধনার পরিচয় দিয়া আমি দ্বিতীয় যুগের ইতিহাস শুরু করিতেছি।

ফেলিক্স কেরী

বাংলা দেশে ইংরেজ-সমাগমের কাল হইতে আজ পর্যন্ত যে সকল পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তি বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ ও রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহাদের নাম সমাদরের সহিত উল্লেখযোগ্য। সংখ্যায় ইঁহারা নগণ্য নহেন। জোনাথান ডান্‌কান, এন. বি. এডমন্‌স্টোন, হেনরি পিট্‌স ফর্‌স্টার, এ. আপ্‌জন, জন মিলার, জন টমাস, উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, জন এলার্টন, গ্রেভ্‌স চামনি হটন, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং পরবর্তী মে, হার্লি, পীয়ার্স, পীয়ার্সন, মর্টন, ইয়েট্‌স, ওয়েঙ্গার, মেণ্ডিস, ম্যাক, লসন, রবিন্‌সন, লং, কীথ এবং আরও অনেকে বাংলা গদ্য-ভাষার জন্মকালে ও শৈশবে নিজ নিজ সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা নানাভাবে ইহাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের কীর্তি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উইলিয়ম কেরী প্রভৃতি দুই-একজন সৌভাগ্যবানের নাম আমরা এখনও স্মরণ করিয়া থাকি। তাঁহার পুত্র ফেলিক্স কেরীর জীবন ও কীর্তি অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব, তিনিও কম স্মরণীয় নহেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার তুল্য অভিজ্ঞ ও অধিকারী ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না বা হন নাই। তিনি লেখক হিসাবে প্রকৃতপক্ষে মাত্র চারি বৎসর বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ রচনাই অকালমৃত্যুর জন্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনা আমি মুদ্রিত আকারে যতটুকু পাইয়াছি, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলতে পারি, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন; মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তিনি যে পরিমাণ মুদ্রিত বাংলা লেখা রাখিয়া গিয়াছেন, আর কোনও বৈদেশিকের লেখা তাহার সহিত ওজনে তুলনীয় নহে। উৎকর্ষ বিচারে সংস্কৃত রীতির অতিমাত্র অনুসরণ তাঁহার প্রধান দোষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় প্রথম পথপ্রদর্শক, ইহা স্মরণ রাখিলে বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্মাণে তাঁহার দক্ষতা ও দুঃসাহস আমাদিগকে বিস্মিত করিবে। অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদবিদ্যার মত সম্পূর্ণ অভিনব শাস্ত্রের পরিভাষা যে তিনি একান্ত নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষার রত্নভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন

ইহা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ সকল দিক বিচার করিয়া তাঁহাকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলিলে অন্যায় বলা হইবে না।

ফেলিক্স কেরীর বিচিত্র জীবন। এই জীবন ভুল ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, খামখেয়ালিপনায় বিচিত্র। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকশ্রেষ্ঠ মহামান্য রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরীর ঘনিষ্ঠ প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে খ্রীষ্টীয় বিনয় ও সংযম আসে নাই। তিনি উদাসীন ভবঘুরে প্রকৃতির লোক ছিলেন অথচ ঐহিক জাঁকজমকের প্রতিও তাঁহার কম আকর্ষণ ছিল না। ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম, মাত্র সাত বৎসর বয়সে বঙ্গদেশে তাঁহার আগমন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতার নিকট তাঁহার দীক্ষা এবং মাত্র একুশ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক হিসাবে তাঁহার ব্রহ্মদেশ যাত্রা—এই পর্যন্ত তাঁহার জীবনের গতি পিতার আওতায় চলিয়াছিল। জীবনের বাকী পনের বৎসর খ্রীষ্টধর্মনীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি চলিতে পারেন নাই। রাজনীতিচর্চার ফলে তাঁহার আসক্তি জন্মিয়াছিল ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের প্রতি, উপর্যুপরি দুইটি স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার চরিত্রে শৈথিল্য আসিয়াছিল, মন হইয়াছিল অস্থির। তিনি তিন বৎসরের অধিক কাল পূর্বভারতবর্ষের অরণ্য-পর্বতে পার্বত্য ও বন্য জাতিদের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া একরকম অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, পরে বাইবেল-বর্ণিত 'প্রডিগাল সানে'র মত শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া জীবনের শেষ চারি বৎসর পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত, পালি ও বঙ্গভাষার সাধনা করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে যে পাদরিত্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশের রাজার পররাষ্ট্রসচিব হইয়াছিলেন, সে পাদরিত্ব আর গ্রহণ করেন নাই। উত্থান-পতনময় রোমাঞ্চকর বিচিত্র অতি দুঃখের জীবন ছিল তাঁহার; মিশনরীদের মধ্যে একমাত্র জন টমাসের জীবনের সহিত তাঁহার জীবনের কিছু সাদৃশ্য ছিল, দুইজনেই কল্পনাবিলাসী, অব্যবস্থিতচিত্ত, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ চিন্তায় অধিক রত; দুইজনের জীবনেই কাব্যমহিমা ছিল।

স্বগ্রাম পলার্সপিউরিতে জুতা মেরামতের ব্যবসায় ছাড়িয়া উইলিয়ম কেরী ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন পার্শ্ববর্তী মূলটন গ্রামে গিয়া গ্রাম্য-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র চব্বিশ, নিদারুণ জ্বররোগে তাঁহার প্রথম সন্তান মৃত এবং তাঁহার নিজের মাথায়ও টাক পড়িয়াছে। পত্নী ডরোথিকে লইয়া তিনি মূলটনে যে কুটীরে আশ্রয় লন, সেখানেই ওই

* পীযার্স কেরী প্রণীত কেরীর জীবনী দ্রষ্টব্য।

বৎসরের ২০শে অক্টোবর ফেলিক্স কেরীর জন্ম হয়।* কেরীর প্রথম পুত্ররূপেই ইনি গণ্য।

বঙ্গদেশে ব্যাপটিস্ট মিশনরী হিসাবে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় জন টমাসের সহিত উইলিয়ম কেরী যখন যাত্রা করেন, সাড়ে ছয় বৎসরের পুত্র ফেলিক্স একা তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিলেন। পাসপোর্টের হাঙ্গামায় ওয়াইট দ্বীপে তাঁহাদের জাহাজ 'আর্ল অব অক্সফোর্ড'কে ছয় সপ্তাহ আটক করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হয়। পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন টমাসের সহিত কেরী সপরিবারে বঙ্গদেশে রওনা হন ও ১১ই নবেম্বর কলিকাতায় পৌঁছেন। পিতা বা পুত্র কেহই আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। ওই দিনই বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত রামরাম বসু কেরীর মুন্‌শি নিযুক্ত হন এবং তাঁহার কাছেই ফেলিক্সের বাংলা ভাষায় হাতেখড়ি হয়। কেরীর ইচ্ছা ছিল, প্রথম পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত করিয়া তুলিবেন। বাংলা দেশে পৌঁছিবার মাসাধিক কালের মধ্যেই (১৬ই ডিসেম্বর ১৭৯৩) তিনি তাঁহার জার্নালে লিখিয়াছিলেন—

> I had fully intended to devote my *eldest son* to the study of *Shanscrit*, my 2nd to the *Persian*, and my 3rd to *Chinese*.

ফেলিক্স সম্বন্ধে কেরীর এই আশা পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ও পালি ভাষায় সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন মালদহে জর্জ উড্‌নির আশ্রয়ে না আসা পর্যন্ত উইলিয়ম কেরীকে অত্যন্ত দুঃস্থ ও বিপন্নভাবে সহায়সম্পদহীন অবস্থায় প্রথমে ব্যাণ্ডেল, পরে নদীয়া, কলিকাতার মাণিকতলা, সুন্দরবন অঞ্চলে টাকির সন্নিকটবর্তী দেবহাট্টায় একরকম ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। মাণিকতলায় অবস্থানকালে কেরী-পত্নী ও ফেলিক্সের এমন জ্বর হয় যে, তাঁহাদের জীবনের কোনও আশা ছিল না। সাড়ে সাত বৎসর বয়সে ফেলিক্স যখন মালদহ

---

* ফেলিক্সের জন্মের এই তারিখ 'প্রিরিওডিক্যাল অ্যাকাউণ্টস' হইতে পাইয়াছি। তাঁহার কবরের উপর স্মৃতি-ফলকের তারিখ হিসাব করিলেও এই তারিখ পাওয়া যায়। J. J. Higginbotham তাঁহার 'The Men whom India has known' (১৮৭৫) পুস্তকে ভ্রমক্রমে জন্ম-বৎসর ১৭৮৭ দিয়াছেন। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার 'History of Bengali Literature in the Nineteenth Century' পুস্তকে '২২শে অক্টোবর ১৭৮৬' তারিখ দিয়াছেন। এ তারিখও ভুল।

পৌছেন, তখন মুন্‌শি রামরাম বসুর সাহায্যে 'ব্রাহ্মণদের এবং অব্রাহ্মণদের মধ্যে কথিত' উভয়বিধ বাংলা ভাষাতেই তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা জন্মিয়াছে।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি পরবর্তী মিশনরীরা ইংলণ্ড হইতে শ্রীরামপুরে আসিয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন এবং তাঁহারাই মালদহ হইতে কেরীকে সপরিবারে সেখানে লইয়া আসেন। কেরী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় ক্রীত মুদ্রাযন্ত্রটি সহ নৌকাযোগে শ্রীরামপুর পৌছেন। ওয়ার্ড ছাপাখানার কাজে দক্ষ ছিলেন, তের বৎসর বয়স্ক ফেলিক্স কেরী তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। ২০শে জুলাই ১৮০০— ওয়ার্ড তাঁহার জার্নালে লিখিয়াছেন—

> ...our labours for everyday are now regularly arranged. About six o'clock we rise : brother Carey to his garden : brother Marshman to his school at seven : brother Brunsdon, Felix and I, to the printing office. Our compositor having left us, we do without : we print three half-sheets of 2,000 each in a week , ...Felix is very useful in the office.

ছাপাখানার জন্য শেষ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ দেখার দায়িত্বও সেই সময় হইতে বালক ফেলিক্সের উপর ন্যস্ত হয়। মালদহে তৃতীয় পুত্র পিটারের মৃত্যুর পরেই ফেলিক্সের মাতা ডরোথি অর্ধোন্মাদ হইয়া যান। শ্রীরামপুরে আসার পর তাঁহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইত। এই ব্যাপারে ফেলিক্স মর্মপীড়ায় অস্থির হইয়া উঠিলে ওয়ার্ড তাঁহাকে শিক্ষা ও সান্ত্বনা দিতেন। ফেলিক্স তাঁহার সঙ্গে ছাপাখানায় সর্বদা কাজ করিতেন, বাংলা ভাষা ও হিন্দুস্থানী ভাষা তিনি ঠিক এদেশীয়দের মত আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে না হইলে চলিত না। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের মহিমা সম্বন্ধে ফেলিক্স মোটেই সজাগ ছিলেন না। তাঁহার বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র, কিন্তু তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন, মার্শম্যান তাঁহাকে 'শার্দূল' সম্বোধন করিতেন। তাহা ছাড়া বিকৃতমস্তিষ্ক মাতার স্নেহ হারাইয়া তাঁহার মানসিক কষ্টেরও সীমা ছিল না। ওয়ার্ড বুঝিতে পারিলেন, খ্রীষ্টধর্মের আওতা হইতে ফেলিক্স দূরে সরিয়া বিপথে বিপন্ন হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া শ্রীরামপুরের পথে পথে প্রচারকার্যে বাহির হইতে লাগিলেন ; ফেলিক্স চমৎকার বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ওয়ার্ড লিখিয়াছেন, "he never

heard a message better fitted for India." সেই দিন হইতে ছাপাখানার কাজের সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্সকে প্রচারকের কাজও দেওয়া হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর কেরী স্বয়ং গঙ্গার জলে পুত্রকে দীক্ষা (baptism) দিলেন। ওই দিন পরে প্রথম ভারতীয় ব্যাপটিস্ট ক্রিশ্চিয়ান কৃষ্ণ পালেরও দীক্ষা দেওয়া হইল। সকলেই আশা করিলেন, 'ক্ষুদে পাদরি'র নবজীবনের সূত্রপাত হইল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটি ফেলিক্সকে সোসাইটির পাদরি নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু এই কাজে ফেলিক্সের মন সায় দেয় নাই। ধর্মপ্রচার অপেক্ষা ছাপার কাজ ও ভাষাশিক্ষার কাজে তাঁহার আকর্ষণ বেশী। পিতা উইলিয়ম কেরী তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিভাগীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন; বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূর করিবার জন্য ফেলিক্স প্রাণপণে পিতার সহায়তা করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় চ্যাপলেন বুকানন চীন মহাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দুইজন কর্মী প্রেরণ করিবার ব্যয় বাবদ ছয় শত পাউণ্ড শ্রীরামপুর-গোষ্ঠীর হাতে প্রদান করিলেন। ফেলিক্স (বয়স আঠারো) মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর কলিকাতার মার্গারেট কিন্‌সীকে (Margaret Kincey) বিবাহ করা সত্ত্বেও চীনে যাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিলেন। পিতা কেরী আপত্তি করিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীন যাওয়া হইল না। জোহানেস লাসার নামক চীনা ভাষায় অভিজ্ঞ একজন আর্মেনিয়ান শ্রীরামপুরে আসিলেন। স্থির হইল, তাঁহার নিকট এখানেই ভাষা শিক্ষা করিয়া চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও মুদ্রণ করিয়া চীন অভিযান করা হইবে। ফেলিক্সের মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। এত দমিয়া গেল যে, তিনি চীনা ভাষায় পাঠ লইলেন না।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর টেলর নামক একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীরামপুরে আসিলেন, ফেলিক্স তাঁহার নিকট হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা, বিশেষ করিয়া অস্ত্রোপচার-বিদ্যা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন; ধর্মপ্রচার অপেক্ষা রোগীর রোগ নিরাময় করার কাজে তিনি অনেক বেশী উৎসাহ বোধ করিতে লাগিলেন। বহিঃপৃথিবীতে আপনার ভাগ্য পরীক্ষার গোপন বাসনাও তাঁহার হইয়াছিল, চিকিৎসা-বিদ্যা জানা থাকিলে জীবনযুদ্ধে তিনি সহজেই জয়ী হইবেন। তিনি কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন।

আবার সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় মিঃ চেটার ও মিঃ মার্ডন রেঙ্গুন গেলেন—সেখানে মিশন স্থাপন করা যায় কি না, ইহা যাচাই করিতে। মে মাসে তাঁহারা ফিরিলেন, কিন্তু মার্ডন পুনরায় যাইতে রাজী হইলেন না। ফেলিক্স যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু

> Mr. Ward and Dr. Carey were averse to his removal: they considered that as he was familiar with the economy of a printing office, he will be able to supply Mr. Ward's place in case of necessity, and that his complete knowledge of Sanskrit and Bengalee would render him a valuable assistant in the translations.—J. C. Marshman: 'History of the Serampore Mission', Vol I, p. 298.

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১-১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের জার্নালে কেরীও এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

> Bre.heren Marshman, Ward, myself and my son Felix are as fully employed as we can be in translating and printing the scriptures. Felix overlooks the printing: he examines the Shangskrit proofs, having studied that language.

কিন্তু ফেলিক্সের যাত্রা কেহ বোধ করিতে পারিল না। মিঃ চেটারের সহযোগী হিসাবে ক্যাপ্টেন টার্নবুলের নেতৃত্বে 'অ্যানা' নামক জাহাজে ১৮ই নবেম্বর (১৮০৭) তিনি কলিকাতায় গেলেন এবং সেখান হইতে ২৯শে নবেম্বর রওয়ানা হইয়া ২রা ডিসেম্বর সাগরদ্বীপে পৌঁছিলেন। সেখানে ফরাসী রণপোতবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে দীর্ঘকাল কন্‌ভয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখ রেঙ্গুন রওয়ানা হইলেন।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে (পৃ, ৪১২-১৩) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> Mr. Felix Carey possessed much of his father's aptitude for the acquisition of languages, and looked forward with delight to the cultivation of the Burmese language and literature and the translation

of the scriptures. It was a new and untrodden field of labour, well suited to his enterprising spirit. He was master of the Sanscrit language, and familiar with the principles of Oriental philology. He had also applied with success to the study of medicine, and walked the hospitals of Calcutta for several years [?]. He was twenty-two years of age when he entered on the undertaking, for which he was well trained in the school of Serampore. He had not been long at Rangoon before he found ample scope for his medical skill, and was thus enabled to obtain favourable access to the heathen. He was the first to introduce the blessing of vaccination into the country, and was so happy as to obtain permission, at the outset of his career, to operate on the child of the governor. He soon discovered, to his delight, that the learned language of the country, the Pali, the parent of the vernacular tongue was a variety of the Sanscrit, adapted to the monosyllabic language of Burman. His literary progress was thus facilitated and he was enabled with the aid of a pundit, to compile a grammar of the Burmese language, and make a rough beginning with the translation of the scriptures.

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ফেলিক্স রেঙ্গুনে পৌঁছেন। তাঁহার স্ত্রী মার্গারেট ও দুইটি শিশুসন্তান বাংলা দেশেই রহিয়া যান। ব্রহ্মদেশে মিশনরীদের অসুবিধার অন্ত ছিল না। সেই সকল অসুবিধার কথা জানাইয়া ফেলিক্স শ্রীরামপুরে যে পত্র লেখেন ১৪ই মে তাহা মিশনগোষ্ঠীর হাতে পৌঁছায়। ফেলিক্সের পত্নী ঠিক সেই সময়ে মারাত্মক অসুখ লইয়া শ্রীরামপুরে আসেন। ফেলিক্স সংবাদ পাইয়া জুলাই মাসের শেষ নাগাদ চলিয়া আসেন। মার্গারেট দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথমে একটি সন্তান প্রসব করিয়া মারা যান। তিনটি মাতৃহারা শিশুকে লইয়া ফেলিক্স

অত্যন্ত মুশকিলে পড়েন, শেষ পর্যন্ত মনস্থির করিয়া মিশনগোষ্ঠীর হাতে সন্তানদের সমর্পণ করিয়া তিনি ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যান। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের মধ্যে কয়েক বার শ্রীরামপুর যাতায়াত করিয়া তিনি পুনরায় ভাষা-শিক্ষার সুবিধার জন্য ব্রহ্মভাষাভাষী পোর্তুগীজ-কন্যা মিস ব্ল্যাক্‌ওয়েলকে বিবাহ করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ চেটার ব্যক্তিগত কারণে রেঙ্গুন মিশন পরিত্যাগ করিলে ফেলিক্সের স্কন্ধে মিশনের ভার সম্পূর্ণ অর্পিত হয়। প্রভুত্ব পাইয়া ফেলিক্সের মন বিচলিত হয় ও তিনি পার্থিব বস্তুর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ব্রহ্মভাষার ব্যাকরণ ইতিমধ্যে রচিত এবং অভিধানও অংশত সঙ্কলিত হইয়াছিল, সেণ্ট ম্যাথু প্রভৃতি কয়েকটি মঙ্গলসমাচারের অনুবাদও ফেলিক্স করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় ব্রহ্মদেশীয় গবর্মেণ্টের সহিত ইংরেজ গবর্মেণ্টের মনান্তর উপস্থিত হইলে ফেলিক্স কেরীকে দোভাষীরূপে কাজ করাইবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় গবর্নর বাধ্য করিতে চাহেন; ফেলিক্স অস্বীকার করিয়া রাজরোষে পতিত হন এবং মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় দুই মাস ক্যাপ্টেন ক্যানিং পরিচালিত 'আমবষনা' জাহাজে সপরিবারে তাঁহাকে লুকাইয়া থাকিতে হয়। মে মাসে গোলযোগ মিটিয়া যায়। ফেলিক্স ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর মিশনরে লেখেন—"আমি শ্রীরামপুরে গিয়া ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় একটি কি দুইটি মঙ্গল-সমাচার ছাপাইতে চাই।" অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। মঙ্গলসমাচার ছাপার সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্স রচিত ব্রহ্মদেশীয় ব্যাকরণও ছাপা হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রেঙ্গুন মিশনের প্রয়োজনে ব্যাকরণ ছাপার ভার পিতার হস্তে দিয়া ফেলিক্স নবেম্বর মাসের শেষে রেঙ্গুন চলিয়া যান। ছাপার কাজের সুবিধার জন্য ব্রহ্মদেশে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও হরফাদি লইয়া যাইবার প্রস্তাবও ফেলিক্স করিয়া যান, মিশনগোষ্ঠীও ইহাতে সম্মত হইয়া অক্ষর প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মাচ ফেলিক্স রেঙ্গুন হইতে পিতাকে লেখেন—

> By this conveyance I send you the remainder of my grammar; the list of Burman verbals: and a preface, which I must get you to look over: reject what you think improper, and make any addition you think is wanting, In my opinion a Palee translation of the scripture should be begun.

ঠিক এই সময়ে আভার রাজা ফেলিক্স-প্রদত্ত টীকার (Vaccination) গুণগান শুনিয়া নিজ পরিবারে টীকা দিবার জন্য ফেলিক্সকে আহ্বান করেন। ফেলিক্স রেঙ্গুন হইতে রাজধানী আভায় যান এবং রাজাকে তাঁহার কথাবার্তায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ করিয়া এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, তিনি আভাতে নিজের সম্পূর্ণ ব্যয়ে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া দিবেন, ব্রহ্মভাষায় পুস্তকাদি সেখানেই ছাপা হইবে। হঠাৎ টীকা-বীজ সম্পূর্ণ ফুরাইয়া যাওয়াতে ফেলিক্স স্বয়ং রাজার খরচায় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী শ্রীরামপুর উপস্থিত হন; ইহার মাসাবধিকাল পূর্বে—১৪ই ডিসেম্বর (১৮১৩) উইলিয়ম কেরী অক্ষরাদি সম্পূর্ণ সরঞ্জাম সহ একটি মুদ্রাযন্ত্র ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। ফেলিক্সও টীকার বীজ লইয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হন এবং পাকাপাকিভাবে আভায় বাস পরিবর্তন করিবার আয়োজন করিতে থাকেন। প্রেরিত ছাপাখানাটি ততদিনে রেঙ্গুনে গিয়া পৌঁছে। আভার রাজা ফেলিক্স কেরীকে লইয়া যাইবার জন্য নৌকা প্রেরণ করেন। ফেলিক্স সপরিবারে ছাপাখানা সহ ২৩শে মে তারিখে যাত্রা করেন, পথে এক স্থানে নৌকাটিকে সুসজ্জিত করিবার জন্য প্রায় তিন মাস বিলম্ব হয়। ৩১শে আগস্ট তারিখ দ্বিপ্রহরে ইরাবতী নদীবক্ষে প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া নৌকাটিকে ডুবাইয়া দেয়। ফেলিক্সের চোখের সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র উইলিয়ম এবং কন্যা সলিল-সমাধি লাভ করেন; ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম, ব্রহ্মভাষার অভিধানের, কয়েকটি মঙ্গলসমাচারের বর্মী অনুবাদের এবং বৌদ্ধ সূত্রের ইংরেজী অনুবাদের পাণ্ডুলিপি এক নিমেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। সর্বস্ব হারাইয়া ফেলিক্স প্রায় পাগলের মত রাজধানী আভাতে উপস্থিত হন। রাজা অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার চিত্ত স্থির হইলে তাঁহাকে রাজদূত করিয়া বিশেষ জাঁকজমকের মধ্যে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। রাজকীয় ধনভাণ্ডার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত হয়, তাঁহাকে একটি খেতাব দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতার রাস্তায় পঞ্চাশ জন অনুচর ও ছত্রধারী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বিশেষ আড়ম্বরের সহিত চলাফেরা করিতে থাকেন। তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিতে শিখেন এবং অমিতাচারের জন্য বারংবার ঋণজালে এমন জড়াইয়া পড়েন যে, পুত্রকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য উইলিয়ম কেরী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। পুত্রকে মিশনরী হইতে 'অ্যাম্বাসাডারে' রূপান্তরিত হইতে দেখিয়াও উইলিয়ম কেরী মর্মাহত হন। কিন্তু রাজদূত হিসাবে কাজ করিবার যোগ্যতা ফেলিক্সের ছিল না। কয়েকটি ব্যাপারে তাঁহার অক্ষমতা দেখিয়া ব্রহ্মদেশের রাজা

এমনই চটিয়া যান যে, সেই বৎসরের শেষে রেঙ্গুনে ফিরিয়া ফেলিক্সকে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসরকাল ফেলিক্স পূর্ব-ভারতবর্ষের অরণ্য-পর্বতে অত্যন্ত হীনভাবে জীবনযাপন করেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁহার শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> ···for several years he was entirely lost to the cause. He wandered among the independent provinces to the east of Bengal, and passed through a series of adventures by land and by sea, which would appear incredible even in a novel. At one time he repaired to the court of one of the barbarous chiefs on the frontier, and was constituted his prime minister and generalissimo and led his forces to a conflict with the Burmese, in which from his utter ignorance of even the rudiments of military science, he was ignominously defeated, and obliged to take refuge in the jungles. After three years of this wild and romantic life, he accidentally fell in with Mr. Ward, at Chittagong, and was persuaded to return to repose and usefulness at Serampore.

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় ওয়ার্ড নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য জলপথে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া ফেলিক্সকে অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন অবস্থায় দেখিতে পান। দীর্ঘকাল তাঁহার কোনও সংবাদই পাওয়া যাইতেছিল না। তিনি বাংলা দেশের পূর্বসীমান্তে বন্য জাতিদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন ; কাছাড়, জয়ন্তীয়া মণিপুর হইয়া চীনের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী পথ অতিশয় দুর্গম বিধায় চীন পৌঁছিতে পারেন নাই। হতাশ হইয়া তিনি ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল ভেদ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক ভবঘুরেবৃত্তি চরিতার্থ এবং বিভিন্ন বন্য ও পার্বত্য জাতির ভাষা ধর্ম আচার-ব্যবহারাদি অনুশীলন করিয়া তিনি এক প্রকারের আনন্দ পাইতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ওয়ার্ড তাঁহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া শ্রীরামপুরে লইয়া আসিলেন এবং বৃদ্ধ কেরী ও

মার্শম্যান তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি পুনরায় ছাপা ও অনুবাদের কাজে পিতার সহযোগী হইলেন এবং বাংলাভাষা সম্পর্কে তাঁহার কাজ এখন হইতে আরম্ভ হইল।

ইতিপূর্বে ১৮১২ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার অনূদিত ব্রহ্ম-ভাষায় দুই-একটি মঙ্গলসমাচার মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন হইতে 'A Grammar of the Burman Language to which is added a list of the simple roots from which the language is derived' বইখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রহ্মভাষার অভিধান ও সংস্কৃত অনুবাদ সহ পালি ব্যাকরণও তিনি রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই পুস্তকে বাংলা অনুবাদও ছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কাল হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর ফেলিক্সের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার জীবন শান্তিপূর্ণ ও কর্মবহুল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন, জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না, তাঁহাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাক্তারের চীনে পাঠাইতে উপদেশ দেন, কিন্তু চীনযাত্রার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। ছয় মাস রোগভোগের পর পিতার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৭ই নবেম্বরের 'সমাচার দর্পণ' লেখেন—"মোকাম শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরি সাহেব ১০ নবেম্বর রবিবার বেলা তিন প্রহরের সময় পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বহু প্রভৃতি বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি সর্ব্বত্রবিস্তারণকরণে বহু দশব্যাপিনী ছিল। আর কএক রকম ভাষাতে বাইবেলের পুরুপ পাঠ করিতেন।"

'The Story of the Lall-Bazar Baptist Church' পুস্তকে (১৯০৮) ই. এম. ওয়েঙ্গার লিখিয়াছেন, 'তাঁহার বিধবা পরে বেভারেণ্ড জে. উইলিয়ামসনকে বিবাহ করেন।" ইহা হইতে অনুমান হয়, শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করিয়াছিলেন।

ফেলিক্স কেরী ও বাংলা ভাষা

ফেলিক্স কেরীর সহিত বাংলা ভাষার সম্পর্ক এই হিসাবে ঘনিষ্ঠ যে, তিনি ঠিক বাঙালীদের মত বাংলা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। বস্তুত বাংলা ভাষা তাঁহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবঘুরের জীবন সমাপ্ত করিয়া শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি যদিও বাংলা ভাষায়

পূর্বে উল্লিখিত পালি ব্যাকরণের অনুবাদ ছাড়া কিছুই লেখেন নাই, কিন্তু বাইবেলের অনুবাদে এবং পিতার ইংরেজী-বাংলা অভিধান রচনায় তাঁহার যে বিশেষ হাত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ রামকমল সেন (কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ) তাঁহার ইংরেজী-বাংলা অভিধানটি মুদ্রণের নিমিত্ত কলিকাতার কোনও ছাপাখানায় প্রদান করেন, কিন্তু বইখানির বিপুল আয়তনের জন্য অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। পরে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে উহা মুদ্রণের জন্য দেওয়া হইলে ফেলিক্স সেই অভিধানটিকে নূতন সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পাদন করিতে থাকেন; স্থির হয়, রামকমল সেন ও ফেলিক্স কেরী উভয়ের নামে উহা প্রকাশিত হইবে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া যায়, ছাপা আরম্ভ হয়, কিন্তু ফেলিক্সের মৃত্যুর জন্য তাহা আর অগ্রসর হয় নাই।* রামকমল সেনের মূল অভিধান ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ফেলিক্সের অভিধান সম্পর্কে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হয়—

> "ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্ত্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জ্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই কালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।"—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (২য় সং) পৃ. ৭০।

ফেলিক্স ফিরিয়া আসিবার পর বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র মাসিক 'দিগ্‌দর্শন' (এপ্রিল ১৮১৮) শ্রীরামপুরের মিশনরী-গোষ্ঠী হইতে প্রকাশিত হয়। ফেলিক্সের মৃত্যুর পর 'সমাচার দর্পণে' (১৬ই নবেম্বর ১৮২২) যে সংবাদ বাহির হয়, তাহাতে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে 'দিগ্‌দর্শনে'র উল্লেখ আছে; যথা, "কলিকাতার স্কুলবুক সোসাইটির কারণ দিগ্‌দর্শন।"

* রামকমল সেনের অভিধান—ভূমিকা ৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আজ সঠিক নির্ধারণের উপায় না থাকিলেও অনুমান হয়, 'দিগ্‌দর্শনে'র বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি সমুদয়ই ফেলিক্সের রচনা। এইগুলিই পরবর্তী কালে রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়া রামমোহনের রচনা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সপ্তম ভাগ বা অক্টোবর ১৮১৮ সংখ্যায় "ছাপা কর্ম্মের উৎপত্তির বিবরণ" ফেলিক্সের লেখা বলিয়া বোধ হয়। দশম ভাগ বা ১৮১৯ এবং জানুয়ারি হইতে "হিন্দুস্থানের ইতিহাস" ধারাবাহিক ভাবে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাহির হয়। ইহাও ফেলিক্সের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

ফেলিক্সের সর্বপ্রধান কীর্তি 'বিদ্যাহারাবলী'। ইংরাজী ভাষায় 'এনসাইক্লোপীডিয়া' বিখ্যাত গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় একখানি সুবৃহৎ কোষ-গ্রন্থ রচনার বাসনা ফেলিক্সের হয়, তাঁহার মত দুঃসাহসী "অ্যাডভেন্‌চেরারের"ই এইরূপ ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কালে এ ইচ্ছা স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। তিনি 'বিদ্যাহারাবলী' নাম দিয়া 'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা'র পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ কার্য আরম্ভ করেন। তিনি নিজে চিকিৎসা-বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন, অস্ত্রোপচারেই তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল, তিনি স্বভাবতই অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা দিয়া 'বিদ্যাহারবলী' আরম্ভ করিলেন। ইহা যে কত বড় দুরূহ কাজ, এই পুস্তকটি যিনি চোখে দেখিবার সুযোগ পাইবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। পরিভাষার অভাব, দুরূহ এবং অভিনব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনায় ভাবের অভাব, কিছুতেই তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই। তিনি অদম্য উৎসাহে দুই-একজন পণ্ডিত এবং পিতা উইলিয়ম কেরীর সাহায্য লইয়া কাজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুনের 'সমাচার দর্পণে' সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনার কথা এই ভাবে প্রকাশিত হয়—

> "নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ডীয় পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে যে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস মাস ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক এক নম্বরের মূল্য ২ টাকা।"

প্রথম খণ্ড 'বিদ্যাহারাবলী' প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর

তারিখে, পৃষ্ঠা ৪৮। গোড়াতেই ফেলিক্স কেরীর একটি নিবেদন ছিল। সেটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"বিদ্যাহারাবলীনাম গ্রন্থ লওনের নিমিত্তে
যাঁহারা স্বীকৃত হইয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন কিম্বা ইহার পরে করিবেন তাঁহারদিগের প্রতি
মেং ফিলিক্স কেরি সাহেবের পত্রমিদং।

॥ ১ ॥ যেমত অন্যং দেশে মনুষ্যজাতি দুইপ্রকার অর্থাৎ মূর্খ এবং জ্ঞানী তদ্রূপ এতদ্দেশেতেও আছে। মূর্খেরা সর্ব্বদা পশুবৎ তাহারদিগের মধ্যে কেহ জ্ঞানাভিলাষী নন কিন্তু নিতান্ত বিদ্বান যে ব্যক্তি তিনি তদ্রূপ নন তাহার চিত্ত অন্যপ্রকার কোনো এক বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে কিম্বা কোনো এক সময় কোন শিল্পকর্ম্ম দেখিলে যাবৎ সে বিষয়ের হেতু কিম্বা সে বিদ্যার আদ্যোপান্তকারণ জ্ঞাত না হন তাবৎ তাঁহার মনে কোনো সুখ প্রবিষ্ট হইতে পারে না যেহেতুক বিদ্বানেরদিগের মন সর্ব্বদা বর্দ্ধিষ্ণু এবং এই বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহাতে ক্ষান্ত নন কিন্তু সর্ব্বদা আরো জ্ঞাত হইতে বাঞ্ছা করেন।

॥ ২ ॥ পুনশ্চ ঐ বিদ্বানেরদিগের মধ্যে দুইপ্রকার লোক আছেন প্রথমতঃ যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসকরণে আরম্ভমাত্র করিয়াছেন দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা স্বদেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রেতে প্রজ্ঞ হইয়া অন্যং দেশীয় বিদ্যাবিষয়েও জ্ঞাত হওনে অত্যন্তাকাঙ্ক্ষী। এই দুইপ্রকার লোকের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করণে কেবল আরম্ভ মাত্র করিয়াছেন তাঁহারদিগের নিমিত্তে এইক্ষণে কলিকাতায় এবং অন্যং স্থানে সাহেবানেরা এবং অন্যং ভাগ্যবান এতদ্দেশীয় লোকেরা হিন্দুস্থানের মধ্যে বিদ্যা-বাহুল্যের জন্যে অনেকং আয়োজন করিতেছেন এবং ঈশ্বরকৃপায় আরো হউক কেননা বিদ্যা সমুদ্রের ন্যায় তাহার অন্ত পাওয়া অতি দুঃসাধ্য।

॥ ৩ ॥ যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ সাহেবান এবং এতদ্দেশীয় অন্যং ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট লোকের-দিগের আয়োজন দ্বারা এবং গ্রন্থ দ্বারা নানা বিদ্যার আদি প্রকরণ

জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানেতে বর্দ্ধিত হইলে অবশ্য তদ্‌গ্রন্থের সমস্ত মূল গ্রন্থ জ্ঞানেচ্ছুক হইবেন অতএব তাঁহারদিগের জ্ঞান যেন অধিক রূপেতে বর্দ্ধিত হয় এতৎপ্রযুক্ত ইউরোপীয়দিগের গ্রাহ্য তাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদিগ্রন্থাবলী ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধিকন্তু যাঁহারা বহুকালাবধি ইউরোপ জাতীয়েরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিদ্যা দেখিয়া অতিচমৎকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিদ্যা কিরূপে এবং কিপ্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই এমত স্বদেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনানন্তর অন্য২ ইউরোপ-জাতীয় বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক হইয়াছেন তাঁহারদিগের জ্ঞানবর্দ্ধনার্থে এবং অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদি দেশেতে ইউরোপীয় তাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদিবর্দ্ধনার্থে এবং তাবদ্বিষয়ের আদ্যোপান্ত কারণ জ্ঞাপনার্থে এই বিদ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জ্জমা হইয়া ছাপা হইবেক।

॥ ৪ ॥ এই গ্রন্থের প্রথম নম্বর অদ্য শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে নির্গত হইয়াছে এবং যদি এইগ্রন্থ সর্ব্বগ্রাহ্য হয় এবং সকলে যদি এতৎকার্য্যে সাহায্যকরণাকাঙ্ক্ষী হন তবে ক্রমে যাবৎ এক২ করিয়া তাবদ্বিদ্যাগ্রন্থ সমাপ্তি না হয় তাবৎ প্রতিমাসে প্রথম দিবসে এক২ নম্বর ছাপা হইবেক। তৎপর যখন এক২ বিদ্যাগ্রন্থ ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ হইবেক তখন সমাচার দেওয়া যাইবে তাহাতে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা প্রতি মাসের নম্বর একত্র করিয়া বই বাঁধিতে পারিবেন ইতি ॥ ইংরাজী সন ১৮১৯ আক্তোবর মাসের প্রথম তারিখ ॥ বাঙ্গলা ১২২৬ শন ১৬ আশ্বিন।”

চৌদ্দ মাস ধরিয়া ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে ৪৮ পৃষ্ঠা হিসাবে ‘বিদ্যাহারাবলী’ বাহির হইয়া সূচী ইত্যাদি সহ মোট ৬৩৮ পৃষ্ঠায় প্রথম গ্রন্থ অর্থাৎ ‘ব্যবচ্ছেদবিদ্যা’ সমাপ্ত হয়। মোট মূল্য ধার্য হয় ১৪×২১=২৮১। মূলগ্রন্থের টাইটেল-পেজ :

বিদ্যাহারাবলী / অর্থাৎ / বাঙ্গালাভাষায়কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদশিল্প / বিদ্যাদি মূল গ্রন্থাবলী। / তৎপ্রথমগ্রন্থ। / ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।

ইহারই অনুরূপ একটি ইংরেজী টাইটেল-পেজও আছে। প্রথম খণ্ডের টাইটেল-পেজ এইরূপ—

> ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। / ফিলিক্স কেরিকর্ত্তৃক / পঞ্চমবারছাপাকৃত এনসক্লো-পেদিয়াব্রিটানিকানাম-গ্রন্থাবলী হইতে বাঙ্গালাভাষায় কৃত। / গরিষ্ঠ উলিআম কেরিকর্ত্তৃক তর্জ্জমাবিবেচিত / শ্রীকান্তবিদ্যালঙ্কারকর্ত্তৃক ভাষাবিবেচিত এবং শ্রীকবিচন্দ্র / তর্কশিরোমণিকর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত। / শ্রীরামপুরে মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। / সন ১৮২০

ইহারও অনুরূপ ইংরেজী টাইটেল-পেজ আছে। সূচী ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই দেওয়া আছে।

বিষয়ের দুর্বোধ্যতা ও দুরূহতা বিবেচনা করিয়া ফেলিক্স যে ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই; পুস্তকের শেষে দীর্ঘ উনচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী 'ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাভিধান' অর্থাৎ এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই পুস্তকের পরিভাষার দুরূহতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কথা উঠিয়াছিল, কারণ, তৃতীয় সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৮১৯) হইতে মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ফেলিক্স-রচিত দুইটি শ্লোক মুদ্রিত হইয়াছে। যথা

সর্ব্বজ্ঞাপনার্থকশ্লোকদ্বয়মিদং।

গ্রন্থে নির্ণীতমত্রামরবভসজটাদিশ্বকোষেষু দৃষ্টৈঃ।
শিষ্টৈঃ প্রাচীনশব্দৈঃ সকলজন সুখস্যাদিশারীরতত্ত্বং॥
যৎকোষান্নাপ্যনাম্না পরমপি রচিতৈঃ কেবলৈর্যৌগিকৈস্তৎ।
যুষ্মাভির্বৈদ্যমুখ্যৈর্বিমলমতিভিঃ সাধুসন্ধানপূর্ব্বং॥
দ্রক্ষ্যন্ত্যস্মিন্নবদ্যং কমপি যদি পদন্যাসমেবাপ্যবোধ্যং।
সদ্যো বোধ্যং প্রসিদ্ধং বদনতু ভবতাং সম্মতং সন্মতঞ্চেৎ,
কিন্ত্বেতদ্বচ্মাদ্যবশ্যং পদগতবিষয়ং জ্ঞাপয়িত্বা বিশেষং।
কুর্ব্বীরংস্তেন মাঞ্চাপরমপি পরমানন্দসন্দোহযুক্তং॥

ইহার অর্থ—

> অমর, বভস, জটাধর, বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে যে সকল প্রাচীন শিষ্ট শব্দ দেখা যায়, সকলের আনন্দবিধানার্থ এই গ্রন্থে সেই সকল শব্দের সাহায্যে অস্থ্যাদি শারীরতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। আর যে সকল শব্দ কোষসমূহে পাওয়া যাইবে না, তাহাদিগকে কেবল যৌগিক ও সাধু শব্দ সকলের মিলন দ্বারা রচিত বলিয়া উদীয়মান সুবিমলবুদ্ধিশালী আপনারা জানিবেন।

এই গ্রন্থে যদি কোনও পদন্যাসকে অবোধ্য ও নিন্দনীয় দর্শন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই পদকে আপনাদের ও সজ্জনগণের সম্মত, প্রসিদ্ধ ও বোধযোগ্যরূপে পরিবর্তিত করিবেন। কিন্তু ইহাও বলিতেছি যে, সেই পদগত বিষয় ও তাহার বিশেষ জানাইয়া, তদ্দ্বারা আমাকে ও অন্যান্যকে অবশ্যই পরমানন্দিত করিবেন।

পুস্তকের মলাটের 'ইস্তাহার' হইতে জানা যায় যে, ব্যবচ্ছেদবিদ্যাসংক্রান্ত ছবি বা প্লেট স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়া সম্ভবতঃ আট আনা মূল্যে প্রত্যেকটি বিক্রীত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের শেষে ফেলিক্স কেরীর গোড়ার নিবেদনটি (যাহা পত্রাকারে মুদ্রিত হইয়াছে) একটু বাড়াইয়া ছাপা হইয়াছে। প্রথম তিন প্যারা যথাযথ রাখিয়া চতুর্থ প্যারা হইতে নিবেদনটিতে ৪ হইতে ১০ প্যারা নূতন যোজিত হইয়াছে। নূতন ৮—৭ প্যারা এইরূপ—

॥ ৪ ॥ অপর সকল বিদ্যাগ্রন্থে সংজ্ঞাশব্দ না হইলে নির্বাহ হয় না এতএব যে স্থানে উপযুক্তসংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে তাহাই গৃহীত হইয়াছে কিন্তু যেং স্থানে উপযুক্তসংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই সেইং স্থানে সাধ্যানুসারে সংস্কৃতসংজ্ঞা গঠন গিয়াছে এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় তাবদ্‌গ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে। অপর কহি উপযুক্ত-সংজ্ঞা গঠনই অতি দুঃসাধ্য কার্য্য অতএব এই বিদ্যাহাবাবলী গ্রন্থেতে যেং সংজ্ঞা অনুপযুক্ত বোধ হয় সেই সকল জ্ঞাত করাইলে এবং তৎপরিবর্তনে অন্য সংজ্ঞা দেওনে পারক হইলে অত্যাহ্লাদবিষয় হয় জানিবেন।

॥ ৫ ॥ অপর কেহং বিবেচনা করিয়া কহিয়াছেন যে সকলের সুবোধগম্য গ্রন্থ ছাপা কর না কেন এবং সংজ ভাষায় কিজন্যে রচনা কর না তদ্বিষয়ে উত্তর করি যে বিদ্যাগ্রন্থ কঠিন অতএব সহজ ভাষায় তর্জ্জমা প্রায় হয় না। অপর ইহাও বিবেচনা করুন যে বহ্বভ্যাসব্যতিরিক্ত কোনো এক বিদ্যাজ্ঞ হওয়া যায় না এবং যাঁহারা অভ্যাস করে তাঁহারদের মধ্যে সকলেই পরিপক্ক হন না তবে অনেক বিদ্যাতে সকলেই কিপ্রকারে হঠাৎ পরিপক্ক হইতে পারিবেন।

॥ ৬ ॥ অপরঞ্চ ইংলণ্ডীয় তাবদ্বিদ্যাগ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়া ছাপা করা অতিবৃহৎ কার্য্য এবং অল্পকালে সম্পূর্ণ হইতে পারে না তাহাতে সকলের সন্তোষ জন্মান অসাধ্য যেহেতুক সকল বিদ্যাই কঠিন। অপর সকলের প্রতি সকল বিদ্যা সমান সন্তোষজনিকা নয় তৎপ্রযুক্ত এবং অর্থশাস্ত্র সর্ব্বলোকার্থে সুগম করণ প্রায় অসাধ্য তৎপ্রযুক্ত যে২ বিদ্যাগ্রন্থে সকলের সন্তোষ এবং হিত জন্মে তাহাই প্রথমে তর্জ্জমা করণের বাঞ্ছা ছিল কিন্তু তদ্বিষয়ে বাধিত হওয়ার কারণ জানাই বিশেষতঃ যে কোনো বিদ্যা বা হউক তাহার মূল গ্রন্থ অগ্রে ন। ছাপাইলে তন্নির্ভরকারী অন্য২ বিদ্যাগ্রন্থ শুদ্ধ হয় না অতএব দ্বিরুক্তিনিবারণার্থে এবং সংজ্ঞাশব্দ স্থিরকরণার্থে অনুমান হইল যে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা এবং কিমিয়াবিদ্যা অর্থাৎ রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণ পূর্ব্বে চিকিৎসাবিদ্যা এবং অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা এবং ঔষধভেদবিদ্যা আরম্ভকরণে অনেক বাধা জন্মিবে।

॥ ৭ ॥ অতএব প্রথমতঃ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ছাপান গিয়াছে ইহার পরে রসায়নবিদ্যা এবং সংসারবিদ্যা এবং ঔষধচিকিৎসাবিদ্যা এবং অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা এবং ঔষধনির্ম্মাণবিদ্যা ইত্যাদি ক্রমেতে ছাপা-করণের বাঞ্ছা আছে কিন্তু এইক্ষণে স্বাক্ষরকারির ন্যূনতাপ্রযুক্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্র ছাপানের অগ্রে প্রয়োজনপ্রযুক্ত আগামি সালে স্মৃতিশাস্ত্র ছাপান যাবে পরে কথিত বিদ্যা পূর্ব্ববাক্যানুসারে ক্রমেতে ছাপান যাইবে।

ফেলিক্স কেরী স্বয়ং যদিও স্বাক্ষরকারী অর্থাৎ গ্রাহকের ন্যূনতার কথা লিখিয়াছেন, পাদরি লং কিন্তু তাঁহার 'ক্যাটালগে' বলিয়াছেন—"there were 300 native subscribers to it"। আমার মনে হয়, লঙের খবর সত্য নহে, মাসিক ছয় শত টাকা আয় হইলে 'বিদ্যাহারাবলী' বন্ধ হইত না।

'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'র ভাষার নিম্নোদ্ধৃত নমুনা দুইটি দেখিলে দেড়'শ বৎসর পূর্বে ফেলিক্স কি দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিব—

(ক) ঐ ব্যবচ্ছেদবিদ্যাভ্যাসকরণে সুগমার্থে চিকিৎসকেরা ব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে দুই ভাগ করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। প্রথমতঃ (আনাতোমি) অর্থাৎ শরীর কোন দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত এবং ঐ শরীরের প্রত্যেক অবয়ব কিপ্রকার এবং কিসের দ্বারা সম্মিলিত।

দ্বিতীয়তঃ (ফিসিওলজি) অর্থাৎ দৃশ্যাদৃশ্যবস্তুর সংযোগবিদ্যা ফলতঃ শরীরের মধ্যে যে২ দ্রব্য আছে সে সকল কিপ্রকার এবং কাহার দ্বারা চালিত হন তদ্বিদ্যা।

শরীর ঘন এবং দ্রব বস্তুদ্বারা নির্ম্মিতপ্রযুক্ত ব্যবচ্ছেদকেরা ব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে দ্বিধা করিয়াছেন।

॥ ১ ॥ শরীরমধ্যে ঘনবস্তুর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।

॥ ২ ॥ দ্রববস্তুর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।

॥ প্রথমতঃ ॥ এই দুই বিদ্যার মধ্যে প্রথম ঘনবস্তুর নির্ণয় করি। শরীরের মধ্যে যে২ বস্তু দ্রবীভূত নহে তাহা ঘন এবং ঐ ঘন বস্তুকেও ব্যবচ্ছেদকেরা দ্বিধা করিয়াছেন। বিশেষতঃ

॥ ১ ॥ অতিঘন অর্থাৎ অস্থি। ঐ অতিঘন বস্তুর ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাকে (অস্তিওলজি) অর্থাৎ অস্থিবিদ্যা কহিয়াছেন ফলতঃ অস্থির নির্ণয়।

॥ ২ ॥ ন্যূনঘনবস্তু। ব্যবচ্ছেদকেরা ঐ ন্যূনঘনবস্তুর (সার্কোলজি) সংজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ মাংসনির্ণয়বিদ্যা।

এই স্থানে আমারদিগের এ কথা কথন উচিত যে ঐ প্রকার ঘন এবং দ্রববস্তু নামেতে শরীরের পৃথক২ নির্ণয়করণ প্রথমতঃ সাধারণ লোকেরদিগের মূর্খতাতে উৎপন্ন হইয়াছিল যেহেতুক তাহারা শরীরের মধ্যে কেবল মাংস এবং অস্থি এই উভয় ভেদজ্ঞ ছিল। শরীরের মধ্যে অনেকপ্রকার কোমল এবং মাংসবদংশপ্রযুক্ত ব্যবচ্ছেদকেরা মাংসবিদ্যা বহুধা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। পৃ. ১-২

(খ) মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে মাংশপেশীর ক্রীড়াসময়ে তন্তু-সমস্ত খর্ব্ব এবং স্ফীত হয় কিন্তু ঐ সমস্ত কিপ্রকারে হয় তাহা কথনে অক্ষম। তদ্ভিন্নও ইহা আমরা নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে শিরার প্রয়োজন আছে যেহেতুক মাংসপেশীতে গমনকারিণী কোনো এক শিরা রজ্জুদিয়া বদ্ধ করিলে কিম্বা ছিন্ন করিলে ঐ মাংসপেশী ক্রীড়াকরণে অক্ষম হয়। অপর মাংসপেশীতে প্রবেশকারিণী কোনো এক রক্তপ্রবাহক নাড়ী রজ্জুদ্বারা ঐরূপে বদ্ধ করিলে ঐ মাংসপেশীও ক্রীড়াকরণে অক্ষম উহাতে প্রমাণ হয় যে মাংসপেশীর ক্রীড়নবিষ

রক্তপ্রবাহেরও প্রয়োজন আছে তাহাতে পক্ষাঘাতরোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে মাংসপেশীতে পাওয়া যায় না কিন্তু মাংসপেশী-গমনকারিণী শিরাতে কিম্বা মস্তিষ্কের কিম্বা কশেরুকামজ্জার শিরাতে পাওয়া যায়। পৃ. ১২৮

'বিদ্যাহারাবলী'র দ্বিতীয় গ্রন্থ 'স্মৃতিশাস্ত্র' Jurisptudence (জ্যুরিস্‌প্রুডেন্স কেরী)। ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুর পর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে "A work on law in Bengalee, not finished at press" এই উল্লেখ আছে। 'সমাচার দর্পণে'র মৃত্যুসংবাদেও (১৬ই নবেম্বর ১৮২২) আছে "স্মৃতি নামে এক পুস্তক ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা" করিতেছিলেন। 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'র সর্বশেষ নিবেদনে (পূর্বে উদ্ধৃত) 'স্মৃতিশাস্ত্র' প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি আছে। 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'র শেষ খণ্ড বাহির হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের ১ল। তাহার পর দুই মাস 'বিদ্যাহারাবলী' প্রকাশ বন্ধ থাকে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'স্মৃতিশাস্ত্রে'র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪০। মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়ঃ

স্মৃতিশাস্ত্র সুবোধার্থে যোগ্যশব্দ গঠন অতি দুঃসাধ্যপ্রযুক্ত বিদ্যা-হারাবলী গ্রন্থের এই নম্বরের অনেক গৌণ হইয়াছে কিন্তু ইহার পর পূর্ব্বরীত্যনুসারে মাসে২ এক২ নম্বর ছাপা হইবে। এই নম্বর অবাধ করিয়া এক২ পৃষ্ঠেতে পংক্তির সংখ্য অধিক হওয়াতে কেবল চল্লিশ পৃষ্ঠ এক২ নম্বরে ছাপান যাইবে ইতি।

মূল্য প্রতি সংখ্যা পূর্ববৎ দুই টাকাই ধার্য হয়। 'স্মৃতিশাস্ত্রে'র ২য় সংখ্যা যথারীতি মার্চ মাসেই বাহির হয়, কিন্তু মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই 'তস্তিহার" দেওয়া হয়ঃ

স্বাক্ষরকারিদের অভাবপ্রযুক্ত এই বিদ্যাহারাবলী গ্রন্থ এই অবধি করিয়া মাসে২ নম্বর২ রূপে ছাপা না হইয়া উত্তরোত্তর অল্পে২ ছাপা হইয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বই বান্ধিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

অর্থাৎ 'বিদ্যাহারাবলী'র প্রকাশ এইখানেই সমাপ্ত হয় এবং 'স্মৃতিশাস্ত্র'ও এই পর্যন্ত ছাপা হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।

'স্মৃতিশাস্ত্র' বিষয়টিই এরূপ দুরূহ যে, বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করা এক প্রকার অসাধ্য। ফেলিক্স কেরী সংস্কৃতভাষার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সাহায্য

লইয়া সেই অসাধ্যও যে কি ভাবে সাধন করিয়াছিলেন নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি হইতে তাহা প্রমাণ হইবে :

(ক) এতদ্রূপে যখন স্রষ্টা সংসার সৃষ্টি করিলেন এবং অবস্তু হইতে বস্তু সৃষ্টি করিলেন তখন ঐ বস্তুতে তিনি কতকগুলি মূল নিয়ম নিরূপণ করিলেন ঐ বস্তু ঐ নিয়মবাহ্যভূত হইতে পারে না হইলে সে লুপ্ত হয়। যখন স্রষ্টা প্রথমতো বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে গতিশক্তি প্রদান করিলেন তখন তিনি কতকগুলি কার্য্যনিয়ম নিরূপণ করিলেন তাহাতে গতিবিশিষ্ট তাবদ্বস্তু তন্নিয়মাধীন জানিবেন। অপর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য অনুধাবন-করণানন্তর ক্ষুদ্র কার্য্য অনুধাবন করে বিশেষতে যখন কোনো শিল্পকর ব্যক্তি ঘড়ী কম্ব অন্য কোনো কল নির্ম্মাণ করে তখন সে সেই কলের গতির নিয়মার্থে স্বেচ্ছানুসারে তৎকলস্বভাবাধীন কতগুলি নিয়ম নিরূপণ করে। (পৃ ১-২)

(খ) প্রাচীন রাজনীতিবেত্তারা কহেন যে প্রভুত্ব বিষয়ে কেবল মতত্রয় হইতে পারে তাহা বিশেষিয় কহি প্রথমতঃ যখন প্রভুত্ব প্রজাতে অর্পিত হয় তখন তাহারে প্রজাপ্রভুত্ব বলি দ্বিতীয়তঃ যখন কুলীন সভ্যেতে অর্পিত হয় তখন তাহারে কুলীনপ্রভুত্ব কহি তৃতীয়তঃ যখন এক ব্যক্তিতে অর্পিত হয় তখন তাহারে একপ্রভুত্ব কহি এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় রাজশাসন মত কথিত মত হইতে উৎপন্ন হয় ইহা পণ্ডিতেরা কহেন। (পৃ ১৬)

(গ) ইংলণ্ডীয় রাজের করণীয় প্রধান শক্তি এক ব্যক্তিতে অর্পিতা বিশেষতঃ রাজাতে কিম্বা রাণীতে অর্পিতা।

রাজাদাধিকারিক ব্যক্তির এইং বিষয় বিবেচনাহ বিশেষতঃ তাঁহার পদবী তাঁহার বংশ তাঁহার মহী তাঁহার করণীয় তাঁহার স্বত্ব বা শক্তি তাঁহার কর।

রাজার পদবী বিষয়ে কহি ইংলণ্ডীয় মূল ব্যবস্থাদ্বারা রাজমুকুট সর্ব্বদা উত্তরাধিকারিগামি হয় এবং তদ্রূপে থাকে। (পৃ. ৭৪)

পীয়ার্স কেরীর মতে ফেলক্স শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া [সম্ভবতঃ শ্রীরামপুর] কলেজের জন্য ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। প্রথমটির মূল জেম্‌স মিলের 'ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ইতিহাস'

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল ; দ্বিতীয়টির মূল গোল্ডস্মিথের 'ইংলণ্ডের ইতিহাস'। ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের ফেলিক্স-কৃত অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কোনও বিবরণীতেই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মৃত্যুসংবাদে ফেলিক্সের রচনাবলীর মধ্যে এই দুইটি পুস্তকের এইরূপ উল্লেখ আছে—(1) Translation into Bengalee of an abridgement of Goldsmith's History of England printed at the Serampore Press for the School Book Society, (২) Translation into Bengalee of an abridgement of Mill's History of British India for the School Book Society, now in the Press

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সংবাদ সত্য হইলে এই পুস্তকও ফেলিক্সের রচনাবলিতে যুক্ত হইবে।

'সমাচার দর্পণে'র মৃত্যুসংবাদে দ্বিতীয় বইখানির কোনই উল্লেখ নাই। মনে হয়, ইহা মুদ্রিত করিবার সুযোগ ঘটে নাই। প্রথম পুস্তকখানি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ হইতে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। টাইটেল-পেজটি এইরূপ—

> ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় / অর্থাৎ জুলিয়স্ কাইসরের ব্রিটিন দেশাতিক্রমসময়াবধি, / আইমেন্স নামে প্রসিদ্ধ সন্ধিসময়পর্য্যন্ত,/ মহাব্রিটিনের বিবরণ সঞ্চয় / তন্মধ্যে জুলিয়স্ কাইসরের কালাবধি দ্বিতীয় জর্জ্জ নামে বাজার মৃত্যুপর্য্যন্ত, / গোল্‌দস্মিং উপাধ্যায়কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত : / এবং ঐ জর্জ্জের মরণাবধি ১৮০২ শালের আইমেন্স নামক সন্ধিসময়পর্য্যন্ত / অন্য এক প্রথিত প্রজ্ঞোপাধ্যায়কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত / ফিলিক্স কেরিকর্ত্তৃক বাঙ্গলাভাষায় কৃত / C S B. S / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল, ইত / শন ১৮১৯.

'Several year ago, the Committee entered into an engagement with Mr J C Marshman for 30 additional numbers of Digdorshun These were to be compiled from Mill's celebrated History of British India, so as to contain a complete epitome of that important subject, of this work 1000 copies of the first ten numbers have been received into the depository "—*The Sixth Report of the Calcutta School Book Society's Proceedings*, 1826, p. 8

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সংবাদ সত্য হইলে এই পুস্তকও ফেলিক্সের রচনাবলীতে যুক্ত হইবে।

ইংরেজীতে অনুরূপ একটি টাইটেল-পেজ আছে, শুধু প্রকাশ-সন ১৮১৯ স্থলে ১৮২০ ছাপা হইয়াছে। পুস্তকটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা—সূচী ৬, শব্দ-সূচী ১৯ এবং মূল পুস্তক ৪১২।

এই পুস্তকের ভাষা লইয়া 'লিটারারি গেজেট' নামক সংবাদপত্রে কাশী-প্রসাদ ঘোষ (১৮৩০) বিস্তর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' জবাবে লেখেন—

> ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি তাহাতে ইংলণ্ডীয় নাম ও উপাধির তরজম করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং সকলের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গলাভাষার মর্ম্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অন্য কোন ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্য কোন সাহেব ছিলেন না অবিকল সংস্কতানুযায়ি ভাষায় ইংলণ্ড দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।
>
> —'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৬০

এই পুস্তক পরবর্তী কালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়, কিন্তু তাহাতে উপরোক্ত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল কি না জানি না। এই বহুনিন্দিত পুস্তকের[১] তিনটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

> (ক) রুমীয়দিগের অধিকার হওনের পূর্ব্বে ব্রিটিন্ দেশ পৃথিবীর অপর২ অংশেতে অত্যল্প খ্যাত ছিল অপর গাল্ দেশের সম্মুখস্থতটে সকল তদ্দেশীয় প্রজাগণেরদের উদ্যোগদ্বারা যে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত, তাহার বাণিজ্যের কারণ অনেক২ সওদাগর সর্ব্বদা সে

[১] বেভারেণ্ড লংও তাঁহার ক্যাটালগে এই পুস্তকের নামানুবাদের নিন্দা করিয়াছেন।

দেশে যাইত ইহাতে অনুভব হয় যে ঐ সকল সওদাগরেরা, যে সকল সমুদ্রতীরেতে প্রথমতো বাস করিয়াছিল, কিছুকাল পরেতেই সে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইল, পরে সে দেশ অতিরমণীয় এবং বাণিজ্যোপযুক্ত দেখিয়া বাণিজ্যহেতুক সমুদ্রসান্নিধ্যবাস করিয়া প্রজারদের মধ্যে কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইল কিন্তু সমুদ্রতটের দূরবাসী লোকেরা সে ভূমি অধিকার করিয়া রাখা আপনারদিগের ধর্ম্ম ইহা বোধ করিয়া, এবং উহারা আমারদিগের অর্থের অপহারক এই বিবেচনাতে, ঐ নূতন আগত লোকেরদিগের সহিত সমুদায় ব্যবহার ত্যাগ করিল (পৃ. ১)

(খ) যখন চার্লস রাজ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, তখন ত্রিংশদ্বৎসরবয়স্ক ছিলেন, দেখিতে সুন্দর এবং আচারেতে বিচক্ষণ, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রজারদের মর্য্যাদাপারহল্লনোপযুক্তপাত্র ছিলেন; এবং বন্ধন দশাতে আত্মমন্ত্রিবর্গেরদের সহিত নিত্যাহ্লাদামোদস্বভাবপ্রযুক্ত সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেও, ঐ সাদর স্বভাব ত্যাগ করিলেন না; এবং বাল্যাচরণপ্রযুক্ত তাঁহার পর্ব্বীয় দ্বেষ জন্য অনিষ্টাচরণে কোনহ কাহারে শঙ্ক পাইবার আশঙ্কা ছিল না (পৃ ২২৯)

(গ) পরে কোনো ভেদ না করিয় রাজ্যের তাবৎস্থানহইতে মহাসভ্যেরদিগকে একত্র করিয়া রাজ্যের রক্ষার এবং তদ্ধিতের নিমিত্তে চেষ্ট পাইতে লাগিল, ঐ সভ্যেরা একত্র হইয়া, হানোবর রাজ্যের মনোনীত কর্ত্তার নিকটে পত্র প্রেরণ দ্বারা, মরণাপন্ন রাণীর সংবাদ জ্ঞাত করাইয়া, হলণ্ড রাজ্যে তাঁহাকে আগমন করিতে প্রার্থনা করিলেন এবং কহিয়া পাঠাইলেন, যে সেই স্থানে পঁহুছিলে, আপনাকে ইংলণ্ডরাজ্যে আনিবার নিমিত্তে, ইংলণ্ডীয় যুদ্ধজাহাজ সমূহ প্রস্তুত থাকিবে (পৃ. ২৮১)

ফেলিক্স কেরীর সর্বশেষ পুস্তক যাহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাও অনুবাদ—বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেসে'র অনুবাদ। এই পুস্তক 'যাত্রীরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' নামে দুই খণ্ডে বাহির হয়। প্রথম খণ্ড বাহির হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৩৭, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ফেলিক্সের

মৃত্যু-বৎসরে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪০। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জে. ডি. পীয়ার্সন একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, প্রথম খণ্ড পীয়ার্সন কর্তৃক এবং দ্বিতীয় খণ্ড রেভারেণ্ড জী. পীয়ার্স কর্তৃক সংশোধিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জে ওয়েঙ্কার একটি সম্পূর্ণ সংশোধিত সংস্করণ বাহির করেন।

ফেলিক্সের আর দুইটি বাংলা রচনার খবর মাত্র আমরা পাইতেছি। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার' মৃত্যু সংবাদে "Translation into the Benglaee of a chemical work by the Rev. John Mack, for the Student of Serampore College The work is partly brought through Press" 'সমাচার দর্পণ' সংবাদ দিয়াছেন, "শ্রীরামপুরের কলেজের কারণ বসায়ন বিদ্যা।" জন ম্যাকের 'কিমিয়া বিদ্যার সার' ইংরেজী বাংলা সংস্করণ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, ভূমিকায় ম্যাক ফেলিক্সের ঋণ স্বীকার করেন নাই। ফেলিক্সের অনুবাদ যদি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়া না থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ জন ম্যাকের পুস্তকের মধ্যে ফেলিক্সের কীর্তি আত্মগোপন করিয়া আছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য' পুস্তকে ফুটনোটে এক স্থানে 'ডিক্সনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি'র নির্দেশে ফেলিক্স কেরী-কৃত গোল্ডস্মিথের 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে'র অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, আমার মনে হয় ইহা ভুল—গোল্ডস্মিথের 'ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে'র সহিত 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে'র স্বতঃই গোলযোগ ঘটিয়াছে।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ফেলিক্স কেরীর এই দান আজ নূতন করিয়া আমাদের স্মরণীয়, কারণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ফেলিক্স কেরী তাঁহার প্রাপ্য মর্যাদা এতাবৎকাল পান নাই। বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান রচনার কৃতিত্ব তাঁহার, তিনি তাহা যে ভাবেই করিয়া থাকুন। দুরূহ স্মৃতিশাস্ত্রের তত্ত্ব তিনি স্বয়ং বৈদেশিক হইয়াও যে ভাবে বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয় কাশীনাথ রামমোহন ছাড়া সে যুগে দেশী ও বিদেশী আর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' তাঁহাকে "undoubtedly the best Bengali scholar among his countrymen, especially in his knowledge of the idioms and construction of that language" বলিয়া কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নাই। ভারতের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য যে সকল বৈদেশিক প্রয়াস করিয়াছিলেন, তিনি যে

তাঁহাদের অন্যতম প্রধান—এ কথাও সত্য। 'সমাচার দর্পণ' তাঁহার যে যে গুণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, বৈদেশিকদের মধ্যে তাহাও দুর্লভ—

> "ইহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে, ইনি অতিশয় বিদ্বান ও পরোপকারী ও পরদুঃখে কাতর ও শরণাগত প্রতিপালক ও অতি বড় আলাপী ছিলেন।"

বাংলা ভাষার সহিত ফেলিক্স কেরীর ঘনিষ্ঠতার কথা তাঁহার দীর্ঘকালের সহকর্মী জন ক্লার্ক মার্শম্যান সকুণ্ঠভাবে যাহা বলিয়াছেন ফেলিক্সকে স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। তিনি বলিয়াছেন—

> "He was, unquestionably the most complete Bengalee scholar among the Europeans of his day, but his style wanted simplicity, and the unrestrained admixture of Sanscrit words made his translations difficult of comprehension to ordinary readers" 'শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃ ২৬৬

মশলবী শ্রেষ্ঠ বেতারেণ্ড কেরীর পুত্র হইয়াও তিনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষায় উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন, এই ভাষাতে প্রথম বিশ্বকোষ রচনার দুঃসাহসিক কল্পনা তাঁহাতেই দেখা গিয়াছিল। মাত্র দেড় বৎসরের অমানুষিক পরিশ্রমে ব্যবচ্ছেদবিদ্যার মত দুরূহ শাস্ত্রকে তিনি পরিভাষা সহ বাংলায় রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছিলেন—এই ভাষার প্রতি তাঁহার নৈকট্যিক আকর্ষণ ছাড়া বলিয়। তাঁহার কথা স্মরণ করিলেই মন প্রীতিতে প্রসন্ন হইয়া উঠে, কল্পনায় দেখিতে পাই, এই পথভ্রষ্ট তরুণ পাদরি ব্রহ্মদেশীয় অভিজাতের বিচিত্র রঙিন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পশ্চাতে ছত্রধারী ভৃত্য ও পঞ্চাশ জন বর্মী অনুচর লইয়া কলিকাতার রাজপথে অভিনব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার হস্তচ্যুত 'ধর্ম্মপুস্তক'—'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা' 'স্মৃতিশাস্ত্র' ও 'কিমিয়াবিদ্যা'য় রূপান্তরিত হইয়াছে।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

শ্রীরামপুর মিশন গোষ্ঠীতে ফেলিক্স কেরীর অনুজ কর্মী বেভারেণ্ড ডক্টর জোশুয়া মার্শম্যানের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র জনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত সম্পর্কের কাহিনী অতঃপর শুনাইতেছি। জনের কীর্তি-কথা লিখিত না হইলে মহাত্মা উইলিয়ম কেরী প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের এবং তৎপ্রবর্তিত বাংলা গদ্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ফেলিক্স কেরী উইলিয়ম কেরীর আত্মজ হইলেও তাঁহার প্রকৃতি পিতৃ-অনুসারী ছিল না। পিতা ছিলেন সদা শ্রমশ্রমী, অধ্যবসায়ী, ধর্মনিষ্ঠ কর্মীপুরুষ, পুত্রের স্বভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন খামখেয়ালী কবি। উচ্ছৃঙ্খলতা, উদাসীনতা ও ভোগলিপ্সার মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। জন ক্লার্ক মার্শম্যানই ছিলেন উইলিয়ম কেরীর যথার্থ মানসপুত্র; কর্মযোগী কেরীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তৎকৃত কর্ম ও কীর্তিসম্ভারের বিপুলতা সত্ত্বেও তদনুপাতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। ইহার প্রধান কারণ, অন্তরালবর্তী থাকিয়া কর্মানুষ্ঠানের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিন তিনখানি পত্র-পত্রিকার সহিত সম্পাদক হিসাবে তাঁহার নাম যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি কদাচিৎ আত্মপ্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের অপর কর্মী ও সাধকের সম্বন্ধে তিনি বিস্তর লিখিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের সম্যক্‌ রূপ অবগত হইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিবার লোক, তিনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে বিশেষ কেহ ছিলেন না। গ্রন্থাকারে তাঁহার কোনও বিস্তৃত জীবনী এতাবৎকালও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর (৮ই জুলাই, ১৮৭৭) পর 'জার্নাল অব দি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি', 'টাইমস', 'ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ', 'অ্যানুয়াল রেজিস্টার', 'ল টাইমস্' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের শোক সংবাদে* তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত

'ডিকসনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি'তে 'জি সি. বি.' প্রদত্ত তালিকা এই:

'Times, 10 July 1877, p 4, Illustrated London News, 28 July 1877, p 93, with portrait, Journal of the Royal Asiatic Society, 1878, 8 vo, vol X, Annual Report, pp xi-xii, Hunter's Gazetteer of India, article 'Serampur', Annual Register, 1877, p 151; Law Times, 1877, LXIII p 201."

এতদ্‌ব্যতীত, লুই জেনিংস এম পি সম্পাদিত 'দি নিউইয়র্ক টাইম্‌স'-এর ১৮৭৭ সনের জুলাই সংখ্যায় জন ক্লার্ক মার্শম্যানের তিরোধান সম্পর্কে তাঁহার জীবনী-সম্বলিত একটি সুন্দর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাহা যথেষ্ট নয়। অবশ্য সুবিখ্যাত 'ডি. এন. বি.' বা 'ডিক্‌সনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি' তাঁহাকে এক 'কলম' স্থান দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, জে. জে. হিগিনবোথামের 'মেন হুম ইণ্ডিয়া হ্যাজ নোন' গ্রন্থের ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের 'সাপ্লিমেণ্ট' খণ্ডের ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় 'ডি. এন. বি.'তে প্রকাশিত 'জি. সি. বি.'র লেখাটিই সামান্য অদল-বদল করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, সি. ই. বাকল্যাণ্ডও তাঁহার 'ডিক্‌সনারী অব ইণ্ডিয়ান বায়োগ্রাফি'তে (১৯০৬) জন ক্লার্ক মার্শম্যানকে (পৃঃ ২৭৬) আর 'কলমের ও একটু বেশি স্থান দিয়াছেন। পরবর্তীকালে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে তাঁহার 'হিষ্ট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচার' (১৯১৯) গ্রন্থের ২৭৫-২৭৯ পৃষ্ঠায় জনের বাংলা রচনাগুলির বিস্তৃত তালিকা দেওয়ার প্রয়াস করিয়াছেন। এই বইখানি ছাড়া অন্য কুত্রাপি বাংলা-সাহিত্যে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের দান সম্বন্ধে আলোচনা হয় নাই। উনিশ শতকের ও বর্তমান কালের অন্যান্য বাংলা গদ্যসাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থে জন মার্শম্যান সম্বন্ধে এত সামান্য আলোচনা আছে যে তাহা উল্লেখযোগ্য নয়।

আশ্চর্যের বিষয়, জন ক্লার্ক মার্শম্যান স্বয়ং পরোক্ষভাবে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ 'দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস অব কেরী, মার্শম্যান অ্যাণ্ড ওয়ার্ড' (১৮৫৯) নামক বৃহৎ গ্রন্থ অনেক স্থলে। কিন্তু তিনি নিজেকে জাহির করেন নাই। ইহার প্রতিকার করিয়াছেন কেরী বংশের এস. পিয়ার্স কেরী ১৯১১ সনে লণ্ডনের হডার অ্যাণ্ড স্টটন লিমিটেড প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ 'উইলিয়ম কেরী'তে। ১৯৩৪ সনে লণ্ডনের দি কেরী প্রেস প্রকাশিত পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণে আমরা দেখিতেছি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান অনেকখানি স্থান পাইয়াছেন। এখন পর্যন্ত তাঁহাকে সর্বাধিক সম্মান দেখাইয়াছেন তাঁহার বন্ধু ও সহকর্মী, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র পরবর্তী সম্পাদক জর্জ স্মিথ।[১] তাঁহার 'টুয়েলভ ইণ্ডিয়ান স্টেটসমেন' (১৮৯৭) গ্রন্থের ফুড পৃষ্ঠাব্যাপী নবম অধ্যায়ে তিনি জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জীবন, চরিত্র ও কীর্তি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জন মার্শম্যানের কর্মবহুল জীবনের, বাংলা ভাষা ও

G. C. B.-ই Higginbotham এর উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন

[১] জন ক্লার্ক মার্শম্যান—১৮৩৫ সনের ১লা জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৮৫২ পর্যন্ত ১৭ বৎসর ইহার সম্পাদনা করেন, পরবর্তী সম্পাদক জনের ভাগিনেয় মেরিডিথ টাউনসেণ্ড ১৮৫২ হইতে ১৮৫৯ সন পর্যন্ত এবং তাঁহার পরেই জর্জ স্মিথ ১৮৫৯ হইতে ১৮৭৫ সন পর্যন্ত সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সাহিত্যের সহিত সম্পর্কিত, উপরোক্ত রচনাগুলিতে অবহেলিত অংশটুকুই এই অধ্যায়ে বিবৃত হইল।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট তারিখে ইংলণ্ডের ব্রিস্টলের অন্তঃপাতী ব্রড্‌মিডে স্থানীয় ছোট একটি স্কুলের সদ্যভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জোশুয়া মার্শম্যানের জ্যেষ্ঠপুত্র জন ক্লার্কের জন্ম হয়। মাতা হ্যানা আদর্শ সহধর্মিণী ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণী ছিলেন। পূর্ব-ভারতবর্ষের 'ধর্মহীন অজ্ঞান' মানুষদের মধ্যে ধর্ম ও জ্ঞান বিতরণের সদুদ্দেশ্য লইয়া, কেট্‌রিঙের ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন মণ্ডলীভুক্ত হইয়া ১৭৯৯ সনের শেষ ভাগে সস্ত্রীক সপুত্র জোশুয়া মার্শম্যান পূর্বসূরি উইলিয়ম কেরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন উইলিয়ম ওয়ার্ড প্রমুখ তিন জন মিশনরি। জাহাজ কলিকাতা পৌঁছিলে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের চর সন্দেহে তাঁহাদিগকে কলিকাতার মাটিতে পদার্পণ করিতে দেওয়া হয় না। তাঁহারা ১৩ই অক্টোবর তারিখে ডেনিশ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে অবতরণ করেন। বালক জনের বয়স সেদিন পাঁচ বৎসর দুই মাস পূর্ণ হইতে পাঁচ দিন বাকি ছিল। উইলিয়ম কেরী অচিরাৎ মালদহের বৈষয়িক ও ঐশ্বরিক সর্ববিধ কার্য পরিত্যাগ করিয়া নবাগত ধর্মভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীরামপুরে মিলিত হন এবং শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ও ভারতের, তথা পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য ভাষায় ধর্মগ্রন্থ বাইবেল প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই। সুবিখ্যাত কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ডের কীর্তির আরম্ভও এইখানেই। জনেরও শিক্ষারম্ভ শ্রীরামপুরে, এই ত্রয়ীর কাছে। উইলিয়ম কেরী ও পিতা জোশুয়া মার্শম্যানের পাণ্ডিত্য, উইলিয়ম ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলাবোধ এবং আট বছরের অগ্রজ ফেলিক্স কেরীর বাংলাভাষা-জ্ঞান বালক জনকে ধীরে ধীরে শিক্ষিত ও মিশনের কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে থাকে। সেই সঙ্গে মাতা হ্যানার ধর্মবিশ্বাস ও মিশনের কাজে আত্মত্যাগের আদর্শ জনকে একজন দৃঢ়চেতা, কর্মনিষ্ঠ, ত্যাগী মানুষের মত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। হ্যানার সম্বন্ধে জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন: "আধুনিক কালের প্রথম নারী-মিশনরির জীবনী এখনও লিখিত হইবার অপেক্ষায় আছে। তাঁহার দীর্ঘ ভারতীয় জীবনের আটচল্লিশ বৎসরের প্রায় প্রত্যেকদিবসটিই তিনি বাংলা দেশের বালিকা ও নারীদিগকে খ্রীস্টীয় আদর্শে ভাল ও শিক্ষিত করিবার কাজে ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীরামপুর ভ্রাতৃসংঘকে

বরাবর সেই গার্হস্থ্য আরাম ও শান্তি যোগাইয়াছেন, যাহার অভাব ঘটিলে এই কর্মব্যস্ত মানুষেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহার অর্ধেকও সম্পাদন করিতে পারিতেন না।"

১৮১২ সনে মাত্র সতের বৎসর বয়সেই জন পুরাপুরি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮১৯ সনে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে মিশনের ভ্রাতৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। তৎপূর্বেই ১৮১৮ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে উইলিয়ম ওয়ার্ড স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পে ইংলণ্ড যাত্রা করিলে মিশনের ছাপাখানার তত্ত্বাবধান ও বৈষয়িক কার্য-পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।* ইংরেজী ও ভারতীয় বিবিধ ভাষায় প্রভূত জ্ঞান সত্ত্বেও ১৮২২ সনের গোড়ায় ইউরোপীয় ক্লাসিক্‌স বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি ইটালি ও গ্রীস যাত্রা করেন। ১৮২৩ সনের ৭ই মার্চ শ্রীরামপুরে কলেরা রোগে উইলিয়ম ওয়ার্ডের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটায় উইলিয়ম কেরী জনকে শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া সেন। সেদিন হইতে ১৮৫২ সনে ভারতবর্ষের কাছে চিরবিদায় লইয়া দেশযাত্রা পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি ভারতবর্ষে বিচিত্র কর্মময় জীবন যাপন করেন।

তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। প্রবর্তক-ত্রয়ী কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের বাধক্য ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদন ও পরিচালন-ভার সম্পূর্ণ গ্রহণ। এই কার্যে নবাগত (১৮২১) জন ম্যাক তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন।

২। ১৮১৮ সনে তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনরি কলেজের পরিচালন ও আর্থিক দায়িত্বভার সম্পূর্ণ গ্রহণ।

৩। শ্রীরামপুরে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন ও পরিচালন।

৪। ১৮৪০ সনের ১লা জুলাই হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত 'গবর্নমেণ্ট গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ ও ১৮৫২ সনে বিলাতযাত্রা পর্যন্ত উক্ত পত্র পরিচালন।

*বয়সে অগ্রজ বিক্ষিপ্তচিত্ত ফেলিক্স ১৮১৮ সনের গোড়ায় আরাকানের অরণ্য হইতে ওয়ার্ড কর্তৃক শ্রীরামপুরে নীত হওয়ার পর আপনাকে অন্তরালে রাখিতেই ভালবাসিতেন।

জাশুয়া মার্শম্যান

জন টমাস

চার্লস উইলকিন্স

উইলিয়ম ওয়ার্ড

৫। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ-প্রণয়ন।

৬। ইংরেজী ও বাংলায় সরকারী আইন সঙ্কলন।

৭। সুন্দরবন অঞ্চলে খ্রীষ্টিয়ান উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

৮। উইলিয়ম কেরীর পরে সরকারের বাংলা অনুবাদকের পদ গ্রহণ।

১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে যুবক উইলিয়ম ইয়েট্‌স্ সদ্য বিলাত হইতে আসিয়া শ্রীরামপুরের মিশন-গোষ্ঠীভুক্ত হন; ১৮১৭ সনের ২৫শে আগস্ট আসেন মূল ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্যামুয়েল পীয়ার্সের পুত্র উইলিয়ম পীয়ার্স। কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জীবনীকার ইউস্টেস কেরীর সহিত মিলিত হইয়া ১৮১৭ সনেই ইঁহারা প্রতিষ্ঠাতাত্রয়ী, বিশেষ করিয়া জোশুয়া মার্শম্যানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বিলাতের কমিটির সমর্থনে ১৮১৮ সনের গোড়ায় শ্রীরামপুর ছাড়িয়া কলিকাতার এণ্টালি অঞ্চলে স্বতন্ত্র ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন স্থাপন করেন। বিলাতের এবং শ্রীরামপুরের মিশন-গোষ্ঠীর মধ্যে ঘোরতর অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কলহের প্রধান কারণ, শ্রীরামপুর-ত্রয়ীর ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তি লইয়া। ত্রয়ীর নানামুখী উপার্জনে এবং বন্ধু ও ভক্তজনের দানে শ্রীরামপুর সোসাইটির সম্পত্তি বিপুলায়তন হইয়া উঠিয়াছিল। তরুণ বিদ্রোহীরা এই সম্পত্তিকে মূল ব্যাপ্‌টিষ্ট সমিতির সম্পত্তিরূপে গণ্য করিতে চাহিতেছিলেন। অপরের অর্জিত বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে এই অন্যায় দাবী ত্রয়ী সমর্থন করিলেন না। তাঁহাদের অবর্তমানে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার কাহাতে বর্তিবে, এই প্রশ্ন উঠে। ত্রয়ী জন ক্লার্ক মার্শম্যানের কর্মক্ষমতার উপর আস্থা জ্ঞাপন করেন। বিদ্রোহীরা মার্শম্যান-গোষ্ঠী-বিরোধী। এই কলহের তুষানল দীর্ঘ বার বৎসর ধিকি ধিকি জ্বলিয়া ১৮৩০ সনে নির্বাপিত হয়। উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠাতাত্রয়ী বিলাতের মূল সমিতি-নিয়োজিত ট্রাস্টিদের হাতে সমস্ত সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে তুলিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যান লেখেন, "সম্পত্তির অধিকার অর্জনে কোনও মানুষকে অধিক আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই—সম্পত্তি বর্জন করিয়া এই প্রবীণেরা যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

কর্মবীর জন ক্লার্ক শেষ পর্যন্ত প্রবীণ ত্রয়ীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন

স্বোপার্জিত অর্থে সমিতির অক্ষম ট্রাস্টিদের নিকট হইতে এই সম্পত্তি পুনঃক্রয় করিয়া। জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন :

> "·· and it fell to him [J. C M.] to buy back, out of his own earnings, the mission property, which they had created and surrendered with almost quixotic generosity. Before his death he made over the famous college and the properties, thus twice his own, to a new generation of the society, and all with a quiet, albeit righteously proud, reticence, which concealed the nobility of his action. Left sole representative of the Brotherhood and undertaking its enormous responsibilities, John Clark Marshman created the income necessary to meet them by his literary labours—his paper mill, the first in India ; his educational and law text books and his official salary as Government translator. In all this he became an expert oriental scholar, mastering Chinese like his father, as well as Sanskrit and Persian. The Bengali language and literature he followed Carey in almost creating, his knoweldge and style surpassing that of the Bengalis themselves, with two exceptions."

অর্থাৎ "যে মিশন সম্পত্তি তাঁহারা [কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড] অর্জন ও প্রায়-উন্মাদ-উদারতায় বর্জন করিয়াছিলেন, স্বোপার্জিত অর্থে তাহা পুনঃক্রয়ের দায়িত্ব তাঁহার [জন ক্লার্ক মার্শম্যান] উপর পড়ে। এবং তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই প্রসিদ্ধ কলেজ ও সমস্ত সম্পত্তি, যাহা দুই-দুই বার এই ভাবে তাঁহার নিজস্ব হয়, পরবর্তী নূতন বংশধরদের দ্বারা স্থাপিত সমিতির হস্তে ন্যস্ত করেন। তাঁহার এই নীরব সংযত দানের অন্তরালে হয়ত সঙ্গতভাবেই তাঁহার গর্বিত মনোভাব একটু ছিল, কিন্তু তাঁহার কার্যের মহত্বও সেই সঙ্গে গোপন ছিল। ভ্রাতৃগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি হইয়া এবং তাঁহাদের বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করিতেন—

তাঁহার সাহিত্যকর্ম, তাঁহার কাগজ-কল—যাহা ভারতে প্রথম কাগজ-কল, তাঁহার স্কুল-কলেজ-পাঠ্য ও আইন পুস্তকাবলী এবং গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক হিসাবে তাঁহার সরকারী বেতনের দ্বারা। এই কর্মযোগে তিনি প্রাচ্য-পাণ্ডিত্যে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার মত চীনাভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষাতেও কম দক্ষতা অর্জন করেন নাই। উইলিয়ম কেরীর মত তাঁহাকেও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একজন স্রষ্টা বলা চলে। এই বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার রচনারীতি মাত্র দুইজন ছাড়া সকল বাঙালীকে অতিক্রম করিয়াছিল।"

জর্জ স্মিথ সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের কথা ভাবিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত ইহা বলাও প্রয়োজন যে, জনের উৎসর্গীকৃত কলেজ আজ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিতেছে। মূল সমিতির সহিত এই বিচ্ছেদের পর জন প্রকাশ্যতঃ ধর্মপ্রচারকের কাজে ইস্তফা দিয়া বৈষয়িক কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য ইহার পরেও ভারতে খ্রীষ্টমহিমা প্রচারের কোনও সুযোগই তিনি ত্যাগ করেন নাই। শ্রীরামপুরের অসহায় মিশন-গোষ্ঠীকে প্রতিপালন করিবার জন্যই তাঁহাকে পারমার্থিক জীবন ত্যাগ করিয়া আর্থিক জীবন যাপন করিতে হয়। এই সময়ে তিনি প্রচুর উপার্জন করিলেও নিজে মাসিক মাত্র দুই শত টাকা ব্যয় করিয়া বাকী সমস্ত টাকা কলেজ ও শ্রীরামপুর সমিতির জন্য দান করিতেন। ভারতবর্ষীয়দের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়। তিনি পরবর্তী জীবনে বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন—"Education must in India precede Christianity."—ভারতকে খ্রীষ্টধর্ম দেওয়ার পূর্বে জ্ঞানদান করিতে হইবে। তিনি নিজে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তজ্জন্যই প্রাণপাত করেন।

অনুবাদক ও 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে'র সম্পাদক হিসাবে সরকারের সহিত যুক্ত হওয়াতে ভারতবর্ষে অবস্থানের শেষ কয়েক বৎসর (১৮৪০-১৮৫২) জনকে সাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে নানাভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। 'সরকারের দালাল' তাঁহার নামের বিশেষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীরামপুর কলেজের ও মিশনের কর্তৃত্বভার ত্যাগ করিয়া তিনি ভারতবর্ষে সুখী ছিলেন না, তদুপরি এই নিন্দা কুৎসায় তিক্তবিরক্ত হইয়া ১৮৫২ সনে তিনি পিতা ও পিতৃবন্ধুদের স্বেচ্ছানির্বাচিত স্বদেশ এবং নিজের তিপ্পান্ন বৎসরের কর্মস্থল ভারতবর্ষ চিরতরে ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

সেখানে জীবনের শেষ পাদ তিনি ভারতবর্ষের কল্যাণেই ব্যয়িত করেন। ভারতবাসীর শিক্ষা, কৃষি ও বনসম্পদ, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ের উন্নতিবিধান এই কালে তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বদেশে তিনি কীর্তির উপযুক্ত (সামান্য সি. এস. আই. উপাধি ছাড়া) সম্মান লাভ করেন নাই। বারংবার ভারতের কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া তিনি কৃতকার্য হন নাই, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলেও তাঁহার স্থান হয় নাই। ভারতীয় রেলওয়ের হিসাব-বিভাগের একজন কর্মী হিসাবেই তিনি প্রিয় ভারতবর্ষের সহিত শেষ প্রত্যক্ষ যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত ইংরেজী গ্রন্থ (সবগুলিই ভারত সংক্রান্ত) ও পুস্তিকাগুলি এই কালেই রচিত ও প্রকাশিত হয়।* তালিকা রচনাপঞ্জীতে দ্রষ্টব্য।

জে. জে. হিগিনবোথাম জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যানের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন :

> "To the last he remained always an Indian, caring principally for the fortunes of the great empire he had helped to guide, and lending the aid of his apparently endless knoweldge to anyone who consulted him, and who knew enough to know when he was obtianing fresh material He was finishing, when he died, a complete series of biographies of the Viceroys, a work which will now scarcely appear. He rarely spoke of his fixed ideas, however, turning them over in his mind for himself, just as in

* "In England, however, he was not recognised, he failed after four sharp contests, in entering Parliament, Sir Charles Wood, unaware of his special official merit, his great capacity for managing the details of finance, refused him a seat in the Indian Council, and though his services to education were, at the instigation of Lord Lawrence, tardily recognised by the Companionship of the Star of India [1868] he was compelled to occupy himself in the affairs of the East India Railway, where, as chairman of the committee of audit, he rendered most efficient, but of course unrecognised service, and in writing books like his 'History of India' and the 'Lives of Carey, Marshman and Ward.'—" Supplement to 'Men whom India has known,' 1879, p. 59.

earlier years he had turned over and concealed his knoweldge, till of all who knew Mr. Marshman, probably not three were aware that he had given years to Chinese, that he had read intelligently all the great Sanskrit poems, and that he once knew Persian as thoroughly as most diplomatists know French."

অর্থাৎ, "জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে সর্বদা একজন ভারতীয় বলিয়াই জ্ঞান করিতেন; যে মহান্ সাম্রাজ্যের তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাহারই কল্যাণ তাঁহার প্রধান কাম্য ছিল; যে কোনও জিজ্ঞাসু, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও বিষয়ের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হইয়া তাঁহার কাছে নূতন উপকরণের সন্ধানে যাইত, তিনি তখনই তাহার নিকট তাঁহার অসীম জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। ভারতবর্ষের রাজ-প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ চরিতমালা রচনা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটায় তাহা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হইয়াছে। তিনি শেষ জীবনে নিজের দৃঢ় মতামতের কথা কদাচিৎ প্রকাশ্যতঃ বলিতেন, নিজের মনে মনেই সেগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিতেন। এই অভ্যাস তাঁহার প্রথম জীবনের। তখন যে জ্ঞান তিনি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা মনে মনেই রাখিতেন। তাঁহার মন্ত্রগুপ্তি এমনই নিখুঁত ছিল যে, তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মাত্র দুই-তিনজনই জানিতেন যে, তিনি কয়েক বৎসরের চেষ্টায় চীনা ভাষা শিখিয়াছেন, সংস্কৃত মহাকাব্যসমূহ পড়িয়া বুঝিয়াছেন এবং পররাষ্ট্রবিদ্‌দের ফরাসী ভাষায় যেরূপ দক্ষতা অর্জন করিতে হয় পারসিক ভাষায় সেইরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।"

তাঁহার এই মন্ত্রগুপ্তির আর একটি প্রমাণ এই যে, শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে তিনি এককালীন ও মাসে মাসে (সরকারী অনুবাদকের মাসিক এক হাজার টাকা বেতনের সবটাই) যাহা দান করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ যে কয়েক লক্ষ টাকা, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পরমাত্মীয়েরাই সে কথা প্রথম অবগত হইয়া বিস্ময়বোধ করেন।

তিরাশী বৎসরের পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া ১৮৭৭ সনের ৮ই জুলাই

তারিখে লণ্ডনের কেনসিংটন পল্লীতে, রেডক্লিফ স্কোয়ার নর্থে ভারতবন্ধু এই কর্মীপুরুষের মৃত্যু হয়।

রচনাপঞ্জী

ইংরেজী

জন মার্শম্যান সব্যসাচী, ইংরেজী ও বাংলায় ডাইনে-বাঁয়ে লিখিতে পারিতেন। বাংলা সাহিত্য ও ভাষার সহিত তাঁহার সম্পর্ক তাঁহার ইংরেজী রচনার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলিয়া জীবৎকালে প্রকাশিত তাঁহার ইংরেজী পুস্তক ও পুস্তিকাগুলির কালানুক্রমিক তালিকা সর্বাগ্রে দিতেছি :

1. Reply of J. C. Marshman to the Attack of J. S Buckingham on the Serampore Missionaries, 1826.
2. Guide book for Moonsiffs, Sudder Ameens and Principal Sudder Ameens, containing all the Rules necessary for the conduct of suits in their Courts, 1832.
3. Guide to Revenue Regulations of the Presidencies of Bengal and Agra. 2 vols, Serampore, 1835.
4. Outline of the History of Bengal, 1840 (?), 5th Edn. 1844.
5. The History of India from Remote Antiquity to the Accession of the Mogul Dynasty, 1842.

'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটেনিকা'য় জনৈক মাত্র এই ইতিহাসখানির উল্লেখ আছে।

6. A Guide to the Civil Law of the Presidency of Fort William containing all the unrepealed Regulations, Acts, Constructions and Circular Orders of Government. To which is prefixed an epitome of every Enactment and Rule, corrected to the 31st December 1841, Serampore, 1842. Pp. XLIII, 540.

জে. জে. মূর ১৮৪৫-৪৬ সনে দুই খণ্ডে ইহার উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন।

'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা' একাদশ সংস্করণ, ভ্যলুম ১৭, পৃঃ ৭৭৪-এ বলা হইয়াছে—

"*Guide to the Civil Law* which before the work of Macaulay was the Civil Code of India."

7. The Darogah's Manual, comprising also the duties of Landholders in connection with the Police. Serampore, 1850. Pp. xx. 328.
8. How wars arise in India. Observations on Mr. Cobden's Pamphlet entitled 'The Origin of the Burmese War.' H. Allen & Co., London, 1853. Pp. 71.
9. Letter to John Bright, Esq. M. P. relating to the recent debates in Parliament on the India Question, H. Allen & Co. London, 1853 Pp. 53.
10. The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward. Embracing the History of the Serampore Mission. 2 vols. Pp. 511+527,.....Longmans..., London, 1859.
11. Memoirs of Major-General Sir Henry Havelock, K. C. B. Pp. 462, London, 1860.
12. The History of India from the Earliest Period to the close of the Eighteenth Century. Part 1, 1863.
13. The History of India from the Earliest Period to the close of Lord Dalhousie's Administration. 3 vols, London. 1867.
14. Abridgement of the History of India—from the Earliest period to the close of the East India Company's Govt., Pp. 544, Serampore, 1873.
15. History of India from the Earliest period to the close of the E. I. Company's Government

abridgement from the Author's larger work, London and Edinburgh. 1876.

এতদ্ব্যতীত কয়েকটি খ্রীষ্টধর্মপ্রচারমূলক পুস্তিকাও জন ক্লার্ক মার্শম্যান রচনা করিয়াছিলেন। মার্ডকের তালিকায় ('Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India...'by John Murdoch, 1870) ইংরেজী বাংলায় প্রচারিত পুস্তিকার নাম আছে, যথা 'Jagannath' by G. C. M. ৮ পৃষ্ঠা, ১৮২৯।

এই তালিকায় (২) ও (৩) এর মাঝখানে আর একটি বই বসিবে যাহাকে একটু স্বতন্ত্র করিতে হইতেছে। ইহা ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষায় লিখিত। বইখানির নাম:

16. Brief Survey of History (পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ) Pt I. from the creation to the beginning of the Christian Era. Translated by J. C. Marshman, English & Bengali Pp. 6+513. Serampore 1833.

তাঁহার ইংরেজী আইন বইগুলি (2, 3, 6, 7) বিশেষ করিয়া 'গাইড টু সিভিল ল' ও 'দারোগাজ ম্যানুয়েল' বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। এইগুলির বঙ্গানুবাদও তিনি স্বয়ং করিয়াছিলেন। হিগিনবোথাম বলিয়াছেন:

"[He] published a series of law books, one of which the 'Guide to the Civil Law' was for many years the Civil Code of India, and was probably the most profitable law book ever published."

4 নং বই "Outline of the History of Bengal" সম্বন্ধে 'ডিকসনারী অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি'তে লেখা হইয়াছে: 'the first, and for years the only history of Bengal." এই বিশেষণ অতিরঞ্জিত। কারণ কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের (১৮০০-১৮০৬) ও ইংলণ্ডের হেলিবেরি কলেজের (১৮০৭-১৮২৭) পার্সিয়ান ভাষার অধ্যাপক চার্লস স্টুয়ার্ট (Charles Stewart, 1761-1837) ১৮১৩ সনে তাঁহার সুবিখ্যাত 'দি হিস্ট্রী অব বেঙ্গল ফ্রম দি ফার্স্ট মাহামাডান ইনভেশন আনটিল ১৭৫৭' প্রকাশ করেন। স্টুয়ার্টের বাংলার ইতিহাসও কম প্রসিদ্ধ নয়। তবে মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাসকে অনুবাদ ও অনুসরণের দ্বারা বাংলা দেশের যাবতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে প্রচার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গোবিন্দচন্দ্র সেন,

রেভারেণ্ড ডক্টর জন ওয়েঙ্গার প্রভৃতি আরও অনেকে ইহার খ্যাতি সমধিক বৃদ্ধি করেন। উল্লেখযোগ্য তিনখানি অনুবাদ এই :

১। বাঙ্গালার ইতিহাস। [জে. সি. মার্শম্যানের ইংরাজী হইতে অনূদিত] শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেন। পৃষ্ঠা ৩৩৭। কলিকাতা, ১৮৪০।

ইহাতে ১২০৩ সনে বঙ্গদেশে মুসলমান আক্রমণ হইতে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। ১৮৩৯ সনে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা'র অধিবেশনে গোবিন্দচন্দ্র মার্শম্যান অবলম্বনে ভারতবর্ষের ও বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তাহা ৩২ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

আমরা ১৮৪০ সনের ৭ই মার্চের 'সমাচার দর্পণে' 'জ্ঞানান্বেষণ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত সংবাদটি পাইতেছি : "আমরা শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনের কৃত মার্সমান সাহেবের বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের অনুবাদগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। অস্মদ্দেশীয় ভাষায় অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল···। [জ্ঞানান্বেষণ]"

লং সাহেব গোবিন্দচন্দ্রের ভাষার দুরূহতার নিন্দা করিয়াছেন।

২। বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ।

সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের অধিকার পর্যন্ত।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংকলিত। পৃঃ ২+১৪৪, কলিকাতা [সং ১৯০৪] ১৮৪৮।

"বিজ্ঞাপন" : "বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ শ্রীযুক্ত মার্শমান সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কোনও কোনও বিষয় আবশ্যকবোধে গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে। —শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।"

ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' এমনই নূতনত্বসম্পন্ন হইয়া উঠে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তদানীন্তন সম্পাদক ও পরীক্ষক মেজর জি. টি. মার্শাল মার্শম্যানের ইতিহাসের বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদের আক্ষরিক ইংরাজী অনুবাদ

সহ করিয়া স্বয়ং মার্শম্যানের সমর্থনে 'এ গাইড টু :বেঙ্গল' টীকাটিপ্পনী রচনা করেন। বঙ্গীয় সরকার ১৮৫০ সনে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

৩। বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত। শ্রীযুক্ত মার্শমান সাহেবের রচিত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত। পৃ ২৮৪, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৫৩।

জন ওয়েঙ্গার এই অনুবাদ করিয়াছেন।

মার্শম্যানের ভারতবর্ষের ইংরেজী ইতিহাস অবলম্বনে গোবিন্দচন্দ্র সেন, গোপাললাল মিত্র, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস [জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া' হইতে অনূদিত] শ্রীগোপাললাল মিত্র। পৃ ৮+২০১-।১১, কলিকাতা ১৮৪০।

এইচ. এস. জারেট (মেজর) ১৮৫০ সনে মার্শম্যানের হিন্দুরাজত্ব অংশ হিন্দুস্থানী অনুবাদে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

16 নং পুস্তক 'Brief Survey of History'র পরবর্তী ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। মার্শম্যানের নিজকৃত বঙ্গানুবাদ সত্ত্বেও প্রখ্যাত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অগ্রজ রামকমল ভট্টাচার্যের নির্দেশে কলিকাতা "সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের কতিপয় সুশিক্ষিত ছাত্র...মার্শম্যান-বিরচিত ব্রিফ সার্ভে অব হিস্ট্রি' নামক ইংরেজী পুস্তক যথাক্ষর অনুবাদ" করেন। ১৮৬২ সনে এই গ্রন্থ "ইতিবৃত্তসার। ১ম ভাগ। সৃষ্টি অবধি খ্রীষ্টিয় শকের প্রারম্ভ পর্যন্ত। মার্শম্যান বিরচিত 'ব্রিফ সার্ভে অব হিষ্ট্রি'র অনুবাদ।" এই নামে কলিকাতা গৌড়ীয় প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৩৫।

10 সংখ্যক গ্রন্থ "The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward" ১৮৮০ সনে মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক সংক্ষেপে বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া 'আদর্শচরিত, কিম্বা কেরি, ওয়ার্ড, এবং মার্শম্যান চরিত।" নামে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে বাহির হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৫৩।

মার্শম্যান সার জন উইলিয়ম কে (Kaye) প্রতিষ্ঠিত (১৮৪৪) 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রের প্রথম পনের ভ্যলুমে (সাড়ে সাত বৎসর) ভারত ও বঙ্গদেশ সম্পর্কিত দশটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হইয়া

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবে। প্রবন্ধগুলির তালিকা এখানে প্রকাশ করিলাম।

	Vol.	No.	
1.	I.	2.	Lord William Bentinck's Administration.
2.	II.	3.	Sir W. H. Macnaghten.
3.	II.	4.	Macfarlane's 'Indian Empire.'
4.	III.	5.	Bengal as it is.
5.	III.	6.	Notes on the Left or Calcutta Bank of the Hooghly.
6.	IV.	8.	Notes on the Right Bank of the Hooghly.
7	IX.	17.	The Efficiency of Native Agency in Government Employ.
8.	XII.	23.	Second Punjab War.
9.	XIII.	25.	Annals of the Bengal Presidency for 1849.
10.	XV.	29.	Annals of the Bengal Presidency for 1850.

ইহার মধ্যে 4, 5, 6, 9 ও 10 সংখ্যক প্রবন্ধগুলিকে বাংলাদেশের তদানীন্তন অবস্থা ও ভূগোল সম্পর্কে বিচিত্র তথ্যের আকর বলা যাইতে পারে।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮৩৩ সনে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় ইংরেজীতে একটি ভূমিকা যোজনা করেন। ১৮২৬ সনে প্রকাশিত রেভারেণ্ড এফ. সি. জি. শ্রটার (Schroeter) লিখিত 'A Dictionary of Bhotanta or Boutan Language' বইখানি সম্পাদনা করেন জন মার্শম্যান।

বাংলা রচনাপঞ্জী

বাংলা রচনাপঞ্জী প্রস্তুতি অসুবিধা ঘটাইয়া গিয়াছেন মার্শম্যান নিজে। অনেকগুলি পুস্তকের আখ্যাপত্রে তিনি নিজের নাম যোজনা করেন নাই। 'সমাচার দর্পণে'র ব্রজেন্দ্রনাথকৃত সংকলন 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দুই খণ্ড ও লঙের ক্যাটালগ দুইটি এবং মার্ডকের ক্যাটালগ তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া যে সামান্য তথ্য পাইয়াছি, তাহার সহিত নেতি-নেতি-পদ্ধতির বিচার যোগ করিয়া বাংলা রচনাপঞ্জীটি খাড়া করিতে হইয়াছে। ভুলভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়। আইনের দুইটি বই, ক্ষেত্রবাগান সংক্রান্ত একটি দুই খণ্ডে, 'ভারতবর্ষের

ইতিহাস' দুই খণ্ড, 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ', ইংরেজী-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজী অভিধান দুইটি, আইনের অভিধান একটি—এই আটখানিতে মাত্র তাঁহার নাম সংযোজিত আছে। সেগুলির কালানুক্রমিক তালিকা এইরূপ :

১. A Dictionary of the Bengalee Language, abridged from Dr. William Carey's 'dictionary' in three volumes by J. C. Marshman Vol. I, Bengalee and English ; 1827 pp 531.

২, ঐ Vol. II English and Bengalee, 1828 pp. 440.

"The former volume of this Work was an abridgement of Dr. Carey's valuable Dictionary in three Volumes Quarto. In the present Volume, the Editor has simply to acknowledge the valuable assistance he has receieved from Dr. Carey in the revision of the sheets as they passed through the press, and to take upon himself all responsibility for the imperfections of the Work. Serampore, Dec. 10, 1828.--John. C. Marshman."

দুইখানিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩. "ভারতবর্ষের ইতিহাস। অর্থাৎ কোম্পানী বাহাদুরের সংস্থাপনাবধি মার্কুইশ হেষ্টিংসের রাজশাসনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয়েরদের কৃত তাবদ্বিবরণ।

শ্রীযুত জান মার্শমন সাহেব কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সংগৃহীত।

১ম বালম পৃ. ৩৭৪

ঐ ২য় বালম পৃ. ৩৯১

[দুই খণ্ডই] শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত। সন ১৮০১ সাল।"

'সমাচার দর্পণে'র সংবাদে প্রকাশ, টাইটেল পেজে লেখকের নাম সহ এই গ্রন্থ ১৮৩২ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে বাহির হইয়াছিল।

৪. Agri-Horticultural Transactions—ক্ষেত্রবাগান বিবরণ (বিজ্ঞান) দুই খণ্ডে। ১ম খণ্ড ১৮৩১, ২য় খণ্ড ১৮৩৬। দুই খণ্ডে ৭৩০ পৃষ্ঠা।

এগ্রি-হার্টিকালচারাল সোসাইটি প্রভূত ব্যয়ে মার্শম্যানকে দিয়া এই অনুবাদ প্রস্তুত করান। ইহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও স্থানে বিভিন্ন কৃষি-দ্রব্যের উৎপাদন সম্বন্ধে তথ্য ও নির্দেশ আছে। তন্মধ্যে তুলা, সেগুন (teak), চা, কফি, ইক্ষু, চাল, এরারুট, গুটিপোকা, তামাক, আলু পীচের চাষ উল্লেখযোগ্য।

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির পুরাতন ক্যাটালগে বাংলা পুস্তক তালিকায় 'অ্যাগ্রিকল্‌চরাল ও হর্টিকলচরাল সোসাইটির নিষ্পত্তি কার্যের বিবরণ পুস্তক', দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীরামপুর, ১৮৩৬ নামক বইখানির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ মার্শম্যানের ক্ষেত্রবাগান বিবরণের ইহাই আসল নাম।

৫. পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ। অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি খ্রীষ্টিয়ান শকের আরম্ভ পর্য্যন্ত।

Brief Survey of History Pt. I from the Creation to the Beginning of the Christian Era. Translated by John C. Marshman. English and Bengalee পৃ. ৬+৫১৩। শ্রীরামপুর ১৮৩৩।

৬. "দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ অর্থাৎ যে সকল আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ডর প্রভৃতি ইং ১৭৯৩ সাল লাং ১৮৪২ সাল হইয়াছে তাহা।

শ্রীযুত জান মার্শ্‌ম্যান সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত। দুই বালম। [পৃ. ৪০০+৩৮৫]

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে মুদ্রিত হইল। ১৮৪৩ সাল।

৭. দারোগাদের কর্ম্মপ্রদর্শক গ্রন্থ। পৃ. ১৮+৩৯৫। শ্রীরামপুর ১৮৫১।

৮. ব্যবস্থাবিধান [A Dictionary of Law Terms by John Clark Marshman] ১৮৫১।

জন রবিনসনের 'ডিকশনারি অব ল অ্যাণ্ড আদার টার্মস' (১৮৬০) এই বইখানিরই পূর্ণতর পরিণতি।

ইহা ছাড়া আরও চারিখানি পুস্তকের সন্ধান পাইতেছি, যাহার লেখক আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ১৮২২ সনে মূল ইংলণ্ডীয় সমিতির সঙ্গে হঠাৎ বিচ্ছেদে শ্রীরামপুর গোষ্ঠীকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হয়। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড তিনজনেই তখন বৃদ্ধ। ফেলিক্স কেরী মৃত। যে তরুণ উৎসাহী দল ১৮১৭ সনের পূর্বে শ্রীরামপুরে সমবেত

হইয়াছিলেন, তাঁহারা মতান্তর-প্রসূত কলহে বিচ্ছিন্ন হইয়া কলিকাতায় স্বতন্ত্র মিশন, স্বতন্ত্র গীর্জা ও স্বতন্ত্র ছাপাখানা স্থাপন করিয়া ও স্কুল বুক সোসাইটির সহিত যুক্ত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। ফেলিক্স, ইয়েটস, পীয়ার্স, লসনের অভাবে শ্রীরামপুর কানা হইয়া গিয়াছে বলা চলে। কর্মক্ষম দুই জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন—জন ম্যাক ও জন ক্লার্ক। নূতন উৎসাহে কলেজ ও স্কুল চলিতেছে, নূতন পাঠ্য পুস্তক প্রয়োজন। ম্যাক গ্রীক, লাটিন ও কেমিষ্ট্রির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা লইয়া আছেন, স্কুলপাঠ্য প্রাথমিক সাধারণ জ্ঞানের বহি রচনার ভার মার্শম্যানকেই লইতে হইয়াছে। সেইগুলি হইতেছে :

৯। "সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস।
সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা করা গেল। তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গলা। [দুই ভাগ, মোট ৯৫টি ইতিহাস, ২৩৯ পৃ.] শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮২৯।"

বইখানির ইংরেজী নাম 'Anecdotes of Virtue and Valour' ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত মাসিক 'দিগ্‌দর্শনে'র জন্য মার্শম্যানকে পাশ্চাত্ত্য উৎস হইতে এই সকল 'অ্যানেকডোট' সংগ্রহ করিতে হইয়াছে ও মাসে মাসে "ইতিহাস" নামে 'দিগ্‌দর্শনে'র পৃষ্ঠা পূরাণার্থে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। সেই সংগ্রহ দীর্ঘ এগার বৎসর পরে কাজে লাগান হইল। মার্শম্যানের ইচ্ছা ছিল, এই সংগ্রহ চারিখণ্ডে বাহির করিবেন।

'সমাচার দর্পণে'র ১৮২৯ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখের একটি বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি :

"সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস। গত ১ আগষ্ট তারিখে সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাসের প্রথম ভাগ শ্রীরামপুরে প্রকাশ হইয়াছে সেই পুস্তকের এক পৃষ্ঠে আসল ইঙ্গরেজী এবং তাহার সম্মুখ পৃষ্ঠে বাঙ্গলা তর্জ্জমা আছে। তাহা চারি ভাগে সমাপ্ত হইবে প্রত্যেক ভাগের মূল্য ১৲ টাকা।"

১৮৩০ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে :

"এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।·· সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস বাঙ্গলা ও ইংরেজী তাহার দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ১ টাকা।"

পূর্বে বিজ্ঞাপিত ৩য় ও ৪র্থ ভাগ আর বাহির হয় নাই।

১৮৬৮ সনে জর্জ স্মিথ বিলাত-প্রবাসী মার্শম্যানকে তাঁহার বাংলা ভাষা-

সাহিত্য বিষয়ক কীর্তির কথা জানিতে চাহিলে মার্শম্যান "not without a protest against intruding his own name" নিজেকে জাহির করার বিপক্ষে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া বলেন—

[মিশনের সেই দুঃসময়ে] "Dr. Marshman took charge of the department of labour, and I was employed in translating into Bengali the books used in the School. More than half a dozen of those treatises were brought into use before the year 1818." অর্থাৎ খাটুনির [শ্রম বিভাগের] কাজের দায়িত্ব ডক্টর মার্শম্যান গ্রহণ করেন এবং আমি বিদ্যালয়-পাঠ্য বইগুলির বাংলা অনুবাদে নিযুক্ত হই। ১৮১৮ সনের পূর্ব্বেই আধ ডজনেরও বেশি এই সকল বই চালু হইয়া যায়।"

ইহাদেরই দুইটি মুদ্রিত হয় ১৮৩৩-৩৪ সনে। সেগুলি এই—

'সমাচার দর্পণে' (১৩ই মার্চ, ১৮৩৩) প্রকাশ—

১০। "মারিচ (Murray's) গ্রামার।—সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারিচ গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া মুদ্রাঙ্কিত পূর্ব্বক প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা।"

এবং 'সমাচার দর্পণে' (১৯শে জুলাই ১৮৩৪) প্রকাশ—

১১। "Just published at the Serampore Press: Part I of An Interlinear Translation of Esop's Fables in Bengalee and English. Price 4 annas."

দুইখানি পুস্তকই যে জন ক্লার্ক মার্শম্যানকৃত, রেভারেণ্ড লং তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

আর কাহাকেও গ্রন্থকাররূপে চিহ্নিত করা যাইতেছে না বলিয়া আর একখানি গ্রন্থও জন মার্শম্যানের ভাগে পড়িতেছে। শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার 'বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরি' গ্রন্থের ২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় সন্দেহ-দোলায়িতচিত্তে 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' ও এই বইটিকে মার্শম্যানের পুস্তক-তালিকায় স্থান দিয়াছেন। পরবর্তী সকল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-কার দ্বিধাহীনচিত্তে দে মহাশয়ের অনুমানকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সব শেষের এই বইখানি হইতেছে :

১২। "জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়। অর্থাৎ জ্যোতিষ পদার্থের ও পৃথিবীর

আকৃতি ও নানা দেশ ও নদী ও পর্ব্বত ও রাজ্যাধিকার ও ঈশ্বরারাধনা ও বাণিজ্য ও লোকসংখ্যা ইত্যাদির বিবরণ। লোকের-দের বিশেষ জ্ঞাপনার্থে। বাঙ্গালি ভাষাতে তর্জ্জমা হইল। শ্রীরামপুরে দ্বিতীয় বার ছাপা হইল। সন ১৮১৯।" পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৮৮১।

ইংরেজী টাইটেল—'Treatises of Astronomy and Geography Translated into Bengalee.'

১৮২২ সনে দিল্লীর টমসন সাহেব ইহার হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ কোথাও দেখিতে পাই নাই। কোনও পুরাতন পুস্তক-সংগ্রহের (ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া অফিস, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি, ন্যাশানাল লাইব্রেরি, এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) তালিকায় প্রথম সংস্করণের উল্লেখ নাই। ১৮১৮ সনের পূর্বে যে আধ ডজনের অধিক পুস্তক অনুবাদের উল্লেখ জন মার্শম্যান স্বয়ং করিয়াছেন (জর্জ স্মিথের নিকট), ইহা তাহারই একখানি হওয়া অসম্ভব নয়। এই পুস্তক বীজাকারে 'দিগ্দর্শনে'র পৃষ্ঠাতেও আত্মগোপন করিয়া আছে। 'দিগ্দর্শনে'র প্রধান লেখক এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ লেখক সংখ্যা তখন দুই জন, ফেলিক্স কেরী ও জন মার্শম্যান। ফেলিক্সের রচিত পুস্তকের তালিকা জন বহুবার বহু স্থলে প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়ে'র উল্লেখ নাই। নিজের কথা স্পষ্ট করিয়া তিনি তিনি কুত্রাপি বলেন নাই। 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' ও 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়ে'র লেখকর নাম গোপনেরই সম্ভবতঃ ইহাই কারণ।

সাময়িকপত্র পরিচালন ও সম্পাদন

চারিটি সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের সহিত সম্পাদক হিসাবে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নাম যুক্ত হইয়া আছে:

১। দিগ্দর্শন।
২। সমাচার দর্পণ।
৩। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া (ইংরেজী)।
৪। গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

সে কালে পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকের নাম-প্রকাশের রীতি ছিল না। 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' দেখি নাই, তাহাতে জন মার্শম্যানের নাম মুদ্রিত হইত কিনা জানি না, কিন্তু অন্য তিনখানিতে তাঁহার নাম মুদ্রিত দেখি নাই।

পরবর্তী কালে পত্রান্তরের সহিত বাদানুবাদে 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদককে বার বার আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৮৩৪ সনের নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ডক্টর উইলিয়ম কেরীকে 'সমাচার দর্পণে'র "স্রষ্টা'র গৌরব দেওয়া হইলে ১৫ই নবেম্বরে 'সমাচার দর্পণে' জন মার্শম্যান লেখেন :

> "...এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে। তিনি লিখিয়াছেন, দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তার কেরী সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকৃত নহে। দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি, কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।"

'সমাচার দর্পণে'র প্রকাশ প্রসঙ্গ জন মার্শম্যান তাঁহার ইংরেজী 'কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬১-১৬৪ পৃষ্ঠায় জর্জ স্মিথের নিকট প্রদত্ত স্মৃতিকথায় ('Twelve Indian Statesmen') বিস্তারিত ভাবে দিয়াছেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রকাশ-প্রসঙ্গ মার্শম্যানের গ্রন্থের ১৬৮-৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

'দিগ্দর্শন' ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহা নিঃসংশয়ে বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক মাসিক-পত্র। এই পত্রিকা পরিচালনায় ফেলিক্স কেরী ও জন মার্শম্যানের সমান কৃতিত্ব। বস্তুতঃ আরাকানের জঙ্গল হইতে পাকড়াও করিয়া আনা উদাসীন ফেলিক্সকে কাজের চাপে ফেলিয়া প্রকৃতিস্থ করার উদ্দেশ্যেই সহৃদয় উইলিয়ম ওয়ার্ড 'দিগ্দর্শনে'র পরিকল্পনা করেন। বিজ্ঞান ও ইতিহাসেই ফেলিক্সের স্ফূর্তি ছিল। তিন বৎসর স্থায়ী ২৬ সংখ্যার 'দিগ্দর্শনে' (১৮১৮ এপ্রিল—১৮২১ ফেব্রুয়ারি) ফেলিক্স প্রচুর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেম্‌স মিলের সুবিখ্যাত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র ('History of British India', 1817) প্রথমাংশের (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) অনুবাদ, ধারাবাহিক ভাবে দশম ভাগ (জানুয়ারি ১৮১৯) হইতে ২৬ ভাগ 'দিগ্দর্শনে' বাহির হয়। এই ইতিহাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ইহারই শেষাংশ "ভারতবর্ষেই লণ্ডীয়েরদের রাজবিবরণ" অধ্যায় হইতে ১৮১৭ সন যেন্ত অনুবাদ করিয়া জন মার্শম্যান ১৮৩১ সনে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। 'দিগ্দর্শনে' জন ক্লার্ক মার্শম্যানের লেখাও প্রচুর। 'দিগ্দর্শনে'র সম্পাদক হিসাবে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নাম যদি প্রচারিতই হইয়া থাকে, কিছুই অন্যায় হয় নাই। তবে এ কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে

হইবে যে, ১৮২১ সনে ফেলিক্সের কঠিন পীড়া ও ১৮২২ সনে তাঁহার মৃত্যু ঘটায় 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশ রহিত হইয়া যায়।

'সমাচার দর্পণ' সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র 'ভূমিকায়' ও 'বাংলা সাময়িক পত্রে' বিস্তারিত লেখা হইয়াছে। গোড়ার দিকে জোশুয়া মার্শম্যান ও ওয়ার্ড যে ভাবেই ইহার সহিত যুক্ত থাকুন; এবং গোড়ার বিরোধী, পরে সমর্থক কেরী যতই আনুকূল্য করুন, আসলে এই পত্রিকা চালাইতেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতদের সহায়তায় যুবক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি নিজেও ইহাতে বড় কম লিখিতেন না। ১৮১৮ সনের ২৩শে মে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর ১৮৪১ সনের ২৫শে ডিসেম্বর মিশন গোষ্ঠীর পরিচালনায় ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশ পর্যন্ত জন ক্লার্ক মার্শম্যানই যে এই পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই সাড়ে তেইশ বৎসরকালে 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক, সপ্তাহে দুই বার এবং ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক -বহু মূর্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা ভাষাকে সহজ, সরল, সর্বজনবোধ্য করিয়া ইহা যে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির পথ সুগম করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরেজী 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' মাসিক-রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮১৮ সনের মে মাসে। প্রথম সংখ্যার গোড়ায় ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি 'প্রস্পেক্টাস' যোজিত হয়। তাহা পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রবীণ কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ডই ইহার সম্পাদন-দায়িত্ব লইয়াছিলেন। পরে অবশ্য একা জন মার্শম্যানের কাঁধে এই দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ১৮৫২ সনে তাঁহার বিলাত-যাত্রা পর্যন্ত এই পত্রেরও নানা রূপান্তর হয়। এখনও 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রের শিরোনামায় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামে মাত্র বাঁচিয়া আছে।

'গবর্ণমেণ্ট গেজেট' প্রসঙ্গ ব্রজেন্দ্রনাথের 'বাংলা সাময়িক পত্র' নূতন সংস্করণের (১৩৫৪, মাঘ) ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষা প্রসারের বৈদেশিক সহায়ক-মণ্ডলীর মধ্যে উইলিয়ম কেরী ও ফেলিক্স কেরীর পরেই জন ক্লার্ক মার্শম্যানের তৃতীয় স্থান। শুধু বয়সে নয়, কৃতিত্বেও। তাঁহার 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ', 'দেওয়ানি আইনের সংগ্রহ' বা 'দারোগার কর্ম্মপ্রদর্শক গ্রন্থ' বাংলা ভাষাকে কতখানি সরল বা জটিল

করিয়াছে, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও তাঁহার বাংলা-ইতিহাস গ্রন্থগুলি হইতেই প্রমাণ করা যায়, ১৮৩৪ সনের পূর্বে যাঁহারা বাংলা গদ্যের গোড়া-পত্তন করিয়াছিলেন, জন মার্শম্যান তাঁহাদের একজন। শিল্পী হয়ত নন, কিন্তু একনিষ্ঠ কর্মী। এই কর্মীই শিল্পী হইয়া উঠিয়াছেন 'সমাচার দর্পণে'র পৃষ্ঠায়। আমি সেই ক্রমবিকাশ দেখাইতেই চেষ্টা করিতেছি।

যে লেখাকে নিঃসংশয়রূপে জন মার্শম্যানের সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি, তাহা হইতেছে ১৮৩৩ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'পুবারত্তের সংক্ষেপ বিবরণে'র প্রথম খসড়া, ১৮১৮ সনের জুন মাসের (তৃতীয় সংখ্যা) 'দিগ্দর্শনে' "খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষেপ বিবরণ" নামে প্রকাশিত হয়। তাহার আরম্ভটা এই:

> "পৃথিবী প্রায় ছয় হাজার বৎসর নির্ম্মিতা হইয়াছে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যে কাল গত হইয়াছে সে কাল তিন ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগ সৃষ্টি অবধি জলপ্লাবন পর্য্যন্ত ষোল শত ছাপান্ন বৎসর। দ্বিতীয় জলপ্লাবনাবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত তেইশ শত আটচল্লিশ বৎসর। তৃতীয় খ্রীষ্টের সময়াবধি অদ্য পর্যন্ত আঠার শত আঠার বৎসর। এইমত ভাগে ভাগে কাল নির্দ্দিষ্ট করণের উপকার এই যে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি যে কর্ম্ম হইয়াছে সে সকল ক্রিয়া সময়ানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া মনে থাকে।
>
> ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। ঈশ্বর ছয় দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে আপন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিলেন যেহেতুক তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল। এই হেতুক ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন যে, সকল মনুষ্যেরা সপ্তাহের এক দিবস সাংসারিক কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিবে এবং সেই এক দিবসে ঈশ্বরের প্রতি আপন মনোনিবেশ করিবেক। তিনি দুইজনকে প্রথমে সৃষ্টি করিলেন এক পুরুষ ও এক স্ত্রী। সে দুইজন নিষ্পাপী। যে পর্য্যন্ত পাপ সেই স্ত্রীর মনে প্রবেশ না করিল সে পর্য্যন্ত ঐ দুই ব্যক্তি এদেন উদ্যানে পরম সুখে কালক্ষেপ করিল। পরে সে স্ত্রী ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপন স্বামিকে সেইরূপ করিতে প্রবৃত্তি দিল। সেই অবধি লোকেরা নিত্য পাপ করিতেছে এবং সতত সুখ চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সুখ কখন পায় না। পৃথিবীর প্রথম কালে লোকেরা যে পরম সুখে বাস করিত এই কিংবদন্তী সকল জাতিমধ্যেই

লোকপরম্পরাসিদ্ধা আছে। গ্রীকেরা সে সময়কে স্বর্ণময় করিয়া কহিত। হিন্দু লোকেরা সে সময়কে সত্যযুগ করিয়া কহে। পাপের সঙ্গে অযাথার্থ ও বধ ও মিথ্যা ও অন্য সকল কুক্রিয়া জগতে প্রবেশ করিল। আদমের দুই পুত্র ছিল কঈন ও হাবেল। হাবেল আপন ভ্রাতা হইতে যাথার্থিক ছিল সে নিমিত্তে তাহার ভ্রাতা তাহাকে সংহার করিল।"

জনের সম্মুখে বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার একটি মাত্র আদর্শ ছিল—১৮০৮ সনে মুদ্রিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি'। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত 'ইতিহাস' বলিতে ইহাই সর্বপ্রথম। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি জন মার্শম্যানের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তিনি তাঁহাকে সাহিত্যের "দিগ্‌গজ" ("Colossus") মনে করিতেন এবং তাঁহার 'দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইম্‌স অব কেরী, মার্শম্যান অ্যাণ্ড ওয়ার্ড' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮০ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, 'His Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour." স্বয়ং উইলিয়ম কেরী মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা করিয়া বাংলা রচনার পাঠ লইতেন। তরুণ মার্শম্যানও মৃত্যুঞ্জয়েরই বিনীত ও ভক্ত ছাত্র ছিলেন।

'রাজাবলি'র আরম্ভটুকু উদ্ধৃত করিলেই শিল্পের প্রাথমিক চেষ্টার সাফল্যের কারণ বুঝা যাইবে:

"ব্রহ্মপ্রভৃতি কীট পর্য্যন্ত জীবলোকের ও ঐ জীবলোকেরদের ভূর্লোকাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধতন সপ্তলোক অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ নিবাস স্থানের ও অমৃত যব ব্রীহি তৃণাদিরূপ তাবদ্ভোগ্যবস্তু সকলের ও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরক বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার ও কল্প মন্বন্তর যুগাদিরূপ কাল বিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।

পিতৃকল্পাদি ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণবশতঃ বর্ত্তমান শ্বেতবারাহ কল্প যাইতেছে। একৈক কল্পেতে চতুর্দশ চতুর্দশ মনু হয় তাহাতে শ্বেতবারাহ কল্পের মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু যাইতেছেন। একৈক মনুতে দুই শত চৌরাশি যুগ হয়। তাহার মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুতে একশত বার যুগের যুগ এই কলিযুগ যাইতেছে। ইহার পরিমাণ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর। ইহার মধ্যে সতের শতছাব্বিশ শকাব্দা

পর্য্যন্ত [১৮০৪ খ্রীঃ] গত ৪৯০৫ চারি হাজার নয় শত পাঁচ বৎসর "

পূর্বেই বলিয়াছি, 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়ে'রও গোড়াপত্তন এই 'দিগ্দর্শনে'র চতুর্থ ভাগে অর্থাৎ ১৮১৮ সনের জুলাই সংখ্যায়। উহাতে প্রকাশিত 'পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ' প্রবন্ধটিকে বাংলা ভাষার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বলা চলে। ইহার শেষ অংশ এইরূপ :

"এই পৃথিবী অতিশয় বড় এক বস্তু তাহার নিকটে এমত বড় আর কোন বস্তু নাই অতএব পৃথিবী চতুর্দিকস্থ ছোট ছোট বস্তুকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে। যখন পৃথিবী হইতে কোন বস্তু উঠান যায় তাহাকে আকর্ষণের বিপরীতে উঠাইতে হয় এই কারণ উঠাইতে ভারি হয়। সে বস্তু যদি অতি বৃহৎ হয় তবে পৃথিবীর আকর্ষণে অধিকত্ব প্রযুক্ত অধিক ভার বোধ হয়।

ইহাই 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' পুস্তকের (২য় সং, ১৮৩৯) প্রথম ভাগ "জ্যোতিষ বিবরণে"র "আকর্ষণ বিষয়" নামক প্রথম নিবন্ধে এই রূপ লইয়াছে :

"সকল বস্তুতে যে ভারি বোধ হয় সেও আকর্ষণের শক্তিদ্বারা যেহেতুক পৃথিবী সকল বস্তুকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে সে আকর্ষণের বিপরীতে কোন বস্তু উঠাইতে হইলে সুতরাং ভারি বোধ হয়।"

মনে রাখিতে হইবে, এই সকল রচনার ঠিক দুই বৎসর পরে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-রচনার অন্যতম প্রবর্তক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দুই বৎসর দুই মাস পরে 'বোধোদয়' রচয়িতা ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। রামমোহন তখন সবে মাত্র 'বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্তসারে'র অনুবাদ প্রকাশান্তে উপনিষদ্-অনুবাদে হাত দিয়াছেন। ইহা স্মরণে রাখিলে এই বাংলা ভাষার প্রসারে এই সকল বৈদেশিক সাধকের কৃতিত্ব যে কতখানি, তাহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব।

ইহার পরেই জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দুই খণ্ডের উল্লেখ করিতে হয়। গ্রন্থের নামপত্রে যদিও গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৩১ সাল মুদ্রিত আছে, আসলে কিন্তু ইহা পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৮২৬ সনে ছাপাখানা হইতে বাহির হইয়াছিল। আত্মগোপন-প্রয়াসী মার্শম্যান ইহাতে নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর

এইটিতেই আমরা তাঁহার নাম সর্বপ্রথম মুদ্রিত দেখিতে পাই। এই কারণে, কেন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত (মুদ্রণের পাঁচ বৎসর পরে) স্বনাম জাহির করিতে হইয়াছিল, সে ইতিহাস জানা দরকার। সেই ইতিহাস অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান স্বয়ং কারণটি কৌতুক-ইঙ্গিতে বলিয়াছেন—১৮৩০ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' "বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক" নামক সম্পাদকীয় নিবন্ধে। বাংলা বচনা মাত্র বার বৎসরের অনুশীলনে তিনি মনোগত অভিপ্রায় যথাযথ প্রকাশোপযোগী ভাষায় শুধু নহে, বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতেও কিরূপ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন, এই নিবন্ধটিই তাহার প্রমাণ।

> "বাঙ্গালা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক সম্বাদপত্রের সংপ্রতি প্রকাশিত সংখ্যক পত্রে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাংলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের বিষয় এক প্রকরণ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন —পাঠকবর্গের উপকারার্থে তাহার স্থূল বিবরণ আমরা তর্জ্জম করিয়াছি এবং শ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহা লিখা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার দুই এক বিবেচনা কথা প্রকাশ করিতেছি।
>
> "তিন লেখেন যে শ্রীরামপুরের মিশনরি সাহেবেরা ইহার পূর্বে গদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজম করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজম ইংলণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধ্য হইত না। আর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রাজাবলি নামক গ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থ পাঠকবর্গের উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন অতএব তদ্বিষয়ক আমারদের কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের শব্দাবন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গলা নহে এবং গ্রন্থের বিবরণের বিষয়ে কহেন যে তাহাতে অনেক ভ্রমমূলক বিষয় লিখিয়াছেন কিন্তু ইহাও কহেন যে এ সকল দোষ সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ অতিশয় উপকারক ও আবশ্যক।
>
> " অনন্তর ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন। তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে

স্বীকার করি। তাহাতে ইংলণ্ডীয় নাম ও ইংলণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ অতএব অনেকের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গলা ভাষার মর্ম্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অন্য কোনও ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্য কোন সাহেব ছিলেন না। অবিকল সংস্কৃতানুযায়ী ভাষায় ইংলণ্ডদেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচন করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চালত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সফলের উপকার্য্য হইতে পারে।

"অপর বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে শ্রীরামপুরে বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকল দোষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা বলিয়া দোষোল্লেখ করেন। ইহার যে প্রকৃত উত্তর তাহা কাশীপ্রসাদ ঘোষ আপনিই তাহার নিম্নভাগে লিখিয়াছেন যেহেতুক মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় যে তরজমা হইয়াছে তাহার তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কহেন যে তাহার অনেক গুণ আছে এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় রীতি ও কথার বিন্যাসাদিতে সকল মিল আছে এবং বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে তাহা অগ্রগণ্য। ঐ পুস্তক শ্রীরামপুরে তরজম হইয়া ঐ শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত না হওয়া প্রযুক্ত তাহার টাইটল পেজ অর্থাৎ ভূমিকাব্যতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে। অনুমান হয় যে এই প্রযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রম হইয়াছে।

উপরের উদ্ধৃতি হইতে তিনটি তথ্য প্রকাশ পাইতেছে —

১. 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' জেমস মিলের ইতিহাসের অনুবাদ।

২. তাহা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে আখ্যাপত্রহীন হইয়া বাহির হইয়াছিল।

৩. তাহা শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত 'মিসিনরি' সাহেবেরই রচিত।

বস্তুতঃ বইটির প্রথম 'বালম' নামপত্রহীন ভাবে যে ১৮২৬ সনের

গোড়াতেই বাহির হইয়াছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ মিলিতেছে ১৪ই জানুয়ারি (১৮২৬) তারিখের 'সমাচার দর্পণে'। "শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানায় বাহির হইয়াছে" পুস্তক-তালিকায় এই 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র নাম রহিয়াছে।

কাশীপ্রসাদ ঘোষের বিচারে এই বইয়ের ভাষা ১৮৩০ সন পর্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে অগ্রগণ্য। ইহা জন ক্লার্ক মার্শম্যানের রচিত, তাহা জানিলে কাশীপ্রসাদ হয়ত সতর্ক হইতে পারিতেন। মিশনরি বাংলার উপর তাঁহার জাতক্রোধ ছিল। ভবিষ্যতে কোনও সমালোচক এইরূপ ভ্রমে না পড়েন, ইহা ভাবিয়াই জন তাঁহার রচিত-অনূদিত যাবতীয় পুস্তকে অতঃপর নিজের নাম প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৩১ সনেই 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দু-খানি (Volume) তাঁহার নাম সংযুক্ত হয়। ১৮৩২ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে সম্পূর্ণ গ্রন্থ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নামাঙ্কিত হইয়া বাজারে বাহির হয়।

এই বইয়ের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি:

> ঐ দুর্ভাগ্য নবাব। 'সরাজ'-উদ্দৌলা] যুদ্ধের পর [২৩শে জুন ১৭৫৭] রাত্রিতে আপন রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে তথাতে আর কোন মন্ত্র নাই অতএব ভবিতব্য বিষয়ে ভাবিত হইয়া সমস্ত দিবস রাজগৃহে থাকিলেন। সেই রাত্রিতে মীরজাফর মরশেদাবাদে উপস্থিত হইলে সরাজদ্দৌলার পলায়নের চেষ্টা করণের আবশ্যক হইল অতএব তিনি কদর্য্য পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া এক প্রিয়তম মৈথুনীকে (স্ত্রৈণীকে) ও এক খোজাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি দশ দণ্ডের সময় রাজগৃহের এক ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া নীচে নামিলেন এবং সুরা বেহারে গিয়া লা সাহেবের সহিত মিলনাশাতে ও সেখানকার অধ্যক্ষের সহিত পাপণাশাতে নৌকারোহণে বেহারের অভিমুখে গমন করিলেন। নাবিকেরা সমস্ত রাত্রি দাঁড়ক্ষেপ করত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে প্রাতঃকালে রাজমহলের নীচে নৌকা লাগাইল অতএব সিরাজদ্দৌলা অগত্যা উত্তীর্ণ হইয়া এক বাগানে আশ্রয় লইলেন। তিনি পূর্বে এক ব্যক্তি সামান্য লোকের অপমান করিয়াছিলেন তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে সে স্থানে ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেন তাহাতে সে ব্যক্তি পূর্ব্ব রাগ স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজমহলের অধ্যক্ষকে সমাচার দিল এবং

ঐ অধ্যক্ষ অবিলম্বে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া মুরশেদাবাদে মীরজাফরের নিকট প্রেরণ করিল এবং মীরজাফর তাহাকে আপন পুত্রের জিম্মাতে রাখিলেন। ঐ অতিশয় নির্দয় ও কঠিনস্বভাব পুত্র বা প্রযোগে তাঁহাকে সংহার করিল। (১ বালম, পৃঃ ১৩১-৩২)

মাত্র দুই-চারিটি শব্দ অদলবদল ও কয়েকটি যতিচিহ্ন যোগ করিয়া এই রচনাটিকে স্বচ্ছন্দে আধুনিক বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। জন বাংলা ভাষা কিরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই ইতিহাসটিই তাহার প্রমাণ। জেমস মিলের ইতিহাস ১৮১৭ সনে বাহির হয়। জন কিন্তু তাঁহার ইতিহাসের জের ১৮২৩ পর্যন্ত টানিয়াছেন। তাই মনে হয়, ঐ সনেই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা, শেষ করেন। জেমস মিলের অনুসরণ করিতে গিয়াই তাঁহার মনে ইংরেজীতে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের মৌলিক ইতিহাস রচনার বাসনা জন্মে এবং তাহাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে ১৮৪০ সনে (?) তাঁহার বিখ্যাত বাংলার ইতিহাস ও ১৮৪২ সনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের প্রকাশে।

'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাসের (১৮২৯) অনেক বচন তৎকালপ্রচলিত বহু পাঠ্য পুস্তক-সঙ্কলনে সন্নিবিশিষ্ট হইয়া বহুল প্রচারিত হইয়াছিল, যেমন দ্বিতীয় ভাগের ১৯৯-২০৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৮৬ সংখ্যক ইতিহাস "সর জন পর্স্‌লে"। একটি ছোট্ট ইতিহাস (৬৮ সংখ্যক) ভাষার নমুনাস্বরূপ দাখিল করিতেছি :

ক্ষুদ্র বালকের উত্তর।

অতিশয় চতুর এক ক্ষুদ্র বালক এক জন পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে কহিলেন যে ঈশ্বর কোথায় ইহা কহিতে পারিলে আমি তোমাকে একটা কমলা নেবু পারিতোষিক দিব। শিশু উত্তর করিল যে ঈশ্বর যে স্থানে নাই মহাশয় এমত স্থান আমাকে দর্শাইয়া দিলে আমি মহাশয়কে দুইটা কমলা নেবু দিব।

১৮১৮ সনে লিখিত 'ঈশপ্‌স ফেবলস' (মুদ্রণ ১৮৩৪) হইতে ১৫ সংখ্যক গল্পটি এই :—

মানুষ ও তাহার রাজহংস।

এক ব্যক্তির এক রাজহংস ছিল, সেই রাজহংস প্রতিদিন এক স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিত কিন্তু ঐ ব্যক্তি লোভী হইয়া ঐ রাজহংসের

উদরে যে ধন আছে ভাবিয়াছিল, তাহা এককালে পাইবার নিমিত্ত হংসকে হত্যা করিতে নিশ্চয় করিল। পরে তাহা করিয়া কিছু পাইল না। এবং তাহাতে যে স্বর্ণডিম্ব প্রতিদিন পাইত, তাহাও হারাইল।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'কথামালা'র (১৮৫৬) আর্টত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৮১৮) এই রচনা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রিয় শিষ্য জন যে বাংলা ভাষার বিবিধ রচনারীতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কৃতিত্বের অনুপাতে বাংলা সাহিত্যে জনের খ্যাতি না হওয়ার প্রধান কারণ, তাঁহার পরবর্তী পলিটিক্যাল জীবন এবং তাঁহার সমসাময়িক বাঙালী লেখক ও সম্পাদকমণ্ডলীর অভ্যুত্থান ও স্বদেশ ও স্বসাহিত্য সম্পর্কে সচেতনতা।

জন ক্লার্ক মার্শম্যানের বাংলা রচনায় বিশেষ মুনশিয়ানা 'সমাচার দর্পণ' (১৮ই জুন, ১৮২৫) হইতে নীচের উদ্ধৃতিটি পড়িলেই উপলব্ধি হইবে। গদ্য রচনার চরম উৎকর্ষ হিউমারের প্রয়োগে এই ব্যঙ্গব্যঞ্জনার্থক রচনাতেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত—

"ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করা অপেক্ষায় সাহস্রুতার কর্ম্ম আর নাহি। পৃথিবীর মধ্যে নানা লোকেরা নানা বিষয়ে পরম সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা রাখিয়া রাশীকরণে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহ বা বৃক্ষমূলে বসিয়া নূতন নূতন কাব্য পাঠ করিতে পরম সুখ জ্ঞান করেন কেহ বা আপন জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রথম বাক্যেতে পরম সুখ জ্ঞান করেন কেহ বা সমুদ্রতীরে বসিয়া তরঙ্গ দেখিতে পরমাপ্যায়িত হন আরো কেহ বালক্রীড়ার স্থান পুনর্দর্শনে পরম তুষ্ট হন কিন্তু উহার কোন সুখ ডেকসিয়ানরি করার তুল্য সুখ নয়।

"কিন্তু রহস্য ছাড়িয়া যথার্থ কহিতে হইলে ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করার তুল্য পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্ম্মে নাই। ডেকসিয়ানরিকর্ত্তারা বিদ্যার মজুর, তাঁহারা মালমশলা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাঁথে। যদি আমারদের কোন শত্রু থাকিত এবং তাহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে পোনর বৎসর পর্য্যন্ত কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিতাম। কিন্তু অন্য পক্ষে দৃষ্টি করিলে এইরূপ ডেকসিয়ানরি

করাতে যত পরিশ্রম ততোধিক সংভ্রম। উত্তম কোষকর্ত্তারা সত্য অমর হন, যত কাল পর্য্যন্ত ভাষা থাকে তত কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্মরণীয় থাকেন।"

এই মন্তব্য যদিও রামকমল সেনের অভিধান প্রসঙ্গে, আসলে কিন্তু ইহা তাঁহার নিজের সুখ দুঃখের কথা। তিনি তখন উইলিয়ম কেরীর বৃহৎ অভিধান হইতে বাংলা-ইংরেজী এবং স্বয়ং ইংরেজী-বাংলা অভিধান সংকলন করিতেছিলেন।

বাংলা ভাষায় ভারত-শাসক কোম্পানীর আইনগুলি বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচারিত ও গ্রাহ্য হইয়াছিল প্রধানতঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সহজ সরল অনুবাদের সাহায্যে। এগ্রিকালচার-হর্টিকালচারও বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া জনপ্রিয় হইয়াছিল। এগুলি সাহিত্যের আওতায় আসে না বলিয়া মার্শম্যানের আইন ও বিজ্ঞান বিষয়ের কীর্তি সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। তবে এ কথা আজ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ১৮৪০ সনের পূর্বে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পূর্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারাচাঁদ দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও উদয়চাঁদ আঢ্য প্রভৃতির সঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যানও বাংলাভাষাকে সর্ববিধ কাজের এবং শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে কম সাহায্য করেন নাই।

১৮৩১ সনের ৮ঠা জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' হইতে আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত বাংলা ভাষার উপর জনের অসাধারণ দখলের প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিতেছি। চিন্তাশীলতা ও যুক্তির সহিত ভাষার সামঞ্জস্য বিধানেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষায় মৌলিক চিন্তার সূত্রপাত করেন মৃত্যুঞ্জয় ১৮০২ সনে তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসনে', প্রসার ঘটান রামমোহন ১৮১৫ সনে তাঁহার 'বেদান্ত গ্রন্থে' এবং পূর্ণ পরিণতি ঘটে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৪৩ সনে। মাঝখানে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের চিন্তাপ্রসূত রচনা এই পরিণতিতে প্রভূত সাহায্য করে। দৃষ্টান্তটি এই :

"বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাওনের অতিস্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় তাবৎ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারা আর কোন অক্ষর ব্যবহার করেন না ও করিবেনও না। কএক বৎসর হইল যখন ফোর্টউইলিয়ম কালেজ

স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ পণ্ডিতদিগকে জ্ঞাত করা যায় যে দেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কর্ম্ম দেওয়া যাইবে না। অতএব লোভপ্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করিলেন কিন্তু তাঁহারা এ অক্ষরে স্ব স্ব লিপ্যাদি ব্যবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে কোন পণ্ডিতও নাই অতএব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। অতএব দেখুন তৎসময়ে দেশের চালিত অক্ষরের পরিবর্ত্তে দেবনাগর চলিত করণার্থ এক মহোদ্যোগ হয় কিন্তু তাহা তাবৎ বিফল হইল। অতএব আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মূলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্ত্তে দেবনাগর অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্বান্ সাহেব-লোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করেন তথাপি নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইংলণ্ডীয়েরদের যত প্রজা আছে তাহারদের আট অংশের তিন অংশ বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করে এবং বঙ্গাক্ষরে যত গ্রন্থ প্রস্তুত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই।"—"সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৯

আজ একশত পঁচিশ বৎসর পরেও বাঙালী পণ্ডিতদের দেবনাগর-অক্ষর-বিমুখতা প্রসঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মন্তব্য সমান প্রযোজ্য।

ডক্টর জর্জ স্মিথ ১৮৯৭ সনে চার্লস গ্রাণ্ট, হেনরি লরেন্স, জন লরেন্স, জেমস উটরাম, ডোনাল্ড ম্যাকলাউড, হেনরি মেরিয়ন ডুরাণ্ড, কলিন ম্যাকেঞ্জি, হারবার্ট বি. এডওয়ার্ডস, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, হেনরি সামনার মেন, হেনরি র‍্যামসে ও চার্লস ইউ. গ্যাট্‌কিনসন, এই বারো জন ভারতীয় 'স্টেটসম্যানে'র যে জীবনী প্রকাশ করেন, তাহাতে জন মার্শম্যান প্রসঙ্গে এই ভূমিকা করেন :

"He was in some respects the most remarkable of them all. For more than fifty years he lived in India; for nearly three quarters of the century he sacrificed himself for the good of its peoples. He was the colleague and successor of the Serampore brotherhood, Carey, Ward and Joshua Marshman, his father.

He founded and long edited the first Bengali and English weekly journals in India. He worked incessantly for the education of the people in their mother-tongue and in English. He did more than any other single pioneer for Indian railways telegraphic communication with England and forestry...While guiding the Administration and the public of India alike by his experienced pen from the days of Lord Hastings to those of the present Earl of Northbrook, he wrote *The History of India* (1867) which is still the best and must remain the most authoritative for the British period."

অর্থাৎ, "কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহাকেই এই দলের (বারো জনের) মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। অর্ধ শতাব্দীরও ঊর্ধ্বকাল তিনি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন, শতাব্দীর তিন পাদ নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া ভারতবাসীদের কল্যাণে নিযুক্ত ছিলেন; শ্রীরামপুরের ভ্রাতৃসংঘ—কেরী, ওয়ার্ড ও পিতা জোশুয়া মার্শম্যানের তিনি সহকর্মী ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ও একটি ইংরেজী সংবাদপত্র সাপ্তাহিক তিনি প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘকাল সম্পাদন করেন; মাতৃভাষায় ও ইংরেজীতে বাংলাদেশের লোকের শিক্ষাবিধানের জন্য তিনি অবিরত পরিশ্রম করেন। ভারতীয় রেলপথ*, ইংলণ্ডের সহিত টেলিগ্রাফিক সংযোগ এবং ভারতীয় বনসম্পদের জন্য তিনি একা যাহা করিয়াছিলেন, কোনও একজন প্রথম পথপ্রদর্শকের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হয় নাই। ...তাঁহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত লেখার দ্বারা (লর্ড হেস্টিংসের আমল হইতে বর্তমান লর্ড নর্থব্রুকের আমল পর্যন্ত) শাসক ও শাসিত উভয় সম্প্রদায়ের পথনির্দেশ করিতে করিতে তিনি যে 'দি হিস্ট্রী অব ইণ্ডিয়া' (১৮৬৭) রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আজও পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস এবং চিরকাল সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস হইয়া থাকিবে।"

* ১৮৬৮ সনের 'দি কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রেলওয়ে সম্বন্ধে তিনি যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ (Article II of No, 249, Vol, CXXXV) লিখিয়াছিলেন, তাহার ফলেই ভারতীয় রেলওয়ের বহু সংস্কার সাধিত হয়।

জর্জ স্মিথ ১৮১৮ সনে শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘকাল পরিচালনায় জনের কৃতিত্বের কথা এই তালিকায় উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন।

এমন যে একনিষ্ঠ ভারতবন্ধু, ভারতবর্ষের মাটি তাঁহার শেষ আশ্রয় হয় নাই, ইহাই তাঁহার জীবনের সর্বাধিক ট্র্যাজেডি। গোড়ায় মাসিক এবং পরে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ১৮৩৫ সনের ১লা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার হইতে যখন জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রে রূপান্তরিত হয়, তখন সেই ১লা জানুয়ারির প্রথম সংখ্যায় তিনি তাঁহার প্রস্তাবনায় লেখেন, "The welfare of India, the country of our adoption though not of our birth is the grand aim of our labour."—যে দেশে আমরা ভূমিষ্ঠ হই নাই, কিন্তু স্বভূমিরূপে যে দেশকে গ্রহণ করিয়াছি, সেই ভারতবর্ষের কল্যাণই আমাদের এই প্রচেষ্টার মহত্তম লক্ষ্য।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই আত্মনিবেদিত সন্তান তাঁহার প্রিয়তম আবাসভূমি শ্রীরামপুরে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাঁহার পূজ্যপাদ পিতা জোশুয়া মার্শম্যান, স্নেহময়ী মাতা হান্না, সহোদরা সুসানা, প্রিয়তমা সহধর্মিণী মার্গারেট নোর (মৃত্যু ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৪৩), দুই শিশুকন্যা সুসানা লিডিয়া ও রোজামণ্ড নোরা এবং শিশুপুত্র আর্থার যে পুণ্য মৃত্তিকায় সমাধিস্থ হইয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন, যে মৃত্তিকায় তাঁহার ইহলোকের গুরু পিতৃবন্ধু উইলিয়ম কেরী, দীর্ঘকালের সহকর্মী খুল্লতাততুল্য উইলিয়ম ওয়ার্ড, জ্যেষ্ঠাগ্রজসম ফেলিক্স কেরী এবং পরবর্তী জীবনের নিত্য সহচর অনুজ জন, ম্যাক, নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন; যে মাটির উপর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট কলেজ এখনও সগৌরবে দাঁড়াইয়া আছে; যেখানে আজিও তাঁহার সাধের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ('স্টেট্‌সম্যান') প্রতিদিন প্রাতে আত্ম-প্রকাশ করে; সেখানে সেই মাটিতে তাঁহার সমাধির জন্য স্থান হয় নাই। এখনও গভীর বিচ্ছেদব্যথায় ইংলণ্ডের মাটিতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নশ্বর দেহাবশেষ যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে, যে কোনও সহৃদয় মানুষ কান পাতিয়া শুনিলে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইবেন। মহাকবি মধুসূদনের মত তিনি যদি আপন সমাধিস্তম্ভের জন্য কোনও ছন্দোবদ্ধ পরিচয় লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা ইংলণ্ডে তাঁহার সমাধিগাত্রে এই কল্পিত পংক্তি কয়েকটি উৎকীর্ণ দেখিতে পাইতাম:

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে—

(মাতৃহীন শিশু যথা লভয়ে বিরাম
বিমাতার কোলে) হেথা মহানিদ্রাবৃত
মার্শম্যান-কুলোদ্ভব কর্মযোগী জন।
বঙ্গের শ্রীরামপুরে জাহ্নবীর তীরে
কর্মভূমি, জন্মভূমিসম, জন্মদাত
ধীমান জোশুয়া নামে, মাতা হানা সতী।

উইলিয়ম ইয়েট্‌স্

উইলিয়ম কেরীর কিঞ্চিৎ পরবর্তী·· বিশিষ্ট পাদ্রী বা মিশনরী ছিলেন ড. উইলিয়ম ইয়েট্‌স। শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস তথা কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের জীবনীকার ইয়েট্‌স সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: Mr. Yates was an eminent linguist, applied with such diligence to the cultivation of Oriental literature, under the able tuition of Dr. Carey, as to become eventually second to his master as a translator (The life and times of Carrey, Marshman and Ward. Vol II, p. 88) অর্থাৎ ইয়েট্‌স ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ভাষা-তত্ত্ববিদ, এবং প্রাচ্য ভাষা সমূহে খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থাদির অনুবাদক হিসাবে তদীয় শিক্ষক ড. কেরীর পরেই তাঁহার স্থান।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ।ডসেম্বর ইংলণ্ডের লো বরা নামক স্থানে ইয়েট্‌স জন্মগ্রহণ করেন। চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইয়েট্‌স স্থানীয় ব্যাপটিস্ট মিশন চার্চে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ষোড়শ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই ইয়েট্‌স ব্যাপটিস্ট চার্চের ধর্মপ্রচার-ব্রত আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই মিশন-কর্তৃপক্ষ ইয়েট্‌সকে ভারতীয় শাখার সাহায্যার্থ এদেশে পাঠাইলেন। ১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে 'ময়রা' জাহাজে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন।··

ইয়েটস অবিলম্বে শ্রীরামপুরে পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া ইয়েট্‌স, উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে শিক্ষানবীশি শুরু করিয়া দেন। প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন ছিল এ সময়ে তাঁহার প্রধান কার্য। ১৮১৬ সনের মার্চ মাসে তাঁহার দৈনন্দিন কার্য সম্বন্ধে বিলাতের ব্যাপটিস্ট চার্চের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লেখেন:

> The way I spend my time is this: In a morning before breakfast I study Hebrew about an hour and a half. After worship I attend to Bengali, and all the Bengali proofs with Dr. Carey, having before compared them with the Greek. I have got through the Sanskrit roots once, have not yet got through the grammar, but am reading the Ramayan with my pandit. My afternoons are chiefly taken up with reading or hearing Latin or Greek. I have read ten volumes of Greek since I left England, but not more than three of Latin. In the evening, after worship I generally read English or look over English proofs....

ইয়েট্‌স কিন্তু বেশী দিন শ্রীরামপুরে রহিলেন না। শ্রীরামপুর মিশন ও বিলাতের ব্যাপটিস্ট সোসাইটির মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হয়। এই মতানৈক্য ১৮১৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিচ্ছেদে পরিণত হইল। উইলিয়ম ইয়েট্‌স প্রমুখ নব্য মিশনরীগণ শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া ঐ বৎসরে কলিকাতায় আসেন এবং বিলাতস্থ সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে এখানে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করেন। ইহার পর হইতেই কলিকাতা হইল ইয়েট্‌সের কর্মক্ষেত্র।

কলিকাতায় আগমনের পর ইয়েট্‌স শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হন। কেননা ব্যাপটিস্ট সোসাইটি হইতে তিনি যে মাসহারা পাইতেন তাহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারেরও ব্যয় সঙ্কুলান কঠিন হইত। শিক্ষকতা এবং মিশনের কার্য, দুইটি বিষয়েই তাঁহাকে একই সময়ে মনঃসংযোগ করিতে হইল। এ সব সত্ত্বেও তাঁহার বিদ্যাচর্চা অব্যাহত ছিল। নিয়ত অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের ফলে ইয়েট্‌স বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, হিন্দী ও উর্দু—এই ক'টি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।...

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েট্‌স একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিতে সমর্থ হন। সংস্কৃতে একখানি শব্দকোষও (Vocabulary) সঙ্কলন করেন এই সময়ে। হিতোপদেশ, নলোদয় প্রভৃতির অভিনব বিশুদ্ধ সংস্করণও তৎকর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে ইয়েট্‌সের পাণ্ডিত্যের কথা বিদগ্ধ সমাজে প্রচারিত হইল। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত "Asiatic

Researches"-এর বিংশতিতম খণ্ড ১ম ও ২য় ভাগে ইয়েট্‌স দুইটি প্রবন্ধ লেখেন,—একটি সংস্কৃত অলঙ্কার বিষয়ক, "Essay on Sanskrit Alliteration" অপরটি কাশ্মীরের শ্রীহর্ষ-রচিত 'নৈষধ-চরিতে'র আলোচনা "Review Naisadha charita, or Adventures of Nala Rajah of Nisadha, a Sanskrit poem". শেষোক্ত প্রবন্ধটি ১৮৩৬ সনে সোসাইটি কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ইংরেজীতেও ইয়েট্‌স পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি "Essays in Reply to Rammohon Ray" নামক পুস্তকে ঐ বিষয়ক বহু রচনা সন্নিবেশিত করেন। "Memoirs of Chamberlin" এবং "Memoirs of Pearce" ইয়েট্‌সের আর দুখানি ইংরেজী গ্রন্থ। এ ছাড়া খ্রীষ্টধর্মমূলক পুস্তিকা এবং অন্যান্য বিষয়ে আরও দু-একটি প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন।

১৮২৫ সনে ইয়েটস লোয়ার সার্কুলার রোড চার্চের কর্মকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু ইয়েট্‌সের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। পর বৎসর হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কল্পে তিনি আমেরিকা হইয় বিলাত গমন করেন (১৮২৬ খ্রীঃ)।

কলিকাতায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইয়েটস পুনরায় বিবিধ কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য কার্যের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ অনুবাদে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। কয়েক বৎসর কঠোর পরিশ্রমে সমগ্র বাইবেল গ্রন্থখানি তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে সমর্থ হন।...ইহা ব্যতীত বানিয়নের "Pilgrims' Progress" (প্রথম খণ্ড) এবং আর একখানি ধর্মমূলক পুস্তকও ("Banters' Call to the unconverted") তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ কার্যে ইয়েট্‌সের জীবিতকালে তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন পাদ্রী জে. ওয়েঙ্কার। পাদ্রী ওয়েঙ্কার ইয়েট্‌সের এবাম্বিধ অনুবাদ কার্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

> "Often have I admired the beautiful simplicity, transparent clearness or the rich brevity of his renderings...
>
> "He also aimed at a style uniformly free and dignified. He allowed no vulgar expressions, and

excluded with equal farmness of determinations all high-flown Sanskrit terms...

"If however, a finely balanced mind, endowed with splendid talents and enriched by solid and extensive erudition, rooted in an ardent love of truth, and chastened by humanity unfeigned ; if these qualities, accompanied by untiring industry, a tender conscience, fervent prayer, constitute a biblical translator, then such a translator was Willam Yates."
—The Calcutta Christian Observer, Sept., 1845 pp. 594, 596-7.

ইয়েট্‌স কত উঁচুদরের অনুবাদক ছিলেন, ওয়েঙ্গার স্বল্প কথায় এখানে তাহা ব্যক্ত করেন। ইয়েট্‌স বিশুদ্ধ অথচ ভাবগম্ভীর রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। সহজ সরল ভাষায় তিনি সর্বদা ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, আর ইহাতে তিনি বিশেষ সাফল্যও অর্জন করিয়াছিলেন। মূল এবং অনুবাদের ভাষা—দুইটিতেই তাঁহার প্রগাঢ় এবং ব্যাপকজ্ঞান ছিল। এই সময় খ্রীষ্টান পাদরীদের দ্বারা পরিচালিত 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকায়ও ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন।...

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সঙ্গে উইলিয়ম ইয়েট্‌সের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। তিনি বহু বৎসর যাবৎ এই সোসাইটির ইউরোপীয় সেক্রেটারী বা সম্পাদক ছিলেন। · ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দের ফলে এদেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করিবার সর্বপ্রকার বাধানিষেধ দূরীভূত হওয়ায় বহু ইংরাজ পাদরী এদেশে আসিতে থাকেন এবং নানা স্থানে স্কুল ও পাঠশালা ইত্যাদি স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন।...কিন্তু এ কার্য সাধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব। এই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দেশী-বিদেশী প্রধানেরা মিলিয়া কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপন করেন।...সোসাইটি ইংরেজ ও বাঙালী তথা ভারতীয় যোগ্য লেখকের দ্বারা পাঠ্য পুস্তক লিখাইয়া লইয়া সে সমুদয় প্রকাশ ও প্রচার করিতে তৎপর হন। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, বাংলা, হিন্দী, হিন্দুস্থানী, ইংরাজী নানা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচিত হইত। পাদরী ইয়েট্‌স বহুভাষাবিদ্ এবং এদেশীয়দের মধ্যে নব্যশিক্ষা বিস্তারে স্বতঃই

আগ্রহান্বিত ; এ কারণ এই সোসাইটির কার্যে সহযোগিতা করিতে তিনি অগ্রসর হইলেন। ১৮২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েট্‌স স্কুলবুক সোসাইটির সেক্রেটারী ···পদে বৃত হন।

উইলিয়ম ইয়েট্‌স এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যাবৎ একান্ত-ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা, সঙ্কলন ও সম্পাদনে তিনি প্রথমাবধি তৎপর হন। মিশনারী জীবনের প্রাত্যহিক করণীয় চাপের কায এবং সোসাইটির বিবিধ প্রয়াস—প্রতিটির নিমিত্ত তিনি এতই···পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে শীঘ্রই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং ১৮২৬ সনে বিলাতযাত্রা করিতে বাধ্য হন। এ বিষয়ে পূর্বেই বলিয়াছি।···

ইয়েটসের অনুপস্থিতি কালে সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদক হইলেন কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ভূতপূর্ব ইউরোপীয় সম্পাদক ডবিলিউ. এইচ. পিয়ার্স। তিনি সোসাইটির সপ্তম রিপোর্টে ইয়েট্‌স সম্পর্কে এইরূপ উল্লেখ করেন :

> "Your Committee beg to express their high sense of the varied services of their Secretary Mr. Yates, in this department, and their regret that protracted indisposition, in consequence of a sedentary life, and close attention to study, should have rendered his visiting Europe necessary to the recruiting of his constitution. They are happy, however, to report, that during his voyage to and from Europe, he will be engaged in preparing works in prosecution of the Society's plans ; and that thus on his return, which they expect will be at the end of the present year, they may anticipate great advantages from his labours." (p. 12.)

···ইয়েটসের কৃতির কথা রিপোর্টে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা হইয়াছে, এবং তাঁহারা ইয়েট্‌সের অনুপস্থিতকালে তাঁহার নিকট হইতে যে সব কার্য আশা করিয়াছিলেন তাহাও অনেকাংশে পূর্ণ হয়। ইয়েট্‌স ১৮২৮ সনের প্রথমে, মনে হয়, কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সোসাইটির ১৮২৮-২৯ সনের (অষ্টম) রিপোর্টে দেখা যায়, তিনি এদেশে আসিয়া পুনরায় সোসাইটির

সেক্রেটারী রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা দুইখানি পুস্তক 'জ্যোতির্বিদ্যা' এবং 'সত্য ইতিহাস সার' সঙ্কলিত ও অনূদিত হইয়া মুদ্রণেরও ব্যবস্থা হইতেছিল।···

···১৮৩০-৩১ সন হইতে সোসাইটির কার্য পরিচালনার জন্য একাধিক সেক্রেটারী নিযুক্ত হইতে থাকেন। এই বৎসরে ইয়েট্‌স ছিলেন Recording Secretary'। ১৮৩২-৩৩ সন হইতে ১৮৪৪ সনে পদত্যাগ পর্যন্ত তাঁহার পদের নাম ছিল—'Editorial and Minute Secretary'। সোসাইটির দ্বাদশ রিপোর্টে (১৮৩৬-৩৯) উল্লিখিত হয় যে ১৮৩৭ সনেই ইয়েট্‌স অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া উক্ত পদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু সোসাইটির কর্তৃপক্ষের নির্বন্ধাতিশয়ে, যোগ্য লোক না পাওয়া পর্যন্ত, তিনি এই পদে কার্য করিতে সম্মত হন··· অবশেষে ১৮৪৪ সন নাগাদ ইয়েট্‌স পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।···

ইহার পরে ১৮৪৫ সনের জুন মাসে স্বাস্থ্যলাভার্থ পুনরায় তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন। কিন্তু জাহাজেই তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। এডেন বন্দর অতিক্রম করিয়া জাহাজ লোহিত সাগরে পড়িলে ১৮৪৫ সনের ৩রা জুলাই তারিখে ইয়েট্‌স মৃত্যুমুখে পতিত হন।···

১৮১৫ হইতে ১৮৪৫ সন, মৃত্যুর পূর্বে এদেশ পরিত্যাগ পর্যন্ত, এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি সাহিত্য সাধনা করিয়া গিয়াছেন।·· তাঁহার এই সাহিত্য সাধনার ফল তিনটি দিকে প্রকটিত হয়:

১। বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা।

২। অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন।

৩। ধর্মগ্রন্থাদির অনুবাদ।

ইহা ছাড়া তাঁহার কয়েকখানি ইংরেজি পুস্তকও আছে।···কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাকে পাইওনিয়ার বা অগ্রদূতের সম্মান দেওয়া যায়। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সংস্পর্শে আসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বহু পুস্তক তিনি বাংলায় অনুবাদ, সঙ্কলন ও সম্পাদন করেন।···এখানে কিছু কিছু মন্তব্য সমেত সেগুলির উল্লেখ করা হইল:

১। পদার্থ বিদ্যাসার। অর্থাৎ বালকদিগের পদার্থ শিক্ষার্থে কথোপকথন। ১৮২৫।

এই বইখানির ইংরেজী নাম "Elements of Natural Philosophy and Natural History in a series of Familiar Dialogues".

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (৭ম বর্ষ, ১৮২৪-২৫ পৃঃ ৮) আছে: "One thousand in Bengali and five hundred in Bengali and English have just issued from the press."

২। জ্যোতির্ব্বিদ্যা। ১৮৩০।

··পুস্তকখানি জেমস ফার্গুসন, এফ-আর-এস রচিত এবং ডেভিড্ ব্রুস্টার কর্তৃক সংশোধিত "An Easay Introduction to Astronomy" নামক ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ।···ইয়েটস পুস্তকখানির অনুবাদ কার্যে দুইজন পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং রাধাকান্ত দেব পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দেন। পুস্তকখানির ভূমিকা এই:

"ফর্গসন সাহেবের লিখিত এই পুস্তক সম্প্রতি শ্রীযুক্ত য়াতি সাহেব কর্ত্তৃক বঙ্গভাষাতে রচিত হইল, ইহা পাঠ করিলে যুবকেরা জ্যোতির্ব্বিদ্যা জ্ঞাত হইতে পারিবে।"

৩। সত্য ইতিহাস সার। ১৮৩০।

এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের নাম নাই। ইংরেজী "Celebrated Characters in Ancient History" পুস্তক হইতে অনূদিত।··

৪। প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়। ১ ৩০।

ইংরেজী নাম "An Epitome of Ancient History, containing a Concise Account of the Egyptians, Assyrians, Persians, Grecians, and Romans."

··ইহার প্রথম ২০ পৃ. হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক অনূদিত। অবশিষ্টাংশ চুঁচুড়ার মিঃ গিয়ার্সন অনুবাদ করেন।··

৫। সারসংগ্রহ। ১৮৪৪।

এখানির ইংরাজী নাম "Vernacular Class Book Reader for the Government Colleges and Schools"। ডাঃ গ্রাণ্ট কৃত ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ।

৬। পরবর্তী পুস্তক দুই খণ্ডে সমাপ্ত এবং নাম পুরাপুরি ইংরাজীতে। ইহার আখ্যাপত্র এই—

> "Introduction to the Bengali Language/By the Late W. Yates D. D./in two volumes/Edited by J. Wanger./ containing a Grammar, a Reader and Explanatory Notes/with an Index and vocabulary/ · Calcutta/1847/· /vol. II 1847."

ব্যাকরণখানি ইংরেজীভাষার মাধ্যমে রচিত। ইয়েট্‌স ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে, ১৮৪৫ সনের জুন মাসে ইহা তাঁহার সহকর্মী পাদরী জে, ওয়েঙ্গারের নিকট রাখিয়া যান। প্রথম খণ্ডের ব্যাকরণ বাদে অন্য অংশ ভারতবর্ষে ফিরিয়া সম্পূর্ণ করিবেন ইচ্ছা ছিল।

পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দুইটি ভূমিকা Author's Preface এবং Editor's Preface, দ্বিতীয় খণ্ডে একটি Pretatory Note সন্নিবেশিত হইয়াছে ইহারও সম্পাদক জে ওয়েঙ্গার।

পুস্তকের কতটা ইয়েট্‌স রচন ও সংকলন করিয়া গিয়াছিলেন এবং কতটাই বা ওয়েঙ্গারের কৃত, "Editor's Preface"-এর নিম্নাংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে :

> "He [the Editor found that the Grammar, the Preface and the table or content to the second volume were prepared and he also discovered some materials intended for the Reader, with a few hints respecting their arrangement, It may therefore be said that the author wrote the Grammar, and furnished the plan for the whole whilst the Editor must be responsible for the nearly all the rest"

যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক চরিতমালার "উইলিয়ম ইয়েট্‌স্" গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

ক্যাপ্টেন জেম্‌স স্টিওয়ার্ট

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার দিকে যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত ইহাকে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, ক্যাপ্টেন জেম্‌স স্টিওয়ার্ট তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভাষাও অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। এই হিসাবে স্টিওয়ার্টের নাম আমাদের স্মরণীয়।

ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্টকে স্মরণ করিবার সময় এই কথাটাই বিশেষভাবে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, যে-কারণেই হউক, বাঙালীর ছেলেদের আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য তখনকার দিনে না ছিল কোনও বিদ্যালয়, না ছিল কোন পাঠ্য পুস্তক। ইঁহারা নিজেদের চেষ্টায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া সেগুলি বিতরণ পর্যন্ত করিয়াছিলেন; কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি পরে এই কার্যে অগ্রসর হন। বাংলা দেশের পক্ষে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ফলপ্রসূ হইয়াছে কিনা, আজকাল অনেকে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা নিজেরা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যত দিন ইহার প্রাধান্য স্বীকার করিব, তত দিন ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্ট-প্রমুখ সহৃদয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নাম শ্রদ্ধার সহিত আমাদিগকে উচ্চারণ করিতে হইবে।...

...ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্ট বর্ধমানস্থিত প্রভিন্সিয়াল ব্যাটেলিয়ানের অ্যাড্‌জুটাণ্ট ছিলেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় বর্ধমান মিশন গঠিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া একজন মিশনরীর থাকিবার উপযুক্ত বাসগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। চার্চ মিশনরী সোসাইটির সংস্রবে বর্ধমানে শিক্ষাবিস্তারের কাজ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্টের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হয়, তিনি এখানে দুইটি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় দশ এবং ছাত্র-সংখ্যা এক হাজার।...কার্যারম্ভের সময় স্টিওয়ার্টকে বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; বিরুদ্ধবাদীরা রটাইয়া দিয়াছিল যে, এদেশের শিশুদিগকে জাহাজে পুরিয়া বিলাতে চালান দেওয়ার মতলবেই সাহেব স্কুল ফাঁদিয়া বসিয়াছেন!...

বর্ধমানে তখন পাঁচটি শাস্ত্রানুমোদিত বিদ্যালয় ছিল—মিশনরী স্কুলের প্রভাবে পাছে তাহাদের বিদ্যালয় ভাঙিয়া যায়, এই ভয়ে শিক্ষকেরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত।

ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্টের স্কুলে কেহ ছেলে পাঠাইলে ইহার তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিত। ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্ট যেখানে স্কুল স্থাপন করিতেন, সেখান হইতেই বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত কর্ম্মঠ শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন—তাহাতে বিরুদ্ধবাদীদের কথায় লোকের ক্রমশঃ অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকে এবং শীঘ্রই ঐ পাঁচটি বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। ছাপা-বই প্রথম প্রবর্তন করার সময়ও বাধার সৃষ্টি হয়—দেশীয়দের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহাদের ছেলেদের ফাঁদে ফেলিয়া জাতি নষ্ট করিবার ইহাও এক প্রকার ষড়যন্ত্র!

ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্ট চুঁচুড়ার পরলোকগত মে সাহেবের পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন; তিনি নিজেও এই পদ্ধতির কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে 'গ্রহগণিত' ও 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত স্টিওয়ার্ট সাহেব গবর্নমেণ্ট যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য নিরন্তর চেষ্টিত তাহা বুঝাইবার জন্য কোম্পানী বাহাদুরের কতকগুলি আইনকানুন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই আইনগুলি পড়িয়া শাসকদের সম্বন্ধে ছাত্রদের সুধারণা বদ্ধমূল হইবে এবং প্রীতি ও প্রেম শেষ পর্যন্ত আনুগত্যে পরিণত হইবে।

ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্টের বর্ধমানস্থিত স্কুলগুলির যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি যখন কলিকাতার অনেকগুলি বাংলা স্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা নিকোলাস উইলার্ড নামে একজন যুবাপুরুষকে এই সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া পাঁচ মাসের জন্য ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্টের স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি অনুধাবন করিতে বর্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টিওয়ার্টের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল।

স্টিওয়ার্টের রচিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সেগুলির পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১। ইতিহাস কথা। (১৮১৬?)

ইহার ২য় সংস্করণ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে উপদেশ কথা নামে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি 'উপদেশ কথা'র ৩য় সংস্করণ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২) প্রকাশ করেন।

"About two years ago there was printed, on account of another Institution, and under the titles of *Oopodes Cotha* a selection from Stretchs Beauties of History, with other matter, the whole translated into Bengali under the super-intendence of Captain Stewart. That Gentleman presenting it to the Society with a request to print a second edition, the same number of Copies, both Bengalee and Anglo-Bengalee, have been voted as of the '*Pleasing Tales*'—Second Report of the Calcutta School-Book Society. Second year 1818-19 (1819) p. 4.

'উপদেশ কথা'র বাংলা-ইংরাজী সংস্করণ ১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮+৬৮।

২। বর্ণমালা। (ইং ১৮১৮)

ছাপার হরফে বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা দিবার ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণে (১৮১৭-১৮)'বর্ণমালা' সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে:

1. A set of elementary Bengalee Tables, with short reading lessons intermixed by Lieut J. Stewart, Adjutant of the Provincial Battalion of Burdwan. Seven tables in all have been printed at the Serampore press at the society's Charge ,...

৩। তমোনাশক (ইং ১৮২৮) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

"Tomonasuck or *The Destroyer of Darkness* By James Stewart. তমোনাশক অর্থাৎ দেবদেবী বিষয়ক বিবরণ। বর্দ্ধমানের জেমেস স্টুএর্ট সাহেবের কৃত। কলিকাতায় ছাপা হইল ১২৩৪ শালি। Printed at Calcutta. 1828."

"তমোনাশকে"র 'ভূমিকা' অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

সকল জাতীয় লোকেরদের অন্তঃকরণ দেব পূজা করাতে অদ্বিতীয় চিরস্থায়ী ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়াছে, পূর্ব্বকালে ইংলণ্ড দেশিয়েদের

ব্যবহার ও ধর্ম্ম সেই প্রকার অর্থাৎ প্রতিমা পূজাদিতে রত ছিল, তাহাদের দুই দেবতা থর ও ওডন প্রধান রূপে মান্য ছিল যেমন হিন্দুদের কালী ও দুর্গা, এবং ব্রাহ্মণের তুল্য ড্রুইড নামে এক জাতি ছিল, ও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি বালকের ন্যায় ছিল, আর জগতের বৃত্তান্ত কিছু জানিত না, এক্ষণে ঈশ্বরদত্ত সত্যজ্ঞান পাইয়া পৃথিবীস্থ অন্য লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, ইহা তোমরা দেখিতেছ, আরও তোমরা নিশ্চয় জান, যদ্যপি একজন এদেশস্থ লোক জজ্ কিম্বা মেজেষ্ট্রেট হইত তবে সকল লোকের ঘুস লইয়া ও পক্ষপাত করিয়া অবিচার দ্বারা কত গোল মাল ইত্যাদি করিত, তোমরা বোধ কর যে ঈশ্বর মহাত্মা, এবং পুত্তুল আরাধনা করাতে ঈশ্বর হইতে তোমাদের অন্তঃকরণ পূর্ণরূপে গিয়াছে, ইহাতে আমি বলি, স্বয়ংজীবি অপ্রপঞ্চ অতুল্যপরাক্রম ঈশ্বর যিনি তাঁহারি আরাধনা করা কর্ত্তব্য, কোন দেশীয়লোক আপন বুদ্ধিতে বিচারদ্বারা ঈশ্বরকে কখন জ্ঞাত করিতে পারে নাই, এবং ঈশ্বরকে উপযুক্ত রূপে আরাধনা করিতে পারে না, পাষাণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি রহিত অদ্বিতীয় ঈশ্বর য়িহুহাকে আরাধনা করিতে হইবে, আর দেখ অদ্বিতীয় ঈশ্বর হইতে মনকে পরাঙ্মুখ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য এক খণ্ড ওজর করিয়া বলে যে কাষ্ঠ কিম্বা পাষাণ ঈশ্বর নহে, কিন্তু ঐ সকলেতে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় এবং তাহারদিগকে এই বিষয়ে যদি প্রমাণ জিজ্ঞাসা করা যায় তবে উত্তর দেয়, যে মন্ত্রের শক্তিতে হয়, সে যাহা হউক, এমত কি মন্ত্রের শক্তি আছে যে ঈশ্বরকে সেই মন্ত্র দ্বারা আবির্ভাব করাণ যায়? এই রূপ আবির্ভাব হইলে তাহারা বড় সন্তুষ্ট হয় কেননা আপন বশীভূত এমন দেবতা পাইয়াছি যে তাহা হইতে পাপ মোচন পাইব এবং মনের বাঞ্ছিত যাহা তাহাও পাইব।

এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে এমত যে কুব্যবহার অমিলন ও মিথ্যা কথা চলিত আছে সে কেবল দেব দেবীর দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয়, কেননা যাহা মনুষ্য ধ্যান করে তাহার চরিত্র সেই প্রকার হয়, দেবদেবীর বিষয়ে যেমত শাস্ত্রেতে লিখিত আছে, তাহা আমি তদ্রূপ লিখি, এবং বুদ্ধিমান লোকেরা এই সকল মনে বিবেচনা করিবেন বাঙ্গালিরদের প্রতি আমার যেমন স্নেহ ও ভালবাসা উপকার চিন্তা তাহা প্রকাশিত আছে ইহকালে ও পরকালে যেন দুঃখ ভোগ না হয়

ইহা আমার প্রার্থনা, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের বিষয় ভাবনার কথা উপযুক্ত আছে বটে, যেমন আমি শাস্ত্র হইতে এই পুস্তকের মধ্যে প্রমাণ দিতেছি, যে সকল অগ্রাহ্য কথা লিখিত আছে সে কেবল পূর্ব্ব-লোকেরদের বুদ্ধি অনুসারে রচিত হইয়াছে, এই পুস্তক পড়িলে জ্ঞাত হইবেন, প্রতিমা পূজা করাতে তোমরা সকল কালাফিরিঙ্গীর ন্যায় হইতেছ, উহারা পুত্তুলিকাতে পূজা করে, বাঙ্গালির ব্যবহার বিষয়ে আমি কিছু কহি, সাংসারিক ব্যবহার বস্ত্রাদি পরিধানের এবং পরিবারাদির কথা কহিতে আবশ্যক নাই, সে সকল থাকুক, ভাল, কিন্তু খাদ্যাখাদ্য ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিবেচনা করা এ সকল অতি মূর্খের কথা, ইহার দিষ্টান্ত দেখ, গয়লার ঘরে অপবিত্র স্থানে স্থিত এবং সর্ব্বদা অশুচি যে তাহার স্ত্রী পুত্র তাহাদের স্পর্শেতে দুষ্ট ও অপবিত্র যে ভাণ্ড তাহা হইতে দুগ্ধ লইয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া ব্রাহ্মণ সকল দুগ্ধ খায়, সেই আপন পাত্র যদি অন্য কেহ স্পর্শ করে তবে ব্রাহ্মণের জাতি যায়, এবং ময়রা ও দোকানিরা দুগ্ধাদির দ্বারা মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করে, ব্রাহ্মণ সকল তাহা ভোজন করে ইহাতে কিছু জাতির ক্ষতি হয় না, আর দেশান্তর হইতে নৌকার উপর তণ্ডুলাদি আনে তাহার উপর নাবিকেরা পাক করিয়া খায়, তাহাতে উৎসৃষ্ট মৎস্যাদি থাকে, তাহা ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিলে দোষী হয়েন না, অন্য এক প্রমাণ দেখ, জাহাজের উপর অনেকং বস্তু অর্থাৎ মরিচ ও এলাচ, লবঙ্গ জায়ফল প্রভৃতি আইসে তাহা স্বচ্ছন্দে সকলে খায়, কিন্তু সেই জাহাজে আনীত অন্যং বস্তু অর্থাৎ সিপরমেণ্ট প্রভৃতিকে ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট বলিয়া খায় না, কেননা ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট ভোজন করিলে জাতি নষ্ট হয় দেশদেশান্তর ব্যবহার থাকুক, কিন্তু এমত করাতে বুঝ না যে ঈশ্বরের বিচারেতে যে কিছু পুণ্য হয়, কিম্বা উদ্ধার হয়, তিনি অর্থাৎ পরমেশ্বর অন্তঃকরণের মালিন্য, ও দুশ্চিন্তা, এবং কুব্যবহার জানিয়া বিচার করেন, জীবের মন যদি পরস্ত্রীর প্রতি কামাভিলাষেতে যায় ও পরের ধনাদিতে লুব্ধ হয়, তবে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সেই কুকর্ম্ম এবং তাহার উচিত দণ্ড তেঁহ দেন, প্রকৃত কথা এই যে বাহ্য শরীরাদির বিষয় কেবল পশুর তুল্য হয় তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছু সম্বন্ধ নাই কিন্তু মনের সহিত জানিবা, আরো দেখ মনুষ্য মরিলেই প্রেতশরীর

হয় পরে পুত্রাদি তাহার শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ণ সম্বৎসরানন্তর সেই মনুষ্য প্রেতশরীর ত্যাগ করিয়া অন্য এক ভোগ শরীর পায়, শ্রাদ্ধ না করিলে প্রেতই থাকে ইহাতে বুঝা যায় যে সকল বিষয় কেবল মনুষ্যের হস্তগত তাহাতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। বাঙ্গালিদের বিবাহের বিষয় দেখ দেখি বড়২ কুলীন ব্রাহ্মণেরা অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনেক২ বিবাহ করেন পরে তাহারা যে স্ত্রীর নিকট লাভের বিষয় অতিশয় বুঝেন তাহারদিগের তত্ত্বাবধারণ করেন অন্য২ দুঃখিনী স্ত্রী সকল মনঃপীড়াতে দগ্ধ হইয়া কালযাপন করে আর তাহার মধ্যে কেহ২ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ধর্ম্মবিপর্য্যয় কর্ম্ম করে এবং ঐ কুলীনেরা ব্যয়কুণ্ঠ প্রযুক্ত খরচ করিতে না পারিয়া আপন কন্যা কিম্বা ভগিনীরদের বিবাহ দেন না বলেন যে বর মেলে না আর কোন২ ধনলোভি অনেক ধন পাইবার আশাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা কন্যা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া কন্যাকে অধিক বয়স্কা অর্থাৎ যুবতী প্রায় করিয়া রাখে, পরে জাত্যাদি বিবেচনা না করিয়া এমত বরের চেষ্টা করেন যে তাহাতে বরের একচিহ্নও পাওয়া যায় না, তাহাতে ঐ পরাধীনা কন্যার বৃদ্ধাদি পতিতে মনঃ সন্তোষ না হওয়াতে কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ বিবাহ হওয়াতে দুঃখি ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণ কন্যা না পাইয়া অব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্টাদির কন্যা ব্রাহ্মণ কন্যা জ্ঞান করিয়া বিবাহ করেন, পরে অন্য২ প্রধান ব্রাহ্মণ এবং কুটুম্বেরদিগকে বউভাতে খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ বধূর হস্তে সপাত্র অন্ন দিয়া বধূর পরিবেশন দ্বারা ভোজন করান, তাহাতে গৃহস্থ নির্দ্দোষী হয়, হিন্দুদিগের প্রধান যে ব্রাহ্মণ তাহারদিগের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অন্য২ জাতির কথা কি কহিব কেননা গুরুর ব্যবহার জানিলে শিষ্যের বিষয় আপনি জানা যায়, ইহাতে বোধ হয় যে বাঙ্গালিদিগের ধর্ম্মানুসন্ধান প্রায় নাই।

অপর ব্রাহ্মণ সকল যজ্ঞোপবীতকে কর্ণের উপর রাখিয়া মল-মূত্রাদি ত্যাগ করে ইহার কারণ তাহারা বলে যে গুরু মন্ত্র প্রদান করিলে কর্ণ পবিত্র স্থান হয়, একি আশ্চর্য্য ঐ নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা কিছু বিবেচনা করে না যে মন্ত্রদ্বারা যদি কর্ণ পবিত্র হয় তবে আন্তরিক ও শুদ্ধ হইতে পারে তাহাদের এরূপ করাতে কেবল বালকের বুদ্ধি প্রকাশ হয়।

১৮৩৫ সনে ক্যালকাটা ট্র্যাক্ট এণ্ড বুক সোসাইটি 'তিমিরনাশক'—এই পরিবর্তিত নামে 'তমোনাশকে'র একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক চরিতমালার "ক্যাপ্টেন জেমস স্টিওয়ার্ট" গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

জন ম্যাক

উইলিয়ম ইয়েটসের মত জন ম্যাকও শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের কর্মীরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ম্যাক কখনও এই মিশন হইতে আলাদা হইয়া যান নাই, আমৃত্যু শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া নানা ভাবে মানব-সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বাঙালী যুবকদের বিজ্ঞান-শিক্ষাদানে এবং বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞান-পুস্তক রচনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা কখনও ভুলিবার নয়। জন ম্যাক ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন।

জন ম্যাক পাদরীরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করিতে মনস্থ করিলেন। স্থির হয় যে, তিনি চার্চ অব স্কটলণ্ডের পাদরী হইবেন। কিন্তু এই চার্চের কতকগুলি বিধিব্যবস্থা তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দিকে যৌবনেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম ওয়ার্ড বিলাতে গিয়া ম্যাকের বিষয় অবগত হন। শ্রীরামপুর কলেজের জন্য একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের প্রয়োজন ছিল। তিনি জন ম্যাককে এই পদ গ্রহণে সম্মত করাইলেন।

ওয়ার্ড ম্যাককে লইয়া ১৮২১ সনের মে মাসে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিস হুকও আসিলেন, ইনি বিবাহের পরে মিসেস উইলসন নামে অধিকতর পরিচিত হন। এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার কৃতিত্ব অপরিসীম। এই বৎসর নবেম্বর মাসে ওয়ার্ড ও ম্যাক শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। শ্রীরামপুর কলেজ পরিচালনায় ড. জোশুয়া মার্শম্যান বিশেষ ব্যাপৃত ছিলেন। জন ম্যাক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। ওয়ার্ড ধর্মশাস্ত্র অধ্যাপনার ভার লন। ম্যাক বাংলা ভাষা শিক্ষায়ও অবহিত হইলেন। বিভিন্ন বিষয়

অধ্যাপনাকালে মানচিত্রের অভাব বড়ই অনুভূত হইত। ম্যাকের নেতৃত্বে মিশনরীগণ একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র বাংলায় সংকলনে মন দেন। প্রায় এক হাজার শহর ও নদনদীর ইংরেজী ও বাংলা নামসম্বলিত ভারতবর্ষের মানচিত্রের একটি খসড়া তৈরী করিবার পর লণ্ডনে শিল্পী ওয়াকারের নিকট তাহা প্রেরিত হয়। খসড়ার ভিত্তিতে মানচিত্রটি অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইল। এখানি বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গ করা হয়। ভারতীয় ভাষায় মানচিত্র রচনা এইভাবেই শুরু হয়।

শ্রীরামপুর কলেজে লেবরেটরী বা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইল। ম্যাক এখানে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। রসায়নবিদ্‌রূপে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। কলিকাতায় তখন যে স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁহারাও ম্যাককে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির শেষ সভায় তাঁহারই প্রস্তাবে সোসাইটি-ভবনে ম্যাকের দ্বারা রসায়নশাস্ত্রের উপরে বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ম্যাক সোসাইটির হল ঘরে রসায়ন সম্বন্ধে এক প্রস্থ বক্তৃতা দিলেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান বলেন, বক্তৃতার দিনগুলিতে আশী হইতে একশত জন পর্যন্ত সমঝদার শ্রোতা হাজির থাকিতেন। নিয়মিত উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে জনদশেক ছিলেন ভারতীয়। বক্তৃতার দক্ষিণা স্বরূপ ম্যাক সর্বসাকুল্যে একশত পাঁচ পাউণ্ড প্রাপ্ত হন। তিনি সবটাই মিশন-ভাণ্ডারে দান করেন।

কেরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি প্রথম হইতেই বাংলা ভাষার চর্চা শুরু করিয়া দেন। কলেজে তিনি ক্রমে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ছাত্রদের রসায়নবিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন। ড. জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সঙ্গে একযোগে একটি বাংলা গ্রন্থমালা প্রকাশে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন। মার্শম্যান লইয়াছিলেন ইতিহাসমূলক পুস্তকাদি রচনার ভার; ম্যাক বিজ্ঞানের পুস্তক লিখিতে অগ্রসর হন। কলেজ এবং মিশনের কাযে ক্রমে অধিকতর লিপ্ত হইয়া পড়ায় ম্যাক একখানির বেশী বই লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু এই একখানি বই লিখিয়াই ম্যাক 'পাইওনিয়ার' বা অগ্রদূতের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির নাম—"কিমিয়া বিদ্যার সার, অর্থাৎ রসায়নবিদ্যার মূল কথা।"..

মার্শম্যান লিখিয়াছেন, তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' প্রথম বাহির করেন, সেই সময় এবং তাহার পরেও ম্যাক সম্পাদকীয়

বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া বহু রচনা দ্বারা উক্ত পত্রিকাখানির গুরুত্ব ও সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি করেন। ম্যাকের রচনা ছিল একদিকে যেমন সহজ, স্বচ্ছ, অনাড়ম্বর, অন্যদিকে তেমনি নির্দোষ, তেজঃপূর্ণ ও ঝাঁঝালো; সংবাদপত্রের লেখা যেমন হওয়া উচিত ইহা ছিল ঠিক তেমনই।...

কেরীর মৃত্যু (১৮৩৪) এবং জোশুয়া মার্শম্যানের ভগ্ন স্বাস্থ্য হেতু ম্যাককে প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে হইত যথেষ্ট। ইহার উপর তিনি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার পূর্বাঞ্চল—খাসিয়া পাহাড়, আসাম প্রভৃতি অন্যান্য পরিভ্রমণে বাহির হন। তাহার এই ভ্রমণের কথা শুনিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ ঐসব অঞ্চলের যথাযথ অবস্থা সম্বন্ধে বিবৃতিদানের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ জানান। কারণ, ঐ সময়ের মাত্র দশ বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলটি ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ম্যাক-প্রদত্ত বিবরণ সরকারের দিগ্‌দর্শনস্বরূপ হইয়াছিল। আসাম পর্যটনকালে ম্যাক কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হন। শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তনের পরে ব্যাধিমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যলাভার্থ তিনি অবিলম্বে বিলাতযাত্রা করিলেন। স্বদেশে অবস্থানকালে তিনি স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান।...

জন ম্যাক ১৮৩৮ সনের প্রারম্ভে এদেশে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীরামপুর কলেজ, মিশনচার্চ এবং মিশনের অন্যান্য কার্যের পরিচালনাভার তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে শ্রীরামপুর কলেজ একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তনে পরিণত হইল।...

মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে এইরূপ কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। তিনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৩৫, ৩০শে এপ্রিল শেষ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন।...

জন ম্যাকের "কিমিয়া বিদ্যার সার" সম্বন্ধে কিছু বলিব। গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই:

> PRINCIPLES OF CHEMISTRY/ By John Mack, of Sermpore College/Vol I / কিমিয়া বিদ্যার সার। / শ্রীযুক্ত জন ম্যাক সাহেব কর্ত্তৃক / রচিত হইয়া / গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল। / প্রথম খণ্ড / From the Sermpore Press / 1834.···

গ্রন্থখানি ৩৩৭ পৃষ্ঠা পরিমিত। ইহাতে ইংরেজী-বাংলা দুইটি পাঠই দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পাতার বাম দিকে ইংরেজী এবং দক্ষিণ দিকে

বাংলা। পুস্তকের বিষয়ব্যঞ্জক অংশটি—যাহাকে আমরা সচরাচর 'প্রস্তাবনা' বা 'ভূমিকা' বলি—ম্যাক "পরিভাষা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পরিভাষাটি এখানে উদ্ধৃত হইল :

॥১॥ কিমিয়া বিদ্যাদ্বারা এই২ শিক্ষা হয় বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তুজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্তু যে২ ব্যবস্থানুসারে পরস্পর সংযুক্ত ও লীন হইলে ঐ বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা।

॥২॥ অদ্য পর্য্যন্ত যত বস্তুর তত্ত্ব জানা গিয়াছে সে অল্প অর্থাৎ ৫১ এক-পঞ্চাশতের অধিক নহে। সে সকলের নাম মূলবস্তু যেহেতুক বোধ হয় যে ঐ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কেবল এক পদার্থ আছে।

॥৩॥ অন্যান্য বস্তুর নাম সঙ্কর বস্তু যেহেতুক সে সকলের মধ্যে দুই কি অধিক পদার্থ আছে। তাহার সংখ্যার প্রায় সীমা নাই।

॥৪॥ যখন মূলবস্তুর পরস্পর লয়েতে সঙ্কর বস্তু উৎপন্ন হয় এবং সেই সঙ্কর বস্তুদ্বয়াদির পরস্পর লয়েতে অধিক সঙ্কর বস্তু উৎপন্ন হয় তখন সে কার্য্য নিশ্চিত ব্যবস্থানুসারেই হয়।

॥৫॥ ইহাতে বোধ হয় যে এ বিদ্যা দুই প্রকার অর্থাৎ বস্তু ও তাহার স্বাভাবিক গুণবিষয়ক এবং সেই২ বস্তুর পরস্পর লয়বিষয়ক।

॥৬॥ কিন্তু এই বিদ্যাজ্ঞানার্থে দ্বিতীয় প্রকরণ প্রথম শিক্ষা করিতে হইবেক যেহেতুক বস্তুসকল যে২ ব্যবস্থানুসারে ও যে২ মতানুসারে সংলীন হয় তাহা না জানিলে মূলবস্তু কিম্বা সঙ্কর বস্তুর গুণ জানা অসাধ্য অতএব সেই ব্যবস্থা প্রথম কথিতব্য। কএক নিশ্চিত প্রভাবদ্বারা বস্তু সকল লীন হয় সে প্রভাব নানা প্রকার এতএব এই পুস্তকের দুই ভাগ হইবে। প্রথমতঃ কিমিয়া প্রভাব দ্বিতীয়তঃ বস্তুবিষয়ক।"

পুস্তকখানির ভাষার প্রাঞ্জলতা এই উদ্ধৃতি হইতে লক্ষ্য করা যায়। এই পুস্তকের ইংরেজী ভূমিকা এই :

Mr. Marshman having proposed, some years ago, to publish an original series of elementary works on History and Sceience, for the use of Youth in India, I counted it a privilege to be associated with him in the undertaking, and cheerfully promised to furnish such parts of the series as were more intimately

connected with my own studies. Other engagements have retarded the execution of our project, much against our will. He has therefore been able to do no more than bring out the first part of his Brief Survey of History ; and now, at length, I am permitted to add to it, this first volume of the Principles of Chemistry.

The science of Chemistry deserves an early place in-such a course as we have proposed, both because of the extremely interesting and profitable insight which it affords into the chief phenomena of terrestrial nature, and because of the readiness with which it may be studied and comprehended, without a previous familiarity with mathematics. It is open to all who can read, and who comprehend the rules of arithmetic.

But perhaps it was more accident than design, that determined my choice of Chemistry as the subject of my first contribution ; for I happened to have material in greater readiness for a treatise on it, than for one on any other branch of science. Indeed the following works is composed merely of the notes of that course of Chemical Lectures, which I have repeatedly delivered both in English and Bengalee in Serampore College, and twice in English in Calcutta. They were first composed many years ago, and have since been continually under revision.

The arrangement adopted in these Principles is generally that pointed out by Davy, Brande, and Ure. It does not therefore require any defence

from me ; but I may observe, that to it was myself indebted for the first distinct conceptions I ever received of Chemical theory, although I had attended a long course of lectures and read considerably on the science, before I happened to meet with it. It was not in vogue with Dr. Hope and Dr Murray, my first guides in Chemical study.

It may be thought that Chemistary "in sport would have been more suitable than Chemistry in stiff methodical dress, for the youth of India ; and I am not much inclined to dispute the point. But it must be remembered that hitherto there has been no Chemistry in Bengalee at all , and it appeared to me necessary that its materials and doctrines should be brought in to being in a regular manner, before they could be well played with as toys. For, be it under stood, the native youth of India are those for whom we chiefly labour ; and their own tongue is the great instrument by which we hope to enlighten them, Moreover, I have no faith in the sportive powers of my own pen. When I have gone through the serious drudgery of preparing the way, others may come after me tripping as merrily and fantastically as they choose, and I shall be happy to witness their gambols.

It has not been thought worthwhile, to quote authorities for statements in this work, because few assertions will be found in it capable of dispute, and therefore standing in need of support. It is entirely an original compilation ; but yet its contents are all derived from well known authors, and are so well

established that no string of names could add to their credibility The systematic authors whom I have most consulted are Murray, Henry, Brande, Ure, and Turner, and to the last I am peculiarly indebted for the numerical expressions of Chemical equlents, specific gravities, and such like. I have also made very free use of his valuable exposition of the laws of chemical affinity.

In compo ing this lume, my primary object has been to intioduce Chemistry into the range of Bengalee literatui , and domesticate its teims and idcas in this language The attempt will be generally acknowledged to have been attended with no small difficulty I found it difficult even to choose a scheme of translation. The proces es of the science, indeed could be expressed only by the popular teims which most nearly described them but in many cases, the chemical application of these terms, as was the case originally in European languages, is perfectly new; and future conventional use can alone make them synonymous with the corre pondin, English teims The names of chemical substances are in the great majority of instances, perfectly new to the Bengalee language; as they were but a few years ago to all languages. In giving these new substance Bengalee names, the chief difficulty was to determine, whether the European nomenclature should be merely put into Bengalee letters, or the European terms be entirely translated by Sungskrit, as bearing much the same relation to Bengalee as the Greek and Latin, (from which the European terms are derived,) do to the English.

The latter mode was urged upon me by several friends whose opinion I highly respect; but I could not persuade myself to adopt it, for these two reasons :—

First, that our European terms have been taken from our ancient languages for the very purpose of preventing the confusion which must arise from as many different names being applied to the same thing as there are languages, in which it is spoken of, and secondly, that it is a mistake to suppose, that any good will be done by accurate translations of scientific names, since so many of them, as far as their dervative import is concerned, are totally misapplied, and the translation of them therefore would only be giving currency to error. Thus the word oxygen might have been very neatly rendered অম্লজান (umlujan the producer of acidity), but the result would have been that the exploded idea of oxizen being necessary to the production of acidity would have been embodied in the new word

I have preferred therefore expressing the European terms in Bengalee characters and merely changing the prefixes and terminology so as decently to incorporate the new words into the language.

I regret that of the terminology I have not in every case been sufficiently careful, dut perhaps a future opportunity of correction may be afforded me. The Sungskrit prefixes are happily so like the Greek that are naturally substituted for them, and cause no obscurity,

My second object has been, to condense the

greatest possible quantity of information into the fewest possible words. In fact, the work is better calculated for a companion to the lecture-room, than an independent treatise. Its style may be censured, therefore, as much to bald and concise. It may be so but utillity, and not taste, has been my aim.

It will be seen that my task is but half finished. The Metals. and Organic Chemistry, are reserved for a second volume, which will go to press immediately.

When Chemistry has been completed, I hope to follow it with Astronomy, and that with Mechanices which, if life and opportunity are granted me, will be succeeded by other branches of Physics.

In issuing this little work there are two persons whom I cannot refrain from associating with its production. The first is my venerable friend Dr. Carey, from whom I derived the greatest assistance and encouragement in my earlier attempts at chemical translation, and whose ardent sympathy I have always enjoyed in every liberal and useful pursuit. The second is James Douglas Esq. of Cacers in Scotland, to whose enlightened generosity Serampore College is indebted for its well furnished laboratory of chemical apparatus. He devoted 500 —to this purpose, just at the time when I was selected, its first European Teacher ; and his liberail gift had no small share in determining so much of my preparatory studies to the subject of the present volume I trust it will be gratifying to him to see this small proof, that we have not altogether neglected the fulfilment of his wishes in

the instruction of Indian Youth ; and I would beg to offer it to him, as mark of my gratitude for the means with which his kindness furnished me both of cultivating and diffusing useful knowledge.

যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত সাহিত্য সাধক-চরিতমালার "জন মার্ক" নামক গ্রন্থ হইতে প্রবন্ধটি সংকলিত।

রামমোহন রায়

বাংলা-গদ্যের স্রষ্টা হিসাবে রামমোহন বহু বার বহু জন কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছেন, কিন্তু 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় প্রকাশিত জীবনীগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিবেন, এই দাবী তাঁহার পূর্ববর্তী অনেক লেখক করিতে পারেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিত্তিস্থাপনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দের দান অপরিসীম। তাঁহারা সকলেই রামমোহনের পূর্ববর্তী। বিশেষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নাম এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। তাঁহার সর্বপ্রথমে বাংলা-গদ্যকে সাহিত্য-রূপ দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাংলা ভাষার সাধু ও চলতি রীতি লইয়াও তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্রষ্টা যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তাহার দাবী সর্বাগ্রে।

কিন্তু বাংলা-গদ্য সম্পর্কে রামমোহনের কীর্তিও সামান্য নয়। তিনি বাংলা ভাষায় ধর্ম সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে-যুগের বাংলা-গদ্যে সংস্কৃত শব্দের খুব বাহুল্য থাকিত, সেজন্য সাধারণ লোকের উহা বুঝিতে কষ্ট হইত। রামমোহন এই রীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বাংলা রচনা যাহাতে সাধারণ লোকের বোধগম্য হয়, তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য তাঁহার নিজের লেখাও আজকালকার বাংলা-গদ্যের তুলনায় অনেক বেশী সংস্কৃতবহুল ও আড়ষ্ট। তবু তিনি যে সে-যুগের একজন বিশিষ্ট বাংলা গদ্য-লেখক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলা গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া প্রবন্ধ-রচনার অন্যতম প্রবর্তক রামমোহন। তাঁহার শাস্ত্রবিচার ও তৎসংক্রান্ত বিবাদমূলক রচনার সাহায্যে বাংলা-গদ্যের গুরুত্ব যে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে ভাষায় প্রকাশ

করিয়া যেমন ভাষার ভাব ও শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনই অন্যদিকে তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষায় প্রকাশ-ভঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করিয়া ইহাকে ঋজু, সতেজ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মত এ-বিষয়ে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণের বাক্যরীতি অধ্যায়ে তিনি পদের অন্বয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রমাণ হইবে যে, ভাষার সৌষ্ঠব সাধনে তিনি বিবিধ রীতি প্রয়োগের কথা জানিতেন। আমরা নিম্নে তাঁহার বহুবিধ রচনা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই বাংলা-গদ্য সম্পর্কে তাঁহার কৃতিত্ব অনেকটা বুঝা যাইবে।—

> "প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে এভাষা সংস্কৃতের জে রূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা হইতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না, হয় প্রত্যক্ষ বানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় হইলে পাইয়া কেহ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। জে২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতি-শব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করা অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন জে হেতু এক বাক্যে কখন২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম জাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর জাঁহার সত্তার অবলম্বন

কবিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ কবিয়া যেখানে ২ বিবরণ আছে বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সাহিত অন্বিত জেন না করেন এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর যাহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন বস্তুত মনযোগ আবশ্যক হয় এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতের শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়"—'বেদান্ত গ্রন্থ', ইং ১৮১৫, পৃ. ১২-৪।

" এস্থানে এক আশ্চর্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারী আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরামতে আর কেহ২ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসংমত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্টপরম্পরাসিদ্ধ হয় কেবল অল্প কাল কোনো২ দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে আর সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয়

ন। এবং হাস্য আমোদ জন্মে না তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরাসিদ্ধ নহে কিরূপে ইহা করি কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সেইরূপে সামান্য লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে অন্যথা শত২ কর্ম্ম করেন সে সময়ে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্বাপরম্পরায় নামে। করেন না। যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্বপরম্পরায় বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন শাস্ত্রে আর কোন পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্রবিহিত আর পরম্পরাসিদ্ধ হয় ইঙ্গরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্বপরম্পরাতে পাওয়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাকৃত যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতাসমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরাসিদ্ধ হয় এইরূপ নানাপ্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্ট-পরম্পরাবিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভসূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ এ কোন্ পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল তাহাতে [redacted] কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্রাবহিত আছে যদ্যপিও পরম্পরাসি[redacted] নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্রাবিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরাসিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতি অল্প কাল কোনো২ দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়।...” ‘ঈশোপনিষৎ’, ইং জুলাই ১৮১৬, পৃঃ ১২-১৫।

“ ..দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং

স্বামিদ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্যবর্ণের মধ্যে যাহারা আপনং স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি ২ দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন, যেহেতু স্বামির গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্য বৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্নান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর ও শাশুড়ি ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ আমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপনং নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দু বর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও আমাত্য সকল এবং এ স্ত্রীতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয় ঘটিত ভ্রাতৃ বিরোধ ইহাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে, ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কর্ত্তা ব্যক্তি তিরস্কার না করেন, এ সকলকেও স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক আহার করিবার কাল যাপন করে, আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাহারদের ধনবত্তা নাই, তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘাসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয়ন করিয়া যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যাভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য

করে, তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্ম ভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্ন রূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজ দ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই২ পতিহস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে, এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না, দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায় ইতি সমাপ্ত, ১৭৪১ শক ১৫ অগ্রহায়ণ।"—'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ,' ইং নবেম্বর ১৮১৯, পৃ. ৩১-৩৭।

"শতার্দ্ধি বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিশনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে বাহ্য রূপে তাহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে

দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না। সেই রূপ মিশনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাংলা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভীরু প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন·· ।"—'ব্রাহ্মণ সেবধি', ইং ১৮২১। (রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি, পৃ. ৪৫৫)।

"চতুর্থ প্রশ্ন। অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকত - প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোক লজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে· উত্তর। যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারা বিরুদ্ধকারী অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন সেইরূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন এ নিমিত্ত ধন ও প্রভুতা নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদ সুরাপান ও যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারাও শাসনযোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্যজরচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সর্ব্বদা যাহা সুরাতুল্য হয় তাহার পান এবং স্বভৃত্য যবন স্ত্রী ও চণ্ডালিনীবেশ্যা ভোগ করেন সেই ব্যক্তও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্হ হয়েন।

যেহেতু পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কি পর্য্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক ?"—'চারি প্রশ্নের উত্তর', ইং মে ১৮২২' পৃ. ২০-২১

"৯৯ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে নিগূঢ় শাস্ত্রের অর্থ করেন যে 'বহু বিজ্ঞজনের অগোচর যে শাস্ত্র তাহার নাম নিগূঢ় শাস্ত্র' পরে ১০০ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে কহেন 'যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যা গমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি'।

"উত্তর, ধর্ম্মসংহারকের এই লক্ষণ দ্বারা সম্প্রতি জানা গেল যে চরিতামৃতই নিগূঢ় শাস্ত্র হয়েন যেহেতু পণ্ডিতলোক সমাগমে চরিতামৃতে ডোর পড়িয়া থাকে তাহার কারণ এই যে বহু বিজ্ঞ জনের বিদিত না হয়, ও পঙ্গতে অভক্ষ্য ভক্ষনাদি ও উপাসনায় অগম্যা গমন বর্ণন ওই চরিতামৃতে বিশেষরূপে আছে অতএব এই লক্ষণ দ্বারা চরিতামৃত সুতরাং নিগূঢ় শাস্ত্র হইলেন॥ গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাহার শব্দ ব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথাশ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।···

"ধর্ম্ম সংহারক ২২৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তি অবধি নবীন এক প্রশ্ন করেন যে 'এস্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহাশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি যে যাঁহারা ভগিনী গমনে ও বেশ্যা সেবনে সর্ব্বদা রত তাঁহারদের স্ত্রীও বিধবা তুল্য, যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয় তবে ঐ সকল স্ত্রীকে শৈব বিবাহ করা যায় কি না' উত্তর, স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রী বঞ্চক পুরুষ সর্বথা পাপী হয়েন, কিন্তু ভর্ত্তা বর্ত্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেশ্বর শাস্ত্রে কি স্মৃতিশাস্ত্রে লিখেন না, তবে ভর্ত্তা বিদ্যমানেও বৈধবে স্বীকার এবং তাঁহার সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে তাঁহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচশিকা গোঁসাইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব বিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর বৈধব্য হয়, আর পাঁচসিকা পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ পরে হইতে পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় আপন

করস্থ থাকিতে অন্যকে যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাঁহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।"—'পথ্যপ্রদান', ইং ১৮২৩, পৃ. ১৩৫-৩৬, ২৫৯-৬০।

"সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে, এ নিমিত্তে এক২ অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক২ বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন। যেমন ভিন্ন২ বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আম্র, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন২ ধ্বনিতে গৌড় দেশে নিরূপণ করেন, সেই রূপ ভিন্ন২ ব্যক্তি সকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন; সেই২ ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই২ ধ্বনিত হইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।—" 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', ইং ১৮৩৩, পৃ. ১।

গ্রন্থপঞ্জী

রামমোহন রায়ের রচিত গ্রন্থগুলির মূল সংস্করণ বর্তমানে অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল-সমেত এই সকল গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তালিকা সংকলন করা যতই আপাত সহজসাধ্য বোধ হউক না কেন, কার্যতঃ তাহা অত্যন্ত দুরূহ। রামমোহনের অধিকাংশ পুস্তকেই গ্রন্থকার-হিসাবে তাঁহার নাম ছিল না; কতকগুলি আবার অপরের নামে বা ছদ্ম নামে প্রকাশিত। তবে এইগুলি যে তাঁহারই রচনা, সে-বিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে। কলিকাতা স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৮-১৯) দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি পুস্তকের গ্রন্থকার-হিসাবে রামমোহনের নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের ভূমিকায়

সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যে আলোচনা করিয়াছেন (pp. xvii-xviii), তাহাও দ্রষ্টব্য। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করিয়া দিলাম।

আরবী-ফার্সী

১। **তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন**। ইং ১৮০৩-৪।

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি কেবল আরবীতে রচিত। ঢাকা গবর্মেণ্ট মাদ্রাসার সুপা রণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওবেদুল্লা (Obaidullah El Obeide) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইহা *Tuhfat-ul Muwahhidin*, or *A Gift to Deists* নামে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তাহার পর আরও কেহ কেহ করিয়াছেন।

'তুহ্‌ফাৎ' সম্পর্কে একটি কথা বলিবার আছে। রামমোহন এই পুস্তকের শেষে লেখেন:

> "এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমি 'মনাজিরাৎ-উল্‌-আদিয়ান' ও 'না. বধের বিচার' নামে আমার আর একখানি পুস্তকে করিব।"

ইংরেজীতে অনেকেই বলিয়াছেন যে, রামমোহন এই পুস্তকখানিও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। রামমোহন হয়ত 'তুহফাৎ' লিখিবার সময়ে আর একটি পুস্তক লিখিবেন সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন, এমন কি, অংশ বিশেষ রচনাও করিয়া ছিলেন। কিন্তু এ পুস্তক কখনও প্রকাশিত হয় নাই সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। কেহ এ-পর্যন্ত 'মনাজিরাৎ'-এর এক খণ্ড আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

তাহা ছাড়া পর-জীবনে রামমোহন তাঁহার দ্বারা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আরবী বা ফার্সী ভাষায় লিখিত একখানি মাত্র পুস্তকেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছদ্মনামে *An Appeal to the Christian Public* নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, উহাতে তিনি লেখেন:—

> "রামমোহন রায়··ব্রাহ্মণ- শ জন্মগ্রহণ করিলেও অতি অল্প

বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'তুহ্‌ফাৎ'-সংক্রান্ত একখানি পুস্তিকা আছে; ইহা রামমোহনের রচিত হওয়া বিচিত্র নহে। পুস্তিকাখানি এই—

> *Jawáb-i-tuhfat ul Muwahhidin.* An anonymous defence of Rammohun Roy's "Tuhfat ." against the attacks of the Zoroastrians. Calcutta [1820 ?]

বয়সে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করেন এবং সেই সময়ে আর্বী ও ফার্সী ভাষায় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।"

'তুহ্‌ফাৎ' ভিন্ন তাঁহার রচিত অন্য কোন আর্বী ও ফার্সী পুস্তক থাকিলে তিনি একাধিক গ্রন্থের নাম করিতেন।

বাংলা ও সংস্কৃত

এই তালিকায় প্রকাশকাল-সমেত প্রথম সংস্করণের পুস্তকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ পুস্তকেরই মূল সংস্করণ দেখিয়াছি; কিন্তু দু-একখানি ছাড়া কোনখানিরই আখ্যাপত্র নাই, আদৌ ছিল কি না সন্দেহ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে পুস্তকগুলির যে নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

১। **বেদান্ত গ্রন্থ।** ইং ১৮১৫। পৃ. ১৭+১৬৬।

The/Bengalee Translation/of the/Vedant,/or/Resolution/of all the/Veds,/the most celebrated and revered work/of/Brahminical Thology,/establishing the unity/of/the Supreme Being,/and/that He is the only object of worship./Together with/a preface,/By the Translator./Calcutta/From the Press of Ferris and Co./1815.

রামমোহন 'বেদান্ত গ্রন্থ' হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন—Translation of an Abridgement of the Vedant পুস্তকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২। **বেদান্তসার।** ইং ১৮১৫*। পৃ. ২২।

রামমোহন ইহারও হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

* সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৬" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া আসিতেছেন রামমোহনের *Translation of an Abridgment of the Vedant* ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় (১লা ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখে *The Government Gazette* পত্রে ইহার সমালোচনা দ্রষ্টব্য)। 'বেদান্তসার' যে ইহার পূর্বেই বাংলায় রচিত ও প্রকাশিত, তাহার উল্লেখ এই ইংরাজী পুস্তিকার ভূমিকায় আছে। সুতরাং 'বেদান্তসারে'র প্রকাশকাল "১৮১৫" ধরাই সঙ্গত হইবে।

৩। **তলবকার উপনিষৎ** (কেনোপনিষৎ)। ইং জুন ১৮১৬। পৃ. ১৭।

৪। **ঈশোপনিষৎ**। ইং জুলাই ১৮১৬। পৃ. ২০+৪+১৩।

৫। **উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার**। ইং ১৮১৬-১৭।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) ২য় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা আছে, তাহাতে উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচাব-সম্পর্কীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই তিনখানি পুস্তিকাব উল্লেখ পাওয়া যায় :—

SANSKRIT

Reply to the observations of
Ootsobanund Bhuttacharjya···Rammohun Roy...Lullo Jee
[Sunscrit Prees]

Answer of the said Ootsobanund
to the above...Ootsbanund Bhuttacharjya Ditto

Rejoinder to the above answer
of the said Bhuttacharjya...Rammohun Roy Ditto

রামমোহনের ইহাই প্রথম শাস্ত্রীয় বিচার। ইহা ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। শ্রীরামপুব কলেজে বঙ্গাক্ষবে মুদ্রিত এই বিচারপুস্তকগুলি আছে (N.80.3.090)।

৬। **ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার***। ইং মে ১৮১৭ (১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৩৯ শক)। পৃ. ৩+৬৪।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রচারিত হইলে রামমোহনও প্রত্যুত্তবে ইংরাজী ও বাংলায় দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাংলা খানি—'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার',···রামমোহন এই বিচারগ্রন্থে সাকার উপাসনার অনৌচিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

৭। **কঠোপনিষৎ**। ইং আগস্ট ১৮১৭। পৃ. ৫৭।

৮। **মাণ্ডুক্যোপনিষৎ**। ইং অক্টোবর। ১৮১৭। পৃ. ২৩+১৯।

৯। **গোস্বামীর সহিত বিচার**। ইং জুন ১৮১৮। পৃ. ৫০।

* ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র উত্তরে এই বিচারপুস্তক লিখিত। ১৩৪৬ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'তে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

মূলগ্রন্থের পত্রসংখ্যা ৫০; ইহাতে কোনরূপ আখ্যাপত্র বা প্রকাশকাল দেওয়া নাই। তবে গ্রন্থশেষে '২ আষাঢ় ১২২৫' (জুন ১৮১৮)—এই তারিখ মুদ্রিত আছে।

ইহা "ভগবদ্গোবাঙ্গপবায়ণ গোস্বামিজী পবিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহাব উত্তব"। এই 'গোস্বামিজী' কে, তাহা সঠিক জানা নাই, তবে আমাদেব অনুমান, তিনি বামগোপাল শর্ম্মণঃ।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটিব তৃতীয় বার্ষিক বিবরণেব (ইং ১৮১৯-২০) যে পুস্তক-তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাব বাংলা-বিভাগে বামমোহনেব একখানি পুস্তিকাব এইরূপ উল্লেখ পাইতেছি :—

Reply to a M. S. of Ram-gopala Soi mono.

ইহা 'গোস্বামীব সহিত বিচাব' হওয়া অসম্ভব নহে।

১০। **সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ।** ইং নবেম্বব ১৮১৮। পৃ. ২২।

এই পুস্তিকাব শেষে কোন প্রকাশকাল দেওয় নাই। ইহা যে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেব নবেম্বব-ডিসেম্বব মাসে প্রকাশিত হয়, ২৬শে ডিসেম্বব ১৮১৮ তাবিখেব 'সমাচাব দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> "সহমবণ। কলিকাতাব শ্রীযুত বামমোহন বায় সহমবণেব বিষয়ে এক কেতাব কবিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ কবিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থল এই লিখিয়াছে যে সহমবণেব বিষয় যথার্থ বিচাব কবিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

১১। **গায়ত্রীর অর্থ।** ইং ১৮১৮ (শকাব্দা ১৭৪০)।

১২। **মুণ্ডকোপনিষৎ।** ইং মাচ ১৮১৯।

এই পুস্তকেব শেষে প্রকাশকাল দেওয় নাই। সকলেই ইহাব প্রকাশকাল "১৮১৭" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন, কিন্তু ইহা যে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দেব প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়, ২৭ মাচ ১৮১৯ তাবিখেব 'সমাচাব দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> "নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত বামমোহন বায় অথর্ব্ব বেদেব মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্কবাচার্য্য কৃত তাহাব টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জ্জমা কবিয়া ছাপাইয়াছেন।"

পাদবি লঙ্ও তাঁহাব মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন—
"Mundak Upnishad, by R. Roy, 1819".

রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 'রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি'র ৮০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে মুণ্ডকোপনিষৎ "মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভূমিকাতে এমন উল্লেখ আছে।" কিন্তু মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় আমরা এরূপ কোন উল্লেখ পাই নাই।

১৩। **সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ***। নবেম্বর ১৮১৯। পৃ ৩৩।

Second Conference between An Advocate and an Opponent of the practice of Burning Widows Alive. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, Calcutta, Printed at the Misson Press 1819

১৪। **কবিতাকারের সহিত বিচার**। ইং ১৮২০। পৃ ২৩+৪৯।

"ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রকার কটূক্তি ও বচন আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দেবত বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তককে পত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন।"

১৫। **সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার**। ইং ১৮২০। পৃ ১৬।

ইহা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায়, এবং বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায়, এবং ইংরেজীতে ইহার অনুবাদও *Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances* নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে ইহার একখণ্ড আছে।

১৬। **ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ**। ইং ১৮২১।

এই সাময়িক পুস্তকের তিন সংখ্যা ১৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এগুলির এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ (*The Brahmunical Magazine The Missionary and the Brahmun*) থাকিত। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা *The Brahmunical Magazine* কেবল ইংরেজীতে মুদ্রিত।

---

*কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' (আগষ্ট ১৮১৯, পৃ ২৮) ইংরেজী অনুবাদ-সহ প্রকাশ করেন। ইহারই উত্তরে রামমোহন উপরিলিখিত পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছিলেন।

১৭। **চারি প্রশ্নের উত্তর।** ইং মে ১৮২২। পৃ. ২৬।

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত, জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রের ২৫শে চৈত্র, ১২২৮ (৬ই এপ্রিল ১৮২২) তারিখের সংখ্যায় [জনৈক] "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" প্রেরিত চারি প্রশ্ন সম্বলিত [একখানি পত্র] প্রকাশিত হয়। পত্রের শেষে 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন—

> "এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অর্পণ করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব।"

এই প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর স্বরূপ রামমোহন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ভূমিকায় তিনি লেখেন :—

> "চৈত্রমাসের সম্বাদ লিপিতে ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না তথাপি সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ চারি প্রশ্নের উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যে লিখিলাম এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন সকলের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম যেহেতু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী আপনাকে সর্ব্বজনহিতৈষী নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ চারি প্রশ্নকে এবং তাহার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাষান্তরেও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবেক ইতি॥
>
> ॥ সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট ॥

১৮। **প্রার্থনাপত্র।** ইং মার্চ ১৮২৩। পৃ. ৪।

ইহার ইংরেজী ও বাংলা অংশ একত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়।

১৯। **পাদরি ও শিষ্য সংবাদ।** ইং ১৮২৩।

ইহার ইংরেজী অংশ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাংলা অংশও ঐ সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

২০। **গুরুপাদুকা।** ইং ১৮২৩। পৃ. ৬।

পাদরি লঙের মুদ্রিত বাংলা-পুস্তকের তালিকায় প্রকাশ :—

> *Guru Paduka*, by R. Ray, pp. 6, 1823, reply to the Chandrika's defence of idolatry.

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি এইরূপ :—

১৭ই আষাঢ় ৭০ সংখ্যার সমাচারচন্দ্রিকা সম্বলিত শ্রীমদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির প্রিয় পোষ্যস্য কস্যচিৎ ক্ষুদ্র শিষ্যস্য ইতি স্বাক্ষরিত জ্ঞানাঞ্জন শলাকা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিল যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে সে দুর্ব্বাক্যের উত্তর দিবার প্রয়োজনাভাব কিন্তু গত চন্দ্রিকায় তদুত্তর প্রার্থনায় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার এবং তৎসংসর্গিদের কৃতার্থের নিমিত্ত গুরুপাদুকা নামিকা এই পত্রিকা প্রদান করিতেছি ইহাতে যদি জ্ঞান না জন্মে তবে চেষ্টান্তর করিতে হইবেক।—'ছোটগল্প', ২য় বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, পৃ. ১১৭৯।

২১। **পথ্যপ্রদান।** ইং ডিসেম্বর ১৮২৩। পৃ. ২৬১।

পথ্য প্রদান সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট কর্তৃক কলিকাতা সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দা ১৭৪৫। MEDICINE for the sick offered By One who laments his inability to perform all righteousness. Calcutta, printed at the Sungscrit Press 1823.

'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকার উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া "ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" প্রত্যুত্তরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে (২০শে মাঘ ১২২৯) ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী 'পাষণ্ড পীড়ন' প্রকাশ করেন। ইহাতে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র চারি প্রশ্ন, "ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী"র উত্তর এবং "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র প্রত্যুত্তর একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এই তর্কবিতর্কে কোন পক্ষই স্বনামে যোগদান করেন নাই। "পাষণ্ড পীড়ন" প্রসঙ্গে রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

উহাতে ·· 'পাষণ্ড', 'নগরান্তবাসী', 'ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী' ইত্যাদি মধুরবাক্যে তাঁহাকে [রামমোহনকে] সম্বোধন করা হইয়াছিল। 'নগরান্তবাসী'র দুই অর্থ; নগরের অন্তে যিনি বাস করেন; অর্থাৎ রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাস করিতেন। উহার আর এক অর্থ, চণ্ডাল।—৩য় সং, পৃ. ১৪৩।

'পাষণ্ড পীড়ন' উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক লিখিত হয়। উমানন্দন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-

গোষ্ঠীর হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র। পুস্তকে গ্রন্থকার রূপে কাশীনাথের নাম না থাকিলেও, রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকে তাহার ইঙ্গিত আছে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন* এই সময়ে উইলিয়ম কেরীর অধীনে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন সহকারী পণ্ডিত ছিলেন এবং বিলাত হইতে আগত সিভিলিয়ানদিগকে বাংলা শিখাইতেন। তিনি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যায়দর্শন' প্রকাশ করেন, তাঁহার অনুরোধে কলেজ-কাউন্সিল ইহার দশখণ্ড ৫০৲ মূল্যে কলেজ-লাইব্রেরির জন্য গ্রহণ করেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশে রামমোহন এই সকল কথারই ইঙ্গিত করিয়াছেন :—

> "আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল ম্লেচ্ছ সেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায়দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়।" 'চারি প্রশ্নের উত্তর', (মে ১৮২২ পৃ. ৪।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'পাষণ্ডপীড়নে'র উত্তরস্বরূপ রামমোহনের 'পথ্য প্রদান' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুর ইহার কোন প্রত্যুত্তর দিবার ব্যবস্থা করেন নাই।

'পথ্য প্রদানের' ভূমিকায় রামমোহন লেখেন—

> "বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণপূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন [পাষণ্ডপীড়ন] তাহা সমুদায়ে দুই শত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ সংখ্যক হয়, তাহাতে দশ পৃষ্ঠ পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন ওই দশ পৃষ্ঠে গণনা করা গেল যে ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কটূক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন, এইরূপ সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে দ্বেষ ও মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্ম্মসংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদ ছলে এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন, অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্ব্বথা সম্ভব ছিল। ধর্ম্মসংহারককে এবং অন্য২ কে বিদিত আছে

* কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনী ১৪ সংখ্যক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় দ্রষ্টব্য।

যে তাঁহার প্রতি এরূপ অথবা এতদধিক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ আমাদের বরঞ্চ আমাদের আশ্রিত ব্যক্তিদেরও সম্পূর্ণ অক্ষমতা আছে, যেহেতু তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মসংহারকের কদুক্তির আদান প্রদানে পরিপূর্ণ লিপি সকল অদ্যাপিও ব্যক্ত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা স্বয়ং তিন কারণে দুর্ব্বাক্যের বিনিময় হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। প্রথমত, যে কেহ উত্তরে কটূক্তি শুনিবার আশঙ্কা না করিয়া আপন অধীন ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি গর্হিত বচন প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার প্রতি উত্তরে কটূক্তি কথনের প্রয়োজন যে তাহার ক্ষোভ ও লজ্জা ও মনঃপীড়া এ সকল না হইয়া কেবল তত্তুল্য নীচত্ব সেই উত্তর প্রদাতার স্বীকার মাত্র হয়, সুতরাং (নীচস্তোচ্চৈর্ভাষাঃ সুজনঃ স্মরতে ন শোচতে তাভিঃ। কাকৈরেকথর শব্দাৎ বদ কো নগরং বিমুঞ্চতে ধীরঃ)॥ দ্বিতীয়ত, বালক ও পশ্বাদির হিতকরণে ও চিকিৎসাসময়ে তাহারা আস্ফালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে ওই অবোধ প্রাণীর চীৎকারাদির পরিবর্ত্ত না করিয়া দয়ালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতেচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হয়েন না, সেইরূপ আমাদের হিতৈষার বিনিময়ে ধর্ম্মসংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায় ও দ্বেষ প্রকাশে আমরা ব্যাপন্ন না হইয়া ওই প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা তদতোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেছি। তৃতীয়ত, ভাগবতে লিখেন (ঈশ্বরে, তদাধীনেষু, বালিশেষু, দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ) পরমেশ্বরে প্রেম, তাঁহার অধীন ব্যক্তিসকলের সহিত মিত্রত, মূর্খ ব্যক্তিদিগ্যে কৃপা, ও দ্বেষ্টাদের প্রতি উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম হয়, অতএব সাধ্যানুসারে ধর্ম্মসংহারকের প্রতি উপেক্ষাই কর্ত্তব্য হয়।"

পরে আবার উক্ত পুস্তকের 'বিজ্ঞাপন'র লেখেন—

"আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক আপন প্রত্যুত্তরের নাম 'পাষণ্ডপীড়ন' রাখেন তাহাতে বাগ্‌দেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রয়োজন পৃষ্ঠে (তদুত্তরস্বরূপেণ) ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা যে দুর্ব্বাক্য আমাদের উদ্দেশে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে

বাগ্‌দেবতা 'তৎ' পদের উদ্দেশ্য প্রশ্নচতুষ্টয়কে দেখাইয়া ওই সকল দুর্ব্বাক্য ধর্ম্মসংহারকের প্রতি উল্লেখ করেন।

"আমাদের নিন্দোদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক 'নগরান্তবাসী' এই পদ প্রয়োগ পুনঃ২ করিয়াছেন, অথচ বাগ্‌দেবতার প্রভাবে এ শব্দের প্রতিপাদ্য তিনি যে স্বয়ং হয়েন তাহা স্মরণ করিলেন না॥

"প্রত্যুত্তর প্রকাশের দিবস সন ১২২৯ শাল ২০ মাঘ লিখেন কিন্তু এ নগরস্থ অনেক সজ্জনের নিকট প্রকাশ আছে যে বৈশাখ মাসে প্রত্যুত্তরের বিতরণ হয়॥ ১২৩০, ১৫ পৌষ।"

সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমঃ তজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্টঃ

[যাহা হউক] উভয়পক্ষের মৃত্যুর পর নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য ১৮৮০ শকে (ইং ১৮৫৭ ?) "পাষণ্ডপীড়ন ও পথ্য প্রদান পুস্তকের সঙ্গতা-সঙ্গত বিচার" 'বিবাদভঙ্গার্ণব' পুস্তক প্রচার করেন।

২২। **ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ**। ইং ১৮২৭ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৩। **কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার**। ইং ১৮২৬ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৪। **বজ্রসূচী**। (১ম নির্ণয়)। ইং ১৮২৭ (শকাব্দা ১৭৪৯)।

২৫। **গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং**। ইং ১৮২৭।

এই পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২৬। **ব্রহ্মোপাসনা**। ইং ১৮২৮।

২৭। **ব্রহ্মসঙ্গীত**। ইং ১৮২৮।*

২৮। **অনুষ্ঠান**। ইং ১৮২৯। পৃ. ৬-৮। অনুষ্ঠান শকাব্দাঃ ১৭৫১।

২৯। **সহমরণ বিষয়**। ইং ১৮২৯ (শকাব্দাঃ ১৭৫১)। পৃ. ১১।

৩০। **গৌড়ীয় ব্যাকরণ**। ইং ১৮৩৩। পৃ. ৯৭।

Grammer of the Bengali Language. গৌড়ীয় ব্যাকরণ তদ্ভাষা বিরচিত শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়দ্বারা পাণ্ডুলিপি ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি দ্বারা এবং তন্মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ১৮৩৩। Calcutta: Printed at the School-Book Society's Press; and sold at its Depository, Circular Road. 1833.

---

* যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত রামমোহন রায়ের ইংরেজী-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় (i.xx) রামমোহনের রচনাবলীর যে তালিকা আছে, তাহা হইতে ২৫-২৭ সংখ্যক পুস্তিকার প্রকাশকাল গৃহীত।

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তিকা দুইখানি রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু এগুলির প্রকাশকাল জানা যায় নাই :—

ক্ষুদ্রপত্রী। (বিতরণার্থ মুদ্রিত) **আত্মানাত্মবিবেক** (বঙ্গানুবাদ সহ)।

রামমোহন ভগবদ্গীতা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :

> "...শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের মূল ও শ্রীযুত সনাতন চক্রবর্ত্তি কৃত তাহার বাঙ্গালি অর্থ। শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকের সমস্ত মুদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে, যেহেতু সংস্কৃত মূলের অর্থ বাঙ্গালি পদ্যে ইহাতে অতি সুচারুরূপে রক্ষা পাইয়াছে; বোধ হয়, শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়কর্তৃক ভগবদ্গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালি পদ্যগ্রন্থে তদ্রূপ হয় নাই।"—'বিবিধার্থ-সঙ্গ হ', আষাঢ় ১৭৮০ শক, পৃ. ৭২।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সহমরণ বিষয়' (দ্রঃ গ্রন্থাবলী,) পৃ. ৫৬ পুস্তকে রামমোহন লিখিয়াছেন—

> "সহমরণাদিরূপ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা ও নিষেধের ভূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদ্গীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে,...।"

আমরা রামমোহন-কৃত গীতার পদ্যানুবাদ দেখি নাই। তবে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'ভগবদ্গীতা'র পদ্যানুবাদ দেখিয়াছি; বৈকুণ্ঠনাথ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার 'নির্ব্বাহক' ছিলেন। "কোন পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে" তিনি ভগবদ্গীতা অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ রামমোহন রায়ের বেনামী রচনা কি না, বলিবার উপায় নাই।

এই তালিকায় রামমোহন কর্তৃক "প্রকাশিত" অথচ প্রণীত নহে, এমন কতকগুলি পুস্তকের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। যথা,—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শারীরিক মীমাংসা' (পৃ. ৩৭৭), এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষদের মূল ও ভাষ্য। 'কুলার্ণব' সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। 'কুলার্ণব' রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে বটে,

কিন্তু উহা বোধ হয় হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কলিকাতায় অবস্থানকালে ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন।*

গ্রন্থাবলী

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের বাংলা গ্রন্থগুলি পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।† তাহার পর তত্ত্ববোধিনী সভা রামমোহনের ইংরেজী-বাংলা অধিকাংশ গ্রন্থেরই সারাংশ প্রকাশ করেন। গ্রন্থাবলী-আকারে রামমোহনের বাংলা গ্রন্থগুলি সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা—

রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি। ইং ১৮৮০। পৃ. ৮১৪।

রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক সংগৃহীত ও [illegible] প্রকাশিত। ইহার পরে রামমোহন গ্রন্থাবলী একাধিক প্রতিষ্ঠান হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংস্করণ—

রামমোহন-গ্রন্থাবলী। ইং ১৯৪৪—। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল বাংলা পুস্তকগুলির সহিত পাঠ মিলাইয়া সম্পাদকীয় টীকা টিপ্পনী সহ এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকের বোধ-সৌকর্যার্থ ইহাতে রামমোহনের প্রতিপক্ষের বক্তব্যও মুদ্রিত হইয়াছে। এই বাংলা গ্রন্থাবলী ৭ খণ্ডে সম্পূর্ণ।—

ইংরেজী

রামমোহন রায়ের অনেকগুলি ইংরেজী রচনাও অপরের নামে বা ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সকল ইংরেজী পুস্তকের মূল সংস্করণ দেখিবার সুবিধা হয় নাই।

---

* ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাশীতে হরিহরানন্দের মৃত্যু হইলে পরবর্তী ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণ' যাহা লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে :—

"প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়।"

† "It affords us great pleasure to be able to announce that Baboo Annodapersaud Bonerjee, a distinguished Patorn of native education has published at his own expence the whole of the Bengallee writings of the late RAJA RAMMOHUN ROY, for the purpose of disseminating generally the enlightened views of that Indian philosopher in respect to theology and the Hindoo Shasters."—*The Calcutta Courier*, for January 6, 1840.

বিলাতে অবস্থানকালে তিনি অনেকগুলি ইংরেজী পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের তালিকা প্রধানতঃ মেরী কার্পেণ্টারের *Last Days in England* পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত। বিলাতে তিনি কয়েকখানি নূতন পুস্তিকাও প্রচার করিয়াছিলেন।

এই তালিকায় রামমোহনের এমন কতকগুলি রচনার নাম পাওয়া যাইবে, যেগুলি নবাবিষ্কৃত এবং প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।—

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

1. Translation of an abridgment to the Vedant, or Resolution of all the Veds; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology, establishing the unity of the Supreme Being, and that He alone is the object of propitiation and worship By Rammohun Roy. Calcutta. 1816. 3+14pp.

রামমোহনের এই পুস্তকখানি পর-বৎসর জার্মান ভাষায় Auflosung des Wedant নামে (Jena, 1817) প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই আবার ইহা (কেনোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ-সমেত) বিলাত হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

2. Translation of the Cena Upanishad one of the chapters of the Sama Veda; according to the gloss of the celebrated Shancaracharya: establishing the unity and the sole omnipotence of the Supreme Being, and that He Alone is the object of worship By Rammohun Roy, Calcutta Printed by Philip Pereira, at the Hindoostanee Press. 1816. vii+11 pp.

3. Translation of the Ishopanishad, one of the chapters of the Yajur Veda: according to the commentary of the celebrated Shankar Acharya, establishing the unity and incomprehensibility of the Supreme Being, and that His worship alone can lead to eternal beatitude. By Rammohun

Roy. Calcutta. Printed by Philip Pereira, at the Hindoostanee Press. 1816. xxii+8 pp.

4. A Defence of Hindoo Theism in reply to the attack of an advocate for Idolatry, at Madras. By Ram Mohun Roy. Calcutta. 1817. 29 pp.

5. A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds, in reply to an apology for the present state of Hindoo worship. By Rammohun Roy. Printed at Calcutta. 1817. pp. 58.*

6 Counter-Petition of the Hindu Inhabitants of Calcutta against Suttee. August (?) 1818.

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নালে' (পৃ. ১৫ ১৭) ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। এটিকেও কেহ কেহ রামমোহনের রচনা বলিয়া মনে করেন।

7 Translation of a Conference between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widows alive, from the original Bungla Calcutta 1818.

8 Translation of the Moonduk Opunishad of the Uthurva-Ved, according to the gloss of the celebrated Shunkuracharya Calcutta D Lankheet, Times Press, 1819 25 pp.

২৫ মার্চ ১৮১৯ তারিখের Supplement to *Government Gazette* পত্রে ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

9. Translation of the Kut'h-Opunishud of the Ujoor-Ved, according to the gloss of the celebrated Sunkuracharya. Calcutta, 1819. 40 pp.

10. An Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances. By Ram Mohun

* ইহা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের An apology for the present system of Hindoo Worship পুস্তকের উত্তরে রচিত। মৃত্যুঞ্জয়ের ইংরাজী পুস্তকখানি 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'তে স্থান পাইয়াছে।

Roy, Calcutta. Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road. 1280. 4 pp.

ইহার আখ্যা-পত্রে প্রকাশকালটি ইং ১৮২০ স্থলে ভ্রমক্রমে "1280" ছাপা হইয়াছে।

11. A Second Conference between an advocate and an opponent of, the practice of burning widows alive. Translated from the original Bengalee. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press,—Circular Road. 1820.

12. The precepts of Jesus, the Guide of Peace and Happiness ; extracted from the Books of the New Testament, ascribed to the four Evangelists. With translations into Sungscrit and Bengalee. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road. 1820. iv+82 pp.

এই পুস্তকের আখ্যা-পত্রে সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদের কথা আছে, কিন্তু তাহা :আর মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস হালদার এই এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ 'যীশুপ্রণীত হিতোপদেশ' নামে প্রকাশ করেন।

13. An Appeal to the Christian Public in defence of the "Precepts of Jesus," by A Friend to Truth. Printed at Calcutta : 1820. 20 pp.

14. Second Appeal to the Christian Public, in defence of the "Precepts of Jesus." By Rammohun Roy. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road. 1821. 173 pp.

১ আগষ্ট ১৯২১ তারিখ 'ক্যালকাটা জর্নালে' ইহা সমালোচিত হয়।

15. The Brahmunical Magazine : or, the Missionary and the Brahmun. Being a vindication of the Hindoo Religion against the attacks of Christian Missionaries. By Shivu-Prusad Surma. Nos. 1, 2 & 3—1821.

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম তিন সংখ্যা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর আর বাংলা অংশ, প্রকাশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই।

দুই বৎসর পরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর ৪র্থ সংখ্যা কেবল ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬, আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

The Brahmunical Magazin : or, The Missionary and the Brahmun. To be continued occasionally. No. IV. By Shivu Prusad Surma. Calcutta. 1823.

'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনে'র ১ম-৩য় সংখ্যা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ৩+৪১)। এই সংস্করণে বাংলা অংশ বর্জিত হইয়াছিল, তাহার কারণ সম্বন্ধে ২য় সংস্করণের ভূমিকায় এইরূপ উল্লেখ আছে :—

...the 3rd No. of my Magazine has remained unanswered for nearly two years During that long period the Hindoo community (to whom the work has particularly dddressed and therefore printed both in Bengallee and English) have made up their minds that the arguments of the BRAHMUNICAL MAGAZINE are unansuerable and I now republish, therefore, only the English translation, that the learned among Christians, in Europe as well as in Asia, may form their opinion on the subject.

16. Brief Remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of Females, according to the Hindoo Law of Inheritance. By Rammohun Roy Calcutta Printed at the Unitarian Press. 1822,

১৮ই জানুয়ারী ১৮২২ তারিখের *Calcutta Journal* পত্রে ইহা সমালোচিত হইয়াছে।

17 Final Appeal to the Christian Public in Defence of the "Precepts of Jesus" Calcutta, Dhurmtollah, Unitarian Press, January 30, 1823. vii+379 pp.

18. Humble Suggestions to his countrymen who believe in the One True God. By Prusunnu Koomar Thakoor Calcutta : 1823.

ইহার ইংরেজী ও বাংলা অংশ একত্রে প্রকাশিত হয়। ১৫ই মার্চ ১৮২৩ তারিখের 'ক্যালকাটা জর্নালে' ইহা সমালোচিত হইয়াছে।

19. Petitions against the Press Regulations :

(*a*) *Memorial to the Supreme Court.* March 1823.

এই আবেদনপত্রখানি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নালে'র ৫৮১-৮৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

(*b*) *Appeal to the King in Council.* 1825.

এই আবেদনপত্রখানি সম্বন্ধে একটি ভুল আমাদের মধ্যে চলিতেছে। এই ভুলের সূত্রপাত হয় রামমোহন-জীবনীতে মিস কলেটের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে :—

> "The Privy Council in November 1825, after six months' consideration, declined to comply with the petition, presented by Mr. Buckingham, late of the Calcutta Journal, against the Press Ordinance of 1823." (P. 105.)

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে এদেশবাসীর এই আবেদন-পত্র বাকিংহামও দাখিল করেন নাই, 'প্রিভি কাউন্সিলে' উপস্থাপিত করিবার জন্যও রচিত হয় নাই; উহা বোর্ড অব কনট্রোলের মারফৎ সম্রাট চতুর্থ জর্জের নিকট প্রেরিত হইয়া ছিল।

20. A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians. Part I. Calcutta, may 9, 1823. 8pp.

21. A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians. Part II. Calcutta, May 12, 1823. 8pp.

22 Two Dialogues. Calcutta, May 16, 1823. 8pp.

(*a*) Dialogue First between a Trinitarian Missionary and Three Chinese Converts.

(*b*) Dialogue Second between a Unitarian Minister and an Itinerant Bookseller.

ইহার প্রথমটি রামমোহন রায়ের রচনা। দ্বিতীয়টি রাইট (Wright) নামে একজন সাহেবের রচনা—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের *Monthly Repository*-তে ইহার উল্লেখ আছে।

পূর্বোল্লিখিত তিনখানি পুস্তিকা (নং ২০-২২) ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর-সংখ্যা *Modern Review* পত্রে (পৃ. ৬২৪-২৮) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

23. A Vindication of the Incarnation of the Deity, as the common basis of Hindooism and Christianity, against the Schismatic attacks of R. Tytler, Esq., M. D. . .By Ram Doss. Calcutta : Printed by S, Smith and Co., Hurkaru Press. 1823.

24. A Letter on European Education Calcutta, 11 December, 1823

এই পত্রখানি রামমোহন বিশপ হেবারের মারফৎ 'বর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। হেবার লিখিয়াছেন :—

> "...Rammohun Roy, a learned native, who has sometimes been called, though I fear without reason, a Christian, remonstrated against this [Orientalist] system last year, in a paper which he sent me to be put into Lord Amherst's hands, and which, for its good English, good sense, and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic." *Journal*, II. p. 388.

এই পত্রের প্রতিলিপি বাংলা-গবর্মেণ্টের দপ্তরখানায় (*Copy book of Letters Received and Issued by the General Committee of Public Instruction* 1823 24, pp. 42-50) রক্ষিত আছে। H Sharp-সম্পাদিত *Selections from Educational Records* গ্রন্থের ৯৮-১০১ পৃষ্ঠাতেও ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

রামমোহনের এই পত্র সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের বা জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের মন্তব্য আমি সর্বপ্রথম সরকারী দপ্তর হইতে প্রকাশ করি, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মে সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'র ৬৫০ পৃষ্ঠা অথবা *J. B. O. R. S.*-এ প্রকাশিত (Vol. xvi. pt II) "Rammohun Roy as an Educational Pioneer" প্রবন্ধের ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

25. A letter to the Reverend Henry Ware on the Prospects of Christianity in India. Calcutta, 1824.

26. Translation of a Sunscrit Tract on different modes of worship. By a Friend of the Author. Calcutta : 1825.

27. Bengalee Grammer in the English Language. By Rammohun Roy. Calcutta : Printed at the Unitarian Press, 1826. 140 pp.

28. A Translation into English of a Sunskrit Tract, inculcating the divine worship ; esteemed by those who believe in the revelation of the Veds as most appropriate to the nature of the Supreme Being. Calcutta. 1827.

29 Answer of a Hindoo to the question, "Why do you frequent a Unitarian Place of worship instead of the numerously attended Established Churches ?" 1827.

মিস কলেট রামমোহন-জীবনীতে লিখিয়াছেন, "Towards the close of the year, he published a little tract entitled *Answer of a Hindoo*...It bears the signature of Chundru Shekhur Dev, a disciple of Rammohun ; but, as Mr. Adam informed Dr. Tuckerman in a letter dated Jan. 18, 1828, it was entirely Rammohun's own composition." (P. 127.)

30. Symbol of the Trinity. 1828 (?)

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নালে' (পৃ. ৭১-৭২) রামমোহনের এই রচনাটি মুদ্রিত হইয়াছে।

31. The Universal Religion : Religious Instructions founded on Sacred authorities. Calcutta : 1751 s. [1829.]

32. The Padishah of Delhi to King George the Fourth of England. Feb. 1829.

রামমোহন কর্তৃক রচিত এই আবেদনপত্রখানি আমার *Raja Rammohun Roy's Mission to England* (1926) পুস্তকের ৫১-৬৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

33. Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands. 1829 (August ?)

ইহা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নালে' (Asiatic

Intelligence,—Calcutta, pp. 203 5) মুদ্রিত হইয়াছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ তারিখে গবর্মেণ্ট এই আবওী নামঞ্জুর করেন।

এই আবজীখানি রাম মোহনের রচনা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁহার *A Lecture on the Life and Labours of Rammohun Roy* পুস্তকায় এই আইন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

> "Rammohun Roy instantly placed himself at the head of the native land-holders of Bengal, Behar, and Orissa, and in a petition of remonstrance to Lord William Bentinck, Governor-General, protested against such arbitrary and despotic proceedings The appeal was unsuccessful in India, was carried to England, and was there also made in vain,... Rammohun Roy, both in India and England, raised his powerful and warning voice on behalf of his countrymen whom he loved, and on behalf of the British Government to which he was in heart attached,..."

34 Address to Lord William Bentinck, Governor-General of India, upon the passing of the Act for the abolition of the Suttee. 1830.

এই মানপত্রখানি রামমোহনের রচনা বলিয়া ধরা হয়। ১৮ জানুয়ারী ১৮৩০ তারিখের *Government Gazette* পত্রে ইহার ইংরেজী ও বাংলা উভয় অংশই প্রথম প্রকাশিত হয়, পরবর্তী ২৩ জানুয়ারী তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' (তখন দ্বিভাষিক) উহা উদ্ধৃত করেন। মানপত্রের বাংলা অংশও রামমোহনের রচনা হওয়া বিচিত্র নয়।

35 Abstract of the arguments regarding the burning of widows, considered as a religious rite Calcutta. 1830.

36. Essay on the rights of Hindoos over ancestral property, according to the Law of Bengal Calcutta. 1830. 47 pp.

ইহা ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ তারিখের *Bengal Chronicle* পত্রে সমালোচিত হইয়াছে

37. Counter-petition to the House of Commons to the memorial of the advocates of the Suttee.

ইহা ৩০ নবেম্বর ১৮৩০ তারিখের *Bengal Chronicle* পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। 'এশিয়াটিক জর্নালে'ও (May 1831, Asiatic Intelligence, —Calcutta, pp. 20-21) ইহা প্রকাশিত হয়।

38. The English in India should adopt Bengali as their language. (Unpublished)

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু' (পৃ. ৬৩৫-৩৬) দ্রষ্টব্য।

39. Hindu authorities in favour of slaying the Cow and eating its flesh.

এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার হালদার ১৮৫৫ শকের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (পৃ. ৬৩) লিখিয়াছেন :

> "আমার পিতা ৺রাখালদাস হালদার...ইং ১৮৬০ খৃঃ তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ বিলাত গমন করেন। তথায় প্রবাসকালে তিনি রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু Mr. William Adam-এর নিকট হইতে রাজার স্বহস্তলিখিত একটি প্রবন্ধ প্রাপ্ত হন। প্রবন্ধটির বিষয়—"Hindu authorities in favour of slaying the cow and eating its flesh". ইহাতে অপর হস্তে ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি অসম্পূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইং ১৮৮৭ খৃঃ আমার পিতার মৃত্যুর পর কাগজগুলি আমার নিকটেই ছিল। কয়েক বৎসর হইল আমি ঐগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। এক্ষণে কাগজগুলি তাঁহারই নিকটে আছে। রাম মোহনের এই প্রবন্ধটি এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে।"

রামমোহনের ইংরেজী-গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই তিনখানি উল্লেখযোগ্য :—

(*a*) The English works of Raja Ram Mohun Roy. Edited by Jogendra Chunder Ghose. Vol. I (Aug. 1885), Vol. II (1887).

(*b*) The English works of Raja Rammohun Roy. Panini Office. 1906.

রামমোহনের কতকগুলি পত্র 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন'-এর ইংরেজী অনুবাদ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত গ্রন্থকারের জীবনী ছাড়া এই সংস্করণ শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

(c) The English Works of Raja Rammohun Roy (Social and Educational). The Centenary Edition. May 1934.

ইহাতে মুদ্রিত *Some Remarks in vindication of the resolution passed by the Government of Bengal in 1929*·· এবং *Bengalee Grammer in the English Language* পুস্তক দুইখানি রামমোহনের অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

বিলাত হইতে প্রকাশিত

1. Translation of an Abridgment of the Vedant, or, Resolution of all the Veds, the most celebrated and revered work of Brahminical Theology. Likewise a Translation of the Cena Upanishad, one of the chapters of the Sama Veda, according to the gloss of the celebrated Shancaracharya, establishing the unity and the sole omnipotence of the Supreme Being, and that He alone is the object of worship. By Rammohun Roy. London: Printed for T. and J Hoitt, Upper Berkeley Street, Portman Square, 1817.

ইহাতে রামমোহনের মনিব-বন্ধু জন্‌ ডিগবীর ভূমিক ও রামমোহনের একখানি পত্র স্থান পাইয়াছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

2. The Precepts of Jesus the Guide to Peace and Happiness, extracted from the Books of the New Testament ascribed to the Four Evangelists to which are added the First and Second Appeal to the Christian Public, in reply to the Observations of Dr. Marshman, of Serampore. London, 1823.

3. Final Appeal to the Christian Public in Defence of the "Precepts of Jesus". London, Hunter 1823.

4. Answers to Queries by the Rev. H. Ware, of Cambridge, U. S., printed in "Correspondence relative to the Prospects of Christianity, and the Means of promoting its Reception in India. London : C. Fox. 1825.

5. Treaty with the King of Delhi. Decision thereon by the Governor-General of India. Reports of the British Resident and Political Agent at Delhi ; with Remarks. London : Printed by John Nichols, 47. Tottenham Court Road. 1831.

ইহা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যা *Modern Review* পত্রের ৪৯-৬১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে।

6. Some Remarks in vindication of the Resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the Practice of Female Sacrifices in India. Nichols and Sons, Printers, Earl's Court, Cranbourn Street, Leicester Square. London [1831 Sep.?] 8+4 pp.

ইহা সর্বপ্রথম ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যা *Modern Review* পত্রে (পৃ.২৭২-৭৬) পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহার একখণ্ড লাহোর ফোরম্যান খ্রীষ্টান কলেজ লাইব্রেরিতে আছে।

7. Essay on the Right of Hindoos over Ancestral Property, according to the Law of Bengal. By Rajah Rammohun Roy. Second Edition : with an appendix. containing Letters on the Hindoo Law of Inheritance. Calcutta : Printed, 1830. London : Smith, Elder, and Co., 65, Cornhill. 1832.

এই লণ্ডন-সংস্করণে প্রদত্ত "Appendix" অংশটি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের পুস্তকে ছিল না।

8. Exposition of the practical operation of the Judicial and Revenue Systems of India, and of the general character and condition of its native inhabitants, as submitted in evidence to the authorities in England. With Notes and Illustrations, Also a brief Preliminary sketch of the ancient and modern boundaries, and of the history of that country Elucidated by a Map. By Rajah Rammohun Roy. London : Smith, Elder and Co Cornhill 1832

9 Answers of Rammohun Roy to Queries on the Salt Monopoly, March 19, 1832

Parliamentary Papers of 1831 32 (Vol XI, pp 685 86) হইতে আমি ইং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'-তে পৃ ৫৫৩-৫৫ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

10 Translation of several Principal Books, Passages, and Texts of the Veds and of some controversial works on Brahmunical Theology By Rajah Rammohun Roy Second Edition London Parbury, Allen & Co 1832 282 pp.

11 Appeal to the British Nation against a violation of common justice and a breach of public faith by the Supreme Government of India, with the Native Inhabitants London [1832 ?]

ইহার এক খণ্ড লাহোর ফোরম্যান খ্রীষ্টান কলেজ লাইব্রেরিতে আছে।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট লাখেরাজ ও নিষ্কর ভূমি-সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে এদেশবাসীর আবেদন অগ্রাহ্য করেন বিলাতে অবস্থানকালে রামমোহন অন্যতম সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে এ বিষয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট আপীল করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন ফল না পাইয়া তিনি শেষে ব্রিটিশ জনসাধারণকে সচেতন করিবার মানসে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে আলোচ্য পুস্তিকাখানি প্রচার করেন। এই পুস্তিকায়,

বঙ্গীয় গবর্মেণ্টকে প্রেরিত আবেদনপত্র (নং ৩৩ দ্রষ্টব্য) ছাড়া পূর্ব-ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্তসার, বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট ও কোর্ট অব ডিরেক্টরদের উত্তর ও আরও কিছু সংবাদ ও মন্তব্যাদি স্থান পাইয়াছে। ৪ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়।

বিলাতের *Times* পত্র এই ব্যাপারে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট ও কোর্ট অব ডিরেক্টরদের আচরণ সম্বন্ধে ৬ই ও ১৩ই এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করেন। ইহা পাঠ করিয়া, সম্ভবতঃ ভারত সরকারের কার্যাবলীর সহিত পরিচিত জনৈক ব্যক্তি "A. B." স্বাক্ষরে বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্নালে' (জুন ১৮৩৩, পৃ. ১০৯-১১) "Case of Ram Rutton Muckerjah" নামক প্রবন্ধে প্রতিবাদ করেন। ইহার প্রত্যুত্তর "C. D." স্বাক্ষরে পরবর্তী জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নালে' (পৃ. ২১১-১৮) প্রকাশিত হয়। এই প্রত্যুত্তরের লেখক খুব সম্ভব রামমোহন।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি এবং 'টাইম্‌স' ও 'এশিয়াটিক জর্নালে' প্রকাশিত পত্রাবলী শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার সঙ্কলিত *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India* পুস্তকের ৫১৩-২৮ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

12. Translation of the Creed maintained by the Ancient Brahmins, as founded on the Sacred Authorities. Second Edition, reprinted from the Calcutta Edition. London: Nichols and Son. 1833. 15 pp.

13. Autobiographical Sketch. October, 1833.

রামমোহনের মৃত্যুর পর স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট ৫ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখে বিলাতের *Atnenaeum* পত্রে (পৃ. ৬৬৬-৬৮) রামমোহনের জীবনকথার সহিত এই আত্মজীবনী প্রকাশ করেন।* তিনি লিখিয়াছেন:—

"The Rajah gave the brief sketch of his life, shortly before he proceeded to France in the autumn of last year (1832), and it may serve to the public a general

* ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৩ তারিখের পাক্ষিক *Onward* পত্রের রামমোহন-সংখ্যায় "English Appreciation of Rammohun Roy" নামে আমি ইহা প্রকাশ করিয়াছি।

idea of his history, until a complete account of his life, character, and opinions, be compiled from the memoranda he has left behind him, his published works, and the recollections of his friends. But a few particulars in illustration of the above sketch, by one who was for years inhabits of daily confidential communication with him, both before and since his arrival in England, may gratify the rational curiosity of the public, regarding this eminent and truly remarkable man."

মিস কলেট এই আত্মজীবনীকে "spurious 'autobiographical letter' published by Sandford Arnot" বলিয়াছেন (*Life and Letters of Raja Rammohun Roy.*) কিন্তু কেন তিনি ইহাকে জাল মনে করেন, তাহার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই।

জীবনী

রামমোহনের ··প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার রাজসরকারে চাকুরি করিয়া 'রায়-রায়ান্' উপাধি পান। তাঁহার পিতামহ ব্রজবিনোদ আলিবর্দী খাঁর শাসনকালে বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌আলম যখন পূর্বদেশে ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার অধীনে কর্মচারী হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও মুর্শিদাবাদ সরকারে কাজ করিতেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে।···রামকান্ত রায়ের তিন সংসার ছিল। প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রা দেবী নিঃসন্তান ছিলেন; দ্বিতীয়া তারিণী দেবী—জগমোহন, রামমোহন ও এক কন্যার মাতা, ও তৃতীয়া রামমণি দেবী—রামলোচন রায়ের মাতা ছিলেন।

তারিণী দেবীর দুই পুত্রের মধ্যে রামমোহন কনিষ্ঠ। পিতার রাধানগরে বাসকালেই ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে* তাঁহার জন্ম হয়। তারিণী দেবী তেজস্বিনী,

* রামমোহনের জন্মের দুইটি তারিখ চলিয়া আসিতেছে, ইং ১৭৭২ ও ১৭৭৪। ইহাদের মধ্যে কোনটি ঠিক, তাহা অকাট্যরূপে নির্ধারণ করিবার উপায় না থাকিলেও ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পক্ষে সমসাময়িক প্রমাণ আছে। ইহা রামমোহনের মনিব ও বন্ধু জন ডিগবীর দুইটি উক্তি। ডিগবীর উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে *Trans.*

প্রখর বুদ্ধিশীলা ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। রামমোহনের চরিত্রের অনেক গুণ সম্ভবতঃ তাঁহার মাতার নিকট হইতে পাওয়া।

রামমোহনের বাল্যকাল সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই চলে। তাঁহার বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে কিংবদন্তী এইরূপ: তিনি কিছুদিন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়া বাড়িতে ফার্সী শেখেন; অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে আরবী শিখিবার জন্য পাটনায় এবং শেষে সংস্কৃত শিখিবার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল কথার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহা বলা দুরূহ। রামমোহনের বন্ধু অ্যাডম সাহেব আবার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন (ইং ১৮২৬) যে, রামমোহন দশ বৎসর কাশীতে থাকিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন যে একাদিক্রমে দশ বৎসর কাশীতে থাকিতে পারেন না, তাহা সুনিশ্চিত। বাল্যকালে রামমোহনের তিনটি আনুষ্ঠানিক বিবাহের কথাও আমরা জানিতে পারি। অতি অল্প বয়সে তাঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। অ্যাডামের একখানি পত্রে প্রকাশ, রামমোহনের বয়স যখন মাত্র ৯ বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতা এক বৎসরেরও কম ব্যবধানে দুইবার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

রামমোহন তাঁহার জীবনের প্রথম ১৪ বৎসর যে প্রধানতঃ রাধানগরের বাড়িতেই কাটাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বাড়িতেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত সুখসাগরের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রাম-নিবাসী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় হয়। এই নন্দকুমার প্রথম-জীবনে অধ্যাপক ছিলেন ও পর-জীবনে তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিত হন। মনে হয়, রামমোহনের সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার অনেকটা ইঁহার শিক্ষার ফল। অন্ততঃ তিনিই যে রামমোহনকে

of an Abridgment to the Vedant, ...Likewise A Trans. of the Cena Upanishad প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি রামমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের বয়স ৪৩ বৎসর, এবং ডিগবীর সহিত যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর। এই দুইটি উক্তি হইতেই রামমোহনের জন্মবৎসর—ইং ১৭৭৪ পাওয়া যায়। ডিগবী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন, এবং পর-বৎসর (ইং ১৮০১) কলিকাতায় রামমোহনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম ধরিলে, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ বৎসর হয়। কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিগবী এদেশেই আসেন নাই,—রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া তো দূরের কথা।

তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট করেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি বয়সে রামমোহন অপেক্ষা প্রায় ১১ বৎসরের বড় ছিলেন।

পর-বৎসর, অর্থাৎ রামমোহনের বয়স যখন ১৫, তখন তিনি অন্য প্রকার ধর্ম দেখিবার মানসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া দুই-তিন বৎসরের জন্য তিব্বতে গিয়াছিলেন,—ডাঃ কার্পেণ্টার এই কথা রামমোহনের মুখে শুনিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহন তাঁহার কোন রচনাতেই নিজমুখে তিব্বত-ভ্রমণের কথা বলেন নাই। তাঁহার প্রথম-জীবনের ভ্রমণ সম্বন্ধে, ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহ্ফাৎ-উল্‌মুয়াহ্‌হিদীনে, এইরূপ লিখিয়াছেন :—

> আমি পৃথিবীর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে পর্যটন করিয়াছি।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন কলিকাতা যান, তাহার কারণ খুব সম্ভব একটি বৈষয়িক ব্যাপার। এই বৎসর তিনি অনরেবল অ্যাণ্ড্রু ব্যাম্‌জে নামে কোম্পানীর এক সিবিলিয়ানকে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ দেন। এই টাকাটা রামমোহন তাঁহার সরকার—গোলকনারায়ণ সরকারের হাতে এক অ্যাটর্নীর আপিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেইখানে ব্যাম্‌জে দলিল লিখিয়া দেন।

ইহার পর রামমোহনের লিখিত ২১ ফেব্রুয়ারী ১৭৯৮ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৭৯৯ তারিখে দুইটি পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ভুরসুট পরগণায় পিতার বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এই সকল আভাস-ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, রামমোহন এই কয় বৎসর বিষয়কর্ম উপলক্ষে কলিকাতা, বর্ধমান, লাঙ্গুলপাড়া ও নিকটবর্তী নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

রামমোহন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে "পাটনা, কাশী ও কলিকাতা হইতে দূরবর্তী প্রদেশে" যাইবার জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু (confidential friend) রাজীবলোচন রায়ের সহিত নিজের তালুকাদির বিলি-বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পুত্র রাধাপ্রসাদ জন্মিবার পূর্বেই, রামমোহন পশ্চিম যাত্রা করিলেন। এই যাত্রার উদ্দেশ্য খুব সম্ভব চাকুরী বা অর্থোপার্জন। যে ব্যাম্‌জেকে তিনি বৎসর-তিনেক পূর্বে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ দেন তিনি তখন কাশীতে ছিলেন।

কিন্তু রামমোহনের বিদেশ-প্রবাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮০১

খ্রীষ্টাব্দেই তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পর বৎসর-দুই রামমোহন কলিকাতা হইতে কোথাও গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কয়েক বৎসর পরে (ইং ১৮০৯) বড়লাটের নিকট একটি দরখাস্তে রামমোহন লেখেন যে, তাঁহার বংশ ও শিক্ষা সম্বন্ধে সকল সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কর্মচারিগণ ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীদের নিকট হইতে জানা যাইবে। তাঁহাকে রংপুরের দেওয়ানীর জন্য সুপারিশ করিবার সময়ে কলেক্টর ডিগবীও লেখেন (৩১ জানুয়ারী ১৮১০) যে, সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কাজী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান ফার্সী মুন্‌শী রামমোহন রায়ের চরিত্র ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারিবেন। এই সকল উক্তি হইতে মনে হয়, রামমোহন সদর দেওয়ানী আদালতের ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত কোন-না-কোন প্রকারে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজ কর্মচারিগণের ফার্সী ও মুসলমান আইন শিক্ষার প্রয়োজনের জন্য সে যুগে কলিকাতায় মুসলমানী বিদ্যার খুব চর্চা ছিল। সুতরাং রামমোহন কলিকাতার উচ্চপদস্থ মুসলমান মৌলবীদের সাহায্যে আরবী-ফার্সীর ব্যুৎপত্তি গভীরতর করেন, তাহাও অসম্ভব নয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে খুব সম্ভব কলিকাতাতেই তিনি জন্ ডিগবীর সহিতও পরিচিত হন। ডিগবী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন এবং অন্য সকল সিবিলিয়ানদের মত সর্বপ্রথম কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন।

কলিকাতায় রামমোহন নানা বৈষয়িক কাজকর্ম করিতেন। তিনি কোম্পানীর কাগজ কিনিতেন ও উহার ব্যবসা করিতেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় টমাস উডফোর্ড নামে কোম্পানীর আর এক জন সিবিলিয়ানকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ দেন। এই টাকাটা কর্জ দিবার সময় রামমোহনের তহবিলে মাত্র দুই হাজার টাকা থাকায় বাকি তিন হাজার টাকা জোড়াসাঁকোর জয়কৃষ্ণ সিংহের নিকট হইতে আনা হয়। উডফোর্ড ইহার জন্য রামমোহনকে তমসুক লিখিয়া দেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই রামমোহন ঢাকা-জালালপুরে (বর্তমান ফরিদপুরে) যথারীতি জামিন দিয়া উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন (৭ মার্চ ১৮০৩) দেখিতে পাই। উডফোর্ড ঢাকা-জালালপুরের কলেক্টর ছিলেন। রামমোহনের এই দেওয়ানী-পদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। দুই

মাস পরেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তিনি পদত্যাগ করেন। ইহার কারণ, অসুস্থতার জন্য উডফোর্ডের ঢাকা-জালালপুর ত্যাগ।...

রামকান্তের মৃত্যু ও জগমোহনের কারাবাসের জন্য রায়-পরিবার যখন দুর্দশাগ্রস্ত, তখন রামমোহনের অবস্থা বেশ সম্পন্ন। তিনি নিজেও এই কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লাঙ্গুলপাড়ায় একটি নূতন তালুক কিনিতেও দেখি।

রামমোহন ইহার কিছু দিন পরেই সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে যান। এই সময় তাঁহার দুই সিবিলিয়ান পৃষ্ঠপোষক—র‍্যামজে এবং উডফোর্ডও মুর্শিদাবাদে ছিলেন। মুর্শিদাবাদে ১৮০৩ অথবা ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের একেশ্বর-বাদ সম্বন্ধীয় আরবী ও ফার্সী পুস্তক 'তুহফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন' প্রকাশিত হয় বলিয়া মিস্ কলেট বলিয়া গিয়াছেন। ইহা ঠিক হওয়াই সম্ভব।...

রামমোহন দুই বার অল্প কালের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী করেন। বাকি সময় তিনি ডিগবীর খাস কর্মচারী ছিলেন। ডিগবী যে-সময়ে যশোহরে ছিলেন (ডিসেম্বর ১৮০৭—জুন ১৮০৮), তখন রামমোহন যে তাঁহার খাস ফার্সী মুনশী ছিলেন, এ-কথার উল্লেখ ডিগবীর একটি চিঠিতে আছে। দেশীয় লোকের কাজকর্মের সুবিধার জন্য সে কালের অনেক সাহেব বাঙালী 'বাবু' রাখিতেন। ইহাদিগকে দেওয়ান বলা হইত। রামমোহনও ডিগবীর সহিত এ-রূপেই সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ লোকের নিকট 'ডিগবীর দেওয়ান' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই রংপুর কলেক্টরীর ভার স্মেন্টকে বুঝাইয়া দিয়া ডিগবী দীর্ঘ ছুটি লইলে, রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতা ফিরিয়াছিলেন। এই বৎসরের মাঝামাঝি তাঁহাকে কলিকাতায় বিষয়কর্মে ব্যাপৃত দেখিতে পাই। কিন্তু কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হইবার পূর্বে, পর-বৎসর ইংরেজের দৌত্যকার্যে তাঁহাকে ভুটান-যাত্রা করিতে হইয়াছিল। এই ভুটান-যাত্রার বিবরণ ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন-সঙ্কলিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন' (ইঃ ১৯৪২) গ্রন্থের কয়েকখানি পত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।...

রামমোহনের দৌত্যের আসল উদ্দেশ্য আজিও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। ভোটরাজের সহিত সীমানা সম্বন্ধে আলোচনা দৌত্যের গৌণ উদ্দেশ্য হইলেও,

---

* ১৫ জানুয়ারী ১৮০৮ তারিখে ডিগবী ভাগলপুর-কোর্টের রেজিষ্টার হন, অল্প দিন পরেই আবার তিনি যশোহরে ফিরিয়া আসেন।

মুখ্য উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। তখন ইংরেজ সরকারের সহিত নেপালের যুদ্ধ চলিতেছিল। ভোটরাজ নেপালের সহিত যোগ দিবার সংকল্প করিয়াছেন, এ সংবাদ ইংরেজের কানে পৌঁছিয়াছিল (১৩৪-৩৫ নং পত্র)। এ অবস্থায় গোপনে ভুটান অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার সন্ধান লওয়া এবং কৌশলে দেবরাজাকে নিরস্ত করাই রামমোহনের দৌত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। ভোটরাজ···২১শে আশ্বিনের পত্রের শেষে লিখিতেছেন :—

> "ক্রোরঞ্চ বিশেষং রায় ও বসু জবানিত জেমত যুনিলাম গোরখার সহীত জে প্রকারে লডাইর যুদ্ধ ইহাতে মালুম হইলাম হর ২ যুদ্ধতে গোবখা তোমারদিগের পর জুলুম বদিয়ত করিয়াছে জদি এহী লড়াইর বিসয় জদি গোবখা অন্য ২ কোনো প্রকারে আমাব এখানে লিখে তবে তাহার কখনো গৌউর হবেক না আপনেব সহীত কদিম'দুস্তী বহাল থাকিলে গোরোখা কী করিতে পারে।"

'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন'কার লিখিয়াছেন :—"এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে হইতে সীমানা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ভূটানে উকিল পাঠাইবার অনিবার্য্য প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ভূটান ভ্রমণ তখনকার দিনে নিতান্ত সহজও ছিল না। কৃষ্ণকান্ত ও রামমোহনের পূর্ব্বে মাত্র দুই জন ইংরেজ কর্ম্মচারী—জর্জ্জ বোগল (Bogle) ও কাপ্তেন টার্ণার (Turner) ভূটানে গিয়াছিলেন। তখনো নেপালে যুদ্ধ শেষ হয় নাই। সীমান্তের সমস্যা মিটাইবার ছলে ভুটান অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার খবর লওয়াই কি এই দৌত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল? মনে রাখিতে হইবে যে বোগল তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই টার্ণার ও কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন ভিন্ন পথে ভূটান গিয়াছিলেন।" (ভূমিকা, পৃ. ৫০)

যাহা হউক, রামমোহনের দৌত্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল; ভোটরাজা নেপাল-পক্ষে যোগদান করেন নাই। ডিগবীর বিচার ঠিক হয় নাই সাব্যস্ত হওয়ায় ভোটরাজা শেষ-পর্যন্ত বিবাদীয় জায়গার দখল লাভ করিয়াছিলেন।···

অনেকেই বলিয়াছেন, রামমোহন ১০ বৎসর সরকারী চাকুরি করিয়া বার্ষিক ১০ হাজার টাকা আয়ের বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছিলেন। রামমোহনের এই আর্থিক উন্নতির মূলে কিশোরীচাঁদ মিত্র ঘুষের ইঙ্গিত করিয়াছেন। লিয়োনাড আবার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহার প্রতিবাদ

করিয়া লিখিয়াছেন যে, রামমোহন যাহা লইতেন, তাহা ঘুষ নহে—সে কালের দেওয়ানের "legal perquisites" ইহারা কেহই জানিতেন না যে, রামমোহন মাত্র ১ বৎসর ৯ মাস বিভিন্ন স্থানে সহকারী চাকুরি করিয়াছিলেন। সরকারী চাকুরিতে তিনি যাহাই সঞ্চয় করুন না কেন, তাঁহার অন্য আয়ের পথও ছিল; তিনি দীর্ঘকাল ডিগবীর খাস মুন্‌শীর কাজ করিয়াছেন, কলিকাতায় কোম্পানীর কাগজের ব্যবসা করিয়াছেন এবং সিবিলিয়ান প্রভৃতিকে টাকাকড়ি কর্জ দিয়াছেন।

১৮১৭ সালে কলিকাতা আসিবার অল্প দিনের মধ্যেই রামমোহন সেখানকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার তখন অর্থের অভাব ছিল না, সুতরাং কলিকাতায় তিনি ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির মতই থাকিতেন, দশ জনের কাছেও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির মতই মান্য হইতেন। তাঁহার মাণিকতলার বাড়িতে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইত। উহাদের মধ্যে দেশী লোক ভিন্ন বহু বিদেশী ব্যক্তিও থাকিত। বিদেশ হইতে যাঁহারা ভারত ভ্রমণে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এইরূপ পরিব্রাজকদের মধ্যে আফ্‌ট্‌স্‌ক্লাবেন্স (আর্ল অব মান্‌স্টার), ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকমঁ ও ইংরেজ মহিলা ফ্যানী পার্কসের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ইংরেজ মহিলা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে রামমোহনের বাড়িতে একটি উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন:—

> ১৮২৩, মে—সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা রামমোহন রায় নামে একজন ধনী বাঙালী বাবুর বাড়িতে একটি 'পার্টি'তে গিয়াছিলাম। বাড়ীর বড় হাতার বেশ ভাল রোশনাই হইয়াছিল এবং চমৎকার বাজীপোড়ান হইয়াছিল। বাড়ির ঘরে ঘরে নাচওয়ালীরা নাচ-গান করিতেছিল···উহাদের গান গাহিবার রীতি অদ্ভুত, সময়ে সময়ে স্বর নাকের ভিতর দিয়া আসিতেছিল, কতকগুলি সুর বেশ মিষ্ট; এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকীও ছিল—তাহাকে প্রাচ্য জগতের কাটালানী বলা হইত।

ইহা হইতে দেখা যায়, সেকালের সকল বড়লোকের মত রামমোহন ও মুসলমানী ধরণধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজে মুসলমানী জোব্বা চাপকান প্রভৃতি পরিতেন এবং এই পোশাক শোভন বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল, তিনি মুসলমানের সহিত পান-ভোজনও

করেন। এই জন্য হিন্দু-আচারের পক্ষপাতী লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিত ও 'যবন' বলিয়া নিন্দা করিত। রামমোহন কিন্তু সেজন্য নিজের আচার-ব্যবহারের কোন পরিবর্তন বা মুসলমান বন্ধুদিকে বর্জন করেন নাই।

...মাতা তারিণী দেবী বোধ হয় সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একদিন একাকিনী শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে একজন পরিচারিকাও লইলেন না। তথায় অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন জগন্নাথ-মন্দিরে ঝাঁট দিতেন। দুই বৎসর পরে—২১শে এপ্রিল ১৮২২ তারিখে বৈষ্ণবের সেই বাঞ্ছিত তীর্থে তারিণী দেবীর মৃত্যু হয়।

জীবনীকারগণ বলিয়া আসিয়াছেন যে, ধর্মমতের পরিবর্তনের জন্য রামমোহন দুই বার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। এই সকল কথা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, রামমোহনও রামকান্ত রায়ের অন্য দুই পুত্রের মত পিতার সম্পত্তির ন্যায্য অংশ পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রামকান্তের সহিত রামমোহনের কোন বিরোধ বা মনোমালিন্য ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে জানা যায় যে, সম্পত্তি-বিভাগের পরও রামমোহন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বর্ধমানে যাইতেন। এই সময়ে তিনি যে পিতার বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, তাহার প্রমাণও আমরা পাই তাঁহার নিজের লিখিত দুইখানি চিঠি হইতে।

এখন দেখা প্রয়োজন, রামমোহন বাল্যকালে কাশী ও পাটনায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এই সকল কিংবদন্তীর মূলে সত্য কতটুকু। দলিলপত্র হইতে দেখা যায়, ১৭৯১ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লাঙ্গুলপাড়ায়, কলিকাতায় অথবা নিকটবর্তী কোন-না-কোন জায়গায় রহিয়াছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে ১৭৯৬ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কখন কোথায় ছিলেন, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন, তাহারও সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। একমাত্র মাঝের চার বৎসর তাঁহার কার্যকলাপের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু রামকান্ত রায়ের বিষয়াসক্তি ও রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে রামকান্ত রায় পুত্রকে শিক্ষার জন্য পাটনা ও কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন অথবা রামমোহনই ধর্মবিশ্বাসের খাতিরে স্বেচ্ছায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সে-যুগে শিক্ষা একমাত্র জীবিকা অর্জনের জন্যই দেওয়া হইত। যাঁহারা বৈষয়িক কর্ম করিতেন, তাঁহারা তখন ফার্সী শিখিতেন ও যাঁহাদের অধ্যাপক ও পুরোহিত বৃত্তি ছিল, তাঁহারা সংস্কৃত পড়িতেন। এই দুই প্রকার শিক্ষাই গ্রামে হইতে পারিত। উহার জন্য বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইত না।

আর একটিমাত্র প্রশ্নের বিচার করিলেই রামমোহনের ধর্মমতের পরিবর্তন বাল্যকালেই হইয়াছিল কি-না, সে আলোচনা সম্পূর্ণ হয়। যে রচনাটি রামমোহনের আত্মকথা বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, তাহা ঠিকমত না বুঝিয়া অনেকে বলিয়া আসিয়াছেন, ষোল বৎসর বয়সে রামমোহন হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি বাংলা পুস্তক রচনা করেন। রামমোহনের প্রণীত নিজের দ্বারা প্রকাশিত অন্য পুস্তক হইতে জানা যায় যে, পৌত্তলিকতা বর্জনের অব্যবহিত পরেই তিনি যে-পুস্তক রচনা করেন, উহা আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *An Appeal to the Christian public* নামক পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন :—

> Rammohun Roy···although he was born a Brahman, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system, and no sooner acquired a tolerable knowledge of English than he made his desertion of idol worship known to the Christian world by his English publication—a renunciation that, I am sorry to say, brought severe difficulties upon him, by exciting the displeasure of his parents, and subjecting him to the dislike of his near, as well as distant relations, and to the hatred of nearly all his country men for several years.

এই পুস্তক যে 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামমোহন ইহার পূর্বে কোন পুস্তক রচনা বা প্রকাশ করিয়া থাকিলে উহার উল্লেখ এ স্থানে নিশ্চয়ই থাকিত। 'তুহ্‌ফাৎ' ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং উহার অল্প দিন পূর্বে রচিত হয়। রামমোহনের বয়স তখন ত্রিশ।

এতদুভয় ব্যতিরিক্ত যে যে দশা সে সকলিই মুমুক্ষুর সাধন দশা। অতএব সে সকল দশাতে নিষিদ্ধা চরণ পরিবর্জন পূর্ব্বক বিহিতা চরণের আবশ্যক ॥ ০ ॥

পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সত্ পুরুষেরদের নির্ম্মলজল যদ্‌বুদ্ধিতে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপকরাগেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকেনা কিন্তুতৎ পরীক্ষকেরা উত্তমসম্পুটেতে অতিযত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তনিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তুসুপক্ব বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধহইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাক্ষীস্ত্রীর হৃদয়ার্থ বোদ্ধা সুচতুরপুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখহন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদযাথবোদ্ধা সতপুরুষেরা নগ্নাউচ্ছৃঙ্খলা লৌকিকভাষাশব্দমাত্রেতেই পরাঙ্মুখহন ॥

ইতি জ্ঞানকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ০ ॥

ইতি বেদান্তচন্দ্রিকা সমাপ্তা ॥

['বেদান্ত চন্দ্রিকা'র শেষ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

X. Podarthoná zanilé.
C. Xú rupé manité que moté zanibeq?
X. Zanilé o manilé, o buzhilé axthar bhed xocol.
G. Carzió punió corite que moté zanibeq?
X. Dox Agguia, o pans Agguia zanilé; e bong tahandiguer palon corile, zemot uchit.
G. Ar qui zanibeq?
X. Muctir mulier tingun: *Axthd* manité; *Axá* manguité: *Corunć*, carzió punió corité.
G. Zanó ni podar thoná?
X. Hoé, zaní.
G. Cohó, deqhi;

Podar Thoná.

X. Pitá amardiguer,
Poromo xorgué aſló;
Tomar xidhi nameré
Xeba houq:
Aixuq amardigueré
Tomar raizot:
Tomar zé icha,
Xei houq:
Zemon porthibité,
Temon xorgué:

Amar-

এই পুস্তকের শেষে বলা হইয়াছে, "In order to avoid any future change in this book by copyists, I have had these few pages printed just after composition." সুতরাং রামমোহন যে ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলা বা অন্য ভাষায় কোন পুস্তক রচনা করেন নাই, তাহা প্রায় সুনিশ্চিত।

রামমোহনের ধর্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার দ্বারা অনেক প্রচলিত ধারণা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইলেও প্রকৃত ব্যাপার যে কি তাহা জানা গেল না। এ-বিষয়ে সত্যনির্ধারণের উপায় যে একেবারে নাই, তাহা নহে। নানা আভাস-ইঙ্গিত হইতে রামমোহনের ধর্মমতের পরিবর্তন ও মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। প্রথমে পারিবারিক কলহ ও মতান্তরের কথাই ধরা যাউক। ধর্মমত ও দেশাচার পালন লইয়া মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিত রামমোহনের মতান্তরের একাধিক পরিচয় আমরা পাই। রামমোহনের সহিত তাঁহার মাতার প্রথম কলহের উল্লেখ পাওয়া যায় রামকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে। এই ঝগড়ার ফলে তিনি পিতার শ্রাদ্ধ নিজে স্বতন্ত্রভাবে কলিকাতায় করেন। এই কলহের কারণ যে একমাত্র ধর্মমত, ইহা অনুমান করার হেতু নাই।

…রংপুরে ডিগবীর সাহচর্যে রামমোহন যেমন ভাল করিয়া ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, তেমনি আবার তীর্থস্বামীর উপস্থিতির সুযোগ লইয়া হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের রীতিমত চর্চা করেন।

সে যাহা হউক, যে এগার বৎসর রামমোহন বাহিরে ছিলেন, তাহার মধ্যে মাতার সহিত তাঁহার কলহের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনান্তর ও কলহের কাহিনী আবার শোনা যায় রামমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া 'বেদান্তদর্শন' প্রভৃতি প্রকাশ করিবার পর। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *Translation of an Abridgment of the Vedant* গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন লেখেন :—

> By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system.

…১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রংপুর হইতে কলিকাতা ফিরিয়া রামমোহন ধর্মসম্বন্ধীয় বিচার এবং পুস্তক প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ করেন।… কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের কালকে তাঁহার ধর্মমত পূর্ণ বিকাশিত হইবার কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই মত-পরিবর্তনের সূচনার প্রথম প্রমাণ আমরা পাই ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহ্‌ফাৎ' গ্রন্থে।

…রামমোহনের ধর্মসংস্কারক বৃত্তি আরম্ভ হয় পরিণত বয়সে। একান্ত শৈশবের কথা দূরে থাকুক, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার ধর্মমত পরিবর্তনের আভাসমাত্র দেখা দেয় নাই। কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিলে রামমোহনের প্রথম-জীবনের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয়, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সে-যুগের সকল সমৃদ্ধ ভদ্রসন্তানের মত স্বগ্রামে থাকিয়া পিতার ও নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হয়তো বা তখন তাঁহার সাধারণ ভদ্রলোক অপেক্ষা ফার্সী ও সংস্কৃত জ্ঞান বেশী ছিল, কিন্তু তখনও তিনি দেশাচার বা প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহ করেন নাই। তাঁহার মনে এই সংশয় ও বিদ্রোহের সূচনা হয় যখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বৈষয়িক কাজের বশে বিদেশে আসিয়া এক নূতন জগতের সন্ধান পান। এই সংশয় প্রথমে মুসলমানী বিদ্যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, পরে ইংরেজী-প্রভাবে ইহা পূর্ণ বিকশিত হইতে প্রায় পনর বৎসর লাগিয়াছিল।

ভাল করিয়া ইংরাজী শেখায় এবং ধর্ম ও রাজনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করায় একদিকে রামমোহনের যেমন জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, আর একদিকে তেমনই সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের ইচ্ছাও প্রবল হয়।

কলিকাতার স্থায়ী অধিবাসী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতী হইলেন। তিনি নিজে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, ও বলিতেন, এইরূপ ধর্মই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত। রামমোহনের যেরূপ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনই মনের প্রসারও ছিল। সেজন্য তিনি কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলনই তিনি সর্বপ্রথম আরম্ভ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি তাঁহার এই মত প্রচার করিবার জন্য চারি প্রকার পথ অবলম্বন করিলেন—

১। পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ।

২। কথোপকথন ও আলোচনা।

৩। সভা স্থাপন।

৪। বিদ্যালয় স্থাপন।

কলিকাতা আসিবার অল্প দিন পরেই রামমোহন অনুবাদ ও ভাষ্য সহ 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করেন (ইং ১৮১৫)। সে-সময়ে বাংলা দেশে বেদ-উপনিষদ্ প্রভৃতির চর্চা মন্দীভূত হইয়াছিল। রামমোহন নূতন করিয়া বেদান্ত-চর্চার সূত্রপাত করেন; বাংলা ভাষায় তিনিই বেদান্তের সর্বপ্রথম ভাষ্যকার। ইহা ছাড়া ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য তিনি 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন (ইং ১৮১৫)। ইহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে কেন, ঈশ, কঠ প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষদ্ প্রকাশ করেন। রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি হিন্দুদের প্রাচীন ও অতিসম্মানিত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিবেন, হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই জন্য তিনি অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। এই সকল ধর্মগ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

রামমোহনের প্রগাঢ় জ্ঞান ও ধর্মালোচনায় এক দিকে যেমন অনেক পণ্যমান্য ও বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, আর এক দিকে রক্ষণশীল দল তেমনই তাঁহার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। এই দল কেবলমাত্র তাঁহার মতের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রকাশ করিয়া ও তর্কবিতর্ক করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল না,—তাঁহার চরিত্র, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিল। রামমোহন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধীরতা না হারাইয়া ইহাদের যুক্তির উত্তর দিলেন।

নূতন ধর্মমত প্রচারের জন্য রামমোহনের একদিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুদের সহিত বিরোধ আরম্ভ হইল, আর একদিকে তেমনই গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরিদের সহিতও তর্কবিতর্ক বাধিল। খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রে রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বাইবেলের পুরাতন অংশ মূল অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি খ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকেই খ্রীষ্টধর্মের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তত্ত্ব বিবেচনা করিতেন না, এবং খ্রীষ্টকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন, খ্রীষ্টের বাক্যাবলীতে মানুষের মন, চরিত্র ও ধর্মবুদ্ধি উন্নত করিবার জন্য যে বহু উপদেশ আছে, উহাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এই উপদেশ এদেশের

লোকদের বোধগম্য করিবার জন্য তিনি উহা হইতে নানা বিষয়ের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই সঙ্কলন লইয়াই খ্রীষ্টান পাদরিদের সহিত তর্ক বাধে। তখন শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান পাদরি মার্শম্যান ও কেরী খুব প্রতিপত্তিশালী। তাঁহারা তাঁহাদের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিলেন যে, রামমোহন খৃষ্টধর্ম বুঝেন নাই এবং তাহার সারাংশই বাদ দিয়াছেন। রামমোহনও এই সমালোচনার উত্তর দিলেন। এইরূপে উত্তর-প্রত্যুত্তর হিসাবে বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ হইতে লাগিল। এই সময় রামমোহন উইলিয়ম অ্যাডাম নামে একজন খ্রীষ্টান পাদরিকে নিজের দলে টানিয়া আনিলেন। এই অ্যাডাম আজীবন তাঁহার সুহৃদ ছিলেন।

এই সকল পুস্তক ভিন্ন রামমোহন কয়েকখানি পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন—ব্রাহ্মণ সেবধি' (সেপ্টেম্বর ১৮২১), 'সম্বাদ কৌমুদী' (৪ ডিসেম্বর ১৮২১) ও 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' (১২ এপ্রিল ১৮২২)। এইগুলির মধ্যে প্রথমটি ইংরেজী-বাংলায়, দ্বিতীয়টি বাংলায় ও শেষেরটি ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত হইত।* 'সম্বাদ কৌমুদী' খুব উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। উহাতে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধাদি থাকিত।

রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন সংবাদপত্রের জন্য গবর্মেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে, এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তখন তিনি উহা নিষ্প্রয়োজন ও অসম্মানসূচক জ্ঞান করিয়া 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' বন্ধ করিয়া দেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার

শুক্রবার ৪ এপ্রিল ১৮২৩—(অতিরিক্ত সংখ্যা)

পূর্বেই জানান হইয়াছিল যে, মহামান্য গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিল দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিস আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গবর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটারীর নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরেও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্ণর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

* এই সকল সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িকপত্র' ও 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

এখন জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় সার্ ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য সমাজে সর্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ('মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার') প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই :—

প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটারীর সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদেব মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ; এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে,—

আক্র কে বা-সদ খুন ই জিগর বস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ্

অর্থাৎ,—যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বে-আইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মানভাজন হইবার পরও গবর্মেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল ; সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়তো এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা গবর্মেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।

গদা-এ গোশা-নশিনি ! হাফিজা ! মাখ্‌রোশ্‌
রুমূজ্‌-ই মস্‌লিহৎ-ই খেশ্‌ খুস্‌রোয়ান্‌ দানন্দ্‌ ।

—হাফিজ ! তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

পারস্য ও হিন্দুস্থানের যে-সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 'মীরাৎ-উল্‌-আখবার্‌'কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত কারণ সকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে ঘটনাবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ ; এবং ইহাও আমার অনুরোধ যে, আমি যে-স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাঁহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্বদাই তাঁহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন।

কেবলমাত্র পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিয়াই রামমোহন তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই। এই আইন রেজেষ্ট্রীকৃত হইবার পূর্বে ইহা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-অপহারক বলিয়া তিনি তাঁহার কয়েক জন কলিকাতাস্থ বন্ধুর সহিত ইহার প্রতিবাদ করেন (৩১ মার্চ ১৮২৩)। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

রামমোহন আর কোন পত্রিকা পরিচালন করেন নাই বটে, তবে মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন বিদ্যমান থাকা কালেই মাস-তিনেকের জন্য আর একখানি পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন।* ইহা ৯ মে ১৮২৯ তারিখে প্রকাশিত 'বেঙ্গল হেরাল্ড'।

কলিকাতায় আসিয়াই রামমোহন 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি হইত। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত এইরূপ একটি সভায়

* "I have the honor to inform you for the information of Government that Rammohun Roy ond Rajkissen Sing have ceased to be proprietors of this newspaper, entitled the *Bengal Herald*, from the present date."—R. M. Martin, Principal Proprietor of the *Bengal Herald*, dated 30th July 1829, to G. Swinton, Chief Secretary to Government.

নিম্নের ব্রহ্মসঙ্গীতটি গীত হয়; ইহা রামমোহনের 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' মুদ্রিত আছে (গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য)।—

কে ভুলালো হায়
কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দায়।
আপনি গড়হ যাকে,
যে তোমার বশে তাঁকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার;
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।
প্রভু বোলে মান যারে,
সম্মুখে নাচাও তারে—
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?

প্রথমে এই সভায় অনেকেই আসিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন রামমোহনের ধর্মমত লইয়া তুমুল দলাদলি আরম্ভ হইল, তখন অনেকেই ভয় পাইয়া আত্মীয় সভায় আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সভা খুব কার্যকরী ও স্থায়ী না হওয়ায় রামমোহন 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি' নাম দিয়া আর একটি সভা স্থাপন করিলেন (সেপ্টেম্বর ১৮২১)। এই সভার ধর্মমত খ্রীষ্টান ধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছিল ও উহাতে ইউনিট্যারিয়ান খ্রীষ্টান মতেই উপাসনা প্রভৃতি হইত। পুত্র রাধাপ্রসাদ, কয়েক জন আত্মীয় এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব নামে দুই জন শিষ্য লইয়া রামমোহন এই সভায় যাইতেন। এই সভা প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনে অ্যাডাম রামমোহনের প্রধান সহায়ক ছিলেন। কিন্তু এই সভাও খুব কার্যকরী হইল না।

একদিন রামমোহন ইউনিট্যারিয়ান কমিটির অধিবেশন হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন, আমাদের বিদেশী উপাসনা-মন্দিরে যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজেদেরই একটি মন্দির থাকা আবশ্যক। এই কথাটি রামমোহনের মনে লাগিল। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি নূতন সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট। ইহার নামকরণ হয়—"ব্রাহ্ম সমাজ"। সে সময়ে লোকে এই সভাকে 'ব্রহ্মসভা' বলিত।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত সভার কাজ হইত। বাঙালী

নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। পরে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত। এই সঙ্গীত করিতেন বিষ্ণু চক্রবর্তী* ও পাখোয়াজ বাজাইতেন গোলাম আব্বাস নামে একজন মুসলমান। বিষ্ণু অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। সকলেই তাঁহার গান মুগ্ধ হইয়া শুনিত। বিশেষতঃ রামমোহন তাঁহার কণ্ঠে নিম্নের স্তোত্রটি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন :—

বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং ভজ পরমেশং তূর্ণং ॥ ১ ॥
হিত্বাকায়ং হৃদয়বিকারং মায়াময়মত্রত্যং।
আশ্রয় সততং সত্তাবিততং নিরবদ্যং তৎ সত্যং ॥ ২ ॥
বেদৈর্গীতং প্রত্যগতীতং পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং জগদালোকং সর্ব্বসৈক্যশরণ্যং ॥ ৩ ॥
গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং বিবহিতবর্ণং গৃহ্লদহস্তমপীনং ॥ ৪ ॥
ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং নির্গুণমপবিচ্ছিন্নং।
বিততবিকাসং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং ॥ ৫ ॥
যস্য বিবর্ত্তং বিশ্বাবর্ত্তং বদতি শ্রুতিরবিরামং।
নাথস্থূলং জগতো মূলং শাশ্বতমীশমকামং ॥ ৬ ॥

প্রথমে এই ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রহ্মসভার কোন নিজস্ব বাড়ি ছিল না। কিছুদিন পরে অর্থ সংগ্রহ করিয়া জোড়াসাঁকোয় জমি কিনিয়া বাড়ি করা হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি এই নূতন বাড়িতে সমাজের কাজ আরম্ভ হয়। উদ্বোধনের দিন প্রায় ৫০০ হিন্দু (তন্মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ) সমবেত হইয়াছিলেন। একজন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, তিনি মণ্টগোমারি মার্টিন। ইহার প্রথম আচার্য হন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। রামমোহনের "ব্রাহ্ম সমাজ" কোন দিনই একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় ছিল না—ইহা বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়। এই সমাজে আসিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোকই এক

* ইনি বার্ধক্যনিবন্ধন ১৮০৪ শকের মাঘ মাসে (ইং ১৮৮৩) আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গায়কপদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ৪ মে ১৯০০ (২২ বৈশাখ ১৮২২ শক) তারিখে ৯৬ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮০৪ ও জ্যৈষ্ঠ ১৮২২ শক দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিতেন, বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান-ইহুদী সকলেই এই উপাসনায় যোগ দিতেন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের সূচনা হইয়াছিল এবং এই সমাজই পরে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হইয়াছে।

রামমোহনের স্থাপিত সভায় কি ভাবে কাহার উপাসনা হইবে, তাহা তিনি একটি দলিলে লিখিয়া যান। তিনি নির্দেশ করিয়া যান যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্তা, আদিঅন্তরহিত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কোন সাম্প্রদায়িক নামে তাঁহার উপাসনা হইতে পারিবে না। যে-কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, তাঁহারই জন্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ-নির্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। কোন প্রকার চিত্র, প্রতিমূর্তি বা খোদিত মূর্তি এই মন্দিরে ব্যবহৃত হইবে না। প্রাণিহিংসা হইবে না, পান-ভোজন হইবে না, জীবই হউক বা জড়ই হউক, কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাবে উল্লেখ করা হইবে না। যাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার প্রসার হয়, প্রেম নীতি ভক্তি দয়া সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে; অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।

রামমোহন যখন ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এদেশে সহমরণ-প্রথা লইয় তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। রামমোহন সহমরণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন ও যাহাতে এই নৃশংস প্রথা রহিত হয়, তাহার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছিলেন। মোগল-সম্রাট আকবর প্রথমে এই প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ-শাসন স্থাপন হওয়া অবধি মিশনরীরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন। ইংরেজ-শাসকদের মধ্যে লর্ড ওয়েলেসলী প্রথমে এই প্রথা সংযমিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার পর হইতে গবর্মেণ্ট এই বিষয়ে নানা নিয়ম করিতেছিলেন, কিন্তু একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন কি-না, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। রামমোহন কলিকাতা আসার অল্পদিন পর হইতেই সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করেন যে, বিধবাদিগকে স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে হইবে, এমন কোন নির্দেশ নাই। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা সতীদাহ বন্ধ হইলে হিন্দুধর্ম লোপ পাইবে,

এই কথা বলিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের মত প্রচার করিবার জন্য ধর্মসভা বলিয়া একটি সভা করিলেন (১৭ জানুয়ারী ১৮৩০)।

সতীদাহ-প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টাই এদেশের নারীদের জন্য রামমোহনের একমাত্র কল্যাণকর কাজ নহে। নারীজাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। তাহারা যাহাতে সম্পত্তির অধিকারিণী হয়, সে-বিষয়েও রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন।

রামমোহন শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যে-সকল কাজ করেন, তাহাও এইখানে উল্লেখ করা উচিত। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। গবর্মেণ্ট হিন্দু পণ্ডিতগণের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন, এই সংবাদে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাঁহার মতে, সংস্কৃত এতই কঠিন যে, ভাষা আয়ত্ত করিতেই প্রায় সারা জীবন কাটিয়া যায়। বহু দিন ধরিয়া এই কারণেই সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানের প্রসারের পক্ষে শোচনীয় বাধাস্বরূপ। সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি আয়ত্ত করিতেই যদি শিক্ষার্থীর প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষায় উন্নতির আশা কোথায়? বেদান্ত, মীমাংসা কিংবা ন্যায়শাস্ত্রের শিক্ষাও শিক্ষার্থীর পক্ষে সবিশেষ উপকারী হইবে না। সংস্কৃত-শিক্ষা প্রণালী দেশকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়। রামমোহন চাহিয়াছিলেন, যে-সকল কার্যকর জ্ঞান-বিজ্ঞান—যথা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীর সংস্থানবিদ্যা—চর্চা করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহার দেশবাসীর মধ্যেও যেন সেই প্রকার উদার শিক্ষানীতির প্রবর্তন হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই পত্রে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কথা বলেন নাই, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কথাই বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, রামমোহন এ-বিষয়ে কেবলমাত্র মতপ্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি পূর্বেই—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার উপায়স্বরূপ নিজব্যয়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষার উন্নতি ও প্রচারের জন্য রামমোহন যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা এ চরিতমালায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারে রামমোহনের যেরূপ আগ্রহ ছিল, রাজনৈতিক ব্যাপারেও তেমনি আগ্রহ ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে উদার এবং আন্তর্জাতিক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকট হইতে এক নিয়মানুগ শাসনতন্ত্র আদায় করিয়াও নেপল্‌সবাসিগণ অস্ট্রীয় সৈন্যগণ কর্তৃক পুনরায় দাসত্বপাশে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়—ভারতবর্ষে এই সংবাদ শ্রবণে রামমোহন মনে মনে এতই আহত হন যে, ১১ আগষ্ট ১৮২১ তারিখে সিল্ক বাকিংহামকে লেখেন :—

> I am afraid I must be under the necessity of denying myself the pleasure of your society this evening; more especially as my mind is depressed by the late news from Europe···I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.

স্পেনের স্বেচ্ছাচার হইতে দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তির সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া রামমোহন স্বভবনে বহু ইউরোপীয় বন্ধুকে আমন্ত্রণ করিয়া ভোজে আপ্যায়িত করেন। ভোজ-সভায় তিনি বলেন :—

> 'What!' replied he (upon being asked why he had celebrated by illumination, by an elegant dinner to about sixty Europeans, and by a speech composed and delivered in English by himself at his house in Calcutta, on the arrival of important news of the success of the Spanish patriots), 'ought I to be insensible to the suffering of my fellowcreatures wherever they are or however unconnected by interests, religion or language ?'—*Edinburgh Magazine* (Constable) for September 1823.

ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে উদারনৈতিক দল জয়ী হইতেছেন শুনিয়া তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইত। ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়, তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হন। ইংলণ্ডে যাইবার পথে তিনি যখন দক্ষিণ-

আফ্রিকার কেপটাউনে, তখন দুইটি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতাসূচক নূতন তিন রঙের নিশান উড়িতেছে দেখিয়া ভাঙ্গা-পা গ্রাহ্য না করিয়া, সেই জাহাজগুলিতে গিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করেন ও ফিরিবার সময় "ফ্রান্স, ধন্য ধন্য ধন্য" বলিতে থাকেন। ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে যখন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্য প্রবর্তিত হয়, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি যখন বিলাতে, তখন "রিফর্মস্ বিল" পাস হওয়া সম্বন্ধেও খুব উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার ছাড়া, এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন পরিবর্তন, জুরী-প্রথার প্রবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি আন্দোলন করেন। তখন এদেশে রাজনৈতিক আলোচনা ছিল না বলিলেই হয়। রামমোহনকেই এ-বিষয়ে পদপ্রদর্শক বলা চলে।

বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম বিলাতযাত্রা করেন। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর কলিকাতা হইতে দ্রুতগামী 'ফর্বস' নামক স্টীমারে রওনা হইয়া পরদিন খাজরীতে পালের জোরে চালিত মন্থরগতি 'অ্যালবিয়ন' জাহাজকে ধরেন। এই অ্যালবিয়ন জাহাজে যাত্রা করিয়া পর-বৎসরের ৮ই এপ্রিল লিভারপুল শহরে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। ইউরোপ গিয়া সেখানকার আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা রামমোহনের বহুকাল হইতেই ছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়-আকবর তখন নামে মাত্র দিল্লীশ্বর। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনকে দূত-স্বরূপ বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করায় এই সুবিধা ঘটিল। দিল্লীর নিকটবর্তী কতকগুলি জমিদারীর রাজস্বে নিজের অধিকার আছে বলিয়া দিল্লীশ্বর কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদনে কোন ফল না হওয়ায় বাদশা ইংলণ্ডের রাজার নিকট আবেদন করিতে সঙ্কল্প করেন ও রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়া বিলাত পাঠাইতে মনস্থ করেন। মোগল-বাদশার দেওয়া এই 'রাজা' উপাধির জন্যই আমরা তাঁহাকে 'রাজা রামমোহন রায়' বলিয়া থাকি। কোম্পানী রামমোহনের এই দৌত্য এবং উপাধি স্বীকার করিলেন না এবং তাঁহাকে দূত হিসাবে বিলাত যাইতে অনুমতিও দিলেন না। তখন রামমোহন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে বিলাত যাইবার অনুমতি চাহিলেন ও অনুমতি পাওয়ার পর বিলাত পৌঁছিয়া নিজেকে দিল্লীশ্বরের দূত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

দিল্লীশ্বরের দৌত্য ভিন্ন অন্য কারণেও রামমোহন সেই সময়ে বিলাত

যাওয়া প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তখন সহমরণ-প্রথা রহিত করিবার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুরা যে আপীল করিয়াছিলেন, প্রিভি-কাউন্সিলে তাহার শুনানি হইবার উদ্যোগ হইতেছিল, এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন সনন্দ দিবার ও ভারতবর্ষের ভাবী শাসন-প্রণালী স্থির করিবার সময়ও নিকটবর্তী হইয়াছিল। রামমোহন বিলাতে গিয়া এই সকল বিষয়েই নিজের মতামত ব্যক্ত করেন ও যাহাতে এদেশের শাসনপ্রণালীর বিধিব্যবস্থা ভাল হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করেন।

রামমোহন যখন স্নেহলালিত পুত্র রাজারাম, দুইজন সঙ্গী—রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাস এবং মুসলমান ভৃত্য শেখ বক্সুকে লইয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত পৌঁছিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা করিয়াছিল। পণ্ডিত ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে রামমোহনের খ্যাতি বহু পূর্বেই বিলাতে পৌঁছিয়াছিল।* সেখানে তাঁহার অনেক গণ্যমান্য বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তিনি বিলাত পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহারা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন এবং সেখানে পৌঁছিলে তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ৮ই এপ্রিল লিভারপুল পৌঁছিয়াই রামমোহন ঐতিহাসিক রস্কোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান ও স্থানে স্থানে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে তিনি সংবাদ পান যে, শীঘ্রই পার্লেমেণ্টে রিফর্মস বিল সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইবে। শুনিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ১৬ই এপ্রিল লিভারপুল হইতে রওনা হইয়া ১৮ই তারিখে লণ্ডনে পৌঁছেন।

লণ্ডনে পৌঁছিবার অল্প সময় পরেই বিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বেন্থাম সে-যুগের একজন বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবীর। তিনি রামমোহনকে যে সমাদর করেন, তাহা হইতেই বিলাতে রামমোহনের কিরূপ খ্যাতি হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। ইহা ছাড়া রামমোহন রাজসম্মানও লাভ করেন; ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে দূত বলিয়া স্বীকার না করিলেও রাজার নিমন্ত্রণে তাঁহাকে দূতদিগের

*১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত তাঁহার Translation of an Abridgement of Vedant পুস্তিকাখানি বিলাতের The Asiatic Journal and Monthly Register পত্রে ঐ বৎসরের নবেম্বর সংখ্যায় PREFACE BY A BRAHMIN TO a Translation of an Abridgment of the Vedant নামে পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ৪৬-৪৮)। পরবর্তী ডিসেম্বর সংখ্যা 'এসিয়াটিক জর্নালে' এই প্রসঙ্গে Britannicus লিখিত একটি প্রসংসাসূচক পত্রও প্রকাশিত হইয়াছিল (পৃঃ ৫৫৩-৫৬)।

মধ্যেই আসন দেওয়া হইয়াছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তাঁহাকে ভোজ দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বিলাতে রামমোহন ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নানারূপ রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন ও যাহাতে ইংরেজ-শাসনে এদেশের লোকদের উন্নতি হয় ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া দিল্লীশ্বরের যে-কাজের জন্য বিলাত গিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি কৃতকার্য হন। তাঁহার চেষ্টার ফলে বাদশার বৃত্তি বৃদ্ধি হয়। ইংলণ্ড হইতে রামমোহন নিজের ইংরেজী গ্রন্থাবলীও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দার্শনিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় উন্নত বলিয়া ফ্রান্স ও ফরাসী জাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। এই ফ্রান্স দেশ স্বচক্ষে দেখিবার জন্য রামমোহন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) প্যারিসে যান। তখন ফ্রান্সের রাজ লুই-ফিলিপ তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন।

রামমোহন ফ্রান্স ভ্রমণের ছাড়পত্র চাহিয়া যে পত্রখানি রচনা করেন, তাহার একটি নকল বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসে আছে। ইহাতে দেশ ও জাতিনির্বিশেষে মানবের ঐক্যের বাণী পরিস্ফুট হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সেকালেও যে রামমোহনের মনে একটি জাতিসংঘ গঠনের পরিকল্পনা জাগিয়াছিল, তাহাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। পত্রখানি এইরূপ :—

To

The Minister of Foreign Affairs of France. Paris

Sir,

You may be surprised at receiving a letter from a Foreigner, the Native of a country situated many thousand miles from France, and I assuredly would not now have trespassed on your attention, were I not induced by a sense of what I consider due to myself and by the respect I feel towards a country standing in the foremost rank of free and civilized nations.

2nd. For twelve years past I have entertained a wish (as noticed, I think, in several French and English Periodicals) to visit a country so favoured by

nature and so richly adorned by the cultivation of arts and sciences, and above all blessed by the possession of a free constitution. After surmounting many difficulties interposed by religious and national distinctions and other circumstances, I am at last opposite your coast, where, however, I am informed that I must not place my foot on your territory unless I previously solicit and obtain an express permission for my entrance from the Ambassador or Minister of France in England.

3rd. Such a regulation is quite unknown even among the Nations of Asia (though extremely hostile to each other from religious prejudices and political disssensions), with the exception of China, a country noted for its extreme jealousy of foreigners and apprehensions of the introduction of new coustoms and ideas. I am, therefore, quite at a loss to conceive how it should exist among a people so famed as the French are for courtesy and liberality in all other matters.

4th. It is now generally admitted that not religion only but unbiassed common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.

5th. It may perhaps be urged that during the existence of war and hostile feelings between any two nations (arising probably from their not understanding their real interests), policy requires of them to adopt these precautions against each other. This, however, only applies to a state of warfare. If France, therefore, were at war with surrounding nations or regarded their people as dangerous, the motive for such an extraordinary precaution might have been conceived.

6th. But as a general peace has existed in Europe for many years, and there is more particularly so harmonious an understanding between the people of France and England and even between their present Governments, I am utterly at a loss two discover the cause of a regulation wich manifests, to say the least, an want of cordiality and confidence on the part of France.

7th. Even during peace the following excuses might perhaps be offered for the continuance of such restrictions, though in my humble opinion they cannot stand a fair examination.

First : If it be said that persons of bad character should not be allowed to enter France ; still it mi ht, I presume, be answered that the granting of passports by the French Ambassador here is not usually founded on certificate of character or investigation into the conduct of individuals. Therefore, it does not provide a remedy for that supposed evil.

Secondly : If it be intended to prevent felons escaping from justice : this case seems well-provided

for by the treaties between different nations for the surrender of all criminals.

Thirdly : If it be meant to obstruct the flight of debtors from their creditors : in this respect likewise it appears superfluous, as the bankrupt laws themselves after a short imprisonment set the debtor free even in his own country ; therefore, voluntary exile from his own country would be, I conceive, a greater punishment.

Fourthly : If it be intended to apply to political matters, it is in the first place not applicable to my case. But on general grounds I beg to observe that it appears to me, the ends of constitutional Government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a Congress composed of an equal number from the Parliament of each , the decision of the majority to be acquiesced in by both nations and the Chairman to be chosen by each Nation alternatley, for one year, and the place of meeting to be one year within the limits of one country and next within those of the other ; such as at Dover and Calais for England and France.

8th. By such a Congress all matters of difference, whether political or commercial, affecting the Natives of any two civilized countries with constitutional Government, might be settled amicably and justly to the satisfaction of both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generation.

9th. I do not dwell on the inconvenience which

the system of passports imposes in urgent matters of business and in cases of domestic affliction. But I may be permitted to observe that the mere circumstance of supplying for a passport seems a tacit admission that the character of the applicant stands in need of such a certificate or testimonial before he can be permitted to pass unquestioned. Therefore, any one may feel some delicacy in exposing himself to the possibility or refusal which would lead to an inference unfavourable to his character as a peaceable citizen.

My desire, however, to visit that country is so great that I shall conform to such conditions as are imposed on me, if the French Government, after taking the subject into consideration, judge it proper and expedient to continue restrictions contrived for a different state of things, but to which they may have become reconciled by long habit, as I should be sorry to set up my opinion against that of the present enlightened Government of France.

I have the honor to be,

Sir,

Your most obedient Servant

RAMMOHUN ROY

ইহার পর রামমোহন বিলাতে ফিরিয়া আসেন ও পর-বৎসর ব্রিস্টলে বাস করিতে যান। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত আর্থিক দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতায় যে হৌসের সহিত টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ফেল হইয়া যাওয়ায় এই অসুবিধা ঘটে। রামমোহনের যখন এই অবস্থা, তখন তিনি কয়েকটি ইংরেজ-পরিবারের নিকট হইতে খুব যত্ন পাইয়াছিলেন। এই সকল পরিবারের মধ্যে হেয়ার ও কার্পেন্টার পরিবারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ল্যাণ্ট কার্পেন্টার

রামমোহনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও তাঁহার মৃত্যুর পর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন।

ব্রিস্টলে থাকা কালেই রামমোহনের জ্বর হয়। এই জ্বরে আট দিন মাত্র ভুগিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। পীড়ার সময় রামমোহন তাঁহার বহু ইংরেজ বন্ধু কর্তৃক পরিবৃত ছিলেন। তাঁহাদের বহু যত্নেও রোগের কোন উপশম হইল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার দেহান্তর ঘটিল। তিনি যজ্ঞোপবীত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই; মৃত্যুকালেও তাঁহার দেহে দ্বিজত্বের প্রতীক যজ্ঞোপবীত বিদ্যমান ছিল।

পাছে তাঁহার পুত্রদের বিষয়-সম্পত্তি পাওয়া সম্বন্ধে কোন অসুবিধা ঘটে, সেজন্য রামমোহন পূর্ব হইতেই বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন খ্রীষ্টান সমাধিস্থানে সমাহিত করা না হয়। তাঁহার এই নির্দেশ অনুসারে তাঁহার দেহ ব্রিস্টলে যে-বাড়িতে তিনি থাকিতেন, তাহারই নিকট এক নির্জন স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। দশ বৎসর পরে তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গিয়া তাঁহার দেহ স্থানান্তরিত করিয়া ব্রিস্টলের নিকট 'আরনোস্ ভেল' নামে একটি জায়গায় সমাধিস্থ করেন ও তাহার উপর একটি সুন্দর মন্দির তৈয়ার করাইয়া দেন।

পাশ্চাত্য জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সমন্বয়ের পথনির্দেশ রামমোহনের প্রধান কীর্তি। তিনি চিন্তায় ও কর্মে সার্বভৌমিক ছিলেন, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা পছন্দ করিতেন না। তবুও তিনি জাতীয় ধর্ম ও আচার বর্জন করিবার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, এক জাতির আচার-ব্যবহার অন্য জাতির মধ্যে জোর করিয়া প্রবর্তন করা সম্ভব নহে, উচিতও নহে; সুতরাং সংস্কারের প্রয়োজন হইলেও প্রত্যেক জাতিরই উহা জাতীয়ভাবে করা উচিত। সেজন্য একেশ্বরবাদও তিনি উপনিষদ ও বেদান্তের সাহায্যেই প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিদেশী শাস্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও উহাদিগকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করেন নাই। রামমোহনের পর যে-সকল মহাপুরুষ ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে বা ধর্মজীবনে, সাহিত্যে বা শিল্পকলায় নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই রামমোহন রায় ভারতবর্ষে বর্তমান যুগের প্রবর্তক। বস্তুতঃ নানা ক্ষেত্রেই

তিনি প্রথম পথ দেখাইয়াছিলেন। বহু বিষয়ে পথপ্রবর্তকের সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য। তাঁহার সমসাময়িক বয়োজ্যেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কথায়—

> "দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া, প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া, সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা, তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না; যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তরপণ্ডিত-পরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার "রামমোহন রায়" নামক গ্রন্থ হইতে, এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত "রামমোহন গ্রন্থাবলী"র 'সম্পাদকীয়' হইতে প্রবন্ধটি সংকলিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হুগলী (বর্তমানে মেদিনীপুর) জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ১২ আশ্বিন ১২২৭, মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম। তিনি স্বরচিত চরিত কথায় স্বীয় জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ...প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান।... তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষ্যে, তাঁহাদের সহিত কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরের অবমাননাব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগে, তদীয় অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন, অবশেষে, আর এ স্থানে অবস্থিতি করা, কোনও ক্রমে, বিধেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এককালে, দেশত্যাগী হইলেন।
>
> বীরসিংহ গ্রামে, উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।...রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গর্ভে, তর্কভূষণ মহাশয়ের, দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে।...জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।
>
> রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন। দুর্গাদেবী, পুত্র কন্যা লইয়া...অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে, চেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিয়া, সেই সুত বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৩।১৫ বৎসর। তিনি, মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জ্জনের চেষ্টায়, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।...

কিছু দিন পরে ঠাকুরদাস আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম

পাইয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ব্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও, বেতনের দুইটি টাকা, যথানিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। দুই তিন বৎসরের পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাই ভগিনীগুলির অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে, কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে, তদীয় কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া, তিনি যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ ও সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইলে তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাটানিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত, তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতী দেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম। বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। গ্রামস্থ বালকগণ ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আমি তাঁহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তথায় শিক্ষা করিলাম। আমি গুরু মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলাম।

পিতামহদেবের দেহাত্যয়ের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন। তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম।

কলিকাতায় উপস্থিতির পাঁচ সাতদিন পরেই, আমি পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাস তথায় শিক্ষা করিলাম। পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।

…গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যত দূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন।…আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্যবশতঃ, ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব।

মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে, আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক; আর যদি চাকরী করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে, সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া, যাহারা ল কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেওয়াই উচিত। চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কালেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণরূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর, বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।…

১৮২৯ খ্রীষ্টিয় শকে, জুন মাসের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিরূপে পরিগৃহীত হই। তৎকালে আমার বয়স নয় বৎসর। ইহার পূর্ব্বে আমার সংস্কৃত-শিক্ষার আরম্ভ হয় নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, ঐ শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করি।…

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার দেড় বৎসর পরে (অর্থাৎ, ১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার পর) ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৫৲ করিয়া বৃত্তি লাভ করেন।…

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র উপর্যুপরি তিনটি বার্ষিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় তিনবারই পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র মুগ্ধবোধ পড়িতে পড়িতে ইংরেজী-শ্রেণীতে যোগ দিয়াছিলেন (ইং ১৮৩০)। ১৮৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরাজী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র ৫৷৷০ মূল্যের পুস্তক—*History of Greece* (Rs. 4.), Reader etc (Rs. 1-8 0) এবং ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররূপে Poetical Reader No 3 ও English Reader no. 2 পারিতোষিক-স্বরূপ পাইয়াছিলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী-শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত দুই বৎসর সাহিত্য-শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত, দশকুমারচরিত ও কাদম্বরী পড়িতে হইয়াছিল।

১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় (অর্থাৎ সাহিত্য-শ্রেণীর দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায়) প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। ১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাস হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত দুই বৎসর কাল ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত-শ্রেণীতে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।

১৮৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র নগদ ৮০৲ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন, তাঁহার সহাধ্যায়ী মুক্তারাম পাইয়াছিলেন ১০০৲। কিন্তু সংস্কৃত গদ্য-রচনার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীর আর একটি পারিতোষিক ১০০৲ পাইয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে রীতিমত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করেন। সেকালে যাঁহারা আদালতের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে এই পরীক্ষা পাস করিতে হইত। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখে এই পরীক্ষা হয়। কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্তী মে মাসে ঈশ্বরচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

HINDOO LAW COMMITTEE OF EXAMINATION

We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd twenty-second April 1839 by the Committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chunder Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law officer in any of the Established Courts of Judicature.

H. T. PRINSEP	President
J. W. J. OUSELY	Members of the Commitee of Examination

This Certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the Seal of the Commitee this 16th Sixteenth day of May in the year 1839 corresponding with the 3rd Third Joistha 1761 Shukavda.

J. C. C. Sutherland
Secy. to the Committee

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের নামের শেষে "বিদ্যাসাগর" উপাধিটি লক্ষণীয়। অনেকে লিখিয়াছেন, ১৮৪১

খ্রীষ্টাব্দে কলেজে পাঠ সমাপন করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বর্গ মিলিত হইয়া তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দিয়াছিলেন। এরূপ উক্তি যে ভিত্তিহীন, তাহা জানা যাইতেছে।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এই শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন।

এই বৎসর (১৮৩৯) ২১ মে তারিখে সকল বিভাগের বহু ছাত্র সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেক্রেটারী জি. টি মার্শেলের নিকট আবেদন করেন। এই আবেদনপত্রে ন্যায়-শ্রেণীর ছাত্রবর্গের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রেরও স্বাক্ষর আছে। আবেদনকারীরা লিখিয়াছিলেন :—

ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়িনাং ছাত্রাণাং

" আমারদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই ইংরাজি ভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে উক্ত ভাষাধ্যয়ন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক নতুবা যে রাজা এতদ্দেশে ইংরাজি বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থে যত্নপূর্ব্বক বহুতর ধন ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাহার যে কেবল এতন্মহানগরস্থ প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উক্ত ভাষাভ্যাসবিষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে ইহ কোনরূপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক রীত্যানুসারে আমারদিগের ইংরাজীভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারি—লিপাবকাশ জ্যৈষ্ঠস্যাষ্টদিবসীয়া—"

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র একটি রচনা-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

"পশ্চিম অঞ্চলে, [সাহারাণপুরে] জনর্মিয়র নামে, এক অতি মহানুভাব সিবিলিয়ান্ ছিলেন। ঐ মাননীয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয়ের প্রস্তাব অনুসারে, পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, য়ুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে, কতকগুলি শ্লোক লিখিয়া, একশত টাকা পারিতোষিক পাইয়াছিলাম।" ('সংস্কৃত রচনা', পৃ. ১৬)

··তিনি অনধিক তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। ···ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীর অধ্যয়ন কালে জ্যোতিষ-শ্রেণীর পাঠও লইয়া থাকিবেন।··

বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র লাভ করেন।···

৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ মিলিত হইয়া বিদ্যাসাগরকে দেবনাগর অক্ষরে লেখা একখানি স্বতন্ত্র প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন।·

ইহাই সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র-জীবনের ইতিহাস—নীরস ইতিহাস সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি বাংলা ভাষাকে সর্বপ্রথমে সরস করিয়া সাহিত্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের উদ্যোগ-পর্বের ইতিহাস ঐতিহাসিকের নিকট কম মূল্যবান হইবার কথা নয়।

১১ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের উপনয়ন সংস্কার হয়। তিনি ছাত্রাবস্থায় আনুমানিক চতুর্দশ বৎসর বয়সে ক্ষীরপাই-নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।·

···৯ নভেম্বর ১৮৪১ তারিখে মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ শূন্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী হইলেন।···তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শেল। গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।···সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্র-জীবনের কৃতিত্বের সহিত পূর্ব হইতেই তাঁহার পরিচয় ছিল। মার্শেল ঈশ্বরচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের নিকট এক সুপারিশ পত্র পাঠাইলেন (২৭ ডিসেম্বর)। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখ হইতে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। বর্তমান বাংলার সর্বপ্রধান শিক্ষাগুরুর ইহাই কর্ম-জীবনের আরম্ভ।

···সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি অল্পস্বল্প ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, এখন প্রতি দিন বৈকালে শিক্ষকের সাহায্যে ইংরেজী পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু তালতলা-নিবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথের পিতা) তাঁহাকে প্রথমে কিছু দিন ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। প্রাতে একজন

হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহাকে হিন্দী শিখাইতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্যকালে বিদ্যাসাগর রীতিমত সংস্কৃতের চর্চাও করিয়াছিলেন, এই সময় তিনি সাংখ্য ও পুরাণ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্রবে আসিয়া অনেক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ ও গণ্যমান্য দেশীয় বড়লোকের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ-পরিচয় হয়।

প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য করিবার পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইলেন। যে-প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিতেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের পরলোক গমনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য ইংরাজীতে আবেদনপত্র পাঠাইলেন (২৮ মার্চ), উহার সহিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী মার্শেল সাহেবের একখানি প্রশংসাপত্রও ছিল। প্রশংসা-পত্রখানি এইরূপ :—

> Certified that Ishwar Chunder Vidyasagar has been Serishtadar of the Bengalee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanscrit College and studied all the branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since, by private study, acquired a very considerable degree of knowledge of the English Language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office—and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanscrit College for the last four years, in which I have been strongly impressed with his tact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites

in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, and high respectability of character.

College of Fort William
28th March 1846.

G. T. MARSHALL
Secretary, College

বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলোচনার পর, তাঁহার আবেদন-পত্র সুপারিশ করিয়া সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত ৩১ মার্চ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে পত্র লিখিলেন। ২ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখের পত্রে শিক্ষা-পরিষদ্ বিদ্যাসাগরের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছিলেন।...

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর হইতে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ এপ্রিল পর্যন্ত চার বৎসর চার মাস ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদারের কর্ম করিয়া, ৬ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে বিদ্যাসাগর মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর।

বিদ্যাসাগর উৎসাহের সহিত সংস্কৃত কলেজের কাজ করিতে লাগিলেন। সম্পাদকের সাহায্যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ তারিখে এক উন্নত প্রণালীর পঠন-ব্যবস্থার রিপোর্ট সম্পাদকের হস্তে দিলেন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের যে বৃত্তিপরীক্ষা হয়, মেজর মার্শেল তাহার পরীক্ষক ছিলেন; তিনি পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের এক স্থলে বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন:—

"The Assistant Secretary consulted me some time ago on a plan of study which he had prepared at a great sacrifice of time and labour. The suggestions therein contained appeared to me well adapted to produce order, to save time, and to secure to each subject of study the degree of attention which it deserves; as such I would beg strongly to recommend the Council to give it a trial. If I am not much mistaken, the result would prove highly satisfactory."

বিদ্যাসাগর মেজর মার্শেলের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন—এ কথা সম্পাদক রসময় দত্ত জানিতেন। বিদ্যাসাগর তদীয় রিপোর্টটি মার্শেলের গোচর না করিলে, মার্শেলের পক্ষে এই প্রস্তাবিত পঠন ব্যবস্থার কথা জানা বা তৎ-সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা কখনই সম্ভবপর হইত না। এই কারণে সম্পাদক রসময় দত্ত সহকারীর প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইলেন। তিনি ছিলেন ঠিকা কর্মচারী, সরকারী কর্ম বজায় রাখিয়া কয়েক ঘণ্টা মাত্র সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে সহকারী কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়িলে তাঁহার বিরক্ত হইবারই কথা। বোধ হয় এই কারণেই তিনি বিদ্যাসাগর-প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থা শিক্ষা-পরিষদের গোচর করেন নাই। দু-একটি ছোটখাট প্রস্তাব, যেমন,—সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়নকাল ১২ হইতে ১৫ বৎসরে পরিণত করা ছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত কোন সংস্কারই তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। কলেজের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর যখনই যাহা প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, সম্পাদক রসময় দত্ত তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এই বাধায় বিদ্যাসাগরের জলন্ত উৎসাহ নিমেষে শীতল হইয়া গেল। স্বাধীনচেতা পণ্ডিত চটিয়া কাযে ইস্তফা দিলেন; বন্ধুদের সহস্র অনুরোধ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের ইহা এক বিশেষত্ব।

১৬ জুলাই ১৮৫৭ তারিখে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইল। তখনকার দিনে এক কথায় ৫০৲ টাকা বেতনের চাকুরী একজন পণ্ডিত কি করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন, বিজয়ী রসময় দত্ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি নাকি একজনকে বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর খাবে কি?" এই কথা শুনিয়া তিনি দত্ত মহাশয়কে জানাইতে বলিয়া ছিলেন —"বলো বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।"

মার্শেল সাহেব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ও হিতৈষী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে তিনি সেই পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেলেন। শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটারী ডাঃ ময়েট তাঁহার স্থানে বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু নানা কারণে বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

শেষে ডাঃ ময়েট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর জানাইলেন, শিক্ষা-পরিষদ তাঁহাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন। ডাঃ ময়েট বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে ঐ মর্মে একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন।

৪ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছাড়িয়া পর দিন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি এবং কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে—এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের উপর ভার পড়িল। ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর "দীর্ঘচিন্তা ও যথেষ্ট বিবেচনা প্রসূত" এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদে দাখিল করিলেন। কলেজ-পরিচালনের বিধি ব্যবস্থা ও পাঠ্যপ্রণালীর বহুবিধ পরিবর্তন সমর্থন করিয়া এই রিপোর্ট লিখিত। পুনর্গঠিত সংস্কৃত কলেজ যে সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনের কেন্দ্র ও মাতৃভাষা-রচিত সাহিত্যের জন্মক্ষেত্র হইবে, এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই যে শিক্ষকরূপে এক দিন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সাহিত্য-রস বিতরণ করিবে,—পরিবর্তনের ফল যে একান্ত শুভ ও আশাপ্রদ, রিপোর্টে তিনি এ কথা দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন।

শিক্ষা-পরিষদ এমনই একজন কার্যপটু, দৃঢ়চিত্ত লোককে চাহিতেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করা যায় কি না—এই কথাই কিছু দিন হইতে তাঁহারা ভাবিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিলে (ডিসেম্বর ১৮৫০) পুরাতনের বাধা সরিয়া গেল। শিক্ষা পরিষদ বঙ্গীয় গবর্মেণ্টকে লিখিলেন:

> দশ বছর ধরিয়া বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। তাহার উপর সারাদিন তিনি অন্যত্র দায়িত্বপূর্ণ কাযে নিবিষ্ট থাকেন। কলেজের যখন কাজ চলে তখন তিনি কলেজে উপস্থিত থাকিতে পারেন না। ফলে কলেজের শৃঙ্খলা শিথিল হইয়াছে। হাজিরা-খাতার উপর মোটেই নির্ভর করা চলে না, এবং নানারূপ গোলমাল ও অব্যবস্থায় কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—কার্যকারিতা একান্তভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অথচ এই বিদ্যালয় এক বিপুল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান, কারণ কলেজের ছেলেদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হয় না।

বাংলায় সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানের যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, কর্মিষ্ঠ লোকের হাতে পড়িলে সংস্কৃত কলেজ সেই আন্দোলনের সহায়করূপে অনেক কাজ করিতে পারে।

বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগে এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের একমাত্র অন্তরায় দূর হইল। কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডাঃ স্প্রেঙ্গার আরবী ভাষায় যেরূপ সুপণ্ডিত, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাওয়া যাইতেছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষা-পরিষদের মতে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। এক দিকে তিনি ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে সংস্কৃত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মত উদ্যমশীল, কর্মনিপুণ, দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালীর মধ্যে দুর্লভ। তাঁহার রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'চেম্বার্সের বায়োগ্রাফি'র বঙ্গানুবাদ সমস্ত গবর্মেণ্ট স্কুলকলেজেই বাংলার পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ান হয়। তিনি অধ্যক্ষ হইলে বর্তমান সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ উঠিয়া যাইবে। এই দুই পদের বেতন মোট ১৫০৲ টাকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০৲ টাকা দিলেই চলিবে। সুতরাং এই পরিবর্তনে ব্যয়বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা নাই।

গবর্মেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় সম্প্রতি অস্থায়ীভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল। (৪ জানুয়ারি ১৮৫১, অনূদিত)।

সরকার শিক্ষা-পরিষদের প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। বিদ্যাসাগর মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন (২২ জানুয়ারি ১৮৫১)। এক কথায় কলেজের সংস্কার, পুনর্গঠন ও পরিবর্তনের পূর্ণ অধিকার তাঁহার হাতে দেওয়া হইল।

১৮৫১ হইতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ইহার পুনর্গঠনের ইতিহাস। বিদ্যালয়ের শাসনশৃঙ্খলার দিকে বিদ্যাসাগর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন।···প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজের ছুটি বন্ধ করিয়া সপ্তাহান্তে রবিবারে ছুটির দিন ধার্য হইল। পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রই সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকারী ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন

দেশে শিক্ষাবিস্তার ও লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির পরম বন্ধু। তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথমে কায়স্থ, পরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে-কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দুকে সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অবাধ অনুমতি দিলেন।...

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজে এক উন্নত প্রণালীর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। ব্যাকরণ-বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হইল।...

অতঃপর তিনি সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগ পুনর্গঠনের কাজে হস্তক্ষেপ করিলেন।... ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংরেজী-বিভাগে একটি অধিকতর বিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বিত হইল। পাঁচ জন শিক্ষকের মধ্যে মাসিক একশত টাকা বেতনে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী হইলেন ইংরেজীর অধ্যাপক ও শ্রীনাথ দাস হইলেন গণিতের অধ্যাপক। পূর্বে সংস্কৃতে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা চলিত -ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজ-গণিত' ছাত্রদিগকে পড়িতে হইত। বিদ্যাসাগর ইহা উঠাইয়া দিয়া অতঃপর ইংরেজীতেই গণিতের শিক্ষা প্রবর্তন করিলেন। এখন হইতে ইংরেজী অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের অন্তর্গত করা হইল।

বিদ্যাসাগর যখন এইসব সংস্কারে ব্রতী, সেই সময় শিক্ষা-পরিষদ্ কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ—বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ জে. আর. ব্যালেন্টাইনকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আহ্বান করিলেন। শিক্ষা-পরিষদের নিমন্ত্রণে ডাঃ ব্যালেন্টাইন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন (জুলাই-আগস্ট ১৮৫৩)। পরিদর্শনান্তে একটি রিপোর্ট পরিষদে [তিনি] পেশ করিলেন:—

> ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথা শুনিয়া এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ-সম্পর্কে তৎপ্রদত্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, এই সুধী অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে আমার সে ধারণা দৃঢ়তর হইল, এই আলাপে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিলাম। (অনূদিত)

[ব্যালেন্টাইনের রিপোর্টে সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী পাঠ্য তালিকায় কিছু কিছু পরিবর্তনের নির্দেশ আছে।] শিক্ষা-পরিষদ্ ডাঃ ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন (২৯ আগস্ট ১৮৫৩)। বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালেন্টাইনের বর্ণিত প্রণালীর সমর্থন করিতে না পারিয়া পরিষদের নিকট যে উত্তর প্রেরণ করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ... দেওয়া হইল:—

বিদ্যালয়ে যে-সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের মত গুণী লোকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। মিলের লজিকের যে সংক্ষিপ্তসার তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য পুস্তক-রূপে তাহাই তিনি প্রবাতত করিতে চান। বর্তমান অবস্থায়, আমার মতে, সংস্কৃত কলেজে মিলের গ্রন্থ পড়ান একান্ত প্রয়োজন। মিলেব পুস্তকের মূল্য অধিক—ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্ত-সারের প্রচলন প্রস্তাবের প্রধান কারণ ইহাই মনে হয়। আমাদের ছাত্রদের প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহ একটু বেশী দাম দিয়াও কিনিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; কাজেই মূল্যাধিক্যের জন্য এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচলন হইতে বিরত থাকিবার কারণ নাই। ডাঃ ব্যালাণ্টাইন বলেন, তাঁহার সংক্ষিপ্তসার মিলের লজিকের মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহাব করা যাইতে পাবে। কিন্তু মিল নিজে তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, আর্চবিশপ হোয়েটলির তর্কশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থই তাঁহার লজিকের সর্বোৎকৃষ্ট উপক্রমণিকা। অতএব এ-বিষয়ে বিবেচনার ভার শিক্ষা-পরিষদের উপর রহিল। ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য-দর্শনের তিনখানি পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। 'বেদান্তসার' পূর্ব হইতেই পাঠ্যরূপে সংস্কৃত কলেজে গৃহীত; ইহার ইংরেজী অনুবাদ পড়ান যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত ন্যায়-সম্বন্ধীয় 'তর্কসংগ্রহ' এবং সাংখ্য-সম্পর্কিত 'তত্ত্বসমাস' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ। আমাদের পাঠ্যসূচীতে উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তকের নির্দেশ আছে। বিশপ বার্কলের *Inquiry* সম্বন্ধে আমার মত এই যে, পাঠ্য পুস্তকরূপে ইহার প্রবর্তনে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক। কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়াইয়া উপায় নাই। সে-সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই দুই

দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে যখন এগুলি শিখাইতেই হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ান দরকার। বার্কলের *Inquiry* বেদান্ত বা সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে; ইউরোপেও এখন আর ইহা খাঁটি দর্শন বলিয়া বিবেচিত হয় না, কাজেই ইহাতে কোন ক্রমেই সে কাজ চলিবে না। তা ছাড়া হিন্দু-শিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে, বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শনের মত একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের মতের অনুরূপ, তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক, বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। এ অবস্থায় বিশপ বার্কলের গ্রন্থ পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলন করিতে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত একমত নহি।

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইরেজী উভয় প্রকারের পাঠ পদ্ধতিই যে ভাল, এ কথা ডাঃ ব্যালাণ্টাইন স্বীকার করিয়াছেন। অথচ উভয়বিধ পাঠের ফলে 'সত্য দ্বিবিধ'—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জন্মিতে পারে, এ ভয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—'এ ভয় অলীক নয়। সংস্কৃত-শাস্ত্রে পণ্ডিত অথচ ইংরেজীতেও অভিজ্ঞ আমি এমন-সব ব্রাহ্মণকে জানি, যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য লজিক ও সংস্কৃত ন্যায়,—এই উভয় শাস্ত্রের মত ঠিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু উভয়ের মূল তত্ত্বের ঐক্য সম্বন্ধে কোন ধারণা তাঁহাদের নাই এবং সে জন্য এক ভাষায় অন্যটির চিন্তাপদ্ধতি প্রকাশ করিতে অক্ষম।' আমার বিশ্বাস, যে-লোক সংস্কৃত ও ইংরেজী—এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মত পাঠ করিয়াছে—বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যে যথার্থরূপে ধারণা করিয়াছে, তাহার কাছে সত্য—সত্যই। 'সত্য দুই রকমের' এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে-শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হইবে। যেখানে দুইটি সত্যের মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেখানে সেই ঐক্য যদি কোন বুদ্ধিমান্ ছাত্র বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সেরূপ ঘটনা সত্যই অদ্ভুত বলিতে হইবে। ধরা যাক, ইংরেজী ও সংস্কৃত—উভয় ভাষাতেই ছাত্রেরা লজিক, অথবা দর্শন বিজ্ঞানের

যে-কোন বিভাগ অধ্যয়ন করিল। এখন যদি তাহারা বলে, 'লজিকের পাশ্চাত্ত্য থিয়োরিও সত্য, হিন্দু থিয়োরিও সত্য", অথচ যদি তাহারা উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান না পায়, এবং না পাইয়া এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় তাহারা বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, না-হয় যে-ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই ভাষায় তাহাদের জ্ঞান অল্প। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু-দর্শনে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা ইংরেজীতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা যায় না, তাহার কারণ, সে-সব অংশের মধ্যে পদার্থ কিছু নাই।

ডাঃ ব্যালাণ্টাইন আরও বলেন,—'বর্তমান সংস্কৃত কলেজের গঠন-পদ্ধতি এবং ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষায় শিক্ষার রীতি হইতেই বুঝা যায়, এমন এক দল লোক গড়িয়া তোলা দরকার, যাহারা পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় উভয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে, এবং উভয় দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিভাষী ব্যাখ্যাতার কায করিয়া উভয়ের মধ্যে যেখানে দৃশ্যতঃ অনৈক্য সেইখানে সত্যকার মিল দেখাইয়া দিয়া অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করিবে — হিন্দুর দার্শনিক আলোচনা যে-সকল প্রাথমিক সত্যে পৌঁছিয়াছে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সমাঞ্জস্য-বিধান করিবে।' দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত অন্যমত। আমার মনে হয় না, আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাইতে পারিব। যদি-বা করিয়া লওয়া যায়.ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয়, উন্নতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তথ্য-সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব। কোন নূতন তত্ত্ব, এমন কি, তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে, তাহারই পরিবর্ধিত স্বরূপ—যদি তাহাদের গোচরে আনা যায়, তবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। আরব-সেনাপতি আমরু আলেকজেন্দ্রিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—

আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্থা কি করা যাইতে পারে, তখন খালিফ উত্তর দিলেন, 'গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরাণের মতের অনুযায়ী, না হয় বিরুদ্ধ ; যদি অনুরূপ হয় ত এক কোরাণ থাকিলেই যথেষ্ট ; আর যদি বিরুদ্ধ মত হয় ত গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর। অতএব ওগুলি ধ্বংস কর।' আমার বলিতে লজ্জা হয়—ভারতীয় পণ্ডিতগণের গোঁড়ামি ঐ আরব খালিফের গোঁড়ামির চেয়ে কিছু কম নয়। তাহাদের বিশ্বাস, সর্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব শাস্ত্র-সমূহ অভ্রান্ত। আলাপ অথবা আলোচনার সময় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের নূতন সত্যের কথা অবতারণা করিলে, তাহারা হাসি ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেয়। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে—বিশেষতঃ কলিকাতা ও তাহার আশে পাশে— পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, শাস্ত্রে যাহার অঙ্কুর আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনিলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখান দূরে থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের কুসংস্কার-পূর্ণ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয় এবং 'আমাদেরই জয়' এই ভাব ফুটিয়া উঠে। এই সব বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করাইবার কোন আশা আছে, এমন আমার বোধ হয় না। যে প্রদেশের পণ্ডিতদের দেখিয়া ডাঃ ব্যালান্টাইন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এই সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার মত খাটাইলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

বাংলার কথা স্বতন্ত্র। 'দুইস্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করিয়া কায করা উচিত এবং 'জোর করিয়া সামঞ্জস্য-বিধান বিজ্ঞের কায নহে'—তাঁহার এই মন্তব্যগুলি খুবই সমীচীন। ভারতবর্ষের এই অংশের স্থানীয় অবস্থার দরুন শিক্ষাবিস্তার-কার্যে আমাদের ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আমি সযত্নে এখানকার অবস্থা পযবেক্ষণ করিয়াছি ; তাহাতে আমার মনে হইয়াছে, দেশীয় পণ্ডিতদের কোন-কিছুতে হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত নয়। তাহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের প্রয়োজন নাই ; কেন-না, আমরা তাহাদের কোনরূপ সাহায্য চাই

না। আজ ইহাদের সম্মানও লুপ্তপ্রায়, কাজেই এই দলকে ভয় করিবার কারণ দেখি না। ইহাদের কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। এ দলের পূর্ব-আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার আর বড় সম্ভাবনা নাই। বাংলা দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টি না করিয়াও আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিক্ষা দিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃ ভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি,—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরনের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য —আমার সঙ্কল্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা কলেজের পাঠ শেষ করিয়া এই ধরনের লোক হইয়া উঠিবে—এমন আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ আশা অলীক নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যে বাংলা ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইংরেজী বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও যে তাহারা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ ও তাহার ফলে প্রচুরপরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে জ্ঞান লাভ করিবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুখের বিষয় সম্প্রতি তাহাদের চিন্তাধারায় এমন পরিবর্তন হইয়াছে যে, মনে হয়, অতঃপর প্রত্যেক উপযুক্ত ছাত্রই দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে। এখানকার সংস্কৃত কলেজের কাছে কি আশা করা যাইতে পারে, তাহার নমুনাস্বরূপ রিপোর্টের সঙ্গে গত বর্ষের একটি বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ পাঠাইলাম। প্রবন্ধটির

লেখক—দর্শন-বিভাগের ছাত্র রামকমল শর্মা। রামকমল এই বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, কলেজের পাঠ শেষ করিতে তাহার এখনও তিন বৎসর বাকি এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সে এখনও বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।*

১/শিক্ষা-পরিষদ্ সব দিক বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন :—

"ডাঃ ব্যালাণ্টাইন সংস্কৃত কলেজের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ও উন্নতির সম্বন্ধে এমন অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া শিক্ষা-পরিষদ্ আনন্দিত। পরিষদ্ চান যে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্ত-সার ও অন্যান্য গ্রন্থ অবাধে ব্যবহার করেন। তাঁহার নিজের ও তাঁহার অধীন শিক্ষকদের পাঠনার অন্তর্গত বিষয়-সমূহের অর্থ বুঝাইবার ও উদাহরণ দিবার জন্য এগুলি অত্যন্ত কাজে লাগিবে। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের গ্রন্থের সহিত পরিচয়ে ওই সব বিষয়ের শিক্ষার্থিগণ যথেষ্ট উপকৃত হইবে। তাঁহার বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্বন্ধে অধ্যক্ষ যেন ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত সর্বদা পত্র-ব্যবহার করেন। কাশী ও কলিকাতা—এই দুইটি প্রধান বিদ্যালয়ের কর্তারা শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রমিক উন্নতি সম্বন্ধে অবাধে মতের বিনিময় করেন, ইহাই শিক্ষা-পরিষদের ইচ্ছা। (১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩, অনূদিত)

সংস্কৃত কলেজ নূতন করিয়া গড়িবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় শিক্ষা-পরিষদের এই আদেশ তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। তিনি নিজ কাযে অন্যের হস্তক্ষেপ সহিতে পারিতেন না এবং যাহা ঠিক বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইতে এক চুলও নড়িতেন না। ৫ অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটকে লিখিত এই আধা-সরকারী চিঠিখানি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের আদেশ স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম; সেই আদেশগুলি হুবহু

* ইংরেজীতে লিখিত বিদ্যাসাগরের মূল পত্রখানি...*Ishwarchandra Vidyasagar as an Educationist* প্রবন্ধে ('মডার্ণ রিভিয়ু', অক্টোবর ১৯২৭) মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রতিপালন করিতে গেলে, পরিষদের অনুমতিক্রমে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজে প্রবর্তন করিয়াছি, তাহাতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইবে। ফলে কলেজে আমার অবস্থা কতকটা অপ্রীতিকর, এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়াও ক্ষতিকর হইবে।

কলেজ বন্ধ এবং বাড়ি যাইবার উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যস্ততার দরুন আমি এ-বিষয়ে সরকারী চিঠি লিখিতে পারিলাম না। ডাঃ ব্যালান্টাইনের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিবার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি আমার মনে আসিয়াছে, কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে তাহা আমি জানাইয়া যাইতে চাই।

যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমি অনুমোদন করিতে পারি না, তাহাই গ্রহণ করিতে, অথবা সমপদস্থ একজন অধ্যক্ষের সহিত বিদ্যালয়ের উন্নতির সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মর্যাদাহানির যে কথা আছে, এমন একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই ব্যক্তিগত কথা সম্প্রতি আমি মশাইতে চাহি না, এই সর্তে কাজ করিতে কোন শিক্ষিত ইংরেজই রাজী হইতেন না। ব্যক্তিগত আপত্তি ছাড়িয়া, প্রকৃত বিষয়ে অবতীর্ণ হইতেছি।

মনে হয়, ডাঃ ব্যালান্টাইন এই ভাবিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য না হইলে ইংরেজী সংস্কৃতের ছাত্রেরা 'দুইরূপ সত্যে'র অনুবর্তী হইয়া পড়িবে। তাঁহার কাশীর পণ্ডিত-বন্ধুগণের মনোবৃত্তির সম্বন্ধে আমি কোন প্রশ্ন তুলিব না। কিন্তু এ কথা আমি জানি এবং জোর করিয়া বলিতে পারি, বঙ্গদেশে এমন একজন বুদ্ধিমান লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যিনি সংস্কৃত ও ইংরেজীতে শিক্ষিত হইয়া মনে করেন, 'সত্য দুই প্রকার'।

বাংলায় যথার্থ অধিকারী করিবার জন্য যদি আমি সংস্কৃত শিখাইতে পাই তারপর যদি ইংরেজীর সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারি এবং আমার কার্যে শিক্ষা-পরিষদের সাহায্য ও উৎসাহ পাই, তাহা হইলে এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন একদল যুবক তৈয়ারী করিয়া দিব, যাহারা নিজ রচনা ও পড়াইবার গুণে

আপনাদের ইংরেজী অথবা দেশীয় যে-কোন কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অপেক্ষা ভালরূপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিবে। আমার এই একান্ত অভিলাষ—এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকর করিবার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে। ডাঃ ব্যালান্টাইন-কৃত সংক্ষিপ্ত-সার ও গ্রন্থের যেগুলি আমি অনুমোদন করিতে পারি—যেমন *Novum Organum*-এর সুন্দর ইংরেজী সংস্করণ—তাহা আনন্দসহকারে সত্বর বিদ্যালয়ে চালাইব। কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন, মূল্য অথবা আমি যেখানকার অধ্যক্ষ, সেই বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ও অবস্থার সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়াই যদি আমাকে তাঁহার গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। তাহা হইলে বলিতে হইবে—'আমার কার্য শেষ হইয়াছে।' এইরূপ ব্যবস্থা আমার প্রবর্তিত-শিক্ষা-পদ্ধতির বাধা জন্মাইবে এবং শিক্ষা-পরিষদের কর্মচারী হিসাবে আমার কর্তব্য-জ্ঞান সত্ত্বেও যে দায়িত্ব আমি তীক্ষ্ণভাবে বোধ করি, তাহা একেবারে নষ্ট না হউক—ক্ষীণ হইয়া আসিবে।

আশা করি, ব্যস্তভাবে লিখিত আমার বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিতগুলি শিক্ষা-পরিষদ্ সদয়ভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাব কতকটা পরিবর্তিত করিয়া লইবেন,—যাহাতে সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দেশিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক না হইয়া পড়ে।

যদি দরকার হয়, কলেজের অবকাশের পর আমি এ বিষয়ে সরকারী—সুতরাং অধিকতর কেতাদুরস্ত—পত্র লিখিব। (অনূদিত)

এই পত্রখানিতে সুফল ফলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবস্থিত শিক্ষা-প্রণালী অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী যে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে।...শিক্ষা-পরিষদ্ সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে বিদ্যাসাগরের বেতন বাড়াইয়া তিন শত টাকা করিয়া দেন।

রাজকর্মচারীরা বিদ্যাসাগরকে সম্মান করিয়া চলিতেন। শিক্ষা-বিষয়ক কার্যে তাঁহারা পণ্ডিতের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সিবিলিয়ানদিগকে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভাঙিয়া

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বোর্ড-অব-একজামিনার্স গঠিত হইলে বিদ্যাসাগরকে বোর্ডের একজন কর্মী-সদস্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

…কিন্তু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারই শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের শেষ ও প্রধান কার্য নহে।

বাংলায় ছোট লাটের পদ সৃষ্ট হইল (১ মে ১৮৫৪), প্রথম ছোট লাট হইলেন—ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে। এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই মাস পূর্বে শিক্ষা-পরিষদের সদস্যরূপে হ্যালিডে বাংলায় শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার মত একটি মিনিটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন (২৪ মার্চ)। শিক্ষা-পরিষদ্-প্রদত্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া হ্যালিডে স্থির করিলেন, তিনি নিজে যে-প্রণালী পূর্বে নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। বড লাটের গ্রহণার্থ ইহাই তিনি অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন (১৬ নবেম্বর)। হ্যালিডের মিনিটের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :—

> ২। বঙ্গদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরনের পাঠশালা আছে। ইউরোপীয় এবং এদেশীয়—উভয় শ্রেণীর ভদ্রলোকের কাছে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়, কারণ শিক্ষকের কার্য অতি অযোগ্য লোকের হাতেই গিয়া পড়িয়াছে।
>
> ৩। এই পাঠশালাগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া তোলা আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। এ বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্বতন ছোট লাটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই শ্রেয়। পাঠশালাগুলির আদর্শ-স্বরূপ কতকগুলি মডেল স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার। নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলে, গুরু মহাশয়েরা আদর্শের প্রেরণায় ক্রমশঃ পাঠশালাগুলিকে উন্নত ধরনে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে।
>
> ৫। এই বিষয় সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের সুদক্ষ অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা এক মন্তব্য সংযুক্ত হইল। এ কথা সকলেই জানেন, ইনি বাংলা-শিক্ষা প্রচারকার্যে বহুদিন হইতে অত্যন্ত উৎসাহী। সংস্কৃত কলেজে নব ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য প্রাথমিক পুস্তক-সমূহ রচনা করিয়া এ-সম্বন্ধে ইনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন।
>
> ৬। অধ্যক্ষের মন্তব্যান্তর্গত শিক্ষা-প্রণালী আমি সাধারণভাবে

অনুমোদন করি। ইহা যাহাতে কাযে পরিণত হয়, তাহাই আমার অভিপ্রেত।

১৩। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের, এবং এ বিষয়ের যাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত এই—সরকারী মডেল স্কুলে প্রবেশ-দক্ষিণা প্রথম-প্রথম কিছু না থাকাই উচিত, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের মত এগুলিও নিশ্চয়ই নিজেদের খরচা নিজেরাই চালাইতে পারিবে।

২৮। শিক্ষক তৈয়ারী করিবার জন্য নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তার কথা কিছু বলি নাই। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষায় এখন বেশ ভাল শিক্ষক গড়িয়া উঠিতেছে। বর্তমান অধ্যক্ষের হাতে পড়িয়া সংস্কৃত কলেজ বাংলা দেশে নর্মাল স্কুলের স্থান অধিকার করিয়াছে।*

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, হ্যালিডের মিনিটের মূল উৎস ছিল—বিদ্যাসাগরের নিপুণ মন্তব্য। বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-সম্পর্কে এই মন্তব্যের অন্তর্গত নির্দেশগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পরবর্তী কালে গৃহীত হইয়াছিল। এই কারণে বিদ্যাসাগরের মন্তব্যটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া প্রয়োজন :—

১। সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা-শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেন না, মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।

২। লেখা পড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্যবসিত হইলে চলিবে না ; শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবন-চরিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতি-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরতত্ত্ব শেখান প্রয়োজন।

৩। নিম্নলিখিত প্রকাশিত প্রাথমিক পুস্তকগুলি পাঠ্যরূপে গ্রহণযোগ্য :—

(ক) শিশুশিক্ষা (পাঁচ ভাগ)। প্রথম তিন ভাগে আছে—বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠন শিক্ষা। চতুর্থ ভাগ—জ্ঞানোদয়-

* হ্যালিডের এবং শিক্ষা-পরিষদের সদস্যগণের মিনিটগুলি—*Selections from the Records of the Bengal Govt.*, No. xxii—Correspondence relating to Vernacular Education (Calcutta. 1855) গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

সম্পর্কিত একখানি ছোট বই। পঞ্চম ভাগ—'চেম্বার্স এডুকেশনাল্ কোর্স'-অন্তর্গত নৈতিক-পাঠ পুস্তকের ভাবানুবাদ।

(খ) পশ্বাবলী, অর্থাৎ জীবজন্তুর প্রাকৃতিক বিবরণী।

(গ) বাংলার ইতিহাস—মার্শম্যানের গ্রন্থের ভাবানুবাদ।

(ঘ) চারুপাঠ বা প্রয়োজনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পাঠমালা।

(ঙ) জীবন-চরিত—'চেম্বার্স এক্সেম্প্ল্যারি বায়োগ্রাফি' অন্তর্গত কোপার্নিকস, গ্যালিলিও, নিউটন, সার্ উইলিয়াম হর্শেল, গ্রোশ্যস, লিনিয়স, ডুবাল, সার্ উইলিয়াম জোন্স ও টমাস জে কন্সের জীবনবৃত্তের ভাবানুবাদ।

৪। পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা এবং নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী রচিত হইতেছে। ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, শারীরতত্ত্ব, ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ এবং কতকগুলি ধারাবাহিক জীবনচরিত এখনও রচনা করিতে হইবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস হইলেই চলিবে।

৫ একজন শিক্ষক হইলে চলিবে না; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্ততঃ দুইজন করিয়া শিক্ষক চাই। স্কুলগুলিতে সম্ভবতঃ তিনটি হইতে পাঁচটি করিয়া শ্রেণী থাকিবে, কাজেই একজন শিক্ষকের দ্বারা সুশৃঙ্খলায় কাজ চলিবে না।

৬। গুণ এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে পণ্ডিতদের মাহিনা ন্যূনপক্ষে ৩০৲, ২৫৲ অথবা ২০৲ টাকা হওয়া চাই। পূর্বকথিত পুস্তকগুলি যখন রচিত হইয়া পাঠের জন্য গৃহীত হইবে, তখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে একজন হেড-পাণ্ডিত রাখার প্রয়োজন হইবে।

৭। শিক্ষকেরা কোথাও না গিয়া নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানেই যাহাতে যথানিয়মে বেতন পান, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর—এই চারিটি জেলা বর্তমানে কাজের জন্য নির্বাচিত করিয়া লইতে হইবে। উপস্থিত পাঁচশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রয়োজনানুসারে জেলা চারটির মধ্যে এইগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। নগর এবং গ্রামের এমন স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যেন তাহার

নিকটে কোন ইংরেজী কলেজ বা স্কুল না থাকে। ইংরেজী কলেজ ও স্কুলের আশে পাশে বাংলা-শিক্ষা ঠিক ভাবে আদৃত হয় না।

৯। কর্মকুশল সুদক্ষ তত্ত্বাবধানের উপরও বটে, এবং কৃতবিদ্য ছাত্রদের উৎসাহদানের উপরও বটে, বাংলা-শিক্ষার সাফল্য বহু-পরিমাণে নির্ভর করে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানোপার্জন—সাধারণ দেশবাসীর এখনও উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই। এই কারণে, ছোট লাট হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব—যাহা এত দিন চাপা ছিল—দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হওয়া দরকার।

১০। তত্ত্বাবধানের নিম্নলিখিত উপায় বিশেষ কার্যকর এবং অল্পব্যয়সাধ্য হইবে।

১১। যাতায়াতের ব্যয়সুদ্ধ, মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে দুই জন বাঙালী তত্ত্বাবধায়ক রাখা প্রয়োজন,—এক জন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য, আর এক জন নদীয়া ও বর্ধমানের জন্য। তাঁহাদের কাজ হইবে—ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, শ্রেণীগুলির পরীক্ষা লওয়া, এবং শিক্ষা-প্রণালী সংশোধন করা।

১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক দিতে হইবে না; কেবলমাত্র যাতায়াতের খরচা দিলেই চলিবে। এই বাবদ বৎসরে ৩০০৲ টাকার বেশী ব্যয় হইবে না। তিনি বৎসরে একবার স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিবেন। কর্তৃপক্ষের উপরেই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকিবে।

১৩। গ্রন্থ-প্রণয়ন, এবং পুস্তক ও শিক্ষক নির্বাচনের ভার প্রধান তত্ত্বাবধায়কের উপর থাকিবে।

১৪। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার এক কেন্দ্রভূমি হইয়াও বাংলা শিক্ষক গড়িবার জন্য নর্মাল স্কুলরূপে পরিগণিত হইবে।

১৫। এমনি ভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, পাঠ্য পুস্তক রচনা ও গ্রহণ, শিক্ষক-নির্বাচন, এবং সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভার একই পদে যুক্ত হইলে, অনেক অসুবিধা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

১৬। মাসিক এক শত টাকা বেতনে, প্রধান তত্ত্বাবধায়কের একজন সহকারী নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি সংস্কৃত কলেজের

অধ্যক্ষকে শিক্ষক-তৈয়ারী ও পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নে সাহায্য করিবেন এবং প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বাংলা স্কুল-পরিদর্শনে বাহির হইলে তাঁহার স্থানে অস্থায়িভাবে কাজ চালাইবেন।

১৭। গুরুমহাশয়-চালিত এখনকার পাঠশালাগুলি কোন কাজেরই নয়। যে-কাজে তাহারা অযোগ্য, এই সকল শিক্ষক সেই কাজ হাতে লওয়াতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয়। তত্ত্বাবধায়কদের কাজ হইবে—এই সকল পাঠশালা পরিদর্শন করা এবং শিক্ষাদানের রীতি সম্বন্ধে গুরুমহাশয়দের যথাসাধ্য উপদেশ দেওয়া। পূর্বোল্লিখিত পাঠ্যপুস্তকগুলির সুযোগ-মত যথাসাধ্য প্রবর্তন করাও তাঁহাদের কর্তব্যের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে পাঠশালাগুলি যাহাতে প্রয়োজনসাধক বিদ্যালয়রূপে গড়িয়া উঠে, সে দিকে তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১৮। দেশীয় লোক অথবা মিশনরী কর্তৃক স্থাপিত যে-সব স্কুল সুদক্ষ শিক্ষকের হাতে আছে, অবশ্য তাহাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়কের এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া কি রকম উৎসাহ ও সাহায্য তাহারা পাইতে পারে, তাহা নির্ধারণ করিবেন।

১৯। নিজের নিজের এলাকার অন্তর্গত, শহর ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগকে গবর্মেণ্ট স্কুলের আদর্শে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবোচিত করাও তত্ত্বাবধায়কের এক কর্তব্য হইবে। (৭ই ফ্রেব্রুয়ারি ১৮৫৪)

হ্যালিডে ব্যয়বাহুল্য বর্জন করিবার ইচ্ছায় ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানের সমর্থন করেন নাই। তিনি মিনিটে লিখিয়াছিলেন—

> জানি, মাথার উপর কোন ইউরোপীয় না থাকিলে দেশীয় তত্ত্বাবধায়কদের বেশী বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একজন অসাধারণ লোক, তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরীক্ষার ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দেখিলে আমি আনন্দিত হইব। পরীক্ষার ফল কি হয়, তাহা দেখিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক এবং আমি সত্যই মনে করি ইহাতে তিনি সফল হইবেন।

কিন্তু শিক্ষা-পরিষদের সদস্যদের অনেকেই—রামগোপাল ঘোষ, সার্

জেম্‌স কোল্‌ভিল প্রভৃতি—এ প্রস্তাবের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের এতটুকু সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদের গুরু ভারের কথা স্মরণ করিয়া বিদ্যাসাগরকে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক করিবার প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মতি দেন নাই। সংস্কৃত কলেজ হইতে তাঁহাকে ছাড়িতে না চাহিলেও তাঁহারা স্থির করেন যে, 'এই মহৎ আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের কোন-না-কোনরূপ যোগ থাকা উচিত। পুস্তক, শিক্ষক এবং স্থানের নির্বাচন, শিক্ষা-প্রণালী ও অপরাপর নানা বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ খুবই মূল্যবান্ হইবে।' কিন্তু হ্যালিডে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কোন বাধাই তাঁহাকে সে কাজে বিচলিত করিতে পারিত না। ইহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

৺বিদ্যাসাগরের শক্তি সম্বন্ধে হ্যালিডের একটা শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধা হইতে বন্ধুত্বের উৎপত্তি হয়। অনেক সময় তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া শিক্ষা-সম্পর্কীয় নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতেন। বাংলার ছোট লাটের আসনে বসিবার পরই, হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের উপর প্রস্তাবিত মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলির স্থান-নির্বাচনের ভার দিলেন। এই কাজের জন্য তাহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। ৩ জুলাই ১৮৫৪ তারিখে ছোট লাটকে তিনি যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি ২১শে মে হইতে ১১ই জুন পর্যন্ত, সংস্কৃত কলেজের ছুটির সময়, হুগলী জেলার শিয়াখালা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, ময়াপুর, মলয়পুর, কেশবপুর, পাতিহাল পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। ই সকল গ্রামের অধিবাসী স্কুল-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল, এমন কি, তাহারা নিজ খরচায় স্কুল-গৃহ নির্মাণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরাইয়া আসায় বিদ্যাসাগর হুগলী জেলার অন্যান্য স্থান, অথবা নদীয়া, বর্ধমান ও ২৪ পরগণায় যাইতে না পারিলেও, স্কুল-প্রতিষ্ঠার উপযোগী গ্রামগুলির সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদ আহরণ করিয়াছিলেন। পত্রের শেষে তিনি লিখিতেছেন,—

> বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যেমনই অনুমতি পাওয়া যাইবে, স্কুল-ঘর তৈয়ারী করিবার জন্য দু-তিন মাস অপেক্ষা না করিয়া আমার নির্বাচিত স্থানগুলিতে অমনিই যেন স্কুল খোলা হয়।

বিলাতের কর্তৃপক্ষেরা শেষে বুঝিতে পারিলেন, ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা তাঁহাদের কর্তব্যের অন্তর্গত বটে। ১৯ জুলাই ১৮৫৪ তারিখে

বোর্ড অফ কনট্রোলের সভাপতি, সার্ চার্লস্ উড, 'ভারতের শিক্ষা-বিষয়ক চার্টার' নামে পরিচিত বিখ্যাত পত্রখানি স্বাক্ষর করিলেন। পর-বৎসর জানুয়ারি মাসে বাংলায় কাজ আরম্ভ হইল; শিক্ষা-পরিষদের বদলে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন বহাল হইলেন। কিছু দিন পরেই কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিবার উপায় নির্ধারণার্থে এক ইউনিভার্সিটি-কমিটি গঠিত হইল। বিদ্যাসাগর এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বিদ্যাসাগর ইহার 'ফেলো' মনোনীত হন।†

হ্যালিডের মিনিটে প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের পত্রে তাহা অপেক্ষা বহুতর ব্যবস্থার নির্দেশ ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার দিকে বড় লাটের ঝোঁক থাকায় তিনি প্রথমে কয়েকটি জেলা লইয়া কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। যদি সংস্কৃত কলেজের কাজের কোন ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য বাহির হইতে পারেন, এ সম্বন্ধে বড় লাটের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিলাতের পত্র অনুসারে তাঁহাকে বাংলা-শিক্ষা-ব্যবস্থার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করা যায় না, এ কায ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন এবং তদধীন ইন্‌স্পেক্টরের দ্বারা চালিত হইবে।‡

ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাক্‌শন নিযুক্ত হইলেন। তবু হ্যালিডে অনুভব করিতে লাগিলেন, যদি বঙ্গদেশে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা সফল করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগরের মত লোকের সাহায্য ব্যতীত সে কায অসম্ভব। ডিরেক্টরকে লিখিত বাংলা-গবর্মেণ্টের পত্রে প্রকাশ:—

> শিক্ষা বিভাগের নূতন ব্যবস্থাসত্ত্বেও, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত বিশিষ্টরূপ গুণবান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা শ্রেয়স্কর, ইহাই ছোট লাটের মত। অধ্যক্ষ-হিসাবে

* Letter to Pandit Iswarchandra Sharma dated 26 January, 1855,—*Public Con. 26 Jany. 1855*, No. 154, also No, 153.

† *Pubic Proclgs. 12 Decr, 1856*, p. 7.

‡ Letter from C Beadon, Secy. to the Govt. of India, to W. Grey, Secy. to the Govt. of Bengal. dated 13 Feb. 1855.

সংস্কৃত কলেজের কর্তব্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধ না হয়, অথচ এ কাজে তাঁহার প্রয়োজনীয় সাহায্য কি করিয়া পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ঠিক করিতে ছোট লাট অনুরোধ করিতেছেন। (২৩ মার্চ ১৮৫৫)

উত্তরে ডিবেক্টর প্রস্তাব করিলেন, স্থায়ী কর্মচারী—মিঃ প্র্যাট্‌কে না-পাওয়া পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে অস্থায়ভাবে ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলের কাজে লাগান যাইতে পারে। এ প্রস্তাব কিন্তু ছোট লাটের মনঃপূত হইল না।··

২০ এপ্রিল ১৮৫৫ তারিখে বাংলা সরকার ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনকে এই সুরে পত্র লিখিলেন,—

"ছোট লাট পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোককে ঐরূপ একটা অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করিবার বিরোধী। অতি অল্প দিনের কাজে পণ্ডিত কোন কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এরূপ নিয়োগ তাঁহার চরিত্র ও গুণের যোগ্য হইবে না। যে-কোন মুহূর্তে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—এমন অস্থায়ী ব্যবস্থা করিলে পণ্ডিতের প্রতি সরকারের অবিচার করা হইবে।

ছোট লাটের মত এই, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকে এখনই অনুমোদিত ব্যবস্থা-অনুসারে কাজ করিতে নির্দেশ করা হউক। পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া, কলিকাতার নিকটবর্তী তিন-চারিটি জেলা কর্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লওয়া হউক। ইহাতে অন্ততঃ এই সময়টায়—পণ্ডিতের কলেজের কাজে বিশেষ বাধা জন্মিবে না।· সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বেতন ছাড়া, পণ্ডিত এই কাজ করিবার কালে মাসিক দুইশত টাকা এবং যাতায়াতের পথ-খরচা পাইবেন।"

ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাক্‌শন তখনই বিদ্যাসাগরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের পরামর্শ করিলেন। তাঁহাকে দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়সমূহের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত করা হইল; ১ মে ১৮৫৫ হইতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার উপর এই কাজে মাসে দুইশত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। নিযুক্ত হইয়াই তিনি নিজের

সার-ইন্‌স্পেক্টর* বাছিয়া লইলেন, এবং মডেল স্কুল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মফস্বলে পাঠাইলেন। প্রস্তাবিত নূতন বাংলা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-নির্বাচনও হইল তাঁহার প্রথম কাজ। তিনি জানিতেন, এই সব শিক্ষকের উপযুক্তরূপ জ্ঞানের উপরই সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। সংস্কৃত কলেজে বাংলা শিক্ষক নির্বাচনের একটি পরীক্ষা গৃহীত হইবে বলিয়া তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন। নিকটবর্তী স্থানসমূহ হইতে দুই শতেরও অধিক পদপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়াছিল। দেখা গেল, আর কিছু শিক্ষা না পাইলে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই সরকারী মডেল স্কুলগুলির ভার লইতে সমর্থ হইবে। এমনই করিয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইল। 'পাঠশালা' নামে একটি বাংলা স্কুল পূর্বে হিন্দু-কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে সেটি যাহাতে তাঁহার তত্ত্ববধানে আসে, বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায় ছিল তাহাও। তিনি ডিরেক্টরকে বলিলেন, প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কাজে লাগিবে যাহারা মফস্বল-বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক হইতে চায়, তাহারা পাঠশালায় শিখাইবার ও পরিচালন করিবার পদ্ধতি দেখিবে, কখনও কখনও নিজেরাও পড়াইবে, শিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারিবে। শুধু তাহাই নয়, তাহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ মডেল স্কুলে পরিণত করা যাইতে পারে। ডিরেক্টরকে লিখিত ২ জুলাই ১৮৫৫ তারিখের পত্রে বিদ্যাসাগর নর্মাল স্কুল-স্থাপনে তাঁহার উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য আছে :—

> তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত নর্মাল ক্লাসগুলির প্রধান শিক্ষক হন—ইহাই আমার অভিমত।
>
> বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর বাংলা লেখক অতি অল্পই আছেন, অক্ষয়কুমার সেই সর্বোৎকৃষ্ট লেখকদের অন্যতম। ইংরেজীতে তাঁহার বেশ জ্ঞান আছে, এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যসমূহ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ, শিক্ষকতা-কার্যেও তিনি

* হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। ইহাদের বেতন ছিল—পথ-খরচা ছাড়া মাসিক এক শত টাকা।

পট্। মোট কথা, তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই।...

দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে আমি পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নাম উল্লেখ করি।"

বাংলা-স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সর্বত্রই অনুভূত হইতেছিল। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এবং ডিরেক্টর, উভয়েই পণ্ডিতের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। ছয় মাস অন্তর ৬০ জন করিয়া গুণী শিক্ষক স্কুল হইতে বাহির হইবে; তুলনায় মাসিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় কিছুই নয়। ১৭ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইল।

স্বতন্ত্র বাড়ি না পাওয়ায় নর্মাল স্কুল সকালবেলা দুই ঘণ্টার জন্য সংস্কৃত কলেজেই বসিত। স্কুলটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; উচ্চশ্রেণীর ভার —প্রধান শিক্ষক সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং নিম্ন শ্রেণীর ভার—দ্বিতীয় শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতির উপর ছিল। ৭১টি ছাত্র লইয়া প্রথম স্কুল খোলা হয়; তন্মধ্যে ৬০ জনকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত। ১৭ বছরের কম, অথবা ৪৫ বছরের বেশী বয়সী ছাত্রদের ভর্তি করা হইত না। প্রথম প্রথম কেবল উচ্চবর্ণের লোককেই লওয়া হইত। 'বোধোদয়', 'শকুন্তলা', 'কাদম্বরী', 'চারুপাঠ' ও 'বাহ্যবস্তু' পড়ান হইত। ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও প্রাণি বিজ্ঞান সম্বন্ধেও পাঠ দেওয়া হইত। মাসে মাসে পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা ছিল। অমনোযোগী ছাত্রেরা বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত, এবং পাঠে অগ্রসর ছাত্রেরা শিক্ষকরূপে নির্বাচিত হইত।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই বিদ্যাসাগর তাঁহার এলাকার প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি করিয়া স্কুল স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়-পিছু মাসে ৫০৲ টাকা করিয়া খরচ পড়িত। বিদ্যালয়-গৃহ গ্রামবাসীর ব্যয়ে নির্মীত হইয়াছিল। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের নির্দেশ ছিল ছয় মাস পর্যন্ত ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইবে না, তাহার পর কিন্তু সম্ভব হইলে মাহিনা আদায় করা হইবে।

অক্লান্তকর্মা ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নর্মাল স্কুল, চারি জেলার মডেল স্কুল ও বাংলা পাঠশালার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি যে-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ভারত সরকারের নির্দেশে, পূর্বতন নাম বদলাইয়া সে পদের নাম হইল—দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়সমূহের স্পেশ্যাল ইন্‌স্পেক্টর।

সার্ হেন্‌রি হার্ডিঞ্জের স্থাপিত স্কুলগুলি সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়াও বিদ্যাসাগর দমিলেন না। তিনি মডেল স্কুলগুলিকে সার্থক করিবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নেও তিনি লাগিয়া গেলেন। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সুফলপ্রসূ না হইয়া পারে না। কার্য-সূচনার তিন বৎসর পরে তিনি যে রিপোর্ট লিখিলেন, তাহাতে সফলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

> "প্রায় তিন বৎসর হইল মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্কুলগুলি সন্তোষজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে, ছাত্রগণ সকল বাংলা পাঠ্যপুস্তকই পাঠ করিয়াছে। ভাষার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়েও তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছে।
>
> গোড়ায় অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল, মফস্বলের লোকের মডেল স্কুলগুলির মর্ম বুঝিবে না। প্রতিষ্ঠানগুলির পর সার্থকতা এই সন্দেহ দূর করিয়াছে। যে যে স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত, সেই সব গ্রামের এবং তাহাদের আশপাশের পল্লীবাসীরা এই বিদ্যালয়গুলি অতি উপকারী বলিয়া মনে করে; ইহার জন্য সরকারের কাছে তাহারা কৃতজ্ঞ। স্কুলগুলির যে যথেষ্ট আদর হইয়াছে, ছাত্র-সংখ্যাই তাহার প্রমাণ।'

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ভারতবর্ষীয় নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থার সরকার নিজের কর্তব্যের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। ইতিপূর্বেই কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহোদয় এবং খ্রীষ্টান মিশনারীগণ স্ত্রীশিক্ষার কিছু সূচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৭ মে ১৮৪৯ তারিখে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্তৃক একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তখন হইতেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল। প্রথমে ইহার নাম ছিল—হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়, পরে 'বীটন নারী বিদ্যালয়' এই নূতন নামকরণ হয়। গোড়া হইতেই বিদ্যাসাগরকে সহকর্মী এবং উৎসাহী বন্ধুরূপে পাইবার সৌভাগ্য বীটন সাহেবের ঘটিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে বীটন তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হন। বিদ্যাসাগরকে একজন অক্লান্তকর্মী গুণী ব্যক্তি বলিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, তাই তিনি তাঁহাকেই বিদ্যালয়ের

অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাজ করিবার জন্য ধরিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৫০)। বিদ্যাসাগর আচারবদ্ধ দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বিদ্যালয়ের বালিকাদের গাড়ির দুই পাশে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—মনুসং হিতার এই শ্লোকাংশ খোদিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিছু দিন পরেই বীটন পরলোকগত হন (১২ আগস্ট ১৮৫১)। পরবর্তী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড ডালহৌসি বিদ্যালয়-পরিচালনার সমস্ত খরচ বহন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেবের বিদায়গ্রহণের (মার্চ, ১৮৫৬) পর হইতে ইহা সরকারী-ব্যয়ে পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হইল, এবং বঙ্গের ছোট লাট ইহাকে সিসিল বীডনের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত করিলেন। ১২ মার্চ, ১৮৫৬ তারিখের পত্রে বীডন বাংলা সরকার সমীপে এক ব্যবস্থা পেশ করিলেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের নজরে বিশেষ করিয়া পড়ে, তাহারা যাহাতে এই বালিকা-বিদ্যালয়ে কন্যাদের পড়াইতে প্রলোভিত হন, এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব সেই পত্রে ছিল। এটি কমিটি করিবার কথাও পত্রে ছিল। কমিটির সদস্যরূপে রাধাকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং রাধাপ্রসাদ রায়ের প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়। বিদ্যাসাগরকে সম্পাদক করা তাহার উপর স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার দিবার জন্য বীডন ব্যগ্র হইলেন। ৩০ জুলাই তারিখে লিখিলেন:—"কমিটি সম্পাদক-নিয়োগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাহার সামাজিক সম্মান ও স্কুলের সম্পাদক হিসাবে পূর্বপরিশ্রম তাঁহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে।"

বাংলা-সরকার সম্মত হইলেন। বীডন সাহেব কমিটির সভাপতি ও বিদ্যাসাগর সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন।

ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের মত বিদ্যাসাগরও স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও কর্মশক্তি শুধু বীটন স্কুলের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত পত্রে ও অন্যত্র বিলাতের কর্তৃপক্ষেরা স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এক সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের উপায় বহুল পরিমাণে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বাংলা দেশে হালিডে

সাহেব সেই কাজে হাত দিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ডাকাইয়া, তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিলেন। কাজ যে কত কঠিন, সে কথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ে নিজেদের মেয়ে পাঠাইতে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মনে কতটা যে অনিচ্ছা আছে, তাহা তাঁহারা ভালরূপেই বুঝিতেন। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কাজে লাগিলে এরূপ সৎকার্যে জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা খুব কঠিন হইবে না।

বিদ্যাসাগর অল্প দিনের মধ্যেই জানাইলেন, বর্ধমান জেলার নোগ্রামে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলিতে পারিয়াছেন (৩০ মে ১৮৫৭)। ডিরেক্টর প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকারের কাছে ৩২৲ টাকা মাসিক সাহায্যের অনুমোদন করিয়া পত্র লিখিলেন।

দক্ষিণ-বঙ্গের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর প্র্যাট সাহেবের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য তিনখানি আবেদন-পত্র আসিয়াছিল। ডিরেক্টর সেগুলি পূর্বেই সরকারের দপ্তরে পেশ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার চন্দ্রপাল থানার অন্তর্গত দোয়ারহাটা ও বৈদ্যবাটী থানার অন্তর্গত গোপালনগর, এবং বর্ধমানের নারোগ্রামে তিনটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সেই তিনখানি আবেদন পত্রে ছিল। ছোট লাট সকল দরখাস্তই মঞ্জুর করিলেন; প্রত্যেক স্থলেই পল্লীবাসীরা বিদ্যালয় বাটী নির্মাণ করিয়া দিবার ভার লইল। সাহায্য মঞ্জুর করিবার সময় ছোট লাট জানিতে চাহিলেন, বিভাগীয় ইনস্পেক্টরদের নিকট হইতে ডিরেক্টর আর কোন আবেদন পাইয়াছেন কি না, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রার্থনাও তিনি পূর্ণ করিবেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা-সরকারের ভার বিদ্যাসাগরের কাছে ভার বলিয়াই মনে হইল। তিনি পূর্বেই বালকদের জন্য মডেল বাংলা বিদ্যালয়গুলি কায়কর ও সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইবার বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি ফিরাইলেন। মডেল বাংলা বিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই করিলেন। তিনি করিয়া লইলেন, সরকার তাঁহার মতলব সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। এই ধারণার বশে তিনি নিজ এলাকাভুক্ত জেলা-সমূহে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সব বিদ্যালয় স্থাপনার সংবাদ তিনি যথাসময়ে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনের কাছে পাঠাইয়া মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

ডিরেক্টর পূর্বেকার আদেশ অনুযায়ী অন্যান্য আবেদন-পত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পত্রগুলিও ছোট লাটের বিবেচনার্থ পাঠাইলেন।

নবেম্বর ১৮৫৭ হইতে মে ১৮৫৮—এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫৲ টাকা খরচ হইত; ছাত্রী-সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০।

…১৩ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে বাংলার ছোটলাট ভারত-সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন,—পূর্ব ও দক্ষিণ-বিভিন্ন স্থানে যে-সকল বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব বাংলার হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬টি বিদ্যালয়ের সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত আসিয়াছে। সরকারী-সাহায্যদান-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী আর একটু ঢিল না হইলে তিনি দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন না। তিনি দেখাইলেন, ১ অক্টোবর ১৮৫৬ তারিখের পত্রে বিলাতের কর্তৃপক্ষ আশা দিয়া বলিয়াছেন যে, বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হইবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছোট লাট মনে করেন, আরও কিছু করা দরকার। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন, যখনই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নি-খরচায় উপযুক্ত গৃহ এবং অন্ততঃ কুড়িটি ছাত্রী ভর্তি হইবে, এমন একটা আশা পাওয়া যাইবে, তখনই স্কুল-পরিচালনার সমস্ত খরচ সরকার সরবরাহ করিবেন।

৭ মে ১৮৫৮ তারিখের পত্রে ভারত-সরকার বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম করিতে অস্বীকৃত হইলেন; বলিলেন, উপযুক্ত পরিমাণ স্বেচ্ছ দত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে, এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভাল।

ভারত-সরকারের এইরূপ আদেশ বিদ্যাসাগরের কাজে বাধা জন্মাইল। সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাইবেই, এই মনে করিয়া বিদ্যাসাগর অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য কথা ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরাই উপযুক্ত বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবে, আর সরকার অন্য সব খরচ যোগাইবেন। পণ্ডিত এখন বুঝিলেন, তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, এত কষ্টের স্কুলগুলি অবিলম্বে উঠাইয়া দিতে হইবে। আর এক সমস্যা—শিক্ষকদের বেতন। প্রতিষ্ঠাবধি স্কুল হইতে তাঁহারা মাহিনা পান নাই। ৬০ জুন ১৮৫৮ তারিখ পর্যন্ত ধরিলে তাঁহাদের সকলের বেতন মোট পাওনা হয়—৩৪৩৯৶৫।

এই সম্পর্কে ডিরক্টের অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনকে লেখা ঈশ্বরচন্দ্রের ২৪ জুন তারিখের পত্রখানি পড়িলে ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। বাংলায় পত্রখানির মর্ম দেওয়া গেল :—

> হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল-গৃহ তৈয়ারী করাইয়া দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত-সরকার কিন্তু ঐ সর্তে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবর্গ গোড়া হইতে মাহিনা পান নাই, তাঁহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন।
>
> সরকারী আদেশ পাইবার পূর্বেই, আমি অবশ্য স্কুলগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমে আপনি, অথবা বাংলা-সরকার এ বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে, এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। স্কুলের কর্মচারিবর্গ মাহিনার জন্য স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে,—বিশেষতঃ খরচ যখন সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য করা হইয়াছে।

ডিরেক্টর বাংলা-সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের কথা জানাইয়া বলিলেন,—

> পণ্ডিতের পত্রের সহিত সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; কেন না, স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে এই কর্মচারীর স্বেচ্ছাব্রত এবং অনাড়ম্বর পরিশ্রমের কথা সরকারের না জানাই সম্ভব। দূরবর্তী স্থানের অন্যবিধ কর্তব্যের গুরুভার যাঁহার উপর ন্যস্ত, কর্তৃত্বের বিশেষ উচ্চপদেও যিনি অবস্থিত নন, এমন এক ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীতও গ্রামসমূহে যদি এতটা করিয়া থাকিতে পারেন, সরকারের অনুমোদন ও সাহায্য পাইলে সেই দিকে কতটাই না তিনি করিতে পারিতেন? আর যদি আন্তরিক প্রচেষ্টাসত্ত্বেও ইহাতে সেই কর্মচারীর অপমান ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে

হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচারে কি নিরুৎসাহের ভাবই না আসিয়া পড়িবে?"

ছোট লাট ডিরেক্টরের অনুরোধ-পত্র সমর্থন করিয়া এবং 'সংস্কৃত কলেজের অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও কৃতী অধ্যক্ষের আড়ম্বরহীন উৎসাহের কথা' উল্লেখ করিয়া ভারত-সরকারকে পুনরায় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন (২২ জুলাই ১৮৫৮)।··

ভারত-সরকারের ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের পত্রে এ-সম্বন্ধে শেষ আদেশ প্রদত্ত হয়। বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বিদ্যাসাগর যে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই টাকা সমস্তই পরিশোধ করা হইয়াছিল।··

বিলাতের কর্তৃপক্ষ সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য আর্থিক অনটনবশতঃ বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে কোন স্থায়ী সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন;—তবে আশা দিলেন, বিষয়টা ভবিষ্যতে বিবেচিত হইবে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কীয় ব্যাপারে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনের সহিত মতান্তরই না কি তাঁহার পদত্যাগের অন্যতম কারণ। মাসিক ৫০০৲ টাকার আয় হ্রাস, সরকারের সাহায্যদানে অসম্মতি,—এ সব কিছুতেই তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে নিরাশ করিতে পারিল না। বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পরিচালনের জন্য তিনি এক নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুলিলেন, ইহাতে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চতন সরকারী কর্মচারীরা নিয়মিত চাঁদা দিতেন।···

ছোট লাট বীডন সাহেবও মাসিক ৫৫৲ টাকা সাহায্য করিয়া পণ্ডিতকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আগেই বলিয়াছি, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগর বীটন-স্কুল-কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি উক্ত কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে ডিরেক্টর অ্যাটকিন্‌সন, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্রো এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত মিস্ কার্পেন্টার উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। ফিরিবার মুখে বিদ্যাসাগরের বগী-গাড়ি উল্টাইয়া যায়। তিনি পড়িয়া গিয়া যকৃতে গুরুতর আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া যায়। যে সাংঘাতিক ব্যাধি শেষে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের

জুলাই মাসে তাঁহাকে মৃত্যুপথে লইয়া যায়, এই দারুণ আঘাতই তাহার মূল কারণ। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই স্বাস্থ্যহানির দিকে মোটেই নজর দিলেন না,—প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় দেশহিতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ বীটন-বিদ্যালয়েই একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত করিবার জন্য মিস্ কার্পেণ্টার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এম. এম. ঘোষ প্রমুখ এদেশীয় জনকয়েক গণ্যমান্য লোক এই আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন। মিস্ কার্পেণ্টারের সহিত তাঁহার প্রস্তাবের ঔচিত্য বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার আয়োজন হয় (১ ডিসেম্বর ১৮৬৬)। বিদ্যাসাগরও ইহাতে আহূত হইয়াছিলেন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হয়, বিদ্যাসাগর তাহার একজন সভ্য নির্বাচিত হন। স্থির হয়, কমিটি প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুল স্থাপন বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন করিবেন। সভার কার্যাবলী সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর কমিটিভুক্ত থাকিতে অস্বীকার করেন।··

১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ তারিখে একখানি দীর্ঘ পত্রে বাংলার ছোট লাট সার্ উইলিয়ম গ্রে এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। এ প্রস্তাবে পণ্ডিত সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি উত্তরে ছোট লাটকে লিখিলেন,—

> সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত ভারত গবর্মেণ্টের পত্রখানিতে এক প্রশস্ততর পন্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের মনোভাব বুঝিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়—সাহায্যদান-প্রণালীর প্রবর্তন। দেশের লোক মিস্ কার্পেণ্টারের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতে ইচ্ছুক হইলে সরকার তাহাদের সাহায্যার্থে যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন। যত দূর বুঝিতেছি, হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ লোকই এরূপ সাহায্যের সুবিধা গ্রহণ করিবে না, তবুও যাহারা ইহার সফলতায় অতিবিশ্বাসী, সত্যই যদি আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে, আশা করা যায়, তাহারাই অগ্রবর্তী হইয়া সরকারী অর্থসাহায্যে এ সম্বন্ধে ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।
>
> আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি, তাহাদের উপর আমার আস্থা নাই। কিন্তু ভারত-সরকার যে বিধি প্রচার করিয়াছেন, তদনুসারে তাহাদের অভিযোগ করিবার কিছুই থাকিবে না।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা যে কতটা অভিপ্রেত এবং প্রয়োজনীয়, তাহা আমি বিশেষ জানি,—এ কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি অলঙ্ঘনীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতাম এবং ইহাকে কার্যকর করিবার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু যখন দেখিতেছি সাফল্যের কোনই নিশ্চয়তা নাই, এবং এ-কাযে হস্তক্ষেপ করিলে সরকার অনর্থক অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িবেন, তখন কোন মতেই আমি এ ব্যাপারে পোষকতা করিতে পারি না।

বীটন-বিদ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই,—এ বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। যে মানব-হিতৈষী মহাত্মার নামের সহিত বিদ্যালয়টির নাম সংযুক্ত, তিনি ভারতে নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারকল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মারক-রূপেও সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ভার বহন করা অবশ্যকর্তব্য। মফস্বলের বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পক্ষে আদর্শরূপে কাজ করিবে বলিয়াও এইরূপ শহরের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত এক সুব্যবস্থিত বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। হিন্দু-সমাজের উপর এই বিদ্যালয়টির নৈতিক প্রভাব যথেষ্ট। চারি পাশের জেলাসমূহে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে ইহা পথ প্রস্তুত করিয়াছে, তাই সামান্য বিবেচনায় ইহার পিছনে বছরে বছরে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহা সার্থক বলিতে হইবে। কিন্তু এ কথাও সত্য, ব্যয়সঙ্কোচ ও উন্নতির যথেষ্ট অবসর আছে। কার্যকারিতার হানি না করিয়াও বিদ্যালয়ের খরচ অর্ধেক কমাইতে পারা যায়।

স্বাস্থ্যলাভের আশায় দীর্ঘকালের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু-পরিবর্তনে যাইতেছি। বীটন-বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন সম্বন্ধে যদি আমার মতামত জানিতে চান, তাহা হইলে কলিকাতায় আপনার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে ও সাক্ষাতে আলোচনা করিতে পারি। (১ অক্টোবর ১৮৬৭)

কিন্তু বাংলা সরকার মিস্ কার্পেণ্টারের কল্পিত ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। শীঘ্র ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগও ঘটিল।

ছাত্রী-সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে এবং অন্যান্য নানা কারণে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বীটন-স্কুল-কমিটির মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, বিদ্যালয়ের এ অবস্থায় এক বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এই কারণে জুলাই মাসে কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হইল। অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে লইয়া এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। অনুসন্ধানের ফল সাব-কমিটি একটি রিপোর্টে দাখিল করিলেন (২৪ সেপ্টেম্বর)। রিপোর্ট-পাঠে বীটন-স্কুল-কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন, যত দিন মিস্ পিগট অধ্যক্ষ থাকিবেন, ততদিন বিদ্যালয়ের উন্নতির আশা নাই। কমিটি এ বিষয়ে বাংলা-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইলেন।

বাংলা-সরকার মিস্ পিগটকে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ হইতে সত্বর অপসারিত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বীটন-স্কুল-কমিটিকে লিখিলেন,—

> ছোট লাটের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কমিটি যেন অপর শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত না করেন। স্বর্গীয় বীটন তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য বাড়িখানি দান করিয়া গিয়াছেন। রাজস্ব হইতেও বছরে বছরে বেশ মোটা টাকা সাহায্যার্থ দেওয়া হয়। ছোট লাট মনে করেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বর্তমান অবস্থায় যেরূপ করা হইতেছে, এই সকল দানের এতদপেক্ষা অধিকতর সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্কুলটি একটু ছোট করিয়া, তাহার সহিত শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি নর্মাল স্কুল যোগ করিয়া দিলে, ছোট লাটের বিশ্বাস, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।
>
> এইরূপ করাই যদি শেষে সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে শিক্ষা-বিভাগের আরও ঘনিষ্ঠ সংস্রবে লইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। একজন ইংরেজের সভাপতিত্বে কমিটির দেশীয় সদস্যেরা এতদিন পর্যন্ত বীটন-বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই ভদ্র মহোদয়েরা বিভাগীয় স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের সহযোগিতায় পরামর্শ-সভার সভ্যরূপে কাজ করিতে রাজী আছেন কি না, ছোট লাট জানিতে চান। (৩ মার্চ ১৮৬৮)

বীটন-স্কুল-কমিটি এই সর্তে বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

ব্যয়সংক্ষেপ করা হইবে, কার্যকারিতাও বাড়িবে, এইরূপ প্রয়োজনসাধনার্থ

সরকার প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুল ও বীটন-স্কুল একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন বৎসরের জন্য মিসেস ব্রিট্‌সে নামে এক মহিলা বীটন ও নর্মাল স্কুলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। বীটন-স্কুল-কমিটি ভাঙিয়া গেল। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন কমিটিব সদস্যদের—বিশেষভাবে কমিটির সুদক্ষ সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে—তাঁহাদের অতীত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

বিদ্যাসাগব এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন না সত্য, কিন্তু চাহিবামাত্র কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। ২ মার্চ ১৮৬৯ তারিখে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব ডিরেক্টরকে লিখিতেছেন,—

> বীটন-স্কুল-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৩শে [ফেব্রুয়ারি] আমার হাতে দিয়াছেন। তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া আমাব সহিত বিদ্যালয়-গৃহে এবং সংলগ্ন জমিতে বেড়াইলেন এবং ইহা হিন্দু-মহিলাদেব থাকিবার পক্ষে উপযোগী করিতে হইলে কি কি দবকার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।
>
> যত দিন কলিকাতায় থাকিবে, তত দিন নর্মাল স্কুলটি যে বিশেষ ফললাভ করিবে, এমন আশা তিনি করেন না। কিন্তু তবুও নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য কবিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগবেব কথাই ফলিল। তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই পরবর্তী ছোট লাট সার্ জর্জ ক্যাম্পবেল বীটন-বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট নর্মাল স্কুলটি তুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

•

...সরকারী কর্ম ত্যাগ করিলেও বে-সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে বিদ্যাসাগর সরকারের বহু উপকার সাধন করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার যখনই তাঁহার পরামর্শ চাহিয়াছেন, তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা দান করিয়াছেন। স্বল্প-পরিসর পুস্তকে সে সকল বিষয়ের বিস্তারিত উল্লেখ সম্ভব নয়। এখানে কেবল সংক্ষেপে দুই-চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল মাত্র।

সংস্কৃত কলেজ ঃ বিদ্যাসাগরের অবসরগ্রহণের অল্প দিন পূর্বেই শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সংস্কৃত কলেজ-সংক্রান্ত এক প্রস্তাব এবং উড্রো, রোয়ার ও সংস্কৃত কলেজের নূতন অধ্যক্ষ—কাওয়েল সাহেবের তদ্বিষয়ক মন্তব্যগুলি

বাংলা-সরকারের কাছে পেশ করেন। এ বিষয়ে ছোট লাট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাহিলে উত্তরে পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন,—

> ...কাওয়েল সাহেব কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত মেলে না। আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। স্মৃতি সম্বন্ধে যে-সকল পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত আছে, সেগুলির সাহায্যে শুধু উত্তরাধিকার, পোষ্যপুত্রগ্রহণ প্রভৃতি দেওয়ানী আইন শেখান হয়। এই সকল বিষয় অধিগত করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন, অতএব এ-সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে প্রচলিত দর্শনসমূহের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম। ইহা অধ্যাত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়। কলেজে ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা আমি মনে করি না। এই দুইটি বিষয় এখন যে-ভাবে শিখান হয়, তাহাতে ধর্মগত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আমার বিনীত মত এই এ-সকলের অধ্যাপনা বন্ধ করিলে কলেজের পাঠ্য-বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। (১৭ এপ্রিল ১৮৫৯)

গণশিক্ষা ঃ জনসাধারণের জন্য অল্প খরচায় বিদ্যালয়ের কিরূপ ব্যবস্থা করা যায়, সেই বিষয়ে এবং সাধারণভাবে বাংলা-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি সাধনের উপায় সম্বন্ধে ভারত সরকার বাংলার ছোট লাট গ্র্যান্ট সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। নিজের মত প্রকাশ করিবার পূর্বে ছোট লাট শুধু শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারীদের নহে, গ্রাম্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে অথবা কৃষকের কল্যাণসাধনে যাঁহারা স্বচেষ্ট, এরূপ কয়েকজন ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকের বক্তব্য জানিতে চাহিলেন। ইহার মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন। বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে ছোট লাটকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

> বিলাতে এবং এদেশে এমনই একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করা হইয়াছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মন ফিরাইতে হইবে। শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্ট ও মিনিটগুলি অত্যন্ত অনুকূল ভাবের হওয়ায় বুঝা যাইতেছে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে ভিন্ন অবস্থার কথা প্রকাশ পাইবে।

একমাত্র কার্যকর উপায় না হইলেও বঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারের শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ সরকার, আমার মতে, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার-কার্যে নিজেকে বদ্ধ রাখিবেন। এক শত বালককে লিখন-পঠন এবং কিছু অঙ্ক শিখান অপেক্ষা একটিমাত্র ছেলেকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে প্রজাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাপ্রচারে সরকার অধিকতর সহায়তা করিবেন। সমস্ত দেশটাকে শিক্ষিত করিয়া তোলা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কোন রাজসরকার এরূপ কার্যভার গ্রহণ করিতে অথবা সাধন করিতে পারেন কি না সন্দেহ। বলা যাইতে পারে, বিলাতে সভ্যতার অবস্থা অতি উন্নত হইলেও শিক্ষা-বিষয়ে তথাকার জনসাধারণের অবস্থা তাহাদের এদেশের ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা কোন প্রকারে ভাল নয়। (২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯)

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনঃ সাক্ষাৎভাবে এক জন বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারীর পরিচালনায় ১৮ হইতে ২১ বৎসর বয়সের নাবালক জমিদারদিগকে একটি স্বতন্ত্র বাটীতে একত্র রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশন খোলা হয়। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মাসিক তিন শত টাকা বেতনে ইহার পরিচালক নিযুক্ত হন।

কিছু দিন পরে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য চারি জন পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বৎসরে তিন মাস করিয়া পরিদর্শন করিবেন স্থির হয়। এই পরিদর্শকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর হইতে বিদ্যাসাগর পরিদর্শন আরম্ভ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি সরকারের নিকট যে বিবরণী দাখিল করেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

> "আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি যাহাই হোক না, নাবালকদের শিক্ষায় দৈহিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্তব্য। এই শাস্তি অনিষ্টকর পরিণামের জন্য সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই বর্জিত হইয়াছে। বেত্র-ব্যবহার না করিয়াও সেই সকল প্রতিষ্ঠানে শত শত ছাত্র পরিচালিত হইতেছে। ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশনে ইহার প্রয়োজন কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। আমার মতে এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নাবালক জমিদারদের

প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার মোটেই শোভন নয়। বালকদের শিক্ষাদান-কার্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দৈহিক শাস্তি পরিণামে অশুভজনক; ইহাতে শাস্তিপ্রাপ্ত বালক না শোধরাইয়া বরং নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তাব করিতেছি, এই নিয়ম যেন অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া হয়।" (১১ জানুয়ারি ১৮৬৫)

ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশন সম্বন্ধে তাঁহার আর একটি রিপোর্ট হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশনের উদ্দেশ্য—নাবালক জমিদারের যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করা এবং তাহাদিগকে সমাজের সুযোগ্য সভ্য এবং সৎ জমিদাররূপে গড়িয়া তোলা। কিন্তু এখানে তাহারা যে শিক্ষা পায়, তাহা শিক্ষা-নামের অযোগ্য, এবং পল্লীসম্পর্কে প্রায় কিছুই না শিখিয়া কেবল অল্পসল্প ইংরেজীর জ্ঞান লইয়া সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠান হইতে বিদায় গ্রহণ করে।...

এখানে শিক্ষিত কতকগুলি যুবকের পরবর্তী নিন্দনীয় জীবন প্রতিষ্ঠানটির অখ্যাতির কারণ হইয়াছে। আমি মনে করি, ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশন হইতে নিষ্ক্রান্ত ছাত্রদের সহিত অন্য তরুণ জমিদারের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, শেষোক্ত তরুণরাই ভাল।..." (১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫)

পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন-কমিটি: ১১ জুলাই ১৮৭৩ তারিখে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিন্‌সন সাহেব ইংরেজী ও বাংলা স্কুল-পাঠ্য-পুস্তক-নির্বাচন কমিটির সভ্য হইবার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করিলে তিনি লিখিয়াছেন,—

"দুইটি কারণে আমি এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি গ্রন্থকার, অতএব কমিটির ব্যবস্থার সহিত আমার স্বার্থ সাক্ষাৎভাবে জড়িত। সেই হেতু আমার বিবেচনায় কমিটির আলোচনায় পক্ষ গ্রহণ করা উচিত হইবে না। তা ছাড়া, আমি মনে করি, আমার উপস্থিতি আমার গ্রন্থগুলির দোষগুণের অপক্ষপাত স্বাধীন আলোচনার অন্তরায় হইবে।"

সহবাস-সম্মতি-আইন: সামাজিক বিষয়েও সরকার সময়ে সময়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ লইতেন। সহবাস-সম্মতি-আইন বিল কাউন্সিলে

উপস্থাপিত করিবার প্রাক্কালে, সরকারের অনুরোধে বিদ্যাসাগর যে অভিমত দিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Though on these grounds I cannot support the Bill as it is. I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real, and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance.

From every point of view, therefore the most reasonable course appear to me, to make law declarting it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has her first menses...(16 Feby. 1891).

[১৮৫৮ সালে] বিদ্যাসাগরের সরকারী কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ দেশ ও দশের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর হইয়াছিল। তাঁহার একটা মোটা রকমের আয় কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না—তাঁহার স্বরচিত পুস্তক বিক্রয়ের আয়ই তখন মাসিক তিন-চার হাজার টাকা।* তিনি এইবার স্বাধীনভাবে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইলেন।

* ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে, সংস্কৃত প্রেস স্থাপন করিয়াছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীও চালাইতে থাকেন। সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত সকল পুস্তক বিক্রয়ের জন্য ডিপজিটারীতে মজুত থাকিত। দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ায় ব্যবসায়টি রীতিমত লাভজনক হইয়াছিল।

মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন: মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠা তাঁহার অতুলনীয় কীর্তি। ইহাই বাঙালীর নিজের চেষ্টায় নিজের অধীনে স্থাপিত উচ্চতর শিক্ষার প্রথম কলেজ। মেট্রোপলিটানের নাম এখন বিদ্যাসাগর কলেজ হইয়াছে। পূর্বে ইহার নাম মেট্রোপলিটান ছিল না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক জন প্রতিষ্ঠাপন্ন ভদ্রলোক মিলিয়া শঙ্কর ঘোষ লেনে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে এক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সরকারী স্কুল অপেক্ষা অল্প বেতনে মধ্যবিত্ত ঘরের হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী শিক্ষা দান করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। মিশনারীদের স্কুলে মাহিনা কম ছিল বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হইত বলিয়া হিন্দুরা সেখানে ছেলেদের পাঠাইতে চাহিত না। প্রথম কয়েক মাস প্রতিষ্ঠাতারাই স্কুল পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহারা বিদ্যাসাগরকে ও তাঁহার বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল-পরিচালনে সহায়তা করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা স্বীকৃত হইলে এক পরিচালক-সমিতি গঠিত হইল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত স্কুলটি এই সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। পরিচালকবর্গের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় দুই জন প্রতিষ্ঠাতা পদত্যাগ করিয়া এক প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

শিক্ষাপ্রচার এবং বিদ্যালয়-পরিচালনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অসাধারণ। তা ছাড়া তিনি নিঃস্বার্থভাবে সাধারণের কার্য করিতেন। ইহা বুঝিয়াই অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাসাগর এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর ও হীরালাল শীলের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনের ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। নূতন কমিটি গঠিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। স্কুলের নানারূপ সংস্কারে হাত দিয়া বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিলেন। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য—হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সম্যক্‌রূপে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া হইতে বিদ্যালয়টির নূতন নাম হয়—হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন। ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচালনার গুণে ছাত্রগণ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ (ইং ১৮৬৬) এবং হরচন্দ্র ঘোষের (১৮৬৮) মৃত্যুতে এবং তৎপূর্বে অপর তিন জন সদস্যের পদত্যাগে বিদ্যালয়

পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার বিদ্যাসাগরের উপর পড়িল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালকে লইয়া তিনি এক কমিটি গঠন করিলেন এবং বিদ্যালয়ে যাহাতে বি. এ. পর্যন্ত পড়া যায়, তদ্বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিলেন। বি. এ. পড়াইবার অধিকার না পাইলেও ইহাতে ফার্স্ট আর্টস্ পর্যন্ত পড়িতে পারা যাইবে, ইহা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর করিলেন।* ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায় মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। দেশীয় লোকের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সাট্‌ক্লিফ সাহেব বলিয়াছেন, "পণ্ডিত তাক লাগাইয়া দিয়াছেন!" ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান ফার্স্ট গ্রেড কলেজে পরিণত হইল, এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতে ছাত্রেরা বি. এ. পরীক্ষা দিতে প্রেরিত হইল। পরীক্ষার ফল ভালই হইল।

ইউরোপীয় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কোন কলেজ যে ভাল চলিতে পারে অথবা অধ্যাপনা ভাল হইতে পারে, ইহা লোকের ধারণার অতীত ছিল। বিদ্যাসাগর নিজের কলেজে ভারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দেখাইলেন, কলেজের অধ্যাপনায় বিলাতী অধ্যাপকেরাই সর্বশ্রেষ্ঠ নয়, ভারতীয় শিক্ষকের দ্বারা অনুরূপ, এমন কি, কোন কোন বিষয়ে উৎকৃষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা যাইতে পারে।...

হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ড: প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরেরই প্রাণপণ চেষ্টায়, ১৫ জুন ১৮৭২ তারিখে কলিকাতায় একটি হিতকর প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়; ইহা হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফণ্ড। আয় অল্প বলিয়াই সাধারণ বাঙালী

* "এতদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনটি কলেজে পরিণত হইল। আপাততঃ উহাতে এল, এ, কোর্স পর্যন্ত পড়ান হইবে। গবর্ণমেণ্ট উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিয়া লইতে স্বীকার করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর হইল এইরূপ একখানি আবেদন করা হয় কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তখন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। দেশীয়দিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল।...আগামী জানুয়ারীর প্রথমেই কলেজটি খোলা হইবে। এল, এ, ক্লাসে আপাততঃ পাঁচ টাকা বেতন লওয়া হইবে। কলিকাতার মধ্যে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনটি একটি প্রধান স্কুল সুতরাং কলেজ হইলে যে উহা উত্তমরূপ চলিবে তাহা বিলক্ষণ রূপে আশা করা যাইতে পারে।"—'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২।

গৃহস্থ মৃত্যুকালে স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গের কোনরূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারে না। যাহাতে এরূপ অবস্থার উদ্ভব না হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। ইহার ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র। বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও নরেন্দ্রনাথ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত বিদ্যাসাগর তিন বৎসর—১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার কর্মপরিচালনায় যতকগুলি বিশৃঙ্খলা ঘটায় বিদ্যাসাগর আর নিজেকে ইহার সহিত যুক্ত রাখিতে চাহেন নাই।

অবসরগ্রহণের বিশ বৎসর পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষের প্রথম দিনে ভারত-গবর্মেণ্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধিদানে বিদ্যাসাগর নয়, সরকার নিজেই সম্মানিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে (৪ জুলাই ১৮৬২) বিদ্যাসাগর বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনরারি মেম্বর (সম্মানিত সভ্য) নির্বাচিত হন।* এই উচ্চসম্মান লাভ এ যাবৎ কালের মধ্যে মুষ্টিমেয় বাঙালীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

ছোট লাট সার রিচার্ড টেম্পলের আমলে তাঁহাকে এই সম্মানলিপি প্রদান করা হয়,—

> 'বিধবা বিবাহ আন্দোলনের নেতারূপে তাঁহার আন্তরিকতা এবং ভারতবর্ষীয় সমাজের অগ্রগামী দলের নায়করূপে তাঁহার মর্যাদা স্বীকার করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ইহা প্রদত্ত হইল।" (১ জানুয়ারি ১৮৭৭)

তাঁহার শরীর পূর্বেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। ক্রমেই তিনি বিশেষরূপে অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ-ব্যথা এবং কয়েক বৎসর ব্যাপী রোগভোগে দেহ সম্পূর্ণরূপে বিকল হইয়া গেল। তিনি কঙ্কালসার হইয়া পড়িলেন। একে একে শ্রমসাধ্য সকল কাযই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। নগরের কলকোলাহল তাঁহার আর সহ্য হইত না। তিনি নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে লাগিলেন। কার্মাটারের বাড়িতেই তিনি বেশী যাইতেন।

* *Journal of the Royal Asiatic Society, 1865, p 15.*

শরীর আর বহিল না। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই (১২৯৮, ১৩ শ্রাবণ) রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় পূর্ণ ৭০ বৎসর বয়সে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

২৭ আগস্ট ১৮৯১ তারিখে ছোট লাট সার্ চার্লস এলিয়টের সভাপতিত্বে কলিকাতার টাউন-হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়, ইহাই ছিল সভার আলোচ্য বিষয়। সভার ফলে সেই বিরাট ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের এক প্রস্তরমূর্তি কলেজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্যাসাগর ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে প্রথম শিল্পবোধসম্পন্ন স্রষ্টা ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি যখন গদ্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন ভাষার ব্যাকরণ অভিধানও সুষ্ঠুভাবে রচিত এবং সঙ্কলিত হয় নাই, অথচ নানা অপ্রচলিত ও পঙ্গু শব্দকে পাশাপাশি যোজনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় সাহিত্যের এক বিচিত্র রস উদ্বুদ্ধ করিতে অংশতঃ সক্ষম হইয়াছিলেন। বাংলাগদ্যের শিল্পী হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাক্ষাৎ বংশধর। মাঝখানে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা উপকরণ-সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিলেন; বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, সামাজিক-সংবাদ প্রচার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বাংলা ভাষার নানা সম্ভাবনা তাঁহাদের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং এই সকল পরীক্ষার ফলে ভাষা এমন একটা নমনীয়তা লাভ করিয়াছিল, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ের আমলে ছিল না। বিদ্যাসাগর এই নমনীয় উপাদান লইয়া সত্যকার শিল্প সৃষ্টি করিলেন, তিনিই বাংলা গদ্য-সাহিত্যে প্রথম কৃতী শিল্পী।

তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; ইহার পূর্বে 'বাসুদেবচরিত,' (শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ অবলম্বনে) নামক যে-পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত হয় নাই। ঐ রচনার যেটুকু আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, ভাষার শিল্পরূপ তখনও তিনি ধরিতে পারেন নাই। সিবিলিয়ান সাহেবদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে বসিয়া তিনি বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা নিশ্চয়ই মনে মনে পুলক বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে 'উপক্রমণিকা,'

'ঋজুপাঠের' পথেই তাঁহার গতি দীর্ঘপ্রসারী হইত, 'শকুন্তলা,' 'সীতার বনবাস'কে ভিত্তি করিয়া বাংলা-সাহিত্য আজ এমন বিরাট সৌধের গর্ব করিতে পারিত না।

উদারহৃদয় ঈশ্বরচন্দ্র নিজের প্রতিভাগুণে শিল্পিজনসুলভ সৃষ্টির আনন্দে মত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। বাংলা দেশের অসহায় শিশু ও বালক-বালিকাদের কথা স্মরণ করিয়া আপন শিল্পপ্রতিভাকে দমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য 'বর্ণপরিচয়,' 'বোধোদয়,' 'কথামালা,' 'উপাখ্যানমঞ্জরী'রূপ চিরস্থায়ী খেলনা সৃষ্টি করিয়া নিজের বৃহত্তর শিল্প-সৃষ্টিকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রতিভা বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া আমরা সাক্ষ্যস্বরূপ খুব উচ্চ ধরনের কোনও সৃষ্টিকে বিচারকের সম্মুখে দাখিল করিতে পারি না বটে, কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, গোটা বাংলা ভাষাটাই তাঁহার প্রতিভার সাক্ষ্যস্বরূপ দীর্ঘকালের জন্য রহিয়া গেল।

আর একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। যাঁহারা মনে করেন, বিদ্যাসাগরের লেখনী অনুবাদের পথেই স্ফূর্ত হইয়াছে,—তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা নাই, তাঁহারা তাঁহার রচিত মৌলিক রচনাগুলির সহিত পরিচিত নহেন। তাঁহার 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব,' 'বিধবাবিবাহ,' 'বহুবিবাহ,' 'আত্মচরিত' এবং বেনামী রচনাগুলি পাঠ করিলে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। তাঁহার ভাষা স্থির হইয়া থাকে নাই, উত্তরোত্তর প্রাঞ্জল এবং শিল্পগুণসম্পন্ন হইয়াছে। ভাষা-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও গতানুগতিক ও প্রাচীনপন্থী ছিলেন না, বরং এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে। সময় ও শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুবিধা পাইলেই ভাষার পরিবর্তন ও মার্জনা সাধন করিতেন। বাংলা-গদ্যের ছন্দ সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের যশোবিস্তারের পূর্বে সাহিত্যিক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

> "প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটী স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর

ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।...এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" (বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান)।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিদ্যাসাগর-চরিতে' অননুকরণীয় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনও সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননী-রূপে মানব-সভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়...তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা-গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।... বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাব প্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধ-জয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।...

বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা লেখায় সর্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলি প্রচলিত করেন।...বাস্তবিক একাকার সমভূম বাঙ্গালা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্তন। এতদ্বারা, যাহা জড় ছিল তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।...

বাঙ্গালা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাঙ্গালা-গদ্যকে কেবলমাত্র

সর্বপ্রকার ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা-গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালা-গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃজন ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।" ("বিদ্যাসাগর-চরিত," 'সাধনা,' ভাদ্র ১৩০২)

রচনার নিদর্শন ঃ বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার বিভিন্ন রচনা হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইল :—

"একে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা; তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া, মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল; আর, ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয় সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশ মাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেষে, নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজা নির্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমূর্তি ভূত-প্রেতগণ, জীবিত মনুষ্য ধরিয়া, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে; কোনও স্থলে ডাকিনীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চর্বণ করিতেছে। রাজা, ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্যন্ত প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; আর, চারিদিকে অনবরত কেবল মার্ মার্, কাট্ কাট্, ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে। ('বেতালপঞ্চবিংশতি')

…ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি

একাধিপত্য করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে।

সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিক-রক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধুপুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ, বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছে। তোর অধিকারে, যাহারা, সতত জাতিভ্রংশকর, ধর্ম্ম-লোপকর, কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান-প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান-প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও এককালে সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়।···

হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।···

···তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে। ভাবিয়া

দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না! ('বিধবাবিবাহ, ২য় পুস্তক')

৺ সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন চন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন প্রিয়ে! এই সেই সকল পরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন, গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রাম-সুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম, লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফলমূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন, গোদাবরীতীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা প্রাহ্ণে ও অপরাহ্ণে শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। ('সীতার বনবাস')

বৎসে প্রভাবতী! তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ।

কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই।···

···আমি, সর্ব্বক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি ও নিরতিশয় প্রীতিপদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি; কেবল, তোমায় কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না।···

বৎসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন, তুমি, এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্ব্বাংশে উচিত ছিল। তুমি, স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।·

··একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখ-চুম্বন করিলে, আমার সর্ব্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের, কার্য্য করিতেছিলে।···

···তুমি, স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কার্য্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয় ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, অশেষবিধ যাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই, সুখে ও স্বচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।

কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে। অন্তিম পীড়াকালে, তুমি, উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলে।

কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমায় ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই।…

…তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি, চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যার পর নাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।…

বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না, একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্ম্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, আবরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়। ("প্রভাবতীসম্ভাষণ" : 'সাহিত্য,' বৈশাখ ১২৯৯)

যদি আপনারা বলেন, তুমি কে হে বাপু, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা কেন। তুমি, বামন হয়ে, আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও। তোমার এমন কি ক্ষমতা, যে তুমি বিশ্ববিজয়ী দিগ্‌গজ পণ্ডিতের গুণ বর্ণন করিবে। আমার উত্তর এই, সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, সহসা আমায় হেয়জ্ঞান করিবেন না। আমি এক জন, যথার্থ কথা বলিতে গেলে, আমি নিতান্ত যেমন তেমন এক জন নই। আমার পরিচয় শুনিলে, আপনারা চমকিয়া উঠিবেন, সে বিষয়ে এক কড়ারও সংশয় নাই। 'বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরিতে চাও,' এ কথাটি, বোধ হয়, আপনারা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন। আমি কিন্তু, ঠাট্টা না ভাবিয়া, শ্লাঘা জ্ঞান করিতেছি। আমাদের বংশমর্য্যাদা অতি বেয়াড়া। বামন বংশের আদিপুরুষ ভারতবর্ষের পঞ্চম অবতার। তিনি, ত্রিলোকবিজয়ী বলি রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, কি ফেসাৎ, কি কারখানা, করিয়াছিলেন, তাহা কি কখনও আপনাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া
কুছ না রহে তব ভি থোড়া।

যদিও, যুগমাহাত্ম্যে, আদিপুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের না থাকে, কিছু ত থাকিবে। তিনি এক পদে সমস্ত আকাশমণ্ডল আক্রমণ

করিয়াছিলেন ; আমরা কি, তাঁহার বংশের তিলক হইয়া আকাশমণ্ডলের এক অংশেও হাত বাড়াইতে পারিব না। অবশ্য পারিব। আর, ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, আমি যাঁহাকে ধরিতে চাহিতেছি তিনি আকাশের চাঁদ নহেন, নদিয়ার চাঁদ। নদিয়ার চাঁদকে ধরিতে যাওয়া, আমার মত বেহুদা বাহাদুরের পক্ষে, নিতান্ত অসংসাহসিকের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। ('ব্রজবিলাস')

ছাগলের বুদ্ধি।— এক ওয়েল্‌স্‌দেশীয় ভদ্রসন্তান ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া, সুরাপানে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রতি দিন সময় বিশেষে শুঁড়ীর দোকানে গিয়া, বিলক্ষণ সুরাপান করিয়া আসিতেন।

এই ব্যক্তি একটি ছাগল পুষিয়াছিলেন। ছাগলটি, ক্রমে ক্রমে, তাঁহার অতিশয় অনুগত হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। সুরাপানের জন্যে, যখন তিনি শুঁড়ীর দোকানে যাইতেন, সে সময়েও ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। যখন তিনি সুরা লইতেন এবং সুরা লইয়া পান করিতেন, সে সময়ে সে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিত। ফলতঃ, ছাগলটি এক দিনের জন্যেও তাঁহার কাছ ছাড়া হইত না।

একদিন সে কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া ছাগলটির সম্মুখে ধরিলে ছাগলটি আগ্রহ সহকারে পান করিল। সে অন্যান্য দিন যেরূপ স্বচ্ছন্দে আহার বিহার প্রভৃতি করিত, সুরাপান নিবন্ধন নেশায় অভিভূত হইয়া, সেদিন সে সেরূপ করিতে পারিল না।

পরদিন যখন তিনি সুরাপান করিতে যান, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে গেল। কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে দোকানের ভিতরে না গিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই দোকানের ভিতরে গেল না। অনন্তর তিনি নিজে পান করিয়া ছাগলকে পান করাইবার জন্য, কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র, সে কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিছুতেই ছাগলকে সুরাপান করাইতে পারিলেন না।

এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ছাগল একবার মাত্র সুরাপান করিয়া, সুরাপানে

কত অসুখ ও কত অনিষ্ট হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তজ্জন্য এত পীড়াপীড়িতেও কোনও মতে আর সুরাপানে সম্মত হইতেছে না। আমি সুরাপানের দোষ বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ সুরাপানে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। অতএব বুদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে আমি পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, প্রাণান্ত ঘটে তাহাও স্বীকার, তথাপি আর কদাচ সুরাপান করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই দিন অবধি তিনি সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। ('সখা' জানুয়ারি ১৮৯৪)*

গ্রন্থপঞ্জী: বিদ্যাসাগরের রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে দুই-চারিখানির কথা বাদ দিলে বাকী সমস্তই অনুবাদ, অনুস্মৃতি বা পাঠ্যপুস্তক। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, তখনকার দিনে এরূপ উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বিলক্ষণ অভাব ছিল।

নিম্নে যে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হইল, তাহাতে পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকালেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশ-কাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকেরই অনেকগুলি করিয়া সংস্করণ হইয়াছিল। ভাষা সম্বন্ধে প্রগতিশীল ছিলেন বলিয়া তিনি প্রত্যেক সংস্করণেই কিছু-না কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন।

(ক) রচিত ও সঙ্কলিত

১। **বেতাল পঞ্চবিংশতি**। ১৯০৩ সংবৎ, ইং ১৮৪৭। পৃ. ১৬৩।

বেতালপঞ্চবিংশতি কলেজ অফ্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর জি. টি. মার্শাল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত কলিকাতা শ্রীযুত পি. এস. ডি. রোজারিও কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত সংবৎ ১৯০৩।

২। **বাঙ্গালার ইতিহাস**, ২য় ভাগ। ইং ১৮৪৮।

১৩১৬ সালের চৈত্র সংখ্যা 'মুকুলে' "ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস," 'সখা,' এপ্রিল ১৮৯৩ "মাতৃভক্তি" (হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সহ) ও ১৩১৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ধ্রুব'তে "আমেরিকার আদিম নিবাসীর ন্যায়পরতা" নামে বিদ্যাসাগরের তিনটি শিশুপাঠ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। **জীবনচরিত।** সেপ্টেম্বর ১৮৪৯।

৪। **বোধোদয়।** (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ)। এপ্রিল ১৮৫১।

৫। **সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা।** নভেম্বর ১৮৫১।

৬। **ঋজুপাঠ,** প্রথম ভাগ। নভেম্বর ১৮৫১।
২য় ভাগ। মার্চ ১৮৫২।
৩য় ভাগ। ডিসেম্বর ১৮৫২।

৭। **সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব।** মার্চ ১৮৫৩।

৮। **ব্যাকরণ কৌমুদী,** ১ম ভাগ। ইং ১৮৫৩।
২য় ভাগ। ইং ১৮৫৩।
৩য় ভাগ। ইং ১৮৫৪।
৪র্থ ভাগ। ইং ১৮৬২।

৯। **শকুন্তলা।** ডিসেম্বর ১৮৫৪।

১০। **বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।** জানুয়ারি ১৮৫৫।

১১। **বর্ণপরিচয়,** ১ম ভাগ। এপ্রিল ১৮৫৫।
২য় ভাগ। জুন ১৮৫৫।

১২। **বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।** দ্বিতীয় পুস্তক।* অক্টোবর ১৮৫৫।

১৩। **কথামালা।** ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬।

১৪। **চরিতাবলী।** জুলাই ১৮৫৬।

১৫। **মহাভারত** (উপক্রমণিকা ভাগ)। জানুয়ারি ১৮৬০।

১৬। **সীতার বনবাস।** এপ্রিল ১৮৬০।†

* ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' পুস্তক দুইখানির ইংরেজী অনুবাদ *Marriage of Hindu Widows* নামে প্রকাশ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইহা বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী কর্তৃক মরাঠীতেও অনূদিত হয়।

† ২য়-৪র্থ সংস্করণের পুস্তকে "প্রথম বারের বিজ্ঞাপন"-এর শেষে ১৯১৭ সংবৎ ১ বৈশাখ—এই তারিখ আছে; কিন্তু শেষের কতকগুলি সংস্করণে "১৯১৮ সংবৎ, ১ বৈশাখ" মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম তারিখটিই ঠিক। ২১ মে ১৮৬০ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন:—"শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস নামে একখানি নূতন গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।..."

১৭। **আখ্যানমঞ্জরী।** নভেম্বর ১৮৬৩।

ইহার মাত্র ছয়টি আখ্যান লইয়া এবং কতকগুলি নূতন আখ্যান দিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী,' প্রথমভাগ, এবং প্রথম বারের বাকী আখ্যানগুলির সহিত সাতটি নূতন আখ্যান যোগ করিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রচারিত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ' নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক।"

১৮। **শব্দমঞ্জরী** (বাঙ্গলা অভিধান)। ইং ১৮৬৯।*

১৯। **ভ্রান্তিবিলাস।** (১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৯)।

শেক্সপীয়রের *Commedy of Errors* অবলম্বনে।

২০। **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার।** (১০ আগস্ট ১৮৭১)।

২১। **বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার।** দ্বিতীয় পুস্তক। (১ এপ্রিল ১৮৭৩)।

২২। **নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস।** (এপ্রিল ১৮৮৮)।

২৩। **পদ্যসংগ্রহ।** প্রথমভাগ ১৮৮৮ (২ জুলাই)।

দ্বিতীয় ভাগ। ইং ১৮৯০।

২৪। **সংস্কৃত রচনা।** নভেম্বর ১৮৮৯।

২৫। **শ্লোকমঞ্জরী** (উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ)। মে ১৮৯০।

২৬। **বিদ্যাসাগর চরিত** (স্বরচিত)। সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

২৭। **ভূগোলখগোলবর্ণনম্।** এপ্রিল ১৮৯২।

(খ) বেনামী রচনা

বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলায় চারিখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এগুলি প্রচারিত হইবার পর হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিত

* Cat, of Bengali Books used in the Schools or found in the Libraries of Vernacular Institutions in Bengal. Compiled by the School Book Committee (1875), p 32.

মহল হইতে অনেকে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিবাদের উত্তরে বেনামীতে কয়েকখানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল এবং সেগুলির রচয়িতা যে বিদ্যাসাগর স্বয়ং, এরূপ প্রসিদ্ধিও চলিয়া আসিতেছে। পুস্তকগুলি :—

১। **অতি অল্প হইল।** (৫ মে ১৮৭৩)

২। **আবার অতি অল্প হইল।** (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩)

৩। **ব্রজবিলাস।** (৩ নবেম্বর ১৮৮৪)।

৭। **বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা।** (১১ নবেম্বর ১৮৮৪)। ২য় সংস্করণে ইহার নামকরণ হয় 'বিনয় পত্রিকা'।

৫। **রত্নপরীক্ষা।** (১৯ আগস্ট ১৮৮৬)।

ইহার প্রথম তিনখানি কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য," চতুর্থখানি "কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ" এবং পঞ্চমখানি "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য" প্রণীত। সমসাময়িক প্রমাণের সাহায্যে এই বেনামী পুস্তকগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত মনে করা অসঙ্গত নহে। পুস্তকগুলি তাঁহার 'সংস্কৃত যন্ত্রে' মুদ্রিত এবং বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিক মতে তিনিই এগুলির স্বত্বাধিকারী। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত দুইজন সমসাময়িক ব্যক্তির* স্মৃতিকথাতেও এই বেনামী পুস্তকগুলির রচয়িতা হিসাবে তাঁহার নামের উল্লেখ আছে।

আচার্য কৃষ্ণকমলের মতে, 'ব্রজবিলাস' 'রত্নপরীক্ষা' "কস্যচিৎ ভাইপোস্য এই সকল গ্রন্থে যে সকল হাস্য তামাসার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা অতীব কৌতুকাবহ। ঐ রসিকতা সে কালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের মত গ্রাম্যতা দোষে দূষিত নহে, ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য, এবং পিতা পুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই।"

(গ) সম্পাদিত

১। **অন্নদামঙ্গল,** ১ম ও ২য় খণ্ড। ১৮৪৭।

"কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত"।

২। **বৈতাল পচ্চীসী** (হিন্দী)। জানুয়ারি ১৮৫২।

৩। **রঘুবংশম্।** জুন ১৮৫৩।

---

* কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ('পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায় পৃ ২১৩-১৪), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ,' ভূমিকা, পৃ ৬)।

৪। **কিরাতার্জুনীয়ম্**। ইং ১৮৫৩।
৫। **সর্বদর্শনসংগ্রহঃ**। ইং ১৮৫৩-৫৮।
৬। **শিশুপালবধ**। ইং ১৮৫৭।
৭। **কুমারসম্ভব**। ইং ১৮৬১।
৮। **কাদম্বরী**। ইং ১৮৬২।
৯। **মেঘদূতম্**। এপ্রিল ১৮৬৯।
১০। **উত্তরচরিতম্**। ১০ নবেম্বর ১৮৭ ।
১১। **অভিজ্ঞানশকুন্তলম্**। জুন ১৮৭১।
১২। **হর্ষচরিতম্**। (২১ মার্চ) ১৮৮৩

(ঘ) গ্রন্থাবলী

১৩৭৪-৭৬ সালে মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতি বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনাবলী 'সাহিত্য,' 'সমাজ' ও 'শিক্ষা ও বিবিধ'—এই তিন খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদক।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তথ্যবহুল ভূমিকাসহ, 'শকুন্তলা' (অগ্রহায়ণ ১৩৫২) ও 'সীতার বনবাসের' (আশ্বিন ১৩৫৫) প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

চারিত্রিক বিশেষত্ব

বিদ্যাসাগরকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে শুধু একদিক দিয়া দেখিলে চলিবে না, সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে। "দয়ার সাগর" বিদ্যাসাগরের করুণার কথা সকলেই জানেন। ওলাউঠা রোগে মুমূর্ষু রোগী পথে পড়িয়া আছে, বিদ্যাসাগর তাহাকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়াছেন, অপরিচিতের দুঃখে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন, বহু অনাথা বিধবার প্রতিপালনে এবং অসংখ্য দরিদ্র ছাত্রের বই, কাপড় ও মাহিনা যোগাইতে মাসে মাসে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন,—এইরূপ বহু কথা সকল জীবনীকারই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল কাহিনী হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণ যে কত বড়, তাহা জানিতে পারি। ফরাসী দেশ হইতে কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কবি মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরের নিকট যে পত্র প্রেরণ

করেন, তাহাতে বলিতেছেন, "যাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি, প্রাচীন ঋষির জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্মশক্তি, এবং বাঙালী মায়ের হৃদয় দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব গঠিত।" সত্যই বিদ্যাসাগরের হৃদয় বাঙালী মায়ের মতই কোমল ছিল। তিনি কাহারও কষ্ট, কাহারও ব্যথা দেখিতে পারিতেন না, তখনই তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। তাই বিধবার অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণার প্রতিকারকল্পে তিনি নিজের সকল শক্তি, সকল জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছিলেন। করুণ এবং উদারহৃদয় জনহিতৈষী ও সমাজসংস্কারকরূপে ঈশ্বরচন্দ্র সকলের নিকটই সুপরিচিত। এই দিক্ দিয়া বিদ্যাসাগরের মহৎ জীবনের যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে, আমরা সে-সম্বন্ধে বেশী কথা বলি নাই। শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব কতটা এবং গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনে তিনি কিরূপ শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কথাই আমরা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি, এবং এ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে-সকল সরকারী এবং বে-সরকারী চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারও বিবরণ দিয়াছি। এই সকল চিঠিপত্রের মধ্যে আমরা বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বিদ্যাসাগর-চরিতের' উপসংহারে যে-কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, সর্বাগ্রে তাহাই মনে পড়িতেছে,—

> "তিনি গতানুগতিক ছিলেন না, তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন; শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার নিজেরই চটিজুতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল্ কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সরলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতি দিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, শত্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল না থাকিলে জনসনের মনুষ্যত্ব লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা, যাহা তিনি অধিকাংশ সময়ে মুখের কথায় ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।"

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই চটিজুতার কথা বলিতে গিয়াই লিখিয়াছেন,—

> "মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র-উৎকট-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন তেজীয়ান্ পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে সমাজমধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্ধাশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতাসুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনই ছিল যে তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে।"

মহতের চরণশোভিত এই চটিজুতা-মাহাত্ম্যই এই দরিদ্র, লাঞ্ছিত, আত্মবিস্মৃত জাতির মনে অনেক আশার সঞ্চার করিয়াছে, আমরা মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া আছি। প্রতিভার সহিত, সাহিত্য-বুদ্ধির সহিত এই অসাধারণ চারিত্রিক তেজস্বিতাও ব্যক্তিত্ব যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া 'বর্ণপরিচয়,' 'বোধোদয়,' 'কথামালা,' 'আখ্যানমঞ্জরী,' 'বেতালপঞ্চবিংশতি,' 'শকুন্তলা,' 'সীতার বনবাসে'ই তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ নয়; বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ চেষ্টা এবং বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের বিরাট কীর্তিও তাঁহার পর্যাপ্ত পরিচয় নয়। সকল গুণ মিলাইয়া তিনি এ সকলের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন; এই নিরন্তপাদপ এরণ্ডের দেশে তিনি একক ন্যগ্রোধ-মহিমায় বিরাজিত ছিলেন, শাখা-প্রশাখা-সম্বলিত বটবৃক্ষের বিশালতায় সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে তিনি আপনাকে উৎসারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাটত্বের পরিমাপ করিতে পারে, এমন সমসাময়িক প্রতিভাও কেহ ছিলেন না। আজ অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে দূর হইতে আমরা তাঁহাকে তাঁহার সম্পূর্ণ মহিমায় প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, এই অঘটন কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল! পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের সন্তান কোন্ প্রতিভাবলে এমন জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন

করিলেন, যাহাতে সমসাময়িক সকল সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারকে নির্মমভাবে আঘাত করিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না, দৃঢ়হস্তে সকল বাধা অপসারিত করিতে অগ্রসর হইলেন! পাঠ্যপুস্তক ছিল না, পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে বসিলেন, দিকে দিকে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জাতীয় উন্নতির মূল দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্তঃপুরে শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের কাজে অগ্রণী হইলেন। এই সংস্কারমুক্ততা, এই সাহস এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর এই নির্ভরশীলতা তাঁহার মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল! তাঁহার পারিবারিক ইতিহাসের মধ্যে—রামজয়-ঠাকুরদাস-ভগবতীর মধ্যে, মেদিনীপুর-বীরসিংহের মধ্যে অথবা সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে এই সমস্যার সমাধান নাই। বাংলা দেশের সকল অভাবনীয়ের মত ১২২৭ বঙ্গাব্দের ২২ই আশ্বিন (১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাবও আকস্মিক; আমরা সৌভাগ্যবান যে, এই আকস্মিকতার ফলভোগ আজিও করিতেছি।

বিদ্যাসাগর যাহা ধরিতেন, তাহা ঐকান্তিকভাবে সম্পন্ন করিতেন। বাধা-বিঘ্ন, বিরোধ, অভাব তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার গুরুভার যখন তিনি স্কন্ধে বহন করিতেছেন, নিজের দায়িত্বে তখন তিনি গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ভারত-সরকারের শেষ সম্মতির জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। সরকার এ-বিষয়ে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে অবশেষে সম্মত হইলেও তাঁহাকে যে যথেষ্ট ভুগিতে হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবুও স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার আগ্রহ কিছুমাত্র কমে নাই।

নারীর প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া নারীজাতির উন্নতি ও দুঃখ লাঘবের জন্য সকল অনুষ্ঠানে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বিধবা-বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বীটন কলেজের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত যে-কোনও কার্য তাহার উদাহরণ।

এক দিকে তাঁহার প্রকৃতি যেমন বলিষ্ঠ ছিল, অন্য দিকে তাঁহার স্বভাব ছিল তেমনই কোমল ও সরল। তাই শত্রু-মিত্র সকলেরই তিনি প্রশংসা-ভাজন ছিলেন।

নানারূপ সমাজ-সংস্কারে হাত দিলেও বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে তিনি কখনও সাহেবদের নকল করেন নাই:—

"ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতি চাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজেরও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণ চর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: "বিদ্যাসাগর-চরিত," 'সাধনা,' ভাদ্র ১৩০২, পৃ. ৩৩৯)

সামাজিক বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ঔদার্য ছিল। কাহাকেও তিনি ঘৃণা করিতেন না, কাহাকেও তিনি হীন বলিয়া মনে করিতেন না। সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিতেন, বড়লোক ছোটলোক অথবা উচ্চ জাতি নীচ জাতি বাছিতেন না। নিজেকেও তিনি কাহারও কাছে খাটো করিতেন না। যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, তাহার সহিত তিনি বন্ধুবৎ আচরণ করিতেন, এবং যে তাঁহার প্রতি অসম্মানের সহিত ব্যবহার করিত, ইংরেজ অথবা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হইলেও তিনি তাহার প্রতি অনুরূপ আচরণ করিতে ছাড়িতেন না।

সামাজিক আচরণে ঈশ্বরচন্দ্রের কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা ছিল না। ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহার কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। সব জিনিস তিনি যুক্তি দিয়া পরখ করিতেন। 'শাস্ত্রে আছে'—ইহাই তাহার কাছে শেষ কথা ছিল না। তাঁহার মতামত খুব স্পষ্ট ছিল, এমন কি, এক সময়ে বেদান্তকে তিনি ভ্রান্ত দর্শন বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।...

...সকল বাধা অতিক্রম করিয়া বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন তাঁহার দুর্জয় দৃঢ়চিত্ততার আর একটি উদাহরণ। দেশের সমগ্র রক্ষণশীল শক্তি সংহত হইয়াও তাহাকে দমাইতে পারে নাই। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন,—

"বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার

সম্ভাবনা নাই, এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

নিজের রচনা ছাড়াও অপরকে বাংলা সাহিত্যের সাধনায় উৎসাহিত করিয়াও তিনি বঙ্গবীণাপাণির ঐশ্বর্যভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন; অক্ষয়কুমার দত্ত ও মধুসূদন দত্তের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অযাচিত উৎসাহ কতখানি কাজ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। 'তত্ত্ববোধিনী,' 'সর্বশুভকরী' প্রভৃতি বাংলা সাময়িক পত্র তাঁহার সর্বাধ পোষকতা লাভ করিয়াছিল। 'সোমপ্রকাশ' তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতাও সর্বজনবিদিত। সাহিত্য, সমাজ ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে উনবিংশ শতাব্দীতে অপর কোন এক ব্যক্তিকে এতখানি পরিশ্রম করিতে দেখা যায় নাই।

বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় সে কালের পণ্ডিতকুলের অগ্রগণ্য হইলেও তাঁহার মত প্রগতিশীল আধুনিক মন লইয়া কেহ সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারে ব্রতী হন নাই। তিনি নিয়মনিষ্ঠা ভালবাসিতেন, ইংরেজী শিক্ষার পোষকতা করিতেন, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেই বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করিতে ভীত হন নাই, বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, বহুবিবাহ সমর্থন করিতে পারেন নাই। যে তত্ত্ববোধিনী সভাকে সেকালে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধু সৎপরামর্শ ন, নিয়মিত অর্থসাহায্য—এমন কি, সম্পাদকের কায করিয়া সেই সভার পোষকতা করিতেন।

১৮২৯ হইতে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণ এক যুগ কাল সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, বেদান্ত, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণপরিবারের সন্তান হইয়া তিনি যে কেমন করিয়া এই সংস্কারমুক্ততা অর্জন করিলেন, তৎকাল-প্রচলিত জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে এই উদারতার বীজ কোথায় কেমন ভাবে তাঁহার মনে উপ্ত হইল, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও তাহার রহস্য আমাদিগকে অভিভূত করে। আসলে বিদ্যাসাগর দেবত্ব ও ব্রাহ্মণ্যের সকল গৌরব-বর্জিতভাবে মানুষকে মানুষরূপেই মহৎ ও মহনীয় দেখিতে চাহিয়াছিলেন

এবং তাহা চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গুরু ও শালগ্রামশিলার দেশে তাঁহাকে অপরিসীম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অকারণ আঘাতে আঘাতে তাঁহার কুসুম-কোমল মন পাষাণ-কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিয়াছেন, কিন্তু এই অসহায় নিপীড়িত সমাজের জন্য তাঁহার কল্যাণ-হস্তকে নিবস্ত করেন নাই; বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই মানব-প্রীতিই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু।

সমাপ্ত